গ্রন্থাবলী সিরিজ

যোগেশ-গ্রন্থাবলী

(দ্বিতীয় ভাগ)

যোগেশচন্দ্র চৌধুরী প্রণীত

বসুমতী - সাহিত্য - মন্দির
১৬৬, বহবাজার ষ্ট্রীট, - - - - - - - কলিকাতা

গ্রন্থাবলী সিরিজ

যোগেশ-গ্রন্থাবলী

(দ্বিতীয় ভাগ)

যোগেশচন্দ্র চৌধুরী প্রণীত

১। সীতা। ২। বিষ্ণুপ্রিয়া। ৩। পূর্ণিমামিলন।
৪। মহামায়ার চর।

বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির ১৬৬, বহুবাজার ষ্ট্রীট হইতে "বসুমতী-বৈদ্যুতিক-রোটারী-মেসিনে" শ্রীশশিভূষণ দত্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

মূল্য—দুই টাকা।

সীতা

যোগেশচন্দ্র চৌধুরী প্রণীত

১৩৫২ সালের নবম সংস্করণ হইতে

শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী, এম-এ, মহাশয়ের

অধিনায়কতায়

নাট্যমন্দিরে প্রথম অভিনয়

বুধবার, ২১শে শ্রাবণ, ১৩৩১

গ্রন্থকারের নিবেদন

আদিকবি বাল্মীকি থেকে আরম্ভ ক'রে ভারতবর্ষের সমস্ত পুরাতন ও আধুনিক বড় কবি সীতাসম্বন্ধে কিছু না-কিছু লিখেছেন। আমার প্রথম নাটক আমি যে ভারতের এই চিরন্তন পুণ্যকাহিনী অবলম্বন ক'রে লিখ্‌বার সুযোগ পেয়েছি, সেজন্য আমি নিজেকে বড়ই সৌভাগ্যবান ব'লে মনে করি। তথাপি সত্যের খাতিরে ব'লতে গেলে ব'লতে হয় যে, আমার অন্তরের কোনও প্রেরণার দ্বারা অনুপ্রাণিত হ'য়ে আমি এ নাটক লিখ্‌তে অগ্রসর হইনি, বাইরের প্রয়োজন আমাকে লিখ্‌তে বাধ্য ক'রেছে। কিন্তু লিখ্‌তে আরম্ভ ক'রে আমি "রামসীতাবিরহের নির্ঝরিণী ধারা" আমার প্রাণের ভিতর অ ব করিছি এবং বাইরে তার রূপ ফুটিয়ে তুলবার যথেষ্ট চেষ্টা ক'রেছি। কৃতকার্য্য হ'য়েছি কি জানিনে।

স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয়ের "সীতা" আমার চোখের সাম্‌নে অনেকবার অভিনীত হয়েছিল। সে নাটকের অনেকগুলি চিত্র ও চরিত্র আমার সমস্ত কল্পনাকে একেবারে আচ্ছন্ন ক'রেছিল; সেজন্য আমার এই "সীতা" নাটকের কোনও কোনও জায়গায় স্বর্গীয় রায়মহাশয়ের নাটকের একটু আধটু ছায়া পড়তে পারে—তবে আমি দ্বিজেন্দ্রলালের প্রভাব অতিক্রম ক'রবার যথেষ্ট চেষ্টা পেয়েছি।

শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী মহাশয় তাঁর নূতন নাট্যমন্দির-উদ্বোধন উপলক্ষে যে আমার এই নাটকখানি অভিনয় ক'রবার জন্য মনোনীত ক'রেছেন, এজন্য আমি তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিচ্ছি।

আমার দু'জন হিতৈষী বন্ধু—শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী এবং সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়—এই বইখানি লেখা থেকে আরম্ভ ক'রে ছাপানো পর্য্যন্ত সমস্তব্যাপারে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য ক'রেছেন। এঁদের দু'জনের সাহায্য না পেলে আমি কিছুতেই এ নাটক প্রকাশ ক'রতে পারতাম না। আমার অন্যতম সাহিত্যিক বন্ধু, সুকবি শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার র আমার "সীতা" নাটকের জন্য কয়েকখানি গান রচনা ক'রে দিয়েছেন। এই সুযোগে আমি এই সকল সহৃদয় বন্ধুর কাছে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

'নাট্যমন্দির'
৬৮বি, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা
বুধবার ২১শে শ্রাবণ, ১৩৩১

শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী

উৎসর্গপত্র

স্বর্গীয়া কিরণশশী দেবীর স্মৃতিপূজা

দিদি, ছেলেবেলায় একটা মস্ত বড় নাট্যকার হবার ঝোঁকে প'ড়ে যখন নাটকের পর নাটক লিখেছি, তখন তুমিই ছিলে আমার সে সকল লেখার একমাত্র সমজদার। আমার সমস্ত রচনা তুমি খুব মনোযোগ দিয়ে শুনতে ও সেগুলি উপভোগ করতে এবং প্রয়োজন মত যথেষ্ট উৎসাহ দিতে। তোমার বড় ইচ্ছা ছিল, সাধারণ রঙ্গালয়ে আমার কোনও নাটকের অভিনয় দেখা। আজ সত্যই আমার নাটক অভিনয় হ'চ্ছে। প্রথম যৌবনের সে আনন্দ উদ্যম আজ আর নেই;—একটা কিছু হতে হবে, এই রকম সঙ্কল্প প্রাণে আর বড় একটা সাড়া আনে না। জীবনের এমন একটা জায়গায় এসে পৌঁছেছি, যেখান থেকে অতীতকেই মনোরম বলে মনে হয়, ভবিষ্যৎকে উজ্জ্বল দেখায় না। বর্ত্তমানের সমস্ত কোলাহল অতিক্রম করে আজ কেবল তোমার কথাই ভাবছি। জানিনা তুমি কোথায়—আমার বর্ত্তমান সুখ-দুঃখের তরঙ্গাঘাতে তোমার হৃদয় স্পন্দিত হ'য়ে ওঠে কিনা! আমি সংশয়ী—তবু যেন মনে হয়, হয়ত কোন্ কল্পলোক থেকে তুমি আমাদের দেখতে পাচ্ছ! সেই বিশ্বাসে—জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহীয়সী নারীর জীবনকথা নিয়ে গাথা, আমার এই প্রথম প্রকাশিত নাটকখানি তোমাকেই উৎসর্গ ক'রলাম।

তোমার স্নেহের ছোট্ট ভাই

যোগেশ

ষষ্ঠ সংস্করণের বিজ্ঞাপন

"সীতা"র নাট্যাভিনয় আজ সাত বৎসর ধরিয়া কলিকাতায় চলিতেছে। গত বৎসর আমেরিকার যুক্তরাজ্যপ্রদেশে নিউইয়র্ক সহরের "ব্রডওয়ে—ভাণ্ডার-বিল্ট" থিয়েটারে ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের ১২ই জানুয়ারী তারিখে বাংলা ভাষাতেই "সীতা" অভিনয় হয়। শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী, গ্রন্থকার এবং নাট্যমন্দিরের প্রায় সমস্ত কলাকুশল নটনটী এই অভিনয় করেন। ইহার পূর্ব্বে ভারতের বাহিরে সমুদ্রপারে কোন নাট্যসম্প্রদায় বাংলা ভাষায় এভাবে অভিনয় করেন নাই। আমেরিকার গুণীসমাজে নাটক ও নাট্যাভিনয়ের যথেষ্ট সুখ্যাতি হইয়াছিল। আমেরিকা প্রবাসী অক্লান্তকর্ম্মী সোদরোপম বন্ধু শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র সেন নাট্যাভিনয়ে বিশেষ সাহায্য করেন। তাঁহার সাহায্য না পাইলে অভিনয় সুচারুরূপে সম্পন্ন হওয়া সম্ভব হইত না। পরে ভারতে ফিরিয়া ঐ বৎসরই মার্চ্চ মাসে দিল্লীতে তদানীন্তন মাননীয় বড়লাট মহোদয় লর্ড আরউইন ও তদীয় মাননীয়া পত্নী এবং অন্যান্য ইয়ুরোপীয় ও দেশীয় সম্ভ্রান্ত রাজকর্ম্মচারীগণের সম্মুখে সুখ্যাতির সহিত "সীতা" অভিনয় হয়। বাংলা নাটক ও নাট্যাভিনয়ের ইতিহাসের অঙ্গরূপে ইহা উল্লিখিত হইল। ইতি

১৫ই আশ্বিন,
১৩৪৮ সাল।

শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী

নাটকের চরিত্র

পুরুষ

রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন, বশিষ্ঠ, বাল্মীকি, লব, কুশ, শম্বুক (তপাচারী শূদ্র), অষ্টাবক্র, কঞ্চুকী, দুর্ম্মুখ, বন্দী, বৈতালিক, মন্ত্রী, সচিব, শূদ্র-ঋত্বিক্‌গণ, মুনিগণ, দেবর্ষিগণ, ক্ষত্রিয়রাজগণ, জনৈক ব্রাহ্মণ, প্রতিহারী-গণ, অনুচর, প্রহরীগণ, কয়েকজন লোক, অশ্বরক্ষকদ্বয়, সৈনিকগণ, রাজ্যের নায়কগণ, রাজদূত ইত্যাদি।

স্ত্রী

কৌশল্যা, সীতা, ঊর্ম্মিলা, আত্রেয়ী (ঋষিকন্যা—বাল্মীকির শিষ্যা), তুঙ্গভদ্রা (শম্বুকের স্ত্রী), বনলক্ষ্মীগণ, অরণ্য-কুমারীগণ ইত্যাদি।

পরিচয়

অধিকারী	..	শিশিরকুমার ভাদুড়ী
গ্রন্থকার	..	যোগেশচন্দ্র চৌধুরী
সম্পাদক	...	সনৎকুমার মুখোপাধ্যায়
অনুষ্ঠাতা ও শিক্ষক	...	শিশিরকুমার ভাদুড়ী
নৃত্য-শিক্ষক	...	নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু
সহ-নৃত্যশিক্ষক	...	ব্রজবল্লভ পাল
সুর-সংযোজক	...	গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
চিত্রশিল্পী	...	চারুচন্দ্র রায়
ঐ সহকারী	...	রমেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
হারমোনিয়ম-বাদক	...	সুরেশচন্দ্র রায়
বংশীবাদক	...	বঙ্কিমচন্দ্র ঘোষ
স্মারক		প্রভাতকুমার চট্টোপাধ্যায় অনিলকুমার ঘোষ

প্রথম অভিনয়-রজনীর অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ

রাম	…	শিশিরকুমার ভাদুড়ী
লক্ষ্মণ	…	বিশ্বনাথ ভাদুড়ী
ভরত	…	তারাকুমার ভাদুড়ী
শত্রুঘ্ন	…	তুলসীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
বশিষ্ঠ	…	ললিতমোহন লাহিড়ী
বাল্মীকি	…	মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য
শম্বুক	…	যোগেশচন্দ্র চৌধুরী
লব	…	জীবনকুমার গঙ্গোপাধ্যায়
কুশ	…	নলীগোপাল সান্ন্যাল (দ্বিতীয় রজনী হইতে) রবীন্দ্রমোহন রায়
দুর্ম্মুখ	…	অমিতাভ বসু (এমেচার)
কঞ্চুকী	…	শীতলচন্দ্র পাল
অষ্টাবক্র	…	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
অমাত্য	…	সুহাসচন্দ্র সরকার
অশ্বরক্ষকদ্বয়	…	রমেশচন্দ্র দত্ত বিশ্বেশ্বর মল্লিক
ঋত্বিক্	…	নীলমণি বন্দ্যোপাধ্যায়
বৈতালিক ও বন্দী	…	কৃষ্ণচন্দ্র দে
পুত্র-শোকাতুর ব্রাহ্মণ	…	নৃপেশনাথ রায়
কৌশল্যা	…	মতী পান্নারাণী
সীতা	…	মতী প্রভা
উর্ম্মিলা	…	মতী উমারাণী
তুঙ্গভদ্রা	…	মতী নীরদাসুন্দরী
আত্রেয়ী	…	মতী নিরুপমা

সীতা

প্রথম অঙ্ক

[অযোধ্যা-প্রাসাদের একাংশ। রামের কক্ষের সম্মুখস্থ অলিন্দে সীতা রামচন্দ্রের জানুদেশে মস্তক রক্ষা করিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। রাম অতি যত্নসহকারে তাঁহাকে ব্যজন করিতেছেন। নেপথ্য হইতে যন্ত্র সঙ্গীতের ধ্বনি আসিতেছে। বিশ্বস্ত রাজকর্ম্মচারী দুর্ম্মুখ ধীরে ধীরে প্রবেশ করিল। সীতাদেবীকে দেখিয়া সে অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। দুর্ম্মুখ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে রাম সেই দিকে মুখ ফিরাইয়া দুর্ম্মুখকে দেখিতে পাইলেন।]

রাম। দুর্ম্মুখ!

দুর্ম্মুখ। মহারাজ, বার্ত্তা আনিয়াছি।

রাম। ভাল, অসঙ্কোচে কর নিবেদন।

দুর্ম্মুখ। প্রভু,
রাজকার্য্য, সঙ্গোপনে চরণে
করিব নিবেদন।

রাম। দেবীর নিকটে
সঙ্কোচের নাই প্রয়োজন,—
জানকীর কাছে অযোধ্যা-রাজ্যের
গোপন কিছুই নাই।
কিন্তু দেবী সুপ্তা,
বিশ্রামে ব্যাঘাত হইতে পারে!

(কঞ্চুকীর প্রবেশ)

কঞ্চুকী। রামচন্দ্র!

রাম। আর্য্য!

কঞ্চুকী। মহাতপা অষ্টাবক্র—
ভূপতিরে
আশীর্ব্বাদ করিবার তরে,
মাগিছেন রাজ-দরশন।

রাম। যাও, সসম্মানে
ত্বরায় লইয়া এস

[কঞ্চুকীর প্রস্থান

রাম। দুর্ম্মুখ, ক্ষণেক অপেক্ষা কর,
বার্ত্তা তব জানিব পশ্চাতে।

দুর্ম্মুখ। যথা আজ্ঞা নরেশ্বর!

(অষ্টাবক্রের প্রবেশ)

রাম। প্রণমি চরণে দেব,
কর আশীর্ব্বাদ।

অষ্টা। করি আশীর্ব্বাদ—
প্রজানুরঞ্জনে—শ্রেষ্ঠ স্বার্থ বলিদানে,
নাহি হও পরাঙ্মুখ কভু!

রাম। মুনিবর, যেই দিন হ'তে
অযোধ্যার সিংহাসনে
করিয়াছি আরোহণ, প্রজানুরঞ্জন
নৃপতির কর্ত্তব্য জেনেছি সার।
সূর্য্যবংশে জন্ম মোর—
প্রজানুরঞ্জন হ'তে শ্রেষ্ঠতর কার্য্য
মোর নাই।

অষ্টা। বাক্যে তব বহু প্রীতি করিলাম লাভ।
বৎস, কল্যাণ হউক তব।

রাম। মুনিবর, কিবা প্রয়োজনে
রাজপুরে পদার্পণ প্রভু,
জানিতে কি পারি?

অষ্টা। আনিয়াছি তব প্রাপ্য যজ্ঞভাগ
নরেশ্বর,
ঋষ্যশৃঙ্গ-যজ্ঞস্থল হ'তে,
বশিষ্ঠের আশীর্ব্বাদ সহ।
কহিলেন ঋষি—"হে যশস্বী,
বংশমান রক্ষা হেতু
সত্যের পালনে আর প্রজানুরঞ্জনে

সর্ব্ব ইষ্ট দিতে বিসর্জ্জন
রামচন্দ্র বিমুখ না হন যেন !"

রাম। শিরোধার্য্য আদেশ ঋষির ;
প্রভু, ইক্ষ্বাকু-কুলের রাজা,—
প্রজার মঙ্গল তার জীবন-সাধনা।
পুণ্যশ্লোক রাজর্ষি দিলীপ—
রঘু, অজ, পিতা দশরথ—
সূর্য্যবংশ-ধুরন্ধর নরপতিগণ
যেই পুণ্যব্রত করিলেন
চিরদিন জীবনে বরণ,
সে ব্রতে দীক্ষিত আমি দেব !

অষ্টা। রামচন্দ্র,
করি আশীর্ব্বাদ—বৎস, পিতৃপুরুষের
নামের সম্মান রক্ষা কর চিরদিন।

রাম। মুনিবর,
ধনরত্ন যাহা আছে রাজার ভাণ্ডারে,
রত্ন-সিংহাসন, বহুমূল্য রাজ-আভরণ,
সসাগরা পৃথিবীর অধিকার
প্রজানুরঞ্জনে অনায়াসে বিসর্জ্জন
দিতে পারি। আত্মীয়-স্বজন,
আপন জীবন,
বংশের পাবন পুত্র নয়নের মণি—
প্রভু, তাও দিতে পারি।
সর্ব্ব ধর্ম্ম সাধনার ফল
কর্ম্মলব্ধ উচ্চগতি যদি থাকে কিছু
জীবনের সর্ব্বকাম্য কামনার ধন—
লোকান্তরে স্বর্গ-মোক্ষ ইষ্ট আরাধনা—
প্রজার মঙ্গল হেতু—
এখনি ত্যজিতে পারি !
অধিক কি কব আর দেব,
হ'লে প্রয়োজন, প্রজানুরঞ্জন তরে—
সর্ব্ব কাম্য, সর্ব্ব স্বর্গ,
সর্ব্ব ইষ্ট, সর্ব্ব কামনার শ্রেষ্ঠ—
সহস্র জীবনাধিক—মোর জানকীরে—

(দুর্ম্মুখের সর্ব্বশরীর কাঁপিয়া উঠিল)

দুর্ম্মুখ দুর্ম্মুখ—
মোর জানকীরে
এই দণ্ডে বিসর্জ্জন দিতে পারি।

অষ্টা। বৎস,
বাক্য তব সূর্য্যবংশধর-যোগ্য বটে
বৎস, করি আশীর্ব্বাদ
হও আদর্শ-নৃপতি। [প্রস্থান ।]

রাম। দুর্ম্মুখ,
কি কথা বলিতেছিলে—
বল এইবার।

দুর্ম্মুখ। মহারাজ,
শ্রীচরণে অভয় প্রার্থনা করি !

রাম। দিলাম অভয়,
নির্ভয়ে বলিতে পার—
কোন শঙ্কা নাই।

দুর্ম্মুখ। মহারাজ,
অযোধ্যার পুরবাসী
ধনবান্ প্রজা, রাজ্যের নায়ক যত—

রাম। তারপর ?
দুর্ম্মুখ, বিস্মিত করিলে মোরে।
বহুদিবসের পুরাতন রাজকর্ম্মচারী
রাজার চরিত্র নাহি জান ?
সমস্ত অপ্রিয় সত্য শুনিতে প্রস্তুত আমি।

দুর্ম্মুখ। (তথাপি সঙ্কুচিত ও নিরুত্তর)

রাম। দিয়াছি অভয়—কিসের সঙ্কোচ তবে ?

দুর্ম্মুখ। পৌরজন যত পরস্পর কহিতেছে—
মা-জানকী কলঙ্কভাগিনী—

রাম। দুর্ম্মুখ—দুর্ম্মুখ—
মিথ্যাবাদী শঠ, প্রবঞ্চক—
হেন কথা কহিস্ দুর্ম্মতি !

দুর্ম্মুখ। রূঢ় সত্য, কহিয়াছি
তোমার আদেশে নরবর !

রাম। পৌরজন, পৌরজন !
কি কহিছে পৌরজন ?

দুর্ম্মুখ। তারা কহে, রাজ-অন্তঃপুর-মাঝে
গ্রহণীয়া নন রাজেন্দ্রাণী,
অনার্য্য-রাক্ষস-গৃহে করেছেন বাস।

রাম। প্রজানুরঞ্জন, প্রজানুরঞ্জন—
ভাল আশীর্ব্বাদ ঋষি, করিয়াছেন মোরে।
প্রজানুরঞ্জনে শ্রেষ্ঠ স্বার্থ বিসর্জ্জন—
অসীম ঔদাস্যভরে
নিজে আমি করিয়াছি পণ।

সহস্রাক্ষ বিশ্ববিভু—বংশের আকর,
দেব দিনকর!
একি মহা সমস্যায়
নিপতিত করিলে আমায় প্রভু!
এ কোন্ অশুভক্ষণে
সর্ব্বনাশা হেন গর্ব্ববাণী
মুখ হ'তে স্খলিত হইল মোর?
বুঝিতে না পারি—
দৃষ্টির অন্তরে থাকি
নিয়তি কি করে পরিহাস!

দুর্ম্মুখ। ধরণীর অধীশ্বর!
ক্ষমা কর দাসে—

রাম। বুঝিয়াছি,
আর কিছু শুনিবার
নাহি প্রয়োজন;
যাও, করগে বিশ্রাম—
(দুর্ম্মুখের গমনোদ্যোগ)
পুরস্কার লহ রত্নহার।
(রত্নহার দিলেন)

দুর্ম্মুখ। প্রভু, দিওনা গঞ্জনা দাসে—
দাও দণ্ড, কর তিরস্কার—
শতলক্ষ অপমান লব বক্ষ পাতি,
স'ব অকাতরে!
পুরস্কার লইতে নারিব—
পুরস্কার-যোগ্য কার্য্য করেনি দুর্ম্মুখ!

রাম। না—না, মহাকার্য্য করিয়াছ তুমি—
বিষাদ না ভাবহ অন্তরে।
রাজ-সিংহাসনে করি আরোহণ
শুনিয়াছি লক্ষ লক্ষ চাটুকার-বাণী!
নগ্ন-সত্য কঠোর মহান্—
সত্যের সে অপূর্ব্ব মুরতি
দেখি নাই বহুদিন—
সত্য গিয়াছিনু ভুলি!
তুমি দিয়াছ আমায় সেই সত্য পুনঃ—
স্বচ্ছ, সুনির্ম্মল কাচমণি-সম
মম জীবনের প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে যাহে।
রে দুর্ম্মুখ!
শ্রেষ্ঠ ভৃত্য তুই মোর—
সামান্য সেবক হেন কার্য্য কভু পারিত না!

দুর্ম্মুখ তব বাক্য চিরদিন করেছি পালন,
আজ তাহা করিব হেলন,
লইব না রত্নহার—
বিদায় চরণে মহারাজ।
ভাল কার্য্য দিয়াছিলে মোরে—
হইল দুর্ম্মুখ নাম
সার্থক আমার এতদিনে!
[প্রস্থান

রাম (সীতার নিকটে গিয়া)
পুণ্যবতী জনক-তনয়া
পবিত্রতা-আকার-ধারিণী!
ভাগীরথী-পূতবারিসমা—
তীর্থরেণু মত যিনি আপনার
আপনি পাবন—
মূর্খ পৌরজন, কহে অপবিত্রা তাঁরে!
অগ্নিসমা পরিশুদ্ধা,
রাজর্ষি-জনক-গৃহে জন্ম যাঁর
হোম-যজ্ঞে পুণ্য-ফল সম;
অপবাদ তাঁর?
অন্তর্য্যামী দেব,
আমার মুখের কথা—তাই সত্য হবে?
অন্তরের সত্য মোর কেহ দেখিবে না!
মুহূর্ত্তের মত্ততায় জীবনের ভুল—
জীবনের সব চেয়ে বড় সত্য হ'তে
প্রবল কি হবে?
(নেপথ্যে সুর শোনা গেল, বৈতালিক
গাহিতে গাহিতে প্রবেশ করিল)

(গীত)

জয় সীতাপতি সুন্দরতনু
প্রজারঞ্জনকারী,
রাঘব রামচন্দ্র জয়তু
সত্য-ব্রতধারী।
ধরণী পূত চরণ-পরশে,
পুরবাসীগণ মগ্ন হরষে,
আকাশ হ'তে নিত্য বরষে
দেবতা-কৃপাবারি।

রাম। মুর্খ বৈতালিক,
বন্ধ কর গান।

বৈতা। মহারাজ—

রাম আজ হ'তে
স্তুতিগান আর নাহি হবে।

[বৈতালিকের প্রস্থান

অতীব নিষ্ঠুর প্রথা
শ্রদ্ধা দিয়ে ঢেকে রাখা
অন্তরের ঘৃণা
প্রতি আঁখি-পাশে লুক্কায়িত
তীব্র পরিহাস—
জনে-জনে ভাবে মনে মনে
অপবিত্রা সীতা—
রাজদণ্ড-ভয়ে মুখে কিছু করে না প্রকাশ।
সম্মুখে দেখায় ভক্তি—!
শ্রদ্ধাপূর্ণ স্তুতিগান রচে!
কপটতা—কপটতা
শ্বাস রোধ হয় মোর
জীবন্ত এ মিথ্যা মাঝে করিতে বসতি।

(বশিষ্ঠের প্রবেশ)

বশিষ্ঠ। বৎস,
আসিয়াছি আমি।
সম্পূর্ণ হ'য়েছে যাগ,
দেব-ঋষি-মানবের কল্যাণের তরে—
মহাতপা ঋষ্যশৃঙ্গ
হোমানলে পূর্ণাহুতি ক'রেছেন দান।
রাজমাতৃগণ
রাজগৃহে সমাগত পুনঃ।
বৎস, মৌন তুমি!
চির-হাস্যময় মুখে নাহি হাসিরেখা—
যেন অশ্রু দিয়ে আঁকা—
মৌন মূক চিত্র বেদনার!
রাম, কহ সবিশেষ—
চিন্তারেখা কোন্ হেতু কুঞ্চিত ললাটে?

রাম গুরুদেব,
মিথ্যা নাম, মিথ্যা কীর্ত্তি—বংশের সম্মান,
মিথ্যা খ্যাতি!
পৌরজন কহে,
কলঙ্কিনী জনক নন্দিনী!

বশিষ্ঠ। বৎস,
প্রজাগণ কহিতেছে
জানকীর কলঙ্কের কথা!
সত্য কিংবা প্রহেলিকা?
মা জানকী কলঙ্কভাগিনী!
হেন কথা
মুখে তারা করে উচ্চারণ!
রাজলক্ষ্মী অযোধ্যা-রাজ্যের
মূর্ত্তিমতী করুণা-রূপিণী,
রাজ্যের জননী যিনি—
যাঁর পুণ্যে এ রাজ্যে অভাব কিছুই নাই,
সরলতা-প্রতিচ্ছবি,
সেই সীতা অপবিত্রা!
না—না, রঘুপতি,
শুনিয়াছ মিথ্যা-সমাচার!

রাম। গুরুদেব, দুর্ম্মুখ এনেছে বার্ত্তা—

বশিষ্ঠ। দুর্ম্মুখ?
শ্রেষ্ঠ ভৃত্য সে তোমার—
কর্ত্তব্যসাধক—
কহে নাই মিথ্যা বাণী।

রাম। প্রজাগণ চাহিতেছে সীতানির্ব্বাসন।
রাজ্যের নায়কগণ কহে,
"রাক্ষস হরিলা যেই নারী,
রাজার কর্ত্তব্য নহে
রাজগৃহে তাঁরে স্থান দেওয়া।"

বশিষ্ঠ। সত্য, এই প্রচলিত সমাজ-নিয়ম—
অতীব নিষ্ঠুর প্রথা—প্রচলিত বিধি এই।
সীতা মহীয়সী নারী—লক্ষ্মীস্বরূপিণী,
সাধারণ রমণীর সমতুল্যা নন কভু—
তবু নারী,—সমাজনিয়ম-অনুসারে
নির্য্যাতন অদৃষ্ট-লিখন তাঁর।
বড়ই সমস্যা রঘুবর,
কর্ত্তব্য বুঝিতে নারি!

রাম। গুরুদেব!
অষ্টাবক্র ঋষির নিকটে
মুহূর্ত্তেক পূর্ব্বে
নিজে আমি করিয়াছি পণ—
হ'লে প্রয়োজন প্রজানুরঞ্জন তরে
জানকীরে দিব বিসর্জ্জন।

বশিষ্ঠ। নিজে তুমি করিয়াছ পণ!
রাম। কভু কল্পনায় ভাবি নাই দেব,
অসম্ভব হইবে সম্ভব!
বশিষ্ঠ। সূর্য্য-বংশধর!
অচিন্তিত কর্ত্তব্য মহান্
অনাহূত এসেছে তোমার দ্বারে—
বিধাতা-নির্দ্দিষ্ট এই কণ্টক-খচিত
অভিনব কর্ত্তব্যের পথ—
সাদরে গ্রহণ কর রঘুকুলপতি!
রাম সত্য—সত্য—সূর্য্য-বংশধর আমি
মুনিবর!
কর্ত্তব্য করেছি স্থির,
জানকীরে দিব বিসর্জ্জন—
সত্যরক্ষা অবশ্য করিব।
হৃদয় ভাঙ্গিয়া যদি যায়—
কি করিব, হয়ত' ভাঙ্গিবে—
কিন্তু ইক্ষ্বাকু-কুলের পতি,
সত্যরক্ষা বিনা নাহি অন্য গতি।
বশিষ্ঠ কল্যাণ হউক বৎস!
অবিচল চিত্তে কর
কর্ত্তব্য-পালন!

[প্রস্থান]

রাম। আজি মনে পড়ে
অতর্কিতে বালিবধ-কথা।
সীতার হরণ লাগি—
আত্মহারা বিহ্বলের মত—
নির্দ্দোষীর বক্ষ-রক্ত-পাত। মনে পড়ে—
ধূলি-ধূসরিতা পতিহারা
তারার ক্রন্দন—
মর্ম্মভেদী দীর্ঘশ্বাস!
নিদারুণ অভিশাপ সতী রমণীর;
মন্দোদরী ধূলায় লুটায়
সহস্র রাক্ষস-বধূ দীর্ণ হাহাকারে
মূর্চ্ছা যায় ধরণীর কোলে—
রমণীর অভিশাপ
ফলিবে কি এত দিনে?—

(লক্ষ্মণের প্রবেশ)

লক্ষ্মণ। রঘুবর!
রাম। সৌমিত্রি!
কঠোর কর্ত্তব্য ভাই
তোমারে করিতে হবে। কর পণ—
আজ্ঞা মম করিবে পালন!
লক্ষ্মণ। হে রাঘব!
বিস্মিত করিলে মোরে!
কখনো কি দেখিয়াছ অন্যমত—
প্রতিজ্ঞা করাতে চাহ?
কবে পালি নাই প্রভু আদেশ তোমার—
কবে মানি নাই বাক্য তব—
সত্য বেদসম!
রাম। তথাপি করিতে হবে পণ—
জান না'ত প্রিয়বর,
কি কঠিন আদেশ আমার!
লক্ষ্মণ। ভাল, সেই মত ইচ্ছা যদি তব,
করিলাম পণ!
বল মোরে কি করিতে হবে?
রাম। হৃৎপিণ্ড ছেদন করিতে হবে,—
জানকীরে দিতে হবে বনে বিসর্জ্জন।
সাঙ্গ হ'য়ে গেছে মোর জীবনের পূজা—
দেবীর প্রতিমা এবে
বনে দিব ডালি!
লক্ষ্মণ। একি কথা কহ দেব?—
বিনা মেঘে একি বজ্রাঘাত!
পারিব না—পারিব না কভু!
ক্ষমা কর অধম কিঙ্করে!
রাম। লক্ষ্মণ, সুখে দুঃখে
চিরসাথি—
ভৃত্য, বন্ধু, মন্ত্রী তুমি—
জীবনের চির-সহচর, তুমিও বিমুখ?
অযোধ্যার রাজপথে ধূলায় লুটায়
সূর্য্যবংশ-নামের গরিমা!
করিয়াছি সত্য পণ,
নিরুপায় আমি,
অন্য পথ নাহি আর
জানকীর নির্ব্বাসন বিনা।
লক্ষ্মণ। জানকীর নির্ব্বাসন!
যাঁর লাগি জীবনে সহস্র দুঃখ
শ্রাবণের বারিধারা-সম

শির পাতি লইয়াছ আপন ইচ্ছায়—
যাঁর তরে ধনুর্ভঙ্গ—
রাজর্ষির স্বয়ম্বর-সভাতলে,—
হতগর্ব্ব নতশির,
পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ
বীরেন্দ্র নৃপতি সাক্ষ্য করি,
বীরত্বের জয়মাল্য সম
যাঁর পাণি গ্রহণ করিলে রঘুবর—
ছায়া-সম জীবনসঙ্গিনী যিনি—
বনবাস স্বর্গবাস, যে সীতার তরে—
যাঁহারে হারায়ে,
সমগ্র দণ্ডক-বন
সীতানামে মুখরিত করি,
ভেসেছিলে নয়নাশ্রু জলে রঘুবর—

রাম। লক্ষ্মণ, লক্ষ্মণ—

লক্ষ্মণ। যাঁহার উদ্ধার-হেতু বালিবধ,
সেতুবন্ধ, লঙ্কার সমর,
বীরবাহু, মেঘনাদ,
কুম্ভকর্ণ, বিশ্বত্রাস রাবণ বিনাশ—
প্রবেশিয়া প্রজ্বলিত হুতাশনে
আপন গৌরবে
বাহিরিয়া এল যেই মহীয়সী নারী—
লক্ষ্মী যথা সমুদ্রমন্থনে—
পদতলে প্রশান্ত জলধি,
অসীম অম্বর শিরে, যক্ষ-রক্ষ-নাগ-নরঃ
দেবতা-বন্দিতা সীতা—
কলঙ্কিনী-অপবাদে তাঁর নির্ব্বাসন!
পারিব না—পারিব না প্রভু—
আজ্ঞা তব লহ ফিরাইয়া—!

রাম। ক্ষত্রিয়নন্দন,
করিয়াছ পণ—
পণ-রক্ষা কর ত্বরা!
শুধায়োনা প্রশ্ন মোরে আর—
জানিহ নিশ্চয়—
ইক্ষ্বাকু-কুলের পূত মর্য্যাদারক্ষণে
জানকীরে দিতে হবে ডালি—
কঠিন নিয়তি হেন করেছে বিধান।
সাজাও স্যন্দন,
রেখে এস দূরে বনে জনক-নন্দিনী—
সংসারের কঠোর পরশে
আর যেন দেবী ব্যথা নাহি পায়।
উত্তপ্ত মস্তিষ্ক মোর, বুকে বাজে ব্যথা,
রাজ-প্রাসাদের বায়ু করে শ্বাসরোধ।

[প্রস্থান]

লক্ষ্মণ। হে রাঘব!
কোন্ অপরাধে অপরাধী
শ্রীচরণে দাস—
হেন দণ্ড করিলে প্রদান?
লঙ্কার সমরে শক্তিশেলে বাঁচাইয়া,
পুনঃ,
এ হেন জীবন্ত মৃত্যু
কেন দিলে প্রভু!
কঠোর কুলিশ-সম
অগ্রজের দারুণ আদেশ!
এর চেয়ে মৃত্যু মম শ্রেয়ঃ শতবার!

(ঊর্ম্মিলার প্রবেশ)

ঊর্ম্মিলা। প্রাণেশ্বর!
একি—
বিরস বদনে আনমনে বসিয়া একাকী!
কি হ'য়েছে হৃদয়-বল্লভ?
মলিন নেহারি কেন জীবন-কুসুম?

লক্ষ্মণ। এ হেন দারুণ বজ্র
পড়ে নাই কভু আর
অযোধ্যার প্রাসাদ-শিখরে!
মন্থরার মন্ত্রণায় নহে সংঘটন।
দেবি! সীতা-নির্ব্বাস-আজ্ঞা
দিয়াছেন আপনি রাঘব।

ঊর্ম্মিলা। সীতা-নির্ব্বাসন!
আজ্ঞা দিয়াছেন রাঘব।
সত্য কিম্বা অলীক স্বপন-কথা!

লক্ষ্মণ। বলি নাই—
রঘুপতি নিজে আজ্ঞা দিয়াছেন মোরে?
করিয়াছি পণ,
নির্ব্বিচারে এ আদেশ
আমারে পালিতে হবে।

ঊর্ম্মিলা। কি কারণে এ আদেশ—
জানিয়াছ প্রভু?

লক্ষ্মণ। কারণ?
জানি না কারণ দেবি!
অবিচারে পালিয়াছি
রামের আদেশ চিরদিন।
রাম-কার্য্যে—
কারণ জিজ্ঞাসা কভু করিনি জীবনে!
উর্ম্মিলা। প্রভু,
এ কঠিন সত্য-রক্ষা কেমনে করিবে?
লক্ষ্মণ। উর্ম্মিলা, প্রিয়তমে!
তুমি জানকীর নয়নের নিধি,
শ্রেষ্ঠ বন্ধু, প্রাণসখী রাজপুরী-মাঝে!
এ কঠিন ব্রত-উদ্‌যাপনে,
বল, তুমি মোর সহায় হইবে?
নহে সত্য-ভঙ্গ মহাপাপে
স্বামী তব হইবে পাতকী।
উর্ম্মিলা। কেমনে সহায় হব
দাও বুঝাইয়া।
লক্ষ্মণ। দেবীর চরণে মর্ম্মভেদী এ বারতা,
উর্ম্মিলা, তোমারে জানাতে হবে।
উর্ম্মিলা। না, না, না—
একি পতি রমণীর কাজ?
লক্ষ্মণ। দেবি,
নহে ইহা পুরুষের কাজ।
মম কার্য্য আরো সুকঠিন—
আমি তাঁরে বনবাসে রাখিয়া আসিব।
যাই আমি,
প্রস্তুত রাখিতে বলি রথ!—
নিবেদন কর বার্ত্তা দেবীর চরণে।

[প্রস্থান

(উর্ম্মিলা সীতার নিকটে গিয়া একদৃষ্টে তাঁহাকে দেখিতে লাগিলেন)

উর্ম্মিলা। রাজরাণী যতক্ষণ সুষুপ্তির কোলে—
নিদ্রা-অন্তে ভিখারিণী, বন-নিবাসিনী।
রমণীর শিরোমণি,
এত দুঃখ তোমার অদৃষ্টে ছিল!
নাহি জানি—
এ কুলিশ কেমনে হানিব বুকে!

[সীতার পা-দুখানি বুকে ধরিয়া অশ্রুমোচন করিতে লাগিলেন। সীতার ঘুম ভাঙ্গিল। তিনি উঠিয়া বসিলেন।]

সীতা। একি, উর্ম্মিলা?
কেন বোন্ পদতলে?
জল কেন চোখে?
লক্ষ্মণ ক'রেছে তিরস্কার?
চতুর্দ্দশ বর্ষ
পত্নী ছাড়ি ভ্রমি বনে বনে,
দেখিতেছি,
লক্ষ্মণের রীতি-নীতি বন্য হইয়াছে!
নহে মোর উর্ম্মিলারে কটু কথা কহে!
শাসন করিব তারে—
তোরই সম্মুখে!
উর্ম্মিলা। দেবি—(কথা কহিতে পারিলেন না)
সীতা। উর্ম্মিলা,
কি দুর্জ্জয় অভিমান তোর।
জানিস্, কোথায় রঘুনাথ?
উর্ম্মিলা। গিয়াছেন উদ্যান-ভ্রমণে।
সীতা। সত্য! দেখেছিস্ বোন্,
ওই মত সদাই চঞ্চল
পুরুষের মন।
জানুদেশে তাঁর মাথা রাখি
ঘুমায়ে পড়িয়াছিনু,
অমনি গেছেন চলি
আমারে রাখিয়া একাকিনী।
চল,
মোরা দুই বোনে উদ্যান-ভ্রমণে যাই।

(নীচে নামিয়া)

উর্ম্মিলা। দেবি!
আমারে করিও ক্ষমা!
বল, ক্ষমিবে আমার অপরাধ—
যত গুরু হোক।
সীতা। উর্ম্মিলা,
কি হ'য়েছে তোর?
ছিঃ বোন্,
মুছে ফেল্ নয়নের জল!

দেখ্, এই মাত্র নিদ্রাকালে
দেখিলাম অদ্ভুত স্বপন—
শোন্ ভগ্নি, বলি তোরে।
যেন দেখিলাম—
রথে করি যাইতেছি সরযূর তীর দিয়া—
রঘুনাথ কাছে নাই,
লক্ষ্মণ আছেন বসি' সারথির পাশে।
তারপর, ঘোর বন—
সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, রাক্ষস চারিদিকে—
কোথায় লুকাল যেন রথ—
একা আমি, কেহ সেথা নাই—
'রঘুনাথ' 'রঘুনাথ' বলি কাঁদিয়া উঠিতে,
নিদ্রা ভেঙে গেল।

উর্ম্মিলা। (নীরবে কাঁদিতে লাগিলেন)

সীতা। মোর স্বপ্নকথা শুনি
এত তুই আত্মহারা—
কাঁদিয়া আকুল?
স্বপ্ন—স্বপ্ন এ উর্ম্মিলা!

উর্ম্মিলা। নহে স্বপ্ন দেবি,
স্বপ্ন-ঘোরে সত্যের ছলনা।

সীতা। স্বপ্ন মোর সত্যের ছলনা?
কথা তোর কিছুই বুঝিতে নারি!
সহজ সরল কথা বল দেখি বোন্।
কি হ'য়েছে?

উর্ম্মিলা। দেবি,
আমারে করিও ক্ষমা—
সত্য কহি পতির আদেশে—
"বনে নির্ব্বাসন-দণ্ড
দিয়াছেন তোমারে রাঘব!"

সীতা। কি কহিলি উর্ম্মিলা?
'বনে নির্ব্বাসন-দণ্ড'
দিয়াছেন আমারে রাঘব?
তাই তোর চোখে জল—
মুখে কথা নাই!
সরলা ভগিনী মোর,
লক্ষ্মণের পরিহাস বুঝিতে নারিলি?—
কেঁদে ভাসাইলি নাক, মুখ, চোখ!

উর্ম্মিলা। দিদি, সত্য—সত্য? সত্য পরিহাস ইহা?
তাই হবে—তাই হবে বুঝি—
তাই কর—তাই কর, দেব দিনকর,
সত্য—সত্য, পরিহাস দেবি?

সীতা। "সীতা-নির্ব্বাসন"—
"রাঘব দেছেন আজ্ঞা"—
"লক্ষ্মণ এনেছে সমাচার"—
আচ্ছা, মনে তুই দেখ্ বিচারিয়া—
সত্য কিম্বা পরিহাস ইহা?

উর্ম্মিলা। দেবি,
কেন মোর বামেতর নয়ন নাচিল?
সত্য বুঝি তবে অমঙ্গল!
আর—আর—স্বামী মোর
পরিহাস ছলে—
মিথ্যা কথা কভু না কহেন!

সীতা। ভাল,—তোর
সন্দেহ ভাঙ্গিতে
নিজে আমি
রঘুনাথে জিজ্ঞাসিয়া আসি।

প্রস্থান

উর্ম্মিলা। হেন সুনিবিড় প্রেম,
এমন বিশ্বাস—
এ একান্ত আত্মসমর্পণ
হে বিশ্ব-দেবতা!
ভাঙ্গিয়ো না কঠিন আঘাতে;
মিথ্যা হোক্—
হোক্ পরিহাস
মোর স্বামীর আদেশ!

[প্রস্থান

(রাম ও ভরতের অপর দিক দিয়া প্রবেশ)

রাম। ভরত!
নহে ইহা প্রলাপ-বচন,
কহিয়াছে শ্রেষ্ঠ ভৃত্য
দুর্ম্মুখ আমারে! জানি আমি
চিরদিন তারে—অপ্রিয় হ'লেও
সত্য করেনা গোপন।

ভরত। অসম্ভব-হেন কার্য্য
কভু আমি হইতে দিব না।
গর্ভবতী সাধ্বী সতী
পতিমাত্র ধ্যান—

নির্ম্মেঘ-আকাশসমা পবিত্রা রমণী,
তারে দিয়া বনবাস
সত্যরক্ষা করিতে যদ্যপি হয়—
সে সত্যে ধিক্কার দিই আমি!
তার চেয়ে মিথ্যা মোর হৃদয়ভূষণ!
শান্ত হও বৎস,
স্থির চিত্তে চিন্তা করি দেখ,
সূর্য্যবংশে জনম তোমার,
যে কুলের আদর্শ নৃপতি
হরিশ্চন্দ্র, রাজা দশরথ—
জীবন-মরণ তুচ্ছ করি—
করেছেন সত্যের সাধনা—
সেই কুলে জন্ম তব, ভুলিয়োনা কভু!
ভরত, কেমনে বুঝাব তোরে,
জীবনের শ্রেষ্ঠ রত্ন হোমানলে
আহুতি ঢালিয়া—
সত্যব্রত পালন করিতে হয়?
ভেবে দেখ মনে,
জানকীরে পাঠাইব বনে,
জনক-তনয়া
জীবনের ধ্রুবতারা মম!
কিছু আমি বুঝিতে না চাহি।
তোমা হেতু সয়েছি বিস্তর—
নির্দ্দয় রাঘব!
নির্ম্মম হৃদয়হীন তুমি,
অনুজের প্রতি নাই বিন্দুমাত্র
করুণা তোমার।
চতুর্দ্দশ বর্ষ ধরি অতি গুরুভার
ঘৃণা, লজ্জা, কলঙ্কের বোঝা
বহিয়াছি আদেশে তোমার,
লোকনিন্দা করিয়াছি মাথার ভূষণ,
সহিয়াছি সব অকাতরে,—
কিন্তু আর আমি সহ্য করিব না—
শেষ কথা—আপন জননী-জায়া লয়ে
দূর বনান্তরে শান্ত কৃষকের সনে
করিব বসতি। সত্য লয়ে
থাক তুমি দেব,
মর্ত্ত্যের মানুষ আমি—
বুঝিনাকো সত্যের মহিমা—
মানবহৃদয় নিয়ে ছেলেখেলা করা
আমা হ'তে না হবে সম্ভব!—

[প্রস্থান।

কৌশল্যার প্রবেশ)

কৌশল্যা। রাম,
যাহা শুনিতেছি অন্তঃপুরে
পৌরজন মুখে—সত্য কি সে কথা বৎস?
সৌমিত্রিকে গেলাম শুধাতে
কাঁদিয়া ফিরাল মুখ—
রোষ-রুদ্ধ রক্তিম বদন
ভরত চলিয়া গেল—দিল নাক'
প্রশ্নের উত্তর!

রাম। সত্য মাতা,
রাজধর্ম্ম রক্ষা হেতু—
জানকীর নির্ব্বাসন,
নিজে আমি ক'রেছি বিধান।

কৌশল্যা। বৎস,
মুখে মোর কথা নাহি সরে—
নরশ্রেষ্ঠ রামের জননী আমি,
এত দিন এই গর্ব্ব—অতি যত্নে
অন্তরের কোণে লালন ক'রেছি আমি,
সে গর্ব্ব ভাঙিল মোর!—
রাম নামে কলঙ্ক রটিল!

রাম। জননি!

কৌশল্যা। জ্ঞানবান্ তুমি পুত্র! সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ,
ন্যায়নিষ্ঠ, বিচারক, পৃথিবীর রাজা—
পুণ্যবতী, পতি-প্রাণা, সতী রমণীর বনবাস,
যদি রাম বিধান তোমার—
সত্যই বুঝিব তবে,
ধরণীতে ধর্ম্ম আর নাই—
সত্য পরিণত হ'য়েছে মিথ্যায়—
প্রেম নাই, স্নেহ নাই—
দয়া কৃতজ্ঞতা নাই,
সৃষ্টি বুঝি প্রলয়-কবলে!

রাম। মা—মা, জননী আমার—
সর্ব্ব দুঃখ সহিতে প্রস্তুত রাম—
তুমি যদি দয়া কর দেবি!
মাতা, সহস্র হৃদয়হীন নরনারী সম—

তুমিও জননী
বাহিরের কার্য্য শুধু করিবে বিচার—
দেখিবে না অন্তর আমার ?
নিজ হস্তে চিতা রচি'
আপন জীবন আমি
বিসর্জ্জন দিতে চলিয়াছি,
এ কথা কি তোমাকেও বুঝাইতে হবে ?
"সীতানির্ব্বাসন"—তুমিও বলিবে মাতা
"নারীনির্য্যাতন" ?
তবে দুঃখ জানাব কাহায় ?
কর্ম্মক্লান্ত দিবসান্তে নিভৃত নিশীথে
কার পায়ে মাথা রাখি,
জীবনের অভিশাপ বহন করিব ?

কৌশল্যা। রাম—রাম।
তোর অনিচ্ছায় তবে সীতানির্ব্বাসন ?
কি হ'য়েছে আমারে সকল কথা বল্,
দেখি, আমি যদি উপায় করিতে পারি।

রাম। নিরুপায়—নিরুপায় মাতা—
কিছুই উপায় নাই আর !
পণে বদ্ধ, সত্যের সেবক, সূর্য্যবংশধর—
পণরক্ষা বিনা
অন্য কিবা গতি আর মাতা ?
করিয়াছি সত্যপণ—
সত্যের শৃঙ্খলে হস্ত-পদ আবদ্ধ আমার।

কৌশল্যা। রাম,
করিয়াছ সত্যপণ ?
ভগবান,
একি ঘোর পরীক্ষায় ফেলিয়াছ
রামচন্দ্রে মোর ?
একদিকে সত্যভঙ্গ,
অন্যথায় সীতা-নির্ব্বাসন—
একদিকে বংশমান,
অন্য দিকে জীবন-অধিক—
রক্ষা কর, রক্ষা কর দেব,
রক্ষা কর রামভদ্রে মোর!

রাম। জননি,
সূর্য্যবংশ-বধূ তুমি
দশরথ-রাজার মহিষী—
তুমি জান এ বংশের প্রথা !

কৌশল্যা। জানি রাম—
ক্ষত্রিয়নন্দন—সূর্য্য বংশধর—
সত্যরক্ষা অবশ্য করিতে হবে।
তবু কাঁদে প্রাণ, তাই কহিতেছি—
রাজবধূ—রাজার তনয়া—
গর্ভে তার রঘু-বংশধর—
নির্ব্বাসন-যোগ্যকাল এই কি রাঘব ?

রাম। মাতা, নিয়তি-প্রেরিত বিধি—
আকাশের বজ্রের মতন—
কখন্ মস্তকে পড়ে কার,
কালাকাল করে না বিচার !

কৌশল্যা। তাই বটে—সত্যই এ বজ্র বিধাতার—
হেন বজ্র পড়িল এ রাজগৃহে !
রাজলক্ষ্মী রাজ্য ছাড়ি যায় বনবাস,
গৃহলক্ষ্মী হল গৃহহারা !
অমঙ্গল চারিদিকে,
কি কুক্ষণে পোহাইল আজিকার রাতি !
রাম—রাম,
ওই বুঝি আসিছে জানকী—
প্রফুল্ল-কমল-সমা
সদা হাস্যময়ী মা আমার !
অভাগিনী আপন অদৃষ্ট-লিপি
জানেনা এখনো !
যাই অন্তরালে,
মুখ তারে দেখাতে নারিব।
[প্রস্থান।

রাম বিড়ম্বনা—
বিড়ম্বনা সত্যের সাধনা !

(সীতার প্রবেশ)

সীতা। আর্য্যপুত্র,
তুমি নাকি আমারে দিয়াছ নির্ব্বাসন ?-
ঊর্ম্মিলার মুখে শুনিলাম সমাচার।
অবোধ বালিকা,
লক্ষ্মণের পরিহাস বুঝিতে না পারি,
অশ্রুজলে ধৌত করি মোর কলেবর,
কত কথা কহিলা আমায় !
একি !
আর্য্যপুত্র, মোরে সম্ভাষণ নাহি কর ?

কি হ'য়েছে প্রাণেশ্বর, প্রভু?
একি!—কহিছ না কথা?
সত্য বল, কি হ'য়েছে?
বুঝিতেছি উর্ম্মিলার অশ্রু মিথ্যা নহে।
কথা কও প্রাণেশ্বর,
সত্য আর গোপন ক'রোনা মোরে।

রাম। সীতা—সীতা, প্রাণেশ্বরি!

সীতা। বল, নাথ বল—
শুনিব মুখের কথা তব!
বল, "সীতা! তোমারে চাহিনা আর—
তুমি যাও দূর বনবাসে"—
হাসিমুখে এখনই যাইব।

রাম। প্রিয়ে! ক্ষমাযোগ্য নহে অপরাধ—
তবু ক্ষমা চাহিতেছি—
দেবী তুমি, ক্ষমা করিবে না?
শোন প্রিয়ে, কহি সত্য কথা,
রূঢ় সত্য, অতীব কঠোর!
নীলকণ্ঠ-কণ্ঠবিষ-সম এই হলাহল
আকণ্ঠ করেছি পান!
অতি তীব্র বিষবহ্নি—
জ্বালায় তাহার মর্ম্ম মোর দহে নিরন্তর—
তবু বিষ উদ্গীরিতে নারি।
নাহি জানি
কি কুক্ষণে এই পাপ রসনা আমার—
ঋষির সম্মুখে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল,
"হ'লে প্রয়োজন—
প্রজানুরঞ্জন তরে
জানকীরে দিব বিসর্জ্জন!"
ক্ষুদ্র মানবের পণ শুনি
বুঝি অন্তরীক্ষে বসি'
নিয়তি হাসিয়াছিল বিদ্রূপের হাসি!

সীতা। নাথ,
বুঝিলাম সব।
কালচক্র নিয়ত ঘুরিছে—
সেই চক্রে নিপতিত আমি!
তোমার কিছুই দোষ নাই।
আমি কি জানিনে নাথ!
কত তুমি ভালবাস দাসীরে তোমার?
আমি সহধর্ম্মিণী তোমার—
ধর্ম্মকার্য্যে, সত্যের পালনে,
কভু বাধা নাহি হব।

রাম। সীতা, সীতা—প্রাণেশ্বরি!

সীতা দেবতা আমার—
প্রভু—রাজরাজেশ্বর!
তুমি দণ্ড দিয়াছ দাসীরে,
নির্ব্বিচারে গ্রহণ করিনু দণ্ডাদেশ।
প্রেম, ঘৃণা, কৃপা, অকরুণা—
তোমার সকলি প্রিয়, ওগো প্রিয়তম
লক্ষ্মণ,

(লক্ষ্মণের প্রবেশ)

এখান প্রস্তুত রাখ রথ—
এই দণ্ডে বনে যাব আমি।

লক্ষ্মণ। যথা আজ্ঞা দেবি!

[প্রস্থান

সীতা। প্রাণনাথ,
যাই তবে, দেহ পদধূলি!

(রাম অন্যদিকে মুখ ফিরাইলেন)

প্রাণেশ্বর,
কহিবে না কথা বিদায়ের কালে?
তোমার বিদায়-বাণী
অবশিষ্ট জীবনের পাথেয় আমার
বঞ্চনা ক'রনা তায়!

রাম। সীতা, প্রাণেশ্বরি!
হে বরেণ্য সবিতা দেবতা,
তুমি সাক্ষী,
তুমি জান মোর অপরাধ।
বিনা দোষে, রূঢ় অবিচারে,
হৃদয়ের ধন
বনে দিই ডালি—
তুমি রক্ষা ক'র দেব—তব কুলবধূ!

(লক্ষ্মণের পুনঃ প্রবেশ)

লক্ষ্মণ। প্রস্তুত রথ দেবি!
রাজ-মাতৃগণ—পুরনারীগণ—
ফেলে অশ্রুজল
বিদায়ের মৌন আয়োজনে!

সীতা। হে অযোধ্যা, হে সরযূ,
জীবনসঙ্গিনী মোর—
মনে রেখো
অযোধ্যা বান্ধবী।
রাম। সীতা!
সীতা। নাথ!

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

রাজোদ্যান—অদূরে সরযূ

(বন্দীর গান)

অন্ধকারের অন্তরেতে অশ্রু-বাদল ঝরে,
লক্ষ্মীহীন এ শূন্য-পুরী প্রাণ যে কেমন করে!
কোথায় আলো, কোথায় আলো,
আকাশ ধরা কালোয় কালো,
ফিরবো না আর প্রাণ-কাঁদানো মা-হারাণো-ঘরে!
হায় সরযূর সজল সুরে শোকের গীতা গো,
ডাকছে যেন করুণ তানে কোথায় সীতা গো—
কোথায় সীতা কোথায় সীতা!
জ্ব'লছে বুকে স্মৃতির চিতা—
কাজ্‌লা রাতের বেদন-বাঁশী বাজ্‌ছে করুণ স্বরে।
[প্রস্থান

(রামচন্দ্রের প্রবেশ)

রাম। অভিশপ্তা রাজপুরী
চির-অন্ধকার রাত্রি দিয়ে ঘেরা?
বিহঙ্গের নাহি কল-গান—
কারো মুখে নাহি হাস্যরেখা—
সৌধ-চূড়ে নাহি উড়ে মঙ্গল-পতাকা,—
মরণের শীতকর পরশনে যেন
থেমে গেছে জীবন-প্রবাহ!

(মন্ত্রীর প্রবেশ)

কি সংবাদ?
মন্ত্রী। মহারাজ,
রাজ্যে অনাবৃষ্টি দীর্ঘকাল ধরি,
প্রজা কাঁদিতেছে দীর্ণ হাহাকারে!
রাম। বিধির নির্ব্বন্ধ মন্ত্রি!
বুঝিতে না পারি—
নৃপতির কর্ত্তব্য কি আছে ইথে!
যাও,—
জলাশয়-প্রতিষ্ঠার তরে
রাজকোষ হ'তে অকাতরে
অর্থ কর দান।
মন্ত্রী যথা আজ্ঞা মহারাজ!
এই দণ্ডে রাজাদেশ
দিব জানাইয়া জনে জনে!—
রাম। শুষ্ক রাজকার্য্য, নীরস কর্ত্তব্য,
নিশিদিন এ কঠোর আত্মপ্রবঞ্চনা
আর বুঝি পারি না সহিতে!
যক্ষ্মারোগগ্রস্ত সম
বিন্দু বিন্দু করি
প্রতিদিন নিয়মিতভাবে
অলস মরণ-রস পান।
রাজসভা তিক্ত মনে হ'ল—
আসিলাম উপবনে,—
উপবন তিক্ততর হেরি!

(সচিবের প্রবেশ)

সচিব। মহারাজ!
দাক্ষিণাত্য হ'তে এসেছে সংবাদ—
দুর্ভিক্ষরাক্ষস সারাদেশ গ্রাস করিয়াছে;
গৃহহীন প্রজা—
নৃপতির অভয় চরণে মাগিছে আশ্রয়।
রাম। রাজভাণ্ডারের অর্থে
বহু স্থানে অন্নসত্র হোক প্রতিষ্ঠিত।
মুক্ত কর রাজগৃহ, রাজার ভাণ্ডার,
খাদ্য দাও বুভুক্ষিত জনে।
সচিব। আজ্ঞামত কার্য্য প্রভু, অচিরে হইবে।
[প্রস্থান
রাম প্রজানুরঞ্জন—প্রজানুরঞ্জন—
বিসর্জ্জন দিনু সীতা প্রজানুরঞ্জনে—
প্রজাদের মনস্তুষ্টি করিনু বিধান,—

কিন্তু তাহে কি ফল ফলিল ?
প্রজারক্ষা কেমনে হইবে ?

(প্রতিহারীর প্রবেশ)

প্রতিহারী। মহারাজ,
বিপ্র এক—
ছন্নমতি মনে হেন লয়—
রাজদরশন যাচে।

রাম। ল'য়ে এস ত্বরা।

প্রতিহারী। পাছে বিশ্রামের ঘটে অন্তরায়—

রাম। ঘটিবেনা—যাও।

[প্রতিহারীর প্রস্থান।

বিশ্রামের নাহি প্রয়োজন !—
গৃহধর্ম্ম দিছি বিসর্জ্জন শুধু রাজকার্য্যে !

(ব্রাহ্মণের প্রবেশ)

ব্রাহ্মণ। রাজা! আমার সাত বৎসরের পুত্র মরেছে !—রাজা রামচন্দ্র, তোমার রাজ্যে অকাল-মরণ ! সূর্য্যবংশে কোন রাজার রাজত্বকালে অকাল-মরণ হয়নি—তোমার রাজত্বে হয় কেন রাজা ? আমার পুত্রের মৃত্যুর জন্য তুমি দায়ী !

রাম। ব্রাহ্মণ,
প্রজার মঙ্গল-তরে
নিজ হস্তে আপনার হৃদয় ছিঁড়েছি !
তার পুরস্কার—

ব্রাহ্মণ। রাজা! যদি রাজ্যে অকাল-মৃত্যু নিবারণ ক'রতে না পার, তবে কেন সিংহাসনে ব'সেছ ? এই তোমার প্রজানুরঞ্জন ? শুধু পত্নী ত্যাগ ক'রে লোকের সুখ্যাতি নিলেই প্রজানুরঞ্জন হয় না, প্রজানুরঞ্জন কঠোর সাধনা। খুঁজে দেখ রাজা, হয় তুমি মহাপাপ ক'রেছ, না হয় তোমার রাজ্যে কোন মহাপাপ হ'চ্ছে ; তারই ফলে আমার এই সর্ব্বনাশ, এই অকাল-মরণ !

রাম। হে ব্রাহ্মণ, ক্ষম অপরাধ,
আতিথ্য গ্রহণ কর মোর।
পরে শাস্ত্রমত করিব বিচার
কেন এই অকাল-মরণ।

ব্রাহ্মণ। না—না, আমি তোমার মত অনাচার রাজার আতিথ্য গ্রহণ ক'রব না।

[প্রস্থান।

রাম। সত্য কথা ব'লেছ ব্রাহ্মণ,
আমি নিজে মহাপাপী !
বিনাদোষে সতী নারী দিছি নির্ব্বাসন !
উন্মাদের মত
আপন মঙ্গল আমি দলিয়াছি পদে।

(বশিষ্ঠের প্রবেশ)

বশিষ্ঠ। রাম !

রাম। গুরুদেব,
এ আমার মহাপাপ
রাজ্যে অমঙ্গল, মরিল ব্রাহ্মণ-শিশু !
বল দেব প্রায়শ্চিত্ত কিবা ?
তুষানলে হেয় প্রাণ দিব বিসর্জ্জন
অমঙ্গল নাশিতে যদ্যপি নারি !

বশিষ্ঠ। কেন বৎস কষ্ট পাও বৃথা মনস্তাপে ?
নহ তুমি পাপাচার কভু !
কর্ত্তব্য-পথের পান্থ, সত্যের সেবক !
পাপ তোমা স্পর্শিতে না পারে !
গোদাবরী-তীরবাসী ঋষি কয়জন
নিবেদন করেছেন মোরে,
আমি জানি
কিবা হেতু রাজ্যে এই অকাল-মরণ।
শম্বুক নামেতে শূদ্র
স্বধর্ম্ম তেয়াগি হইয়াছে তপাচারী,
ব্রাহ্মণের যাগধর্ম্ম ক'রেছে গ্রহণ—
দাক্ষিণাত্যে অনাবৃষ্টি,
ভূমি শস্যহীনা, অকাল-মরণ
সেই হেতু।
দণ্ডক অরণ্যমাঝে সঙ্গোপনে করিতেছে যাগ
বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মদ্রোহী,
ভাঙ্গিয়াছে সমাজ-শৃঙ্খলা—
দণ্ডযোগ্য নিতান্তই।
যাও রাজা, দণ্ড দাও তারে—
দূরে যাবে সর্ব্ব অমঙ্গল।

রাম। বুঝিতে না পারি, কি হেতু শম্বুক দোষী !
করে মাত্র যাগযজ্ঞ ধর্ম্ম আচরণ
নিজ রুচি-অনুসারে !
যদি তাহে পাপ কভু হয়,
ফল তার সেইতো ভুঞ্জিবে
মৃত্যু-অন্তে কিম্বা ইহকালে।

এই হেতু কেন বা মরিবে ব্রাহ্মণ কুমার!
মনে হয়,
যুক্তিহীন অনুমান তব মুনিবর!
নির্দ্দোষীর বুকে অস্ত্র
আর আমি হানিতে নারিব।
বরঞ্চ, আমার পাপে মরিয়াছে শিশু,
সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমিই করিব।

বশিষ্ঠ। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মকথা বুঝাইব তোমা।
বুদ্ধিমান তুমি রঘুবর,
শাস্ত্রমর্ম্ম অবশ্য বুঝিবে,
আর্য্য ঋষিদের বিধি নহে অনুদার।
সমাজ নিয়ম-ভঙ্গকারী
ধর্ম্মদ্রোহী শম্বুকের অপরাধ
যদি দণ্ডযোগ্য মনে কর,
তখন তাহারে দণ্ড দিও!

রাম। ভাল, দেব, শম্বুকে বধিব
যদি বুঝি
সত্য অপরাধী।

(প্রতিহারীর প্রবেশ)

প্রতিহারী। মহারাজ,
যমুনার তীরবাসী ঋষিগণ,
লবণ-রাক্ষস ভয়ে
নৃপতির শরণ মাগিছে!

রাম। যাও, শত্রুঘ্নে আহ্বান কর
অবিলম্বে রাজ-সভামাঝে।

[প্রতিহারীর প্রস্থান।

গুরুদেব,
লবণ-সংহার-হেতু শত্রুঘ্নে পাঠাব!
বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মকথা শুনিব পশ্চাতে।

[একদিকে প্রতিহারী এবং অন্যদিকে
বশিষ্ঠ ও রামের প্রস্থান।]

(লক্ষ্মণ ও উর্ম্মিলার প্রবেশ)

উর্ম্মিলা। এস নাথ,
বস এই শিলাতলে,
বলিয়াছ বহুবার—বল পুনরায়
শুনিতে লালসা জাগে মনে—
বল সেই পূত-স্মৃতি
পুণ্যবতী জানকীর কথা।

লক্ষ্মণ। জানকীর কথা—প্রিয়ে,
কব আজীবন—অন্য কথা
চিন্তা না করিব।
সায়াহ্নে মধ্যাহ্নে প্রাতে
সীতা নাম করি উচ্চারণ—
দেবী আর নাই,
তাই প্রিয়ে নাম করি পূজা।
অন্তর্গূঢ়বাষ্পাকুলা দেবী
রথ হ'তে নামি
গঙ্গাজলে করিলেন স্নান।
কহিলেন, মোরে, "লক্ষ্মণ, ফিরিয়া
তুমি যাও অযোধ্যায়—বলিও শ্রীরামে—
দুঃখ যেন না করেন রঘুনাথ—
পতিসত্য রক্ষা হেতু
স্বেচ্ছায় পশেছি বনে।
গর্ভে মোর রঘুবংশধর—
দেহরক্ষা অবশ্য করিব।"

উর্ম্মিলা। নাথ,
বুঝিতে না পারি,
সত্য কেন এত দুঃখ সহে?
হেন তীব্র শেল, আজীবন
কেন তাঁর বুকে,
জন্ম যাঁর জগৎ-পাবন হেতু!
দেখিয়াছ প্রভু
কৃষ্ণবর্ণ ঘনঘোর মেঘ একখান
আসি ঘেরিয়াছে অযোধ্যার
স্বচ্ছ নীলাকাশ—যেই দিন হ'তে
দেবী নির্ব্বাসিতা?
অযোধ্যার সুখরবি, বুঝি নাথ,
গেছে অস্তাচলে।

লক্ষ্মণ। তাই বুঝি হবে প্রিয়ে—
হেন মনে লয়,
শঙ্কা তব নহে অমূলক।
নিত্য শুনি রোদনের ধ্বনি
নীরব নিশীথে—
নিশীথিনী নিজে নিদ্রাতুরা যবে।
কোথা হ'তে উঠে ধ্বনি—কোথায় মিশায়,
কিছুই বুঝিতে নারি!
নিদ্রাকালে স্বপ্ন দেখি,—

কালপুরুষের প্রায়—অতিদীর্ঘ,
শালতরু সম
এক পুরুষপ্রবর—
আসি রঘুনাথ পাশে, কহিছেন তাঁরে,—
পণে বদ্ধ, লক্ষ্মণে ত্যজিতে হবে।
সীতারাম-হারা হ'য়ে,
জীবনের ভার আর না বহিতে পারি'
যেন প্রিয়ে, ঝাঁপ দিনু সরযূ-সলিলে!

উর্ম্মিলা নাথ—নাথ,
হেন কথা নাহি বল!—
[লক্ষ্মণের বুকে লগ্ন হইলেন]

লক্ষ্মণ সত্য ইহা নহে—স্বপ্নমাত্র,
কিন্তু প্রিয়ে!
নিত্য রজনীতে হেন স্বপ্ন দেখি—
(অদূরে রাম)

নে-রাম সৌমিত্রি!

উর্ম্মিলা নাথ, রঘুপতি নিজে,
অন্তরালে যাই আমি!
[প্রস্থান

(রামের প্রবেশ)

লক্ষ্মণ। কি আদেশ রঘুবর?

রাম। লক্ষ্মণ, তুমি ছাড়িবে না মোরে?

লক্ষ্মণ। হেন কথা কেন কহ দেব?

রাম। সীতারে দিয়াছি বিসর্জ্জন,
ভরত গিয়াছে ছাড়ি
অভিমানভরে!
লক্ষ্মণ, সদা মনে ভয় হয় ভাই,
তোরে বুঝি কখন হারাই,
পলকের অদর্শন সহিতে না পারি।
কৈশোর যৌবন গেছে,
সুখনিশি চির-অবসান—
নির্ম্মম নিয়তি যেন হাসে অন্তরালে
রে লক্ষ্মণ,
তুই মোর জীবনের অন্তিম সম্বল,—
রিক্ত আমি,
আমার কিছুই আর নাই।

লক্ষ্মণ রঘুবর,
আমি চিরদিন সেবক তোমার।

রাম। রাজকার্য্যে
দণ্ডক অরণ্যে আমি যাব পুনরায়!
লক্ষ্মণ, আমার সাথে চল্।
যৌবনের প্রথম আহ্বান, সেই বনে
জনক তনয়া সাথে
শুনেছিনু—নদী-কলতানে
তরুর মর্ম্মর-গানে।
ময়ুর-ময়ূরী সনে নাচিত জানকী,
খেলিত হরিণ-শিশু আনিয়া আশ্রমে,
বিহঙ্গেরে শিখাত কাকলী,
নির্ঝরিণী—ঝর-ঝর-ধ্বনি
বহিত কুটির পাশে,
তিনজনে তীরে বসি
শুনিতাম তটিনীর গান—
চিত্র দেখি ইচ্ছা জেগেছিল মনে
হয়নি সুযোগ—
সুযোগ আগত এবে,
চল ভাই যাইব দণ্ডকে!

লক্ষ্মণ। প্রভু,
গোদাবরীনীরে,
জনক-তনয়া-স্নান-পুণ্যোদক হেতু
হয়েছে নূতন তীর্থ
"সীতাতীর্থ" নামে।
সেই তীর্থে করি স্নান
জীবনের দুঃখ-গ্লানি ধৌত করি লব!

রাম। সীতাতীর্থ,—সীতাতীর্থ!
রে লক্ষ্মণ,
সমগ্র দণ্ডক-বন সীতাতীর্থ
আজি মোর কাজে!
[উভয়ের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

দণ্ডক বনের একাংশ

(একদল লোক প্রবেশ করিল)

১ম-লোক। চল, চল, শীঘ্র চল,—আজ শূদ্ররাজ শম্বুকের যজ্ঞে পূর্ণাহুতি,—আমাকে ঋত্বিকের কাজ কর্ত্তে হবে।

২য়-লোক। তুমি করবে ঋত্বিকের কাজ? বেঁচে থাকলে আরও কত কি দেখতে হবে। বলি, মানেটা না হয় নাই জিজ্ঞাসা করলাম, ঋত্বিক-শব্দটা একবার বানান করতো বাপু! যেমন তোমার শূদ্ররাজ শম্বুক, তেমনি তোমরা একএকটি তাঁর চেলা জুটেছ! দেশটা জালিয়ে না দিয়ে আর ছাড়লে না দেখ্‌ছি!

৩য়-লোক। আরে তুমি তো ও কথা বলবেই ঠাকুর, বামুন কিনা— অমন স্বার্থপর জাত আর হয় না। তা, শোন ঠাকুর! শম্বুক আর যাই হোক, লেখাপড়াটা সত্যি-সত্যিই শিখেছিল। তোমার মত পণ্ডিতকেও সে দশ বছর বেদ পড়াতে পারে।

১ম-লোক। না, তোমরা ক্রমে ঝগড়া বাধাবে দেখছি। আমি আর দেরী করতে পারি নে, আমাকে ঋত্বিকের কাজ কর্ত্তে হবে!—

[সকলের প্রস্থান।

(বনলক্ষীগণের আনন্দ-গান গাহিতে গাহিতে প্রবেশ)

(গীত)

মঙ্গল মঞ্জরী নব সাজে—
কে এল, ওরে কে এল, কে এলরে বন-মাঝে।
বন সাজিল, সাজিল, সাজিল রে
হরষ-পরশে তার হাসে বসন্ত,
পুষ্প-পাগল হ'লো বন-বনান্ত,
লীলায়িত চঞ্চল, শ্যামলিত অঞ্চল
যৌবন-হিল্লোলে গঞ্জিত লাজে।
মরমের মরমে জাগিল আনন্দ
সঙ্গীতে বাজিল নন্দিত ছন্দ,
কুঞ্জের পিঞ্জরে, ভৃঙ্গেরা গুঞ্জরে
মঞ্জু পবনে কোন্ বীণা বাজে।

(রাম ও লক্ষ্মণের প্রবেশ)

রাম। ওগো পঞ্চবটী,
ওগো মোর যৌবনের নিকুঞ্জ-ভবন,
লক্ষ-শত-স্মৃতি-বিজড়িত
চিরপ্রিয়— ওগো বনভূমি!
অভিশপ্ত এ জীবনে
একদিন আছিল যে পরিপূর্ণ সুখ,
বিস্মৃতির চিররুদ্ধ দ্বার খুলি তুমি,
সেই কথা আজ মোরে করালে স্মরণ।
সুখ গেছে, শান্তি গেছে,
তুমি শুধু আছ নিদর্শন!

লক্ষ্মণ রঘুনাথ,
যে সুখ কখনো ফিরে
পাবনা জীবনে আর,
তার তরে হৃদয় ভরিয়া উঠে মোর!

রাম। হে লক্ষ্মণ, এই পঞ্চবটী,
পুণ্যবারি গোদাবরী-ধৌত
এই রম্য বনস্থল
জনক-তনয়া-পূতচরণ-পরশে
মহাতীর্থে পরিণত আজি।
এ ভূমির প্রতি ধূলিকণা
বড় প্রিয়, বড় প্রিয় মোর,—
মিশে আছে এর সাথে
বৈদেহীর পুণ্য পদরেণু,
এস ভাই, সর্ব্বাঙ্গে লেপন করি'
জুড়াইব জ্বালা!

[অঙ্গে মৃত্তিকা স্পর্শ করিলেন]

লক্ষ্মণ। হে রাঘব,
ওই যে প্রস্রবণ গিরি, আছে
দাঁড়াইয়া অভ্রভেদী গর্ব্বোন্নতশির!
নিম্নে তার বহে গোদাবরী
নিরন্তর ঝরঝর ধারে;—
প্রভু, হোথা আছে চির-আকাঙ্ক্ষিত—
"সীতাতীর্থ" মোর। চল সেথা
যাই রঘুবর!

রাম। চল প্রিয়ানুজ,
ওই গোদাবরী,
সীতার হরণদুঃখ-কাহিনী সে জানে।
দুর্ম্মতি রাবণ যবে হরিল জানকী
সাশ্রুনেত্রে দুই ভাই,
এ নদীর দুই তীর করেছিনু
অন্বেষণ। এবে আর নাহি দশানন,
আপনি আপন বৈরী!
কত সাধনার ধন, বিসর্জ্জন
দিনু অনায়াসে।

রঘুবর !
নীরস কর্ত্তব্য এক
এখনো রয়েছে বাকী।
গুরুতর কার্য্য—যার লাগি
দণ্ডকে এসেছ।
সত্য—সত্য, তপাচারী শূদ্রমুনি
শম্বুকের প্রাণদণ্ড বিধান
করিতে হবে। অতীব অপ্রিয় কার্য্য—
তবু তাহা সাধিতে হইবে
প্রজার মঙ্গল হেতু !
যৌবনের প্রিয় সাথী হেরি' রাজ্য
রাজসিংহাসন, শুষ্ক বর্ত্তমান—
সকলি ভুলিয়াছিনু—এ তক্ষণ,
রে লক্ষ্মণ, ছিনু আমি
মোর যৌবনের সেই কল্পনার
সুখস্বর্গলোকে। শুষ্ক সত্য
কঠিন আঘাতে ভাঙ্গিল সে কল্পলোক,—
নেমে এনু পুনঃ মৃত্তিকায়।
চল ভাই, শম্বুকের যজ্ঞস্থলে
করিব গমন।

[উভয়ের প্রস্থান

পট পরিবর্ত্তন

দণ্ডকারণ্যের অপরাংশ

(শূদ্ররাজ শম্বুকের যজ্ঞস্থল)

শূদ্র-ঋত্বিকগণ ও শূদ্রাণীগণ

(শম্বুক ও তুঙ্গভদ্রার প্রবেশ)

অভিনব যাগ মোর—
আজ সাঙ্গ হ'ল এতদিনে।
শূদ্র-অনুষ্ঠিত যাগ,
ব্রাহ্মণের সমাগম নাই একেবারে !
শূদ্র হোতা, শূদ্র সে উদ্গাতা—
সকল ঋত্বিক শূদ্র !
আর্য্যাবর্ত্তে, দাক্ষিণাত্যে হেন যজ্ঞ
কেহ করে নাই কভু।
শম্বুকের আবিষ্কার এ নববিধান—
দেখা যাক্ কিবা ফল ফলে !

(বেদগান)

শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ।
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় ॥

শোন শোন সুরলোকবাসী,
অমৃতের যে আছ সন্তান !
জানিয়াছি সেই অবিনাশী
জ্যোতির্ম্ময় পুরুষপ্রধান,
তপন-বরণ যিনি, আঁধারের পারে তিনি,
তাঁহারে জানিয়া জীব মরণ এড়ায়—
নিস্তারলাভের আর নাহিরে উপায় ॥

এতজ্‌জ্ঞেয়ং নিত্যমেবাত্মসংস্থং
নাতঃপরং বেদিতব্যং হি কিঞ্চিৎ।
সংপ্রাপ্যৈনমৃষয়ো জ্ঞানতৃপ্তাঃ।
কৃতাত্মানো বীতরাগাঃ প্রশান্তাঃ।
তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় ॥

নিত্য যিনি রয়েছেন আপনাতে করি ভর।
জান তাঁরে, জানিবার কি আছে তাঁহার পর ?
যাঁহারে পাইয়া জ্ঞানপরিতৃপ্ত ঋষিগণ।
কৃতার্থ, বিগতরাগ, নির্লিপ্ত প্রশান্ত মন ॥
তাঁহারে জানিয়া জীব মরণ এড়ায়।
নিস্তার-লাভের আর নাহিরে উপায় ॥

শম্বুক। অগ্নিদেব,
পূর্ণাহুতি করহ গ্রহণ।
স্বর্ণবর্ণ তেজোময় যজ্ঞানলে
পুনঃ ঘৃতাহুতি করি দান—
বিভাবসু,
প্রজ্বলিত হও দেব, শতগুণ তেজে।
যজ্ঞফলে অনায়াসে
পাই যেন যোগীন্দ্রবাঞ্ছিত গতি।
অন্য কাম্য কিছু মোর নাই—

(রাম লক্ষ্মণের প্রবেশ)

শম্বুক। উজলিয়া দশদিশি
রূপের আভায়,
শ্যামরূপে কে এলো রে বনে,—
মূর্ত্তিমান যজ্ঞফল
নয়ন সম্মুখে মোর,
যেন মনে হয়, হেন অপূর্ব্ব মূরতি
নয়নে হেরিব বলি,
আজীবন করিয়াছি তপ!

[শম্বুক অগ্রসর হইয়া তাঁহাদের দুইজনকে অভ্যর্থনা করিলেন। লক্ষ্মণ একস্থানে দাঁড়াইয়া রহিলেন।]

রাম। শূদ্ররাজ,
আমারে চিনিতে পার?

শম্বুক। তুমি মম ইষ্টমূর্ত্তি!
ধ্যানযোগে তোমারে হেরেছি।
হেন নব দূর্ব্বাদল-শ্যামরূপ,
নয়ন মুদিলে নিত্য আমি
দেখিবারে পাই।

রাম। নহি আমি ইষ্টমূর্ত্তি দেবতা কাহার,
ধ্যানযোগে নরহৃদে করিনা বসতি।
নিতান্ত মানব আমি,
মৃত্তিকানির্ম্মিত মোর কায়া।

শম্বুক। না না, কহি আমি সত্য কথা,
হেন শ্যামরূপ,—
রহ স্থির দেখি মিলাইয়া।

(চক্ষু মুদিয়া ধ্যান করিয়া পরে চক্ষু খুলিয়া)

এই মূর্ত্তি! এই মূর্ত্তি!
এক রূপ অন্তরে বাহিরে!
কে তুমি, কে তুমি,—
দেহ সত্য পরিচয়।

রাম। নহি ইষ্টদেব,
সম্রাট্ তোমার আমি।
শুনিয়াছ রামনাম?

শম্বুক। শুনিয়াছি বহুবার।
প্রথম যৌবনে রামনাম জপিয়াছি
নিশিদিন ধরি।
পিতৃ-সত্যরক্ষা তরে
যেইদিন গিয়াছিলে বনে,
সেই উন্মুখ যৌবনে তব,
সত্যসত্য সত্যরক্ষা করিলে যে দিন,
সে দিন তোমার নাম জপমালা ছিল।
কিন্তু রঘুপতি—যে দিন শুনিনু লোক-নিন্দাভয়ে
সতী নারী ছায়াসম জীবনসঙ্গিনী যিনি তব—
ভ্রান্ত লোকাচার, প্রথা মাত্র রক্ষাহেতু
বিনা দোষে দেছ বনবাস,
সেইদিন হ'তে ভাঙ্গিয়াছে সে স্বপন মোর!
একদিন দেবতা বলিয়া তোমা
ভ্রম ক'রেছিনু—আজ দেখিতেছি
ক্ষুদ্র নর তুমি—বিন্দুমাত্র দেবভাব
রঘুপতি, তোমার চরিত্রে আমি
দেখিতে না পাই। তথাপি রাঘব,
একমূর্ত্তি তুমি আর মম ইষ্টদেব;
এ রহস্য বুঝিতে না পারি!

রাম। বুঝিবার নাহি প্রয়োজন—
শম্বুক, প্রস্তুত হও!
শমন তোমার আমি,
আসিয়াছি প্রাণদণ্ড দিতে।

শম্বুক। প্রাণদণ্ড!
সসাগরা-ধরণী-ঈশ্বর,
হেন দণ্ডযোগ্য কোন অপরাধ
করিয়াছি আমি, মনেত পড়ে না প্রভু!
কি তোমার অভিযোগ রাজা?

রাম। ভাঙ্গিয়াছ সমাজশৃঙ্খলা,
বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মদ্রোহী তুমি,
অনাচারী, তব যাগ-যজ্ঞফলে
দাক্ষিণাত্যে হইয়াছে অনাবৃষ্টি—
মরিয়াছে ব্রাহ্মণকুমার,—

শম্বুক। ভূমি শস্যহীনা,
রাজ্যে অকাল-মরণ,
এ সকল মম অনাচারে—
ঠিক জান তুমি?
হেন যুক্তিহীন বাণী
মুখে তুমি উচ্চারণ করিলে কেমনে?

নরেশ্বর! এই কিগো
ন্যায়নিষ্ঠা তব?
কিংবা বুঝি জানকীরে
নির্ব্বাসিতা করি, ছন্নমতি তুমি,
সেই হেতু হেন কথা কহ।

রাম। শূদ্ররাজ!
বাক্‌বিতণ্ডায় নাহি কোন প্রয়োজন।
বিচার হইয়া গেছে তব,
দণ্ড দিতে আসিয়াছি এবে।

শম্বুক। রাজদণ্ডে মরিতে বসেছি—
তবু রাম, হাসি পায়
শুনিয়া তোমার কথা!
দোষী নিজে জানিল না কিবা অভিযোগ,
বিচার হইয়া গেল তবু!
এ তো বড় অদ্ভুত বিচার!
দুঃখ হয়, তোমার এ অধঃপাত
নেহারি নয়নে—হে রাঘব!
যৌবনের সে প্রতিভা
এমনই কি নষ্ট হ'য়ে গেছে!—
কিছু তার নাই।
যে সতীর তেজে তেজস্বী রাঘব,
সেই সীতা-হারা হ'য়ে
এ দুর্দ্দশা তব!

রাম। শম্বুক,
নহ তুমি বিচারক মোর!
তোমার সহিত তর্ক আমি
করিতে না চাই।
যুক্তি মম আছে মোর মনে,
কিম্বা নাই—না থাকে যদ্যপি,
শাস্ত্রমর্ম্ম অনুসারে
প্রাণদণ্ড তব অপরাধে—
সেই দণ্ড লইতে হইবে।

[তুঙ্গভদ্রা অদূরে দাঁড়াইয়া একমনে সকল কথা শুনিতেছিলেন,—তিনি সম্মুখে আসিলেন]

রাম। কিরূপ মরণ চাহ তুমি?
করিবে সমর শূদ্ররাজ?
সৈন্য যদি থাকে তব—করহ আহ্বান,
দ্বৈরথ সমর যদি চাও,
তাতেও প্রস্তুত আমি!
বল শীঘ্র, কি তোমার অভিপ্রায়!

শম্বুক। কাজ নাই যুদ্ধে মহারাজ,
বীর তুমি, রাক্ষস-বিজয়ী,
তোমারে কে সমরে আঁটিবে?
আর যুদ্ধ কভু দণ্ড নয়,—
বলিয়াছ মোরে, দণ্ড দিতে
আসিয়াছ হেথা! দাও দণ্ড, প্রাণদণ্ড—
আত্মসমর্পণ করিলাম বিচারক,
তোমার বিচার'পরে!

তুঙ্গ। তুমি রাজা রামচন্দ্র
সত্যব্রত রঘুবংশধর?
নাম, কীর্ত্তি, খ্যাতি তব
আশৈশব শুনিয়াছি—
মনে মনে করিয়াছি পূজা;
কিন্তু তব এ কোন্ বিধান,
বিনা দোষে স্বামীরে বধিতে চাও!

রাম। কল্যাণি,
স্বামী তব সমাজ-বিদ্রোহী,
অপরাধ কত গুরু তার,
নারী তুমি বুঝিতে নারিবে।

তুঙ্গ। প্রভু, সত্য যদি দোষী তিনি,
ক্ষমা কর অপরাধ তাঁর
সাশ্রুনেত্রে নারী আমি,
ক্ষমা চাহিতেছি।
নৃপতির ভূষণ মার্জ্জনা—
এই ক্ষমাগুণে পৃথিবীর রাজ্য তাঁর
স্বর্গরাজ্যে হয় পরিণত!
ক্ষমা কর হে রাজেন্দ্র!

রাম। গুরুতর অপরাধ
পতির তোমার, হে কল্যাণি,
ক্ষমাযোগ্য নহে।
শিক্ষায় তাঁহার দাক্ষিণাত্যে
শূদ্রজাতি কৃষিকার্য্য ছাড়িয়াছে,
ব্রাহ্মণের ব্রতধারী সবে।
মহান্ অনিষ্টকারী সমাজবিপ্লব
এর ফল।

শম্বুক। তুঙ্গভদ্রা,
করি নাই অপরাধ আমি,

ক্ষমা নাহি চাহ!
স্বজাতির সংস্কার করিয়াছি শুধু;
দিয়াছি তাদের আমি সেই অধিকার
বিপ্রজাতি বঞ্চনা করেছে যাহা;—
মানবের ক্ষুদ্র স্বার্থনীতি তুচ্ছ করি,
মানিয়াছি ঈশ্বরের বিধি।
দাও প্রাণদণ্ড রঘুনাথ,
অকারণ কালক্ষেপ কি হেতু করিছ?

[শম্বুক গর্ব্বোন্নত বুকে দাঁড়াইলেন, রামচন্দ্র কটিদেশ হইতে তরবারি খুলিলেন; তুঙ্গভদ্রা দুইজনের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইলেন।]

তুঙ্গ। নিষ্ঠুর রাঘব!
তার আগে মোর লহ প্রাণ,
বন্য হরিণীর বুক বিনা দোষে
যেমন বিঁধিয়া থাক।
মৌন কেন নরপতি?
কেন কর কুঞ্চিত ললাট?
হান অস্ত্র মোর বুকে;—
নারীবধে কৃতিত্ব তোমার রঘুনাথ!
পতিব্রতা সতী নারী বনে দেছ ডালি,
হানিয়াছ তীব্র শেল তাহার হৃদয়ে,
লক্ষ রক্ষঃবধূ-বুকে জেলে দেছ'
শ্মশান-অনল!
এ বক্ষ চিরিয়া ফেল তীক্ষ্ণ অস্ত্রাঘাতে,
ত্রিভুবন যশোগাথা গাহিবে তোমার!

রাম। বিভ্রাট ঘটাল নারী,
লক্ষ্মণ, রমণীরে রেখে এস'
অন্য কোন স্থানে!

[লক্ষ্মণ অগ্রসর হইলেন]

তুঙ্গ কার সাধ্য ল'য়ে যাবে
স্থানান্তরে মোরে।
যদি রাম মারিবে না মোরে,
বধ কর স্বামীরে আমার!
সতীর সম্মুখে কর পতির বিনাশ,-
দেখিব রাঘব,
কি পাষাণে বেঁধেছ হৃদয়!

রাম। ভদ্রে, সত্যসত্য বাঁধিয়াছি
পাষাণে হৃদয়!
কঠিন পাষাণপ্রাণে
বাজেনাক ব্যথা!
সত্য হেতু জানকীরে দিছি বিসর্জ্জন;
সত্য হেতু শম্বুক মরিবে।

শম্বুক। নহে—নহে—কভু নহে রঘুনাথ;
সত্যের কঙ্কাল তুমি করিতেছ পূজা,
সত্য গেছে ছাড়ি বহুদিন!
প্রথম যৌবনে তুমি
রেখেছিলে সত্যের সম্মান,
গুহক চণ্ডালে যবে দিয়াছিলে কোল;
অনার্য্য বানরে—রক্ষঃ বিভীষণে
মিতা বলি ডেকেছিলে যবে—
সত্য ছিল সাথে সাথে তব।
শ্যামল কান্তারে, নির্ঝরিণী-কলগানে
পেয়েছিলে সত্যের সন্ধান;
নীলাকাশ হ'তে সত্য প'ড়েছিল ঝরি
সর্ব্ব অঙ্গে, যৌবনের প্রথম দিবসে
এই পঞ্চবটী বনে।
রাজধানী মাঝে, রাজসিংহাসনে বসি,
সেই সত্য হারায়ে ফেলেছ তুমি—
বুঝি তায় এ জীবনে পাবেনাক' আর!
রাঘব, সত্যই অভাগা তুমি!
তথাপি ও শ্যামমূর্ত্তি
ভালবাসি আমি।
হান অস্ত্র মোরে রঘুনাথ—
নয়ন মুদিয়া আমি শ্যামরূপ হেরি।

[রাম শম্বুকের বুকে তরবারি হানিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তুঙ্গভদ্রা মূর্চ্ছিতা হইলেন।]

তুঙ্গ। (মূর্চ্ছান্তে) প্রভু—প্রাণেশ্বর,
মৃত্যুঞ্জয়ী পুরুষপ্রবর!
মহাসত্য রক্ষা হেতু মরণেরে
করেছ বরণ, বীরনারী আমি,
বিন্দুমাত্র দুঃখ করিব না! স্বর্গলোকে-
অচিরে মিলিব নাথ, তোমার সহিত।
স্বামীহন্তা, নির্দ্দয় রাঘব!—

অভিশপ্ত জীবনে তোমার, মুহূর্ত্তের
শান্তি পাইবে না। তীব্র শোচনায়
তব দিন যাবে কেটে—কণ্টক-শয্যায়
শুয়ে কাটাইবে নিশি—নিদ্রা নাহি হবে,
তন্দ্রাযোগে ভয়ঙ্কর স্বপন দেখিবে,
সহস্র বান্ধব মাঝে রহিবে একাকী,
তোমার প্রাণের দুঃখ কেহ না বুঝিবে,
সম্মুখে দেখিবে সুখ, মরুভূমে
মরীচিকা সম,—যেমন ধরিতে যাবে
বাতাসে মিশাবে। মৃত্যু হবে তীব্র
নিরাশায়! হয়ত' বা নারায়ণ তুমি,
সতীর এ অভিশাপ তথাপি ফলিবে!

রাম। দেবি,
বহুমানে শিরঃ পাতি
লইলাম অভিশাপ-আশীর্ব্বাদ তব।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

তমসার তীর। মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রম।

[বনবালাগণ গান করিতেছিলেন, মহর্ষি বাল্মীকি লিখিতে রত]

(গীত)

রূপ-সায়রের দোদুল তালে আলোর কমল
ফুটলো গো!
রঙের বাঁশী বাজিয়ে শোন আকাশ জেগে
উঠলো গো—
পথ-হারানো সোণার হরিণ বনের মাঝে আন্‌লে কে?
মায়ায় ভরা চাউনি যে তার—মন গোপনে
টান্‌লে রে——
সোণার মায়ায় রাতের হাতের কাজল-লতা
টুট্‌লো গো!
মনের বনের সোণার হরিণ, মনের ভেতর আয়—
আমরা তোমায় বাসবো ভালো মন যে
তোমায় চায়—
তোমার সাড়ায় বকুল বনে ভোরের হাওয়া বইচে রে,
ঘুম পাড়িয়ে দুখের কাঁদন সুখের কথা কইচে রে,
তোর গলার মালা হবে ব'লে অশোক পলাশ
ফুটলো গো।

(লবের প্রবেশ)

লব। মুনি! তোমায় একটি কথা জিজ্ঞাসা করিব।
মনে বড় সন্দ জাগিয়াছে!

বাল্মীকি। কি সন্দ ভাই!

লব। রামায়ণে পড়িয়াছি—
রামচন্দ্র-রাজার বনিতা
সীতা, নির্ব্বাসিতা বিজন বিপিনে।
তুমি ডাক জননীরে সীতানামে।
রামায়ণ তোমার রচনা—
জনমদুখিনী সীতা কল্পনা তোমার
অথবা জননী মোর?

বাল্মীকি। (স্বগত) কি বলিব বুঝিতে না পারি।

লব। মুনি,
নিরুত্তর কেন তুমি?

বাল্মীকি। সীতা মানসী তনয়া মোর,
আমার স্নেহের সৃষ্টি,—বাস তার
মম কল্পনায়।
বড় ভালবাসি মোর মানসী কল্পনা,
তনয়ার নামে পরিচয় দিয়াছি
সে হেতু। এর চেয়ে প্রিয়তর নাম
আর মোর জানা নাই!

লব। তবে, নহে সীতা জননী আমার?

বাল্মীকি। তোমারি জননী সীতা।

লব। রামায়ণে যাঁর কথা আছে,
নন তিনি জননী আমার?

বাল্মীকি। জননী হইলে তিনি সুখী যদি হও,
মনে কর, তিনিই জননী তব।

লব। দুই সীতা, দু'জনারে
প্রাণ ভ'রে ভালবাসি আমি।
নয়ন মুদিয়া আমি হেরি যেন সীতা,
নির্ব্বাসিতা অযোধ্যার প্রাসাদ হইতে।
সারি সারি পুরনারী ফেলে অশ্রুবারি,
অভিমানে ফিরায়ে প্রবাহ
সরযু উজান ধায়—

ভাবিতে ভাবিতে আর দেখিতে দেখিতে—
দুই সীতা এক হ'য়ে যায়!—

(অদূরে অশ্ব দেখিয়া)

কি সুন্দর অশ্ব!

বাল্মীকি। কি দেখিছ লব?

লব। অশ্ব!— আমি ধরিব উহারে।
আমারে ক'র না মানা।
বল, মানা করিবেনা?

বাল্মীকি। না—যাও, ধর অশ্ব পার যদি!

[লবের প্রস্থান

নিশ্চিন্ত রহিতে নারি আর—
বয়ঃপ্রাপ্ত কুশীলব
সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত,
ক্ষত্রোচিত ধনুর্বিদ্যা—
করিয়াছে লাভ।
আজি জাগ্রত বাসনা হৃদে
জানিবারে পিতৃ-পরিচয়!

(সীতাদেবীর প্রবেশ)

সীতা পিতা!

বাল্মীকি। এস, মা কল্যাণি!

সীতা। সমাপ্ত হ'য়েছে গ্রন্থ?

বাল্মীকি। ভারতীর আশীর্ব্বাদে
হইয়াছে শেষ।

সীতা। জানকীর জীবলীলা
কেমনে সমাপ্ত হবে পিতা!
নিয়তির ভাবী চিত্রপট
দেখিতে বাসনা জাগে চিতে!

বাল্মীকি। জননী আমার,
হেন প্রশ্ন তুমি কর দেবি?
ক্ষণস্থায়ী বিরহ-মিলন—
ক্ষুদ্র মানবের অতি ক্ষুদ্র জীবনের
ধারা, মোর রামসীতা প্রতি
ক'রোনা আরোপ মাতা!
বাল্মীকির রামসীতা চির-অবিচ্ছেদ;
অন্তরে-অন্তরে চিরন্তন
মিলনের প্রবাহ বহিছে!

সীতা। পিতা,
বুঝিয়াছি নিয়তির নির্ম্মম ইঙ্গিত!

[যাইতে প্রস্তুত হইলেন]

বাল্মীকি। সত্যই জটিল প্রশ্ন
নিজে আমি বুঝিতে না পারি!
অন্তরে আমার,
রাম-সীতাবিরহের নির্ঝরিণী ধারা
প্রবাহিতা নিত্য নিরন্তর।
এ বিশ্বের পুঞ্জীভূত শোকের
করুণ কোমলতা—ছন্দে ছন্দে,
শ্লোকে শ্লোকে আকার লভিতে চায়,—
মহৎ সে বিরহের ব্যথা
ক্ষুদ্র শান্ত মিলনেরে করি অতিক্রম
নাহি জানি চলিয়াছে
কোন্ সুদূরের পানে!
সীতা!

সীতা। (ফিরিয়া আসিলেন)
পিতা, ডাকিলেন মোরে?

বাল্মীকি। আমি অযোধ্যায় যাইতেছি।

সীতা। অযোধ্যায়!

বাল্মীকি। দেখিব রাঘবে—মিলাইব
কল্পনার ছবি। বুঝিব কল্যাণি,
বাল্মীকির কাব্যকথা অলীক কল্পনা
কিংবা সত্যের মূরতি!

সীতা। পিতা,—আর এক প্রশ্ন মোর
মনে জাগিয়াছে,—
কে বসিবে রাঘবের সিংহাসনে?

বাল্মীকি। সেই কথা জিজ্ঞাসিব রামে।
বলিয়াছি দেবি,
মম কল্পনার রাম
আর নরপতি রামে—
মিলায়ে দেখিব একবার।
আত্রেয়ী কোথায়?

সীতা। পাঠাভ্যাসে আছে রত
তমসার তীরে।

বাল্মীকি। সীতা, শোন সত্য কথা।
রামচন্দ্র করিছেন অশ্বমেধ যাগ,
সেই যজ্ঞে নিমন্ত্রিত আমি।
সেহেতু যাইব অযোধ্যায়।

সীতা। জানি দেব,
অযোধ্যার রাজদূতে দেখিয়াছি !
যজ্ঞ-অশ্ব—তাও দেখিয়াছি মনে হয় ;
কাননে ফিরিতেছিল।
নব-রাজলক্ষ্মী করিয়া বরণ
কল্যাণ হউক অযোধ্যার,
প্রজাগণ সুখী হ'ক সবে।
বাল্মীকি। নব রাজলক্ষ্মী ?
বুঝিতে না পারি বাক্য তব !
সীতা। পিতা, আছে যজ্ঞপ্রথা
বামভাগে বসাইতে হয় রাজরাণী।
নব পরিণীতা পত্নী রাঘবের
বসিবেন যজ্ঞস্থলে বামপার্শ্বে তাঁর।
নব রাজলক্ষ্মী সেহেতু কহিনু।
বাল্মীকি। হে কল্যাণি, অতি দীর্ঘকাল
রামনাম, রামের চরিত্র-গাথা
ধ্যান করিয়াছি।
"নব পরিণীতা পত্নী রাঘবের"—
অসম্ভব কথা—বাল্মীকির কল্পনায়
কভু আসে নাই ! নাহি যাহা
বাল্মীকির কল্পনায়, হেন কার্য্য
কভু করিবে না রাম। চিন্তা দূর
কর মাতা !

(আত্রেয়ীর প্রবেশ)

আত্রেয়ী। দেবি, দেবি !
সীতা। কেন মা আত্রেয়ী ?
আত্রেয়ী। (একান্তে জানকীর প্রতি)
কি সুন্দর অশ্ব ধরিয়াছে লব !
বাঁধিয়াছে তমসার তীরে।
এস, দেখাই তোমারে।
সীতা। অশ্ব ! কোন্ অশ্ব ?
যজ্ঞ-অশ্ব রাঘবের ?
আত্রেয়ী। নাহি জানি মাতা—
আপনি দেখিবে চল।
বাল্মীকি। আত্রেয়ী, সাবধানে
থাকিও কাননে
লব-কুশ-জানকীর সাথে।
আমি যাইতেছি অযোধ্যায়।
[সীতা ও আত্রেয়ী বাল্মীকিকে প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিলেন। বাল্মীকি যাইতে যাইতে—]

বিরহের স্বর্গলোক বাল্মীকি-হৃদয়,
সেথা মোর সীতা-রাম নিত্য করে বাস ;
দু'জনের মাঝে বহে নদী গোদাবরী—
দুই তীরে দাঁড়ায়ে দু'জন ফেলে অশ্রু
শাশ্বত কালের তরে।
কে বলিবে—কত যুগ-যুগান্তরে,
ঘুচিবে বিরহ।
[অপর দিক দিয়া প্রস্থান

(লব ও কুশের প্রবেশ)

কুশ। দেখিছ না, অশ্বভালে র'য়েছে
লিখন—অশ্বমেধ-যজ্ঞের বারতা ?
অবশ্য এ রাজ-অশ্ব।
লব। তাই যদি হয়,
ক্ষতি কিবা তাহে ?
কুশ। যুদ্ধ হবে,
ভেসে যাবে পুণ্য তপোবন
নর-রক্তস্রোতে !
লব। নিরুপায় !
আমি ধরিয়াছি অশ্ব,
কাপুরুষের প্রায় কিছুতেই
ছাড়িয়া না দিব।
কুশ। আপনি জননী যদি করেন বারণ,
তবু শুনিবে না ?
লব। মা আমার ক্ষত্রনারী !
কুশ। রাজশক্তি অস্বীকার করা
বিদ্রোহিতা—ক্ষাত্রধর্ম্ম নহে।
জান, কার অশ্ব ধরিয়াছ ?
লব। কার ?
কুশ। রাঘবের,—
রামচন্দ্র নামে খ্যাত যিনি
পুণ্যগ্রন্থ রামায়ণে।
লব। সত্য, সত্য ?
কুশ। অশ্বভালে রহিয়াছে লেখা
কর নাই পাঠ ?

শুনেছিনু মুনির নিকটে
প্রজার মঙ্গল হেতু—
অশ্বমেধ করিছেন রাজা।
হেন পুণ্য কার্য্যে তুমি বাধা হবে ?

লব। অবশ্য হইব বাধা—
যজ্ঞকর্ত্তা রামচন্দ্র যদি।

(সীতার প্রবেশ)

লব। জননি !
অতি শুভদিন আসিয়াছে
জীবনে আমার ;
রামচন্দ্র সনে যুদ্ধের সুযোগ
আসিয়াছে—এ জীবনে আসিবে না আর।
আমারে আদেশ দাও মাতা !

সীতা। রামচন্দ্র সনে রণ ?

লব। হাঁ জননি,
রামচন্দ্র সনে রণ।
রামচন্দ্র, লক্ষশত কীর্ত্তি যাঁর
রামায়ণে পড়িয়াছি। রামচন্দ্র,
হরধনু ভাঙিল যে রাজর্ষি
জনকগৃহে, সমুদ্র বাঁধিল,
শত শত রাক্ষস নাশিল,
লঙ্কার সমরে বিনাশিল
দশানন-শূরে।
যে অবধি পড়িয়াছি রামায়ণ
সাধ জাগে চিতে—
রাঘবের কীর্ত্তি খর্ব্ব করিব জননি !
মাতা, জানকীর দুঃখে অশ্রু মোর
ঝরে নিশিদিন ! অবিচারে জানকীরে
পাঠাইলা বনে রামচন্দ্র,—তাঁরে
আমি শাস্তি দিতে চাই।
আমারে আদেশ দাও মাতা !

সীতা। লব, তুই দুঃখিনীর নয়নের নিধি !

লব। মাতা, হেন কথা নাহি কহ !
ক্ষত্রিয়-নন্দন আমি, ধরিয়াছি বাজী,
বিনা যুদ্ধে না পারিব ছেড়ে দিতে।
ধরি পায়—জননী আমার—
করিও না অনুরোধ !

কুশ। একান্ত বাসনা যদি করিবারে রণ,
বারণ না কর মাতা !
দুই ভাই কার্ম্মুক ধরিলে
কার সাধ্য নিবারিবে গতি ?

সীতা। রাঘবের সনে রণ—
কোন্ প্রাণে সমরে আদেশ দিব !
কিন্তু ক্ষত্রিয়-জননী আমি,
নিবারণ করিব কেমনে !
বীরপুত্র চাহিছে সংগ্রাম—
পিতাপুত্রে বাধিবে কি রণ ?
বুঝিতে না পারি
দৈবের অদ্ভুত সংঘটন !

লব। মাগো !
নিরুত্তর রহিও না আর।
দাও আজ্ঞা !

সীতা। অন্তর্য্যামী দেবতা আমার,
আমার প্রাণের ব্যথা সব জান তুমি !
অবলা রমণী মাত্র আমি,—
আমারে কর্ত্তব্য-পথ দাও দেখাইয়া।

(সীতা নিরুত্তর ও চিন্তামগ্ন)

লব ও কুশ। মা, জননি !

সীতা। কে এসেছে অশ্বের রক্ষক হ'য়ে ?

লব। শ্রীরামের অনুচর সেনাপতি এক।
রামচন্দ্র আসিবে না,
অশ্বরক্ষকের মুখে
শুনিলাম সমাচার।

সীতা। যা' হবার হবে,—
ক্ষত্রিয় রমণী আমি
তনয়ের ক্ষত্রোচিত গৌরব-ইচ্ছায়
বাধাদান কভু না করিব।

লব। মাতা।

সীতা। দিলাম আদেশ,
সমরে অজেয় হও ভাই দুইজন।

[সীতাকে প্রণাম করিয়া দুই ভায়ের প্রস্থান

মঙ্গল-দায়িনী মাতা,
কর মাগো মঙ্গলবিধান।
স্বামীর কল্যাণ, পুত্রের কল্যাণ,
অযোধ্যার প্রজার কল্যাণ,
সবার কল্যাণ—যাচি আমি
হে কল্যাণি, চরণে তোমার ! [প্রস্থান

তমসার তীর—আশ্রমের অপরাংশ
অদূরে শত্রুঘ্নের শিবির
(দুইদিক হইতে দুইজন অশ্ব-রক্ষকের প্রবেশ)

১ম-অ-র। কি রে সন্ধান পেলি ?

২য়-অ-র। পেয়েছি বই কি ! বড় শক্ত ঠাঁই।

১ম-অ-র। কোথা গেল'—? কে ধ'রেছে ?

২য়-অ-র। এই বনে। দু'জন তাপস-বালক !

১ম-অ-র। তুই ছিনিয়ে আনতে পারলি নে ? দূর—!

২য়-অ-র। কাজটা যতটা সহজ মনে ক'রছ ভায়া, ততটা সহজ নয় !

১ম-অ-র। তুই যে অবাক্ করলি !

২য়-অ-র। আমি আর কি অবাক্ ক'রলাম ?—তবে সে ছোঁড়াদুটো একটু অবাক্ ক'রে তুলেছে বটে ! যাও না, ঐ বাল্মীকি মুনির তপোবনে তারা আছে।

১ম-অ-র। কি বলে তারা ?

২য়-অ-র। যুদ্ধ ক'রতে চায়।

১ম-অ-র। যুদ্ধের সাধটা একবার মিটিয়ে দিলেই তো পারতিস্।

২য়-অ-র। আমাদের তারা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনলে না—স্বয়ং রামচন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধ ক'র্তে চায়—অভাব পক্ষে তাঁর সেনাপতি !

১ম অ-র। বড় রসিক ছোকরা তো দেখ্‌তে পাচ্ছি !

২য় অ-র। হ্যাঁ, তা একটু রসিক বলেই যেন বোধ হচ্ছে। ঐ যে তারা এইদিকে আস্‌ছে। চল্, সেনাপতিকে খবর দিই গে।

[উভয়ের প্রস্থান]

(অপর দিক দিয়া লব ও কুশের প্রবেশ)

লব। দাদা ! যুদ্ধ বাধলে তুমি আশ্রম রক্ষা ক'র্বে। যুদ্ধ অনিবার্য্য। তুমি এখন থেকেই অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হ'য়ে কুটীরদ্বারে গিয়ে দাঁড়াও। জননী আর ভগিনী আত্রেয়ী যেন বিপন্ন না হন।

কুশ। তুমি এখন কি ক'রবে লব ?

লব। আমি অযোধ্যার সেনাপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'র্বো।

কুশ। কি আবশ্যক আমাদের ? বরং তিনিই আস্‌বেন আমাদের কাছে অশ্বের সন্ধানে !

লব। যুদ্ধের নিয়মে তাই হওয়া উচিত বটে। কিন্তু দাদা, আমি আর কৌতূহল চেপে রাখ্‌তে পাচ্ছিনা। যুদ্ধের বিলম্ব আমার সহ্য হ'চ্ছে না—তাই আমি নিজেই সেনাপতিকে যুদ্ধে আহ্বান ক'রতে চলেছি ! ঐ বুঝি সেনাপতি নিজেই আস্‌ছেন। তুমি কুটীরে যাও !

[কুশের প্রস্থান]

(অপর দিক দিয়া শত্রুঘ্নের প্রবেশ)

শত্রুঘ্ন। বালক ! কে এ বালক ? আপনি রাঘব,
বালকের বেশে আসি আমারে কি
করেন ছলনা ! অথবা এ নয়নের
ভুল !—বালক, নয়ন মানস
মুগ্ধকরা এ মাধুরী কোথায় পাইলে ?

লব। অযোধ্যার সেনাপতি !
সৈনিকের কার্য্য নহে
মাধুরী হেরিয়া মুগ্ধ হওয়া।
আমি ধরিয়াছি অশ্ব তব ;
আমার মাধুরী হেরি মুগ্ধ যদি হও,
অশ্ব নাহি পাবে—
রাঘবের অশ্বমেধ অপূর্ণ রহিবে।
আমি করিয়াছি পণ—
রণ বিনা অশ্ব নাহি দিব।

শত্রুঘ্ন। সত্য, তুমি করিয়াছ পণ ?

লব। মিথ্যাপণ
ক্ষত্রিয়কুমার কখনো কি করে ?
একা আমি করিব সমর,
ডাক তব অনুচর সৈনিকের দল,
যে আছে যেথায়।

শত্রুঘ্ন। সমস্ত চৈতন্য মোর
ব্যাকুল বাসনাময় হ'য়ে
ধেয়ে যায় বালকেরে দিতে আলিঙ্গন !
বক্ষঃ দীর্ণ কেমনে করিব তার
তীক্ষ্ণ শরাঘাতে ?
আজীবন করেছি সমর,
লক্ষ লক্ষ প্রাণিবধ করিয়াছি রণে,—
হেন দুর্ব্বলতা করি নাই
অনুভব !

শিথিল এ কর হ'তে কার্ম্মুক
খসিয়া বুঝি পড়ে!
হে বালক! যুদ্ধে ক্ষমা দেহ বীর!

লব। এই অযোধ্যার বীর!
রাবণ-বিজয়ী মহাবীর রাঘবের
সেনাপতি তুমি? শত ধিক্!
হেন রমণীর প্রাণ লয়ে
কেন আসিয়াছ অশ্বের রক্ষক হ'য়ে?
যাও অযোধ্যায় ফিরে কাপুরুষ!
অশ্বমেধ-যজ্ঞ পূর্ণ নাহি হবে,
জানাইও রামচন্দ্রে—বাল্মীকির
শিষ্য লব ধরিয়াছে বাজী।

শত্রুঘ্ন। দেখিতেছি বীর,
যুদ্ধসাধ প্রবল তোমার মনে,—
রণ বিনা অন্য চিন্তা স্থান নাহি পায়।
একান্ত বাসনা যদি করিবে সমর,
এস ত্বরা—ঐ নদীতীরে
শ্যামল প্রান্তরে!
সসৈন্যে যুঝিতে চাও,
কিংবা একা তুমি করিবে সমর?

লব। তাপস-বালক আমি সৈন্য কোথা পাব?
সসাগরা ধরণীর অধীশ্বর,
তাঁর সেনাপতি তুমি—
সৈন্যের অভাব তব নাই।
দেহরক্ষা তরে—
যত ইচ্ছা সৈন্যের সাহায্য নিতে পার!
আমি একা করিব সমর!

শত্রুঘ্ন। মুগ্ধ আমি বীরত্বে তোমার,
এস' ত্বরা মোর সাথে।
নাহি জানি চিত্ত কেন বিচলিত
নেহারি তোমায়!—যেন মনে হয়,
জনমের পূর্ব্ব হ'তে
কোন্ নিগূঢ় রহস্য-ডোরে
তোমায় আমায়
একসঙ্গে বেঁধেছেন ধাতা।
এস সাথে যুদ্ধ যদি চাও,
যুদ্ধসাধ মিটাব তোমার।

[উভয়ের প্রস্থান]

(একদল যুধ্যমান উন্মত্ত সৈনিক চলিয়া গেল)

(কুশের প্রবেশ)

কুশ। লব—লব!
কোথা লব? একা শিশু
অসংখ্য অরির মাঝে—
শরজালে আচ্ছন্ন গগন,
ঘোর ধূম ঘেরিয়াছে দিক্‌চয়—
সৈন্য কোলাহল চারিদিক হ'তে আসি
কর্ণে পশিতেছে,—
অন্তরীক্ষে দামিনী-ঝলকে
চ'ক্ষের পলকে—ইরম্মদ তেজে
লক্ষ বাণ ধায় দশদিকে!
লব—লব,
কোথা লব,—এ সৈন্যের বিপুল প্লাবনে?
কুটীরে ব্যাকুলা মাতা
বক্ষ ভেদি প্রাণ তাঁর
বাহিরে আসিতে
চায়। কেমনে প্রবোধ দিব তাঁরে,
লব যদি সঙ্গে নাহি ফিরে?
লব—লব!

(লবের প্রবেশ)

লব দাদা, দাদা!

(দুই ভা'য়ে আলিঙ্গন করিল)

কুশ। যুদ্ধের সংবাদ বল!

লব। দাদা, করিয়াছি রণজয়।
জৃম্ভকাস্ত্রে সর্ব্বসৈন্য চেতন হরেছি—
সেনাপতি জ্ঞানহারা ভূমিতে লুটায়—
বিলুপ্তচেতনা, শুয়ে আছে তমসার
তীরে! তিন রাত্রি গত হ'লে চৈতন্য
ফিরিবে, প্রাণে মরিবে না কেহ।

কুশ। চল তবে মাতার নিকট!

লব। নহে মাতার নিকট এবে।
জননীর পায়ে জানাইও নমস্কার,
অবিলম্বে অযোধ্যা যাইব আমি।

কুশ। অযোধ্যা কি হেতু লব?

লব। যজ্ঞ-অশ্ব রহিল হেথায়,
সংবাদ লইয়া যাবে রাজার সকাশে,
হেন জন কেহ আর নাই।

অশ্বপৃষ্ঠে করিব গমন—
দিবসের পথ কয় দণ্ডে উত্তরিব।

কুশ। জননী ব্যাকুলা অতি!

লব। বুঝাইয়া ব'লো তাঁরে—
আজন্মের কামনা পুরাব,
একবার দেখিব রাঘবে।
বিনা দোষে যদিও সে নির্ব্বাসিতা
করিলা সীতায়—তথাপি
শুনেছি মুনির মুখে—
নরশ্রেষ্ঠ রঘুপতি।
যাও ভাই মাতার সকাশে!

কুশ। শীঘ্র ফিরে এস',
রাজধানী দেখে ভুলোনাক' যেন
পর্ণপত্র ঘেরা মোর মায়ের কুটীর।

লব। না ভাই—না!

[কুশের প্রস্থান

লক্ষ-শত সৌধ-কিরীটিনী রাজধানী,
রাজপথ,—সরোবর, স্বর্ণমঠ—
সুশোভিত সে অযোধ্যাধাম,
কেমনে ভুলাবে মোরে
তমসার তীরে
মায়ের কুটীরখানি মোর!

(মনে মনে নমস্কার করিলেন)

সীতানির্ব্বাসন কেন দিলে রঘুমণি!
পূর্ণচন্দ্রে কলঙ্কের রেখা!
দেখা যদি পাই একবার
তিরস্কার করিব রাঘবে।
স্পষ্ট কথা বলিব তাঁহায়
"নরপতি!
নারীনির্য্যাতন করি
বীর বলি দাও পরিচয়?"
ভাল' আমি বাসিতাম রাঘে
সীতারে না বনে দিত যদি।

দ্বিতীয় দৃশ্য

অযোধ্যা-রাজপ্রাসাদ

রামের কক্ষ

(রাম একাকী উত্তপ্তমস্তিষ্কে পদচারণা করিতেছিলেন)

রাম। "সহস্র বান্ধব মাঝে রহিব একাকী,
আমার প্রাণের দুঃখ কেহ বুঝিবেনা,—
মৃত্যু হবে তীব্র নিরাশায়—"
সতী-নারী দেছে অভিশাপ—
যাও শান্তি, যাও সুখ, সংসার-বন্ধন,
আমারে বিদায় দাও চিরদিন তরে,—
দেবলোকে, নরলোকে কিংবা রসাতলে
আমার আত্মীয় কেহ নাই,
কারো সাথে মিলিবে না
আমার এ অভিশপ্ত জীবনের ধারা,—
সৃষ্টিছাড়া সৃষ্টিমাঝে হবে মোর বাস!

(প্রতিহারীর প্রবেশ)

প্রতিহারী। মহারাজ, মহর্ষি বশিষ্ঠদেব।—

রাম। না—না, আসিতে হবে না তাঁকে;
ব'লে দাও—নাহি প্রয়োজন;
শাস্ত্রমর্ম্ম আর আমি
জানিতে না চাই।

প্রতিহারী। নিজে ঋষি এসেছেন হেথা!

রাম। যাও তুমি হেথা হ'তে!

[প্রতিহারীর প্রস্থান

(বশিষ্ঠের প্রবেশ)

বশিষ্ঠ। বৎস,
নিমন্ত্রণভার সৌমিত্রি ল'য়েছে
নিজে। অশ্বসাথে দেশ-দেশান্তরে
ফিরিছেন শত্রুঘ্ন সসৈন্যে।
নন্দীগ্রাম হ'তে ভরতে আনিতে—

রাম গুরুদেব,
বন্ধ কর আয়োজন,
যজ্ঞ হইবে না!

বশিষ্ঠ। যজ্ঞ হইবে না! রাম,
আশ্চর্য্য করিলে মোরে!

রাম ভুলক্রমে অন্যমনে
দিয়াছিনু মত ; যজ্ঞ-অনুষ্ঠান
অসম্ভব—
বশিষ্ঠ। অসম্ভব !—কেন অসম্ভব ?
রাম। উপযুক্ত কারণ অবশ্য আছে,
যথাকালে নিবেদন করিব চরণে।
বশিষ্ঠ। বৎস রাম,
একাকী, বান্ধবহীন, চিন্তামাত্রসাথী
যাপিছ দিবস-নিশি সঙ্গোপনে
রাজ-অন্তঃপুরে।
কতদিন গত হ'ল—
অলঙ্কৃত কর নাই বিচার-আসন,
প্রজাগণ ছিল সব মৌন বেদনায়—
হেন উদাসীন ভাব নেহারি তোমার।
অশ্বমেধ-যজ্ঞ-বার্ত্তা শুনি—
রাম। নিতান্ত অসুস্থ আমি তাত,
রাজকার্য্য করিতে অক্ষম !
প্রজানুরঞ্জন আপাততঃ
কিছুদিন রহুক্ স্থগিত—
একাকী বিশ্রাম আমি চাই।
বশিষ্ঠ। রাম, বুঝিতে না পারি—
হেন ভাবান্তর কিবা হেতু ?
রাম। বুঝিবার কি আছে বিবয় ঋষি !
বিশ্রাম, ক্লান্ত আমি জীবন-সংগ্রামে—
বিশ্রাম, বিশ্রাম সে হেতু চাই।
তাও কি দিবে না মোরে
রাজভক্ত প্রজা অযোধ্যার ?
বশিষ্ঠ। রঘুনাথ,
হেন কথা সূর্য্যবংশধর-যোগ্য নহে,—
রাজকার্য্যে বিশ্রামের নাহি অবসর।
রাম। রাজকার্য্য, রাজকার্য্য—
অন্য কোন কার্য্য যেন নাহি ত্রিভুবনে
মানবের ! রাজকার্য্য—
রাজকার্য্য শয়নে স্বপনে,
রাজকার্য্য চিন্তা-জাগরণে !
গুরুদেব ! বলিতে কি চাও,
রাজা হ'য়ে মানবত্ব একেবারে
দি'ছি বিসর্জ্জন ?—সিংহাসনে বসি
উৎপাটন করিয়াছি মানবহৃদয় ?

বশিষ্ঠ। শান্ত হও বৎস,
তুমি আদর্শ নৃপতি,
নহে উপযুক্ত
হেন দুর্ব্বলতা।
রাম। দুর্ব্বলতা !
তোমার আদর্শ-রক্ষা তরে,
উন্মাদিনী ছিন্নমস্তা সম
নিজহাতে ছিঁড়িয়াছি আপনার
জীবনবন্ধন,—
ধর্ম্মনিষ্ঠ পুণ্যাত্মার বুক বিঁধিয়াছি।
বশিষ্ঠ। এ অবস্থা নহে স্বাভাবিক।
কি হ'য়েছে রঘুবর ? (হাত ধরিলেন)
সত্য মোরে ক'র না গোপন।
বৎস জানকীর স্মৃতি,—
রাম। গুরুদেব, গুরুদেব !
স্তব্ধ হও, স্তব্ধ হও—
ওনাম ক'রনা উচ্চারণ !
স্মৃতিমাত্র রাখিয়াছি প্রাণের
নিভৃত কোণে অতি সঙ্গোপনে।
রাজনীতি-আবর্জ্জনা-কলুষিত
পঙ্কিল এ রাজধানী মাঝে,
মিনতি চরণে গুরুদেব,
ওনাম ক'রনা উচ্চারণ !
অযোধ্যার অধিবাসী ওই নাম
উচ্চারণে নহে অধিকারী।
রাজকার্য্য—সেই ভাল,
প্রজানুরঞ্জন—তাও ভাল !

[বশিষ্ঠ কিছু বলিলেন না, শুধু একবার
রামের দিকে চাহিলেন]

বশিষ্ঠ। বৎস,
চিরদিন কল্যাণ কামনা তব করি।
বাক্য ধর মোর,
কার্য্য কর মম উপদেশে,—
কর অশ্বমেধ-যজ্ঞ-অনুষ্ঠান।
কার্য্যে মগ্ন থাক রঘুবর
হৃদয়ের চিন্তা যাবে দূরে।
রাম। গুরুদেব,
অশ্বমেধ-যজ্ঞ-অনুষ্ঠানে

প্রচলিত শাস্ত্রবিধি
স্মরণ কি নাই তব ?
বশিষ্ঠ। সত্য বটে, সত্য বটে,—
সহধর্ম্মিণী সহ যজ্ঞ অনুষ্ঠান,
শাস্ত্রবিধি।
যজ্ঞ হইবে না তবে ?
প্রজাগণ ক্ষুব্ধ হবে!
রাম। কি করিব মুনিবর,
সাধ্যমত করিয়াছি প্রজানুরঞ্জন।
কেমনে করিব—
সাধ্যের অতীত যাহা—?
যজ্ঞ-অনুষ্ঠান অসম্ভব।

(কৌশল্যার প্রবেশ)

কৌশল্যা। নহে অসম্ভব—
কার্য্য যদি কর বৎস, মম উপদেশে।
বশিষ্ঠ। কি তোমার উপদেশ
কহ রাজমাতা!
কৌশল্যা। স্বর্ণসীতা বসাইয়া রাঘবের বামে
সম্পূর্ণ করাব যাগ।
দক্ষ শিল্পী করেছি নিয়োগ,
জানকীর প্রতিকৃতি করিতে নির্ম্মাণ।
রাম। স্বর্ণসীতা,—স্বর্ণসীতা!
কৌশল্যা। হেমকান্তি জানকী আমার—
প্রিয়তমা পুত্রবধূ,
সোণার বরণ—জানকীর বরণের
সমতুল্য হবে!—বৎস,
স্বর্ণসীতা লয়ে বামে পূর্ণ কর যাগ।
রাম। সোনার প্রতিমা—জানকীর!
অন্তরের ব্যাকুল বাসনা মোর
বাহিরে কি আকার লভিবে!
কৌশল্যা। বৎস,
রাম। গুরুদেব,
হোক্ যজ্ঞ-আয়োজন।
মাতা, শিল্পী পারিবে না—
হিরণ্ময়ী প্রতিকৃতি,
নিজে আমি করিব নির্ম্মাণ।
দীর্ঘ অষ্টাদশ বর্ষ ধরি
নিশিদিন গোপন প্রাণের ধ্যান মোর,-
নহে শিল্পী, শিল্পী নহে—
মূর্ত্তিদান, নিজে আমি করিব জননি!
[প্রস্থান
বশিষ্ঠ। সিদ্ধ হো'ক অভীষ্ট তোমার!
[উভয়ের প্রস্থান

(সীতাস্মৃতি-ধ্যানমগ্ন রাম)

রাম। সীতা, সীতা, সীতা!
ধ্যানযোগে দেখা দাও,
হে করুণাময়ি;
স্বর্ণ-প্রতিকৃতি তব প্রাণময়ী করিব জানকি!
হৃদয়ের দীপ্তি, তৃপ্তি সর্ব্ব ইন্দ্রিয়ের
ও-রূপমাধুরী প্রিয়ে, নরচক্ষে
দেখিতে পাবনা বুঝি আর—
এস তবে ধ্যানের নয়নে।
হৃৎপদ্ম করি আলোকিত
উর দেবি মর্ম্মস্থলে মোর,
সেথা তব স্বর্ণাসন নিশিদিন
রাখিয়াছি পাতি।
সর্ব্ব-লোক-চক্ষু-অন্তরালে সঙ্গোপনে
হৃদয়-মন্দিরে এস প্রাণেশ্বরি!
তুমি আর আমি, সেথা আর কেহ নাই।
অভিমান-বেদনায় ভরা
ছল ছল আঁখি দুটি হ'তে
বারিধারা ঝরি' দিক্ নিভাইয়া
মোর হৃদয়-অনল। বিরহের
তমসার পার হ'তে, এস' দেবি,
মিলনের আলোক-নির্ঝর-তীরে!—
সীতা, সীতা, সীতা, সীতা—
কৌশল্যা। রাম!
রাম। জননি!
দেবীরে পেয়েছি আজ হৃদয় মাঝারে—
কৃপা করি দিয়াছেন দেখা!
কৌশল্যা। রাম,
পত্নীশোকে—শেষ এই পরিণাম!
ভগবান,
হেন দৃশ্য আমারে দেখিতে হ'ল!

ভাল মনে করি' যেই কার্য্য
করি' অনুষ্ঠান, অভাগিনী আমি,
মম ভাগ্যদোষে বিপরীত ফলে ফল।

রাম। মাতা,
বিষাদ কি হেতু ভাব মনে?
আজ সত্য আনন্দের দিন!
হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী,
দীর্ঘ বিরহের অবসানে আজি,
অবতীর্ণ হ'য়েছেন হৃদয়-মন্দিরে
মোর। কি আশ্চর্য্য মাতা—
নহে রাজরাণী আর,
তপস্বিনী, বল্কল-ধারিণী—
কৃশ তনুলতা—অচল অটল তবু
আপনার তেজে!
নয়নে অমৃত-দৃষ্টি—কণ্ঠে বাণী
সঙ্গীত-রূপিণী!
মাগো, দেখিনু অপূর্ব্ব রূপ,
হেন দেবী স্বর্গে বুঝি নাই!

কৌশল্যা। বৎস,
বাক্য তব বুঝিতে না পারি,
কি যেন রহস্য-কথা!
সম্যক্ না হয় প্রণিধান।

রাম। নহে মা রহস্য-কথা!
অতীব সরল সত্য,
জানকীর দেখা পাইয়াছি।

কৌশল্যা। জানকি, জানকি,
প্রাণপ্রিয়া বধূ মোর, দুহিতা-অধিক
নাম-মাত্র-অবশেষ আজি!
বৎস,
জ্বলন্ত অনলে কেন ঘৃতাহুতি দাও!
পাবনা কখনো যারে আর
তার নাম করি উচ্চারণ,
প্রাপ্তির লালসা কেন দ্বিগুণ বাড়াও?

রাম। আমি পাইয়াছি তাঁরে,—
এসেছেন সীতা—
প্রাণে প্রাণে স্পর্শ তাঁর অনুভব করিয়াছি!
সে নয়ন দুটি ধরার মালিন্য-
মুক্ত হ'য়ে দীপ্তি পায়—দূর নীলিমার
গায়, শুক তারা যেন!
পার্থিব নয়ন দিয়া নহে যদি—
তবু দেখিতেছি।

কৌশল্যা। রাম!

রাম। শঙ্কা ত্যজ জননী আমার!
উন্মাদ হইনি আমি,
আছে দিব্য জ্ঞান।
এই বুকে মাতা, এই বুকে
দেবীর মূরতি আছে।
এই বক্ষ দীর্ণ করি
দেখাইতে পারিতাম যদি
অবশ্য বুঝিতে মাতা
কত সত্য বচন আমার।

কৌশল্যা। ভগবান!
রক্ষা কর রামভদ্রে মোর,
দুঃখিনীর জীবনের অন্তিম সম্বল

রাম। ধ্যানযোগে দেখিয়াছি
দেবীর মূরতি! স্বর্ণপ্রতিকৃতি এবে—
প্রাণস্পর্শে—চেতন করিব!
তারপর—
অশ্রুজলে সে মূরতি করাইব স্নান,
প্রেমের অমৃত-ধারা করাইব পান,—
হবে না কি দেবী-মূর্ত্তি মানবী আবার?
কর আশীর্ব্বাদ মাতা!

কৌশল্যা। পূর্ণকাম হও বৎস,
মম আশীর্ব্বাদে।—

(প্রস্থান)

রাম। লক্ষ্মণ!

(লক্ষ্মণের প্রবেশ)

লক্ষ্মণ। প্রভু!

রাম। এই মন্দিরের দ্বারে রহ দাঁড়াইয়া,
যতক্ষণ স্বর্ণমূর্ত্তি
নির্ম্মাণ না হবে শেষ—
কেহ যেন নাহি পশে মন্দির ভিতরে,
নাহি দেয় বাধা মোরে জানকীর ধ্যানে!

(রাম শিল্প-মন্দিরে প্রবেশ করিলেন)

লক্ষ্মণ। সেই একদিন আর এই একদিন!
সেই পঞ্চবটী বনে—

অযোধ্যার রাজসুখ-ভোগ
দিয়া বিসর্জ্জন—পশিলা জানকী সনে
যেদিন বৈদেহীনাথ—
রিক্ত-মুক্তা-মাণিক্যের-ছটা,
রিক্ত-সর্ব্ব-রাজগর্ব্ব—ঐশ্বর্য্যের-ঘটা,
শুষ্কপর্ণপত্র-ঘেরা, আভরণহারা
ক্ষুদ্র এক পাতার কুটীরে,—
সেইদিন হ'তে, দীর্ঘ চতুর্দ্দশ বর্ষ,
শর-শরাসন করে কুটীরের দ্বারে
যাপিয়াছি দিন, স্বেচ্ছাব্রত চিরভৃত্য
দীন ব্রহ্মচারী!—আজ পুনরায়
কত যুগ পরে—রঘুপতি
পশিলেন এ মন্দিরে, পুণ্যস্মৃতি
জানকীর ধ্যানে।
সেই সীতারাম, চিরভৃত্য
সে লক্ষ্মণ দ্বারে—সব সেই—
সীতার বিহনে শুধু অযোধ্যার
এ রাজপ্রাসাদ
অরণ্যের দীনতায় ভরা!

(ত্রস্তভাবে ভরতের প্রবেশ)

ভরত। লক্ষ্মণ! কোথা রঘুপতি, প্রাণের দেবতা
মোর ভাই? নিশিদিন দ্বন্দ্ব করি
হৃদয়ের সনে, পরাজিত
অভিমান মোর।
আসিয়াছি শ্রীরামের চরণদর্শনে।

(লক্ষ্মণ নিস্তব্ধ হইতে সঙ্কেত করিলেন)

লক্ষ্মণ। স্তব্ধ হও—ধীরে কথা কও!
ধীরে, অতি ধীরে কর মৃদু পাদক্ষেপ—
শান্ত কর সর্ব্ব চঞ্চলতা। মিনতি চরণে
হে অগ্রজ! অসংযত বাক্যে তব
ভাঙিও না প্রভুর সমাধি!
ভরত। প্রভুর সমাধি!
বাক্য তব বুঝিতে না পারি—
বল শীঘ্র কোথা রঘুপতি?
লক্ষ্মণ। ওই মন্দিরের মাঝে
মগ্ন সীতাস্মৃতিধ্যানে
ভরত। সীতাস্মৃতিধ্যানে!
দেবতা আমার,—
বজ্র হ'তে সুকঠিন,
প্রফুল্ল কুসুম সম অতি সুকোমল
লোকোত্তর চরিত্র মহান্ তব—
সামান্য মানব আমি—
আমার বুদ্ধির অগোচর!
হে রাঘব, রঘুকুল-রবি,
তুমি সত্য দশরথ-রাজার তনয়,—
প্রাণদিয়ে সত্যরক্ষা করা
এ বংশের ধারা! মূর্খ আমি,
হেন কথা পূর্ব্বে বুঝি নাই!

(উন্মত্ত লবের প্রবেশ)

লব। আমারে কে বাধা দিবে?
আমি মানিব না কোন মানা।
কোথায় রাঘব,
কোথায় সে পত্নীত্যাগী
স্বেচ্ছাচার রাজা?
লক্ষ্মণ। অবোধ বালক!
সমাধিস্থ রামচন্দ্র,
উচ্চকণ্ঠে কহিও না কথা।

(রামের প্রবেশ)

রাম। কার কণ্ঠস্বর? কার কণ্ঠস্বর?
স্বর্ণময়ী দেবীর প্রতিমা
মানবী হইয়া চিরপরিচিত
পুরাতন কণ্ঠস্বরে আমারে
সান্ত্বনা দিতে এল!
ভরত। ইক্ষ্বাকু-কুলের রবি,
ক্ষমা কর বুদ্ধিহীন
সেবকের গুরু অপরাধ।
রাম। ভরত, ভরত!
তোমারে পাইয়া ভাই,
ক্ষীণতম আশা অন্তরে জাগিছে কেন?
কেন মনে হয়—বুঝি তুমি
আসিয়াছ অগ্রদূতরূপে
অতীত সুখের কথা করাতে স্মরণ—
মলয় হিল্লোল যথা,
শীতান্তের শীর্ণ জীর্ণ ধরণীর বুকে,
নব বসন্তের বার্ত্তা দেয় জানাইয়া!

[লব রামের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন]

লব। তুমি, রাজা রামচন্দ্র
ধরণীর অধীশ্বর ?

রাম। তুমি—তুমি—কে তুমি বালক ?

লব। মহারাজ,
ধরেছিনু আমি অশ্বমেধ-যজ্ঞ-অশ্ব তব।
তোমার সমস্ত সৈন্য
সেনাপতি সহ পরাজিত মম করে,
তমসার তীরে জ্ঞানহারা—
ধরণী লোটায়!

রাম। সেই নীল-নলিন-নয়ন দুটি!
আঁখি-তারকায় সেই স্নিগ্ধ
অমৃত পরশ! বালক, বালক,
হেন রূপ কে তোমারে দিল,—
কোন্ মাতৃ-বক্ষ হ'তে
উচ্ছ্বসিত স্নেহ-রস-ধারা
করি' পান—ভুবনমোহন
দিব্য রূপ পাইয়াছ ?

লব। আমি তব শত্রু, হে রাঘব,—
আসি নাই শুনিবারে প্রিয় সম্ভাষণ।
রণ—রণ মোরে দেহ রঘুপতি!
রাবণ-বিজয়ী মহাশূর,
যুদ্ধসাধ তোমার সহিত,
তাই আসিয়াছি আমি এ অযোধ্যাপুর।

রাম। শত্রু নহ তুমি—
শ্যামকান্তি বনান্তের নবীন
বসন্তশোভা, চির-অভ্যাগত তুমি,
শুষ্ক আর্ত্ত এ হৃদয়-দ্বারে।
ওই চক্ষুদুটি তব অষ্টাদশ বর্ষ
ধরি' করিয়াছি ধ্যান,—আমার সে
দেবীমূর্ত্তি মাঝে, তব মূর্ত্তি
সঙ্গোপনে ছিল লুকাইয়া—
বর্ণ, গন্ধ, স্পর্শ তার এসেছিল
সর্ব্বদিক হ'তে, তরঙ্গ
তুলিয়াছিল প্রাণে,—
তবু যেন পাইনি সন্ধান!
কিন্তু তোর কণ্ঠস্বর—
আর ওই ভুবনভুলানো আঁখি—
কিশোর বালক,
দেখিবি সে দেবীমূর্ত্তি ?—

[মন্দিরের দ্বার খুলিয়া লবকে দেবীমূর্ত্তি দেখাইলেন

লব। একি, জননী আমার!

রাম। তোমার জননী!
তুমি তবে, সীতার তনয় ?

লব। জনম-দুখিনী জনক-তনয়া সীতা
জননী আমার!

রাম। রাজপুত্র ভিখারীর বেশে!
ওরে বৎস! কোলে আয়—
কোলে আয়।

লব। না-না-না-না-না,
নহি আমি রাজপুত্র।
তুমি করিয়াছ ভিখারী আমায়,—
জনমের সঙ্গে সঙ্গে
ভিক্ষাপাত্র করে দেছ' তুলি!
মা—মা, কোথা তুমি জননী আমার!

[লবের দ্রুতবেগে প্রস্থান

রাম। ভরত, লক্ষ্মণ!
ফিরাও বালকে।

[ভরত ও লক্ষ্মণের প্রস্থান

[রাম মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন—রঙ্গমঞ্চ অন্ধকার হইয়া গেল। ক্রমে ধীরে ধীরে আলোকের প্রকাশ হইল ও রাম চেতনা পাইলেন]

রাম। ভগবান, ভগবান,
দয়া কর, দয়া কর মোরে প্রভু।
মত্ত মন প্রমত্ত বারণ,
কোন বাধা মানিতে না চায়—
ধেয়ে যায় সেই দূর বনে—
স্বচ্ছতোয়া স্থির-শান্ত তমসার তীরে,
নির্জ্জন কান্তারে—
যেথা মোর প্রিয়া,
নিত্য ভাসে নয়নাশ্রু-জলে।
দেবগণ, ঋষিগণ!
ভিক্ষা মাগি সবাকার কাছে—
হৃদয়ের রত্ন মোরে দাও ফিরাইয়া,
ফিরাইয়া দাও প্রভু!

সত্যাসত্য, কার্য্যাকার্য্য কিছুই
বুঝিতে আর নারি।
ঘোর তমাচ্ছন্ন হৃদয় আমার—
নির্ব্বাপিত সত্যের নিবাত নিষ্কম্প
দীপশিখা, শ্রেয়প্রেয়
একসঙ্গে বুঝি বা হারাই!

(ভরত ও লক্ষ্মণের প্রবেশ)

আসিল না ফিরে?
লক্ষ্মণ। না মহারাজ,
সরযূ-সৈকত দিয়া
ছুটেছে বালক। জননীর দুঃখ স্মরি'
দুই চ'ক্ষে ঝরিছে সহস্রধারা—
সরযুর দুই তীর
মাতৃনামে মুখরিত করি
চলিয়াছে মহাবীর।
ভরত। কহিলাম তারে—
"আয় বৎস, ফিরে আয়,
ফিরে আয় অযোধ্যায়—"
অভিমান-বিদ্ধ বুকে, রুদ্ধকণ্ঠ
মর্ম্ম-বেদনায় কহিলা বালক—
"যজ্ঞ-অশ্ব এই নাও প্রভু,
বীরত্ব-গৌরব—রণ-আকিঞ্চন,
আমার ফুরায়ে গেছে সব!
জননী দেবতা মোর, তাঁরে নিয়ে
দেশে দেশে করিব ভ্রমণ,
অযোধ্যার রাজ্যে দেব আর ফিরিব না!
জননীর অপমান যেথা,
সেথা আর কেমনে ফিরিব?—
পিতা যার জননীর অপমান করে,
শ্রেয় তার প্রাণবিসর্জ্জন!
রাম। হে ঈশ্বর,—
অন্তর্য্যামী দেবতা বিশ্বের,
যথার্থ সত্যের পথ
দাও দেখাইয়া মোরে।—
সত্যই সত্যের কঙ্কাল আমি
করিতেছি পূজা—
কোথা সত্য, কোন্ কল্পলোকে?
থেকো না লুকায়ে আর—
শাস্ত্রের জটিল আবর্ত্তমাঝে—
একবার নেমে এস, মৃত্তিকার
ধরণীর' পরে!—তারস্বরে
মর্ম্ম মোর কহে বার বার,—অবিচার
অবিচার! অবিচার করিয়াছ
জানকীর প্রতি, অবিচার করিয়াছ
প্রফুল্ল কুসুম সম ফুটোম্মুখ
সুকুমার যুগল শিশুর প্রতি,
অবিচার করিয়াছ মাতা ভ্রাতা,
আত্মীয়-স্বজন প্রতি, নিজ
হৃদয়ের প্রতি।
অবিচার, কারো প্রতি অবিচার
রাজধর্ম্ম নহে।
ক্ষুদ্র সত্য রক্ষা হেতু বুঝি হায়—
মহা সত্যে দিছি জলাঞ্জলি!
কে বলিবে—?
শাস্ত্রের বচন সত্য—কিম্বা সত্য
এই মোর মর্ম্মভাঙা—
মর্ম্মের কাহিনী!

(বাল্মীকির প্রবেশ)

বাল্মীকি। বৎস,
মর্ম্মের কাহিনী।
মর্ম্ম যারে সত্য বলি দেয়
দেখাইয়া, সেই সত্য,—অন্য সত্য নাই
সত্য হৃদয়ের গ্রন্থি করে ভেদ,
সত্যের পরশে হৃদয়-আঁধার
দূরে যায়—ধরণীর অন্ধকার যথা
প্রভাত-রবির স্নিগ্ধ কিরণসম্পাতে,
বিকশিত হৃদয়-সরোজে
নিমিষে সংশয়নাশ,
বৎস, সত্য আপনার আপনি প্রকাশ!
রাম। দৈববাণী সম
গভীর উদাত্তস্বরে প্রচারিয়া
সত্যের মহিমা—
কোন্ দেব উদিলেন রাজপুরে?
বাল্মীকি। আমি যে ঋষি বাল্মীকি,
রামায়ণ-গ্রন্থ-কর্ত্তা;

বৎস, বাস্তব জগৎ হ'তে দূরে—অতি দূরে
কাব্যের জগতে, কল্পনার রাজ্যে,
তুমি আমারি সৃজিত,
আপনার আত্মজসম
বড় প্রিয়, বড় প্রিয় নরবর!
[তিন ভ্রাতা বাল্মীকিকে প্রণাম করিলেন]

রাম। দেব,
কৃতার্থ এ দাস তব আগমনে।
বড় সুসময়ে আসিয়াছ দেব!
তৃষিত আকুল চিত্ত তোমারেই
বুঝি ডেকেছিল—সঙ্গোপনে
প্রাণের ভিতরে—!
রামায়ণ-কাহিনীর মহাকবি,
অন্তর-বাহির মোর সব জান তুমি—
তব অবিদিত কিছু নাই!

বাল্মীকি। জানি বৎস, সব জানি—
সীতাময় তুমি,
জানকীর ধ্যানে যাপিতেছ
এ দীর্ঘ বিরহ।
শঙ্কা দূর কর মহাভাগ,
সীতা আছেন কুশলে
মদাশ্রমে পুত্রদ্বয় সহ।

রাম। অশ্বমেধ-যজ্ঞ-অশ্ব করি জয়
এসেছিল পুত্র মোর অযোধ্যায়।
পিতৃ-পরিচয় পেয়ে—
লজ্জায় ঘৃণায়,
কেঁদে ফিরে গেছে!

বাল্মীকি। তাও জানি রাম,
সরযুর তীরে ক্রন্দমান
বালকে দেখিনু।

রাম। এখন আমারে প্রভু,
সত্য পথ দাও দেখাইয়া!
রাজধর্ম্ম ডুবুক অতল জলে—
হৃদয়ের ধর্ম্ম সনে
যদি তার না হয় মিলন।
হৃদয়ের উপবাস—
আর আমি সহিতে না পারি।
তব আগমনে দেব,
সত্যপথ পেয়েছি দেখিতে—
সহজ, সরল—
নহে আর সমস্যার জাল দিয়ে ঘেরা।
প্রভু, এ দৃঢ় সঙ্কল্প মোর
কহি' কথা পাদস্পর্শ করি—
জানকীর তরে রাজ্য ত্যজি
কাননে পশিব পুনরায়!

(বশিষ্ঠের প্রবেশ)

বশিষ্ঠ। রাম, গোমতীর তীরে,
পুণ্য যজ্ঞক্ষেত্রে—সমাগত
দেব-ঋষি-মুনিসঙ্ঘ, আর আর
রাজগণ যত। সমস্ত ভারতবর্ষ
একত্রিত মিলিত হ'য়েছে—স্বর্গে
বসেছেন দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি
করিবার তরে,—
এস ত্বরা, যজ্ঞারম্ভ হবে!—
একি! মহর্ষি বাল্মীকি!
নমস্কার, নমস্কার ঋষি!

বাল্মীকি। নমস্কার দেব!

রাম। গুরুদেব,
যজ্ঞ আপাততঃ রহিবে স্থগিত,
সমাগত রাজ-ঋষি-প্রজাগণ
সবার সম্মুখে, ভরতেরে দিয়া
সিংহাসন, বানপ্রস্থ গ্রহণ করিব আমি—
সূর্য্যবংশে ভরত হইবে রাজা।

বশিষ্ঠ। রাম, বাক্য তব বুঝিতে না পারি!

রাম। হৃদয়ের ধর্ম্ম ছাড়া
অন্য ধর্ম্ম মানিতে নারিব, প্রভু!
শুষ্ক শাস্ত্রের বচন,
লোকাচর, সমাজ-নিয়ম,
যার চাপে নির্দ্দোষীর বুক ভেঙ্গে যায়,
তারে সত্য বলি মানিব না!—
হেন স্বাধীনতা যদি নাহি নৃপতির,
নৃপতিত্ব দিনু বিসর্জ্জন।
আমার প্রেমের লাগি সন্ন্যাসিনী
হইয়াছে প্রিয়া—
জানকীর পূজাতরে
বনবাসী সন্ন্যাসী হইব আমি!

বশিষ্ঠ। যজ্ঞ-অনুষ্ঠান হেতু
স্বর্ণসীতা নিজে তুমি করিলে নির্ম্মাণ,—
রাম। স্বর্ণসীতা, স্বর্ণসীতা ?
সোনার প্রতিমা দিব বিসর্জ্জন
নিজ হস্তে সরযূ-সলিলে !
ভরতে বসাব সিংহাসনে।
তারপর,
বানপ্রস্থ করিব গ্রহণ।
ভরত। তব পরিত্যক্ত অভিশপ্ত স্বর্ণসিংহাসন
গ্রহণ করিব আমি—
কভু মনে নাহি দিও স্থান !
বশিষ্ঠ। রাঘবের ত্যক্ত সিংহাসন
সূর্য্যবংশে কেহ লইবে না !
রাম। কেহ লইবে না ?
লক্ষ্মণ !
লক্ষ্মণ। প্রভু ! (অস্বীকার করিলেন)
রাম। অভিশাপ—অভিশাপ
আমার প্রাণের ব্যথা
কেহ বুঝিবে না !

(কঞ্চুকীর প্রবেশ)

কঞ্চুকী। শতানন্দ, জাবালি, নারদ,
অষ্টাবক্র, ক্রতু, অত্রিমুনি
সমাগত যজ্ঞস্থলে—
রাজভ্রাতা, রাজগুরু
নৃপতির অদর্শনে অতীব চঞ্চল।
রাম। চঞ্চল—চঞ্চল ?
বশিষ্ঠ। রাম,
ত্রিভুবন আছে প্রতীক্ষায়—
রাজ্যে বিপ্লব আশঙ্কা করি,
তুমি যদি বানপ্রস্থ করহ গ্রহণ।
রাম। প্রভু,
ত্রিভুবন থাক্ প্রতীক্ষায়—
বিপ্লবে ভাসিয়া যাক্ রাজ্য—
প্রভু !
রাজ্য নাহি চাই,—
সহস্র সাম্রাজ্য হ'তে, রাজার কর্ত্তব্য হ'তে
শ্রেষ্ঠতর জানকীর প্রেম।
সে প্রেম সাধনতরে কাননে পশিব,
সতী-দেহহারা হ'য়ে পশিলেন
উমাপতি যথা—
ধবল তুষারমৌলি হিমাদ্রি শিখরে !
বশিষ্ঠ। কি উপায়, মহর্ষি বাল্মীকি !
তুমি যদি উপায় না কর,
সূর্য্যবংশ—দেবতা-স্থাপিত বংশ—
বুঝি দেব, যায় রসাতলে।
বাল্মীকি। দিব্য চক্ষে দেখিতেছি
একমাত্র উপায়—'জানকী';
কিন্তু অযোধ্যার প্রজাগণ
অপমান করিয়াছে মোর জননীরে।
সাশ্রুনেত্রে রাজলক্ষ্মী—রাজ্য হ'তে
লয়েছে বিদায়—
কেমনে ফিরাবে তাঁরে আর ?
বশিষ্ঠ। মহর্ষি বাল্মীকি, তুমি বিনা
এ সমস্যা সমাধান
আর কে করিবে ?
বাল্মীকি। আবাল-বনিতা-বৃদ্ধ, অযোধ্যার প্রজা,
রাজ্যের নায়কগণ—
জানকীর শ্রীচরণে ক্ষমা যদি চায়—
সকলের মঙ্গলের তরে,
আমার সে বনলক্ষ্মী—
অযোধ্যায় আবার আনিতে পারি।
বশিষ্ঠ। তাই কর, তাই কর ঋষি !
জানকীরে এনে দাও,
রাজলক্ষ্মী রাজ্যে পুনঃ
হোন্ প্রতিষ্ঠিত।
নহে মুনিবর, এ রাজ্যের
মঙ্গল কোথায় ?—
অযোধ্যার প্রজাগণ
ত্রিকালজ্ঞ ঋষি বাল্মীকির আজ্ঞা
নিশ্চয় পালিবে।
ভরত। অবশ্য পালিতে হবে।
আমি নিজে জিজ্ঞাসিব জনে জনে—
ঋষিবাক্য কেহ যদি করে অবহেলা,
এই শর-শরাসন দিয়া
রাজ্য পাঠাইব রসাতলে
প্রজাগণ সহ।

(দুর্মুখের প্রবেশ)

রাম দুর্মুখ!—
(আত্মগত) অমঙ্গল, অমঙ্গল!

দুর্মুখ। রাজপুরোহিত,
আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি,
মহারাজ, রাজ-ভ্রাতৃগণ—
অদ্ভুত কাহিনী এক নিবেদন
করিতে এসেছি।

বশিষ্ঠ শীঘ্র বল, ভূমিকায় নাহি প্রয়োজন।
রাজ্যের নায়কগণ,
আবাল-বনিতা-বৃদ্ধ অযোধ্যার প্রজা,
হেরি স্বর্ণময়ী মূর্ত্তি জানকীর,
রাজ-মহিষীর চরণ-দর্শন হেতু—
ব্যাকুল হয়েছে!

ভরত। (সোল্লাসে) সত্য?—সত্য?—

দুর্মুখ। মহাভাগ,
মিথ্যা কথা দুর্মুখ কি কহে?—
কহিছে তাহারা—
"এমন দেবীর মূর্ত্তি যাঁর—
বিহনে সে পুণ্যবতী মহীয়সী রাণী
রামরাজ্য অসম্পূর্ণ,
রাণীরে আনিতে হবে পুনঃ অযোধ্যায়

ভরত গুরুদেব,
দেবপূজ্য ঋষিবর, অবিলম্বে
যজ্ঞস্থলে চল—
ঋষির চরণ ছুঁয়ে করাব শপথ
সবে!—লক্ষ্মণ প্রস্তুত রাখ রথ—
তোমাকে যাইতে হবে।
দুর্মুখ,

[ভরত দুর্মুখের কানে কানে কি বলিলেন, তারপর রাম ও দুর্মুখ ব্যতীত সকলে চলিয়া গেলেন]

রাম। দুর্মুখ!

দুর্মুখ। মহারাজ,
সুদীর্ঘ রজনী প্রভু,
বুঝি পোহাইল এত' কাল পরে।
নরেশ্বর,
আজ আমি রত্নহার পুরস্কার চাই!

রাম। দুর্মুখ,
কি বলিলে,
চাহ রত্নহার?—

[রত্নহার প্রদান করিতে গিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন]

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[তমসার তীর—ধরিত্রীর বুকের ভিতর হইতে এক করুণ-সঙ্গীত বাহির হইতেছিল। সঙ্গীতের সেই মূর্চ্ছনা আকাশে বাতাসে, তরুর মর্ম্মরধ্বনিতে, তমসার কল্লোলে অখণ্ড বিশ্ব-প্রকৃতিতে বিলীন হইল। সীতা আনমনে গান শুনিতেছিলেন। আত্রেয়ী সীতার মুখের দিকে চাহিয়াছিলেন।]

(গান)

ধরার মেয়ে, ধরার মেয়ে
আয় গো ধরার মেয়ে।
শীতল অতল ডাকছে তোমায়,
মুখের পানে চেয়ে!
বাতাস তোমায় বল্‌ছে আপন,
আকাশ তোমায় দেখ্‌ছে স্বপন,
তোমার তরে চন্দ্র-তপন
আসছে অসীম বেয়ে—

সীতা। কি সুন্দর গান!
আত্রেয়ি, শুনেছিস্?
আমি বিমোহিত-প্রাণ,
আপনারে দিয়াছি ভাষায়ে
ও মধুর সঙ্গীত-প্রবাহে!

আত্রেয়ী। শুনিলাম সঙ্গীত-লহরী—
বড় সকরুণ, বড় সুমধুর!
কিন্তু মাগো, কোথা হ'তে
আসে গান—কোথায় মিলায়—

এ বিজনে কেবা গায়—
কেন গায়—কিছুই বুঝিতে নারি!

সীতা। ভূতধাত্রী ধরিত্রী জননী
প্রকৃতি-রূপিণী;
হৃদয়-কন্দর হ'তে তাঁর,
হেন গান সমবেদনার
সদাই ঝঙ্কৃত হয়—
সে-ই শুনে, শুনিতে যে জানে!
সংসারের রোলে বধির যে জন,
মনোবিমোহন এ সঙ্গীত
শুনিতে না পায় কভু।
আত্রেয়ি,
শুনিতেছি নিত্য নিশিদিন,
এ আহ্বান জননীর,
মাতা ডাকিছেন মোরে,
"আয় বাছা, ফিরে আয়,
ফেলে আয়, ছিঁড়ে আয়,
সংসার-বন্ধন!"

আত্রেয়ী। জননি! জননি!
হেন নিদারুণ বাণী নাহি কহ।

সীতা। প্রথম যৌবনে,
পঞ্চবটী বনে—রাঘবের সনে,
জীবনের পরিপূর্ণ সুখের মাঝারে,
মধুর বহিত যবে জীবন-প্রবাহ—
এই গান প্রথম শুনিয়াছিনু,
গোদাবরী-নদী-কলতানে,
তরঙ্গের লহরী-লীলায়।
সেদিন অস্ফুট ছিল ধ্বনি,—
অর্থ তার রহস্যের জাল দিয়ে ঘেরা!—
ক্রমে স্ফুটতর ধ্বনি
জীবনের স্তরে স্তরে—
অশোক-কাননে, লঙ্কায় সমুদ্রতীরে
অযোধ্যার রাজসিংহাসন-অন্তরালে,—
আজি অর্থ সহজ, সরল—
রহস্য-আবৃত নহে আর!

(নেপথ্যে গান)

মর্ত্ত্য মরু, শূন্য তরুর কুঞ্জ,
দীপ্ত হেথা তপ্ত বালুর পুঞ্জ,
বিশ্ব যে তাই তন্দ্রাহারা—
তটিনী তার অশ্রুধারা—
চিত্ত আকুল দুঃখে সারা—
ক্রন্দন-গান গেয়ে!

সীতা। ওই শোন—ওই পুনরায়,
জননী আমার সঙ্গীতের তানে
মোরে ডাকিছেন।
এত' দিন পাইনি সন্ধান—
আজ আমি অনুভব করিতেছি—
"বড় মধুময় মৃত্যু,
জীবন-রোগের মহৌষধি!"
আত্রেয়ি, আত্রেয়ি!
ওই দেখ্, তমসার কালো জলে
জননীর সিংহাসন পাতা!

আত্রেয়ী। বার বার দুঃখের আঘাতে,
মস্তিষ্ক-বিকৃতি বুঝি ঘটিল মাতার!
শান্ত হও, শান্ত হও জননী আমার,
লবকুশ পুত্র-দুটী
আছে মাগো তোর মুখ চেয়ে!

সীতা। ও কথা তুলো না কানে আর!
অষ্টাদশ বর্ষ ধরি
যে বন্ধনে বাঁধিয়াছি প্রাণ—

[লব ছুটিয়া আসিয়া জননীর কোলে মুখ লুকাইল]

লব। মা, মা, অভাগিনী জননী আমার!

[লব আর কোন উত্তর করিতে পারিল না।
তার কথা বলার সমস্ত প্রচেষ্টা
রোদনে পর্য্যবসিত হইল]

সীতা। এ কি লব!
প্রিয়তম পুত্র মোর—
কি হ'য়েছে?
রে অশান্ত, রে চঞ্চল বিহঙ্গ আমার—
আমার বুকের নীড়ে মুখ লুকাইয়া
কেন বাছা—কেন এ ক্রন্দন?
কি দুর্জ্জয় অভিমান
আঘাতে ক'রেছে দীর্ণ ওই ছোট বুক!

লব। (বুকের মধ্য হইতে ধীরে ধীরে মুখ তুলিল)
কেন, কেন—কেন বল নাই মোরে?

শুধাইয়াছিনু প্রশ্ন কত শতবার,
তবু কেন পাইনি উত্তর ?
আমি কি তোমার পর !—
তোর দুঃখে ঝরে নাক' মোর আঁখিধারা ?

সীতা। লব, অভিমানী তনয় আমার,
দুঃখিনী জননী প্রতি
কেন, কেন এত' অভিমান ?

লব। তুমি রামের ঘরণী,
হেন কথা পূর্ব্বে কেন বল নাই মোরে ?
নির্ব্বাসিতা, নির্য্যাতিতা, প্রপীড়িতা
জননী আমার !—

সীতা। লব, লব !
আত্রেয়ি, আত্রেয়ি !
সব দুঃখ ভুলি' তবু কেন
চিত্ত মোর ভরে উঠে
আনন্দের পূর্ণ বেদনায় !

লব। যৌবনে যোগিনীবেশে,
অনাহূত দুঃখের পসরা নিলে শিরে—
লঙ্কেশ্বরে ঘৃণায় দলিয়া পদভরে,
সহিলে অশেষ দুঃখ অশোক-কাননে—
অপমান নিলে বক্ষ' পাতি,
পতির কারণে পশিলে মা
জলন্ত অনলে। শত অবিচার
সহিয়াছ অকাতরে জনক-তনয়া,
সেই তুমি জননী আমার !

সীতা। সর্ব্ব দুঃখ হইয়াছে লয়,
মায়ের গৌরবে—বৎস,
কুশ আর তোরে পেয়ে কোলে !

লব। তোমার দুঃখের লাগি
বাসিয়াছি তোমারে মা ভালো,
নয়ন-আনন্দ তুমি—তুমি, তুমি,
তুমি মাগো, হৃদয়ের আলো !

(বাল্মীকির প্রবেশ)

বাল্মীকি। সীতা !

সীতা। একি, পিতা ! আসিলেন ফিরে,
অশ্বমেধ হ'য়েছে কি শেষ ?

বাল্মীকি। না বৎসে, হয় নাই শেষ।
সত্য সহধর্ম্মিণীর সহ
করিবেন যাগ নরেশ্বর।
তোমারে যাইতে হবে মাতা,
রাজধানী অযোধ্যানগরে।

লব। না, না, না,—
হেন কার্য্য কখন' হবে না,—
মোর জননীরে আমি
যেতে নাহি দিব।

বাল্মীকি। লব !

লব। অযোধ্যার রাজধানী,
রাজা, প্রজা, রাজপুরবাসী
করিয়াছে অপমান জননীরে মোর।
অভিশপ্ত সে রাজধানীতে
জননী আমার কভু করিবে না
পদার্পণ। ধনগর্ব্বে গর্ব্বিত নগরী,
নাহি জানে নারীর সম্মান—
শিখিয়াছে সুবর্ণের পূজা !

বাল্মীকি। লব,
করিয়ো না অবিচার রাঘবের প্রতি।
রাজধর্ম্ম রক্ষা হেতু—পালিবারে
অতি প্রতিপাল্য সমাজনিয়ম,
জানকীরে দিলা বিসর্জ্জন।—
মহৎ সে আত্মদান—
তোমারি পিতার যোগ্য লব !
পুণ্য অশ্বমেধ-যজ্ঞে,—
ত্রিভুবন একত্রিত যেথা,
সেথা সর্ব্ব প্রজা মাঝে, রামচন্দ্র জানকীরে
ধর্ম্মপত্নী বলি' করিয়া গ্রহণ
বসাবেন স্বীয় সিংহাসনে।

লব। রাজসিংহাসন চেয়ে
শ্যামাঞ্চল বনানীর
প্রিয় জননীর মোর !

বাল্মীকি। সত্য লব !
কিন্তু প্রিয় শিষ্য মোর,—
"সীতারে আনিয়া দিব"
করিয়াছি বাক্যদান।—
রাঘবের কাতরতা দেখিতে নারিনু।
সীতা যাবে এ কানন ত্যজি,
বনলক্ষ্মী লইবে বিদায়—
চির অন্ধকার গ্রাসিবে এ বন—
মাতার বিহনে,

হয়তো' বা বাল্মীকি মরিবে,—
তবু,—তবু,—তবু হায়
জননীরে যেতে দিতে হবে।

সীতা। পিতা,
অযোধ্যার প্রজা—

বাল্মীকি। মাতা,
নাহি আর রাখ অভিমান!
ক্ষমা কর অবোধ সন্তান ভাবি'
অজ্ঞানের গুরু অপরাধ।
ঘুচে গেছে সবাকার ভ্রম।
দেখ মাগো, রাজ্যের নায়কগণ
আসিতেছে অভ্যর্থনা করিতে
তোমায়। লক্ষ্মণ এনেছে রথ।

[কুশের সহিত লক্ষ্মণের প্রবেশ; সেই সঙ্গে অযোধ্যারাজ্যের নায়কগণও শঙ্কিত পদে প্রবেশ করিল]

কুশ। দেখ্ লব,
কাহারে এনেছি ধ'রে;—
মেঘনাদ-জয়ী বীর, পিতৃব্য মোদের!

লব। চরণে প্রণাম তাত!

[লব লক্ষ্মণকে প্রণাম করিল, লক্ষ্মণ আলিঙ্গন করিলেন]

লক্ষ্মণ। দেবি,
নির্লজ্জ লক্ষ্মণ আসিয়াছে পুনরায়।
এস দেবি, ফিরে চল অযোধ্যায়।
চল, একবার ফিরে চল—
কর ক্ষমা, অযোধ্যার পুরবাসী
সবাকার গুরু অপরাধ!

সীতা। হে সৌমিত্রি,
কুশল সবার, সরযু-মেখলা
অযোধ্যার প্রজাগণ সুখে আছে?

লক্ষ্মণ। অযোধ্যার কুশল—কল্যাণ
হে কল্যাণি, কিছু আর নাই।
কর কৃপা দেবি!
সকলি মজিবে মাতা, তব কৃপা বিনা।

বাল্মীকি। চল মা জননী,
রাঘবের দুঃখ আর সহিতে না পারি—
চল্ কুশী-লব!

সীতা। ডাকিছেন রঘুনাথ,
পিতা ক'রেছেন বাক্যদান,
লক্ষ্মণ এনেছে রথ;—
কেমনে রহিব স্থির এ কাননে আর?—
চল্ কুশী-লব!
অভিমান দূর কর্ সব,—
দেখ্ আমি ত্যজিয়াছি সর্ব্ব অভিমান,
ডাকিছেন রাম,—অবোধ বালক,
আর কিরে অভিমান সাজে!

[আবার অন্তরীক্ষে গান শোনা গেল]

(গান)

ধরার মেয়ে, ধরার মেয়ে,
আয় গো ধরার মেয়ে।
শীতল অতল ডাকছে তোমায়
মুখের পানে চেয়ে।

[সকলের প্রস্থান

[বাল্মীকি কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া গান শুনিলেন। তারপর যে অদৃশ্য মহাশক্তি মানব-জীবনকে মহা পরিণতির দিকে লইয়া যান, তাঁহাকে প্রণাম করিলেন]

বাল্মীকি। নমো, নমো, নমো, নমো
পরমা নিবৃ'তি—
নমো, নমো
হে অজ্ঞাত মহাপরিণাম!

দ্বিতীয় দৃশ্য

[দেবর্ষিগণ, ব্রহ্মর্ষিগণ, মহর্ষিগণ, রাজগণ, রাজন্যবর্গ, রাজকর্ম্মচারিগণ, সৈন্যগণ, বানরগণ, রাক্ষসগণ, রাজদূত, প্রতিহারী, ক্রীতদাসীগণ, নাগরিক-নাগরিকাগণ, কুলবধূগণ প্রভৃতি। রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট রাম—চারিপার্শ্বে ভরত, শত্রুঘ্ন, রাক্ষস-বানর প্রভৃতি মিত্রগণ। মুখে প্রতীক্ষার চিহ্ন। উৎসবের আনন্দ হইতে নির্ব্বাসিত তাঁর মন ছিল বনপথে।]

(বৈতালিকের গান)

শ্রীরামচন্দ্র কৃপালু ভজু মন হরণ ভব-ভয় দারুণম্।
নব কঞ্জ লোচন, কঞ্জমুখকর-কঞ্জপদ কঞ্জারুণম্॥

কন্দর্প-অগণিত অমিত ছবি নব,
নীল নীরদ সুন্দরম্।
পটপীত মানহু তড়িৎ রুচিশুচি,
নৌমি জনক-সুতাবরম্॥
ভজু দীনবন্ধু দীনেশ, দানব-দৈত্যবংশ-নিকন্দনম্।
শির-মুকুট-কুণ্ডল, তিলকচারু, উদারঅঙ্গবিভূষণম্।
আজানভুজ শর-চাপ-ধর,
সংগ্রামজিৎ খর-দোষণম্॥

বশিষ্ঠ। সপ্তর্ষি-মণ্ডল,
দেবপূজ্য ঋষিগণ, রাজগণ,
প্রজাগণ সবে,
আজ সত্য আনন্দের দিন,—
রাজলক্ষ্মী আসিবেন রাজপুরে ফিরে;
সমাগত শত লক্ষ মানবের,
জয়ধ্বনি মাঝে,
বসিবেন রাজসিংহাসনে,—
অযোধ্যার রাজ্য ধন্য হবে,
প্রজা সুখী হবে,—
উঠিবে আনন্দধ্বনি বিপুল গৌরবে।

(রাজদূতের প্রবেশ)

রাজদূত। রাজভ্রাতা
লক্ষ্মণের রথ সরযুর তীরে
দেখা যায়।

ভরত। যাও দূত,
নগর-তোরণদ্বারে বাজুক মঙ্গল-
বাদ্য। পুরনারীগণ
শঙ্খধ্বনি, হুলুধ্বনি করুন যতনে।
[দূতের প্রস্থান

রাম। অষ্টাদশবর্ষ পরে
আবার পাইব দেখা,
ফিরে পাবো হারাণো রতন।
নহে শুধু সীতা—সুকুমার দুই পুত্র
সর্ববিদ্যা-বিশারদ আয়ুধ-কুশল,—
তবু কেন কেঁপে উঠে প্রাণ!

(দ্বিতীয় রাজদূতের প্রবেশ)

দ্বিতীয় দূত। যজ্ঞশালা-দ্বারদেশে
উপনীত রথ।
দেবী অবতীর্ণা রথ হ'তে।

[নেপথ্যে মঙ্গলবাদ্য বাজিল ও শঙ্খধ্বনি হইল।
অগ্রে বাল্মীকি, পরে সীতা, পশ্চাৎ
লক্ষ্মণ, সকলের শেষে লক্ষ্মণের
প্রবেশ।]

ভরত। সভাসদ্‌গণ! ওই হের
মহর্ষি বাল্মীকি সাথে
আসিছেন জনক-তনয়া,
শ্রুতি যথা ব্রহ্মানুসারিণী।
কার সাধ্য এ দেবী অপবিত্রা কহে?

[রাম সিংহাসনে চঞ্চল হইলেন। নিজের
অজ্ঞাতসারে তাঁর মুখ দিয়া বাহির হইল—]

রাম। সীতা—সীতা!

বশিষ্ঠ। এস মা জননি,
সমাগত সর্ব্ব রাজ-ঋষি প্রজাগণ—
সবারে শুনায়ে কর মা শপথ,
পতিব্রতা তুমি,
পতিধ্যানে যাপিয়াছ এ দীর্ঘ জীবন।

(সীতা শুধু একবার মুখ তুলিয়া বলিলেন)

সীতা। আবার শপথ!

বাল্মীকি। মহর্ষি বশিষ্ঠদেব,
জননীরে শপথ করিতে হবে?

বশিষ্ঠ। সূর্য্যবংশ-নৃপতির
কলঙ্কক্ষালন হেতু
হে মহর্ষি,
শপথের আছে প্রয়োজন।

বাল্মীকি। যাঁর নাম, যাঁর কার্য্য,
যাঁর পবিত্র চরিত্র-কথা
ধ্যান করি আজীবন,
দস্যু রত্নাকর আজ মহর্ষি বাল্মীকি—
সেই সতীকুল-রাণী, রাজেন্দ্রাণী—
জনক-তনয়া—ত্রিভুবন সাক্ষী রাখি'
করিবে শপথ, আপনার পবিত্রতা
করিতে প্রমাণ?
এর চেয়ে হাস্যকর কি আছে জগতে আর।
মূর্খ পৌরজন!
এখনো সময় আছে,

এই বেলা আত্মকৃত অপরাধ-
ক্ষালনের তরে—চাহ ক্ষমা জননীর পদে;
অন্যথায় অনর্থ ঘটিবে!

বশিষ্ঠ। ক্ষমা কর দেব!
প্রজার বিশ্বাস হেতু
হেন কথা কহি!
মূঢ় পৌরজন আর যেন কভু,
কটু কথা কহিবার সুযোগ না পায়।

[রামচন্দ্র প্রতিবাদ করিতে গেলেন,
কিন্তু মুখে কথা ফুটিল না]

বাল্মীকি। জননী আমার,
ক'রো ক্ষমা বৃদ্ধ এ তনয়ে তোর!
আমি নাহি জানিতাম,
রাজকার্য্য হেনমত, রাজসভা
হেন ভয়ঙ্কর স্থান—প্রতিদ্বন্দে
অতি ক্রূর সংশয় সন্দেহ করে বাস,—
না জানিয়া অনুরোধ ক'রেছিনু মাতা,
রাঘবের দুঃখ স্মরি'। রাজা রামচন্দ্র!—

লব। হেন অপমান ত্রিভুবন সাক্ষী রাখি!
আয় মাগো, রাজ-সিংহাসনে
কাজ নাই।

বাল্মীকি। সেই ভাল—সেই ভাল—
চলে আয় মাতা।

[রামচন্দ্র আর একবার প্রতিবাদ করিতে গেলেন,
সীতার তেজস্বিতাপূর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া আর
তাঁর প্রতিবাদের শক্তি রহিল না।]

সীতা। শান্ত হও লব,
শান্ত হ'ন পিতা!
সবাকার সন্দেহ ভাঙিব!
প্রতিজ্ঞা করিব, মহতী এ
রাজসভা-তলে।
সাক্ষী হও—দেব-ঋষি, ব্রহ্মর্ষি, মহর্ষি,
সাক্ষী হও—অন্তরীক্ষ-দেবতা-মণ্ডলী,
সাক্ষী হও—সমাগত ক্ষত্র-রাজগণ,
সাক্ষী হও—প্রজা অযোধ্যার পৌরজন,
সাক্ষী হও—স্বামী রামচন্দ্র—

রাম। ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও, সীতা!
স্তব্ধ হও, কহিও না কথা।
প্রাণেশ্বরি, তোমারে লইয়া
রাজ্য ছাড়ি কাননে পশিব।

সীতা। শান্ত হও স্বামী,
শান্ত হও প্রভু,
সাক্ষী হও—শ্বশ্রূদেবীগণ, রাজবধূ
উর্ম্মিলা, মাণ্ডবী, শ্রুতকীর্ত্তি,
রাজ-অন্তঃপুর-নিবাসিনী নারীগণ,
সবার সম্মুখে আমি সত্য কহিতেছি,
স্বামী-ধ্যান, স্বামী-জ্ঞান মম,
স্বামী ছাড়া অন্য কথা
ভাবিনী জীবনে।

রাম। না—না—না—না—
রাখ অনুরোধ সীতা,
করিও না পণ।

সীতা। শান্ত হও প্রভু!

(স্বর্গ হইতে সীতার মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল)

ভরত। হের,
অবিশ্বাসী পৌরজন,
স্বর্গ হ'তে দেবগণ
দেবীর মস্তকে করে পুষ্প বরিষণ।

সীতা। ভূতধাত্রী ধরিত্রী জননী,
সত্য যদি পতিব্রতা আমি,
সত্য যদি দুহিতা তোমার,—
মাগো, স্থান দাও কোলে!—
সংসারের তাপ মাগো,
আর আমি সহিতে না পারি!
বহুদিন শুনিয়াছি তোমার আহ্বান,—
আজ সকাতরে ডাকিতেছি'
কোলে নাও—কোলে নাও মাতা,
মা—মা—মা—মা—মা।

[সহসা অন্তরীক্ষ হইতে সঙ্গীত উঠিল—"ধরার
মেয়ে"। সীতা উন্মনা হইলেন। সভা
নির্ব্বাক বিস্ময়ে অভিভূত।]

রাম। সীতা—প্রাণেশ্বরি,
জীবনসর্ব্বস্ব মোর—
কেমনে কঠিনা হলে!
চির পরিচিত পুরাতন প্রেম
কেমনে হইলে বিস্মরণ?—

[সহসা আকাশ প্রলয়ের মেঘে ঢাকিয়া গেল,—
অন্ধকার—ঘন অন্ধকার ; সেই অন্ধকারে
সমস্ত রাজসভা কাঁপিয়া উঠিল—ভূমি
বিদীর্ণ হইল—সীতা সেই বিদীর্ণ-
ভূমির উপর দিয়া কোন্
রহস্তময় লোকে চলিয়া
যাইতেছেন।]

রাম। একি, একি !
ঘোর প্রলয়ের মেঘ,
চ'ক্ষের নিমিষে অকস্মাৎ
ছাইল গগন ধরা,—অন্ধকার,
ঘন অন্ধকার !
জীবধ্বংসী প্রলয়-লক্ষণ,
আকাশে বাতাসে !
একি, একি !
প্রলয়ের দোলে দোদুল দুলিছে ধরা !
অতিক্রমি দুই তীর, নদী গোমতীর
প্লাবন ধাইছে—ভাসাইয়া শত শত
জনপদ—পদতলে ধরিত্রী
বিদীর্ণ হ'ল বুঝি !
সীতা, সীতা, কোথা তুমি ?

বাল্মীকি। সীতা, সীতা,
কোথা মা আমার !

সীতা। মা আমায় নিয়েছেন কোলে,
আমি যাইতেছি দূর রহস্তের পারে
যেথায় জননী মোর।
রঘুনাথ—বিদায় জন্মের তরে— !

রাম। সীতা, সীতা—

সীতা। প্রাণেশ্বর, বিদায়, বিদায় !—
জন্মান্তরে দেখা যেন পাই।

[সীতা ভূগর্ভে অন্তর্হিতা হইলেন। কৌশল্যা
ছুটিয়া আসিয়া লবকুশকে কোলে লইলেন
তাহারা মায়ের জন্য কাঁদিতে।
লাগিল।]

রাম। নির্ম্মম নিয়তি !
জীবনের পরিপূর্ণ সুখ
দেখাইয়া বিজলী-ঝলকে—
আবার কাড়িয়া নিবি ?
তোর চেষ্টা বিফল করিব।
রে লক্ষ্মণ,
আন্, আন্ মোর শর-শরাসন,
সপ্ত সিন্ধু মথিত করিয়া,
জানকীরে ফিরায়ে আনিব !
সীতা, সীতা, সীতা, সীতা,—

[রাম উন্মত্তের মত ছুটিলেন। বাল্মীকি তাঁহাকে
ধরিয়া ফেলিলেন। উন্মত্ত জনতা "মা
জানকী," "মা জানকী" বলিয়া
চীৎকার করিতে
লাগিল।]

বাল্মীকি। রাম,
প্রিয়তম সন্তান আমার,
আপন হৃদয় মাঝে
জানকীরে কর অন্বেষণ।
বাল্মীকির রামসীতা
চির-অবিচ্ছেদ !

যবনিকা

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া

ভাবরসাত্মক পঞ্চাঙ্ক নাটক

যোগেশচন্দ্র চৌধুরী প্রণীত

"রঙ্‌মহলে"র উদ্বোধন-রজনীতে
প্রথম অভিনয়
শনিবার, ২০শে শ্রাবণ, ১৩৩৮ সাল

স্বর্গীয়

নাট্যসম্রাট গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের

পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশে

মহাত্মন্

শ্রীশ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর লীলামৃতরস অবলম্বন করিয়া আপনিই প্রথম বঙ্গ-রঙ্গালয়ের জন্য নাটক রচনা করেন। সেই নাট্যাভিনয় রঙ্গালয়ে সত্যই যুগান্তর আনিয়াছিল। শ্রীগৌরাঙ্গ-বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রেম ও বিরহ লইয়া নাটক লিখিতে বসিয়া আপনাকেই সকলের আগে স্মরণ করি, আপনার আশীর্ব্বাদ ও শুভ ইচ্ছা প্রার্থনা করি। বাংলা সাহিত্যে ও রঙ্গালয়ে এই নাটকখানির কোনো স্থান হইবে কি না, জানি না; তবে এ নাটক আমি অন্তর দিয়া লিখিয়াছি এবং শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তদীয় সহধর্ম্মিণী শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীর প্রেম ও বিরহই ইহার মর্ম্ম কথা। এজন্য আপনার অমর নামের সঙ্গে গ্রন্থখানিকে সংশ্লিষ্ট করিতে সাহসী হইলাম। ইতি—

শ্রদ্ধাবনত

যোগেশচন্দ্র চৌধুরী

নিবেদন

শ্রীশ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর জীবনী প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের যে কত বড় সম্পদ, তাহা এককথায় বলিবার বা বুঝাইবার উপায় নাই। তাঁহার জীবনী ও ধর্ম্মকে অবলম্বন করিয়া যে কত সাহিত্য, কাব্য, দর্শন, সঙ্গীত ও নাটক রচিত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। এত বড় জাতীয় আন্দোলন বাংলায় আর হয় নাই। সেইদিন হইতে আরম্ভ করিয়া, চারি শতাব্দী ধরিয়া বাংলা সাহিত্যে যে ভাবসম্পদ সঞ্চিত হইয়াছে, তাহা হইতেই বাঙালীচরিত্রের বৈশিষ্ট্য গড়িয়া উঠিয়াছে। তাই বাঙালীজাতিকে জানিতে হইলে নবদ্বীপের দিকে একবার তাকাইয়া দেখিতে হয়। কবি সত্যেন্দ্রনাথ সত্যই বলিয়াছেন—"বাঙালীর হিয়া-অমিয় মথিয়া নিমাই ধরেছে কায়া!"

এই নবদ্বীপচন্দ্রকে তাঁহার সমসাময়িক কবিগণ কি প্রচণ্ড বিশ্বাসের সহিত দেবতা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, পাঠ করিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়! কবি কর্ণপুর তাঁহার রচিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহা-কাব্যের প্রারম্ভে কি অপূর্ব্ব শ্লোক রচনা করিয়াছেন! তাহাতে যে বিশ্বাস, ভক্তি, রস ও কল্পনার প্রসার আছে, তাহা দেখিলে মনে হয়, সত্যই একদিন ভক্তিরসের বন্যায় "শান্তিপুর ডুবু ডুবু" হইয়াছিল এবং নবদ্বীপ ভাসিয়া গিয়াছিল! শ্লোকটী এই,—

যঃ শ্রীবৃন্দাবনভুবি পুরা সচ্চিদানন্দসান্দ্রো
গৌরাঙ্গীভিঃ সদৃশরুচিভিঃ শ্যামধামা ননর্ত্ত।
তাসাং শশ্বদ্দৃঢ়তর-পরীরম্ভসম্ভেদতঃ কিং
গৌরাঙ্গঃ সন্ জয়তি স নবদ্বীপমালম্বমানঃ॥

সেই শ্রীগৌরাঙ্গের পারিবারিক জীবনের রস ও কারুণ্য আশ্রয় করিয়া তাঁহার সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর নামে এই নাটক রচিত হইল। মহাপ্রভুর ধর্ম্মজীবন সম্বন্ধে আমি এই নাটকে কিছু বলিবার চেষ্টা করি নাই; তাঁহার পারিবারিক ও সামাজিক জীবন এবং তিনি গৌড়দেশকে যে ভাবের প্রেরণা দিয়াছেন, তাহাই এই নাটকে ফুটাইতে যত্ন করিয়াছি। কত দূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, তাহা পাঠক ও দর্শকবৃন্দ বলিতে পারিবেন।

বিরহের ভিতর দিয়া যে মিলন, সেই মিলনকেই বৈষ্ণব কবিগণ শ্রেষ্ঠ মিলন বলিয়া ইঙ্গিত করিয়াছেন। ভাবের দিক দিয়া এই নাটকে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের এবং শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর জীবনে সেই সাত্ত্বিক বিরহই একমাত্র অবলম্বন। ইহা মিলনের চেয়েও বড়! যে কথা বিষ্ণুপ্রিয়া-দেবী মুখে কোন দিন বলিতে পারেন নাই, অথচ যে অন্তর্গূঢ় বেদনা তাঁহার জীবনের ক্ষণিক মিলন ও দীর্ঘ বিরহকে এক-সূত্রে বাঁধিয়া তাঁহার জীবনকে পবিত্র, শুভ্র ও সুন্দর করিয়া তাঁহার জগদ্বরেণ্য দেবতা স্বামীর পাশে তাঁহার যথাযোগ্য আসন নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছে, সেই কথা এবং সেই বেদনাই এই নাটকের প্রাণ।

অভিনয়ের সুবিধার জন্য এই নাটকের কোন কোন অংশ নাট্যাভিনয়ে পরিত্যক্ত হইতেছে। পরিপূর্ণ রসানুভূতির জন্য পাঠকের সেই অংশগুলিও পড়া উচিত মনে করি, এজন্য পুরা নাটকখানিই প্রকাশ করিলাম।

আমার অন্য দুইখানি নাটকের মত এখানিরও প্রযোজনার ভার বন্ধুবর শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী মহাশয় স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছেন। "রঙ্‌মহলের" কর্তৃপক্ষগণ তাঁহাদের নূতন রঙ্গভবন-উদ্বোধনে যে এই নাটকখানি নির্ব্বাচন করিয়াছেন, সেইজন্য তাঁহাদের এবং শিশিরকুমারের নিকট আমি কৃতজ্ঞ। ইতি—

৫০।২, রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা;
শ্রীশ্রীকৃষ্ণের ঝুলনযাত্রা
রবিবার, সন ১৩৩৮ সাল

যোগেশচন্দ্র চৌধুরী

চরিত্র-পরিচয়

পুরুষ

শ্রীগৌরাঙ্গ	...ভক্তাবতার (নিমাই পণ্ডিত, সাধারণ পরিচয়
নিত্যানন্দ	...ঐ লীলাসহচর (অবধূত, সাধারণ পরিচয়)
অদ্বৈত আচার্য্য	...তৎকালীন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত (গৌরাঙ্গপার্ষদ)
শ্রীবাস	...গৃহস্থ-ব্রাহ্মণপণ্ডিত, ভক্ত (গৌরাঙ্গপার্ষদ)
গঙ্গাদাস	...নিমাইয়ের বাল্যকালের আচার্য্য
কামদেব নাগর ও শঙ্কর	...অদ্বৈতের শিষ্যদ্বয়
হরিদাস	...গৌরাঙ্গপার্ষদ
বাসুঘোষ	...সুপ্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা ও গায়ক
গোপাল চাপাল ও রামরূপ	...নবদ্বীপবাসী ব্রাহ্মণদ্বয় (গৌরাঙ্গবিরোধী)
মুকুন্দ, সঞ্জয় প্রভৃতি	...নিমাই পণ্ডিতের ছাত্রগণ
দামোদর, ভরত প্রভৃতি	...নবদ্বীপের অন্যান্য ছাত্র
জনৈক পাগল	... (নবীন সন্ন্যাসী শ্রীগৌরাঙ্গের রূপ দেখিয়া ইনি পাগল হইয়াছেন)

ভক্তগণ, নক্তগণ, পার্ষদগণ, কীর্ত্তনীয়াগণ, প্রতিবাসীগণ, নবদ্বীপের জনমণ্ডলী।

নারী

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া	... গৌরাঙ্গদেবের সহধর্ম্মিণী
শচীমাতা	... ঐ মাতা
সর্ব্বজয়া	... শচীমাতার ভগিনী
মালিনী	.. শ্রীবাসের পত্নী
নারায়ণী	... শ্রীবাসের ভ্রাতুষ্পুত্রী
সীতাদেবী	... অদ্বৈত-গৃহিণী

সঙ্গীতবাণী, প্রতিবেশিনীগণ, ইত্যাদি।

পরিচয়

প্রয়োগশিল্পী	শিশিরকুমার ভাদুড়ী
সুরশিল্পী	কৃষ্ণচন্দ্র দে (অন্ধগায়ক)
মঞ্চশিল্পী	সত্যেন্দ্র সেন
ঐ সহকারী	মণিমোহন চট্টোপাধ্যায়
হারমোনিয়াম-বাদক	কালিদাস ভট্টাচার্য্য
নৃত্যশিক্ষক	ব্রজবল্লভ পাল
বংশীবাদক	শৈলেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী
সঙ্গতি ও খোলবাদক	শশাঙ্কশেখর চতুর্ব্বেদী অনাদিনাথ মুখোপাধ্যায়
বেহালাবাদক	ললিতমোহন বসাক, কুমার কনক নারায়ণ ও নরেন্দ্রনাথ দাস
স্মারক	মণিমোহন চট্টোপাধ্যায় বিমলচন্দ্র ঘোষ
চিত্রশিল্পী	শ্রীরমেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
মঞ্চসজ্জাকর	ভূতনাথ দাস

প্রথম রজনীর অভিনেতৃবর্গ

পুরুষ

শ্রীগৌরাঙ্গ	শিশিরকুমার ভাদুড়ী
নিত্যানন্দ	নৃপেশনাথ রায়
অদ্বৈত আচার্য্য	যোগেশচন্দ্র চৌধুরী
শ্রীবাস	শীতলচন্দ্র পাল
গঙ্গাদাস	অমলেন্দু লাহিড়ী (এমেচর)
কামদেব-নাগর	শৈলেন্দ্র চৌধুরী
শঙ্কর	কুসুমকুমার গোস্বামী
রামরূপ	কার্ত্তিকচন্দ্র দে
গোপাল-চাপাল	মণীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
হরিদাস	কুমার কনক নারায়ণ
মুকুন্দ	গোষ্ঠবিহারী ঘোষাল
সঞ্জয়	মাণিকলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
তৃতীয় ছাত্র	প্রফুল্লকুমার দাস
চতুর্থ ছাত্র	ভূপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী
দামোদর	মোহিতমোহন ভড়
ভরত	কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
জনৈক পাগল	কৃষ্ণচন্দ্র দে (অন্ধগায়ক)
সেবক	রবীন্দ্রমোহন রায়
ভৃত্যদ্বয়	তারকনাথ দে ও কৃষ্ণচন্দ্র দাস

স্ত্রী

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া	প্রভাবতী
শচীমাতা	কঙ্কাবতী
নারায়ণী	সরযুবালা
মালিনী সর্ব্বজয়া	রাজলক্ষ্মী (১নং)
সঙ্গীত বাণী	মাণিকমালা
পরিচারিকা	কমলাবালা (২নং)

কীর্ত্তনীয়াগণ

বাসুদেব (মূলগায়ন)
মুরারি, গদাধর, নরহরি,
চন্দ্রশেখর, বিজয়, পুণ্ডরীক,
জগাই, মাধাই প্রভৃতি
ভক্তগণ

কৃষ্ণচন্দ্র দে (অন্ধনায়ক)
হরেন্দ্রমোহন রায়
কাশীদাস ভট্টাচার্য্য
শশাঙ্কশেখর চতুর্ব্বেদী
ব্রজবল্লভ পাল
অনাদিনাথ মুখোপাধ্যায়
ঘণ্টেশ্বর প্রামাণিক
বিজয়কুমার মজুমদার
যতীন্দ্রনাথ দাস
তারকনাথ দে
ধীরেন্দ্রনাথ পাত্র
কৃষ্ণচন্দ্রদাস
কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়

শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্রিকায় নট ও নটীগণ

কুমার কনক নারায়ণ
ব্রজবল্লভ পাল
অনাদিনাথ মুখোপাধ্যায়
ঘণ্টেশ্বর প্রামাণিক
রাজলক্ষ্মী (২নং)
চারুবালা
কমলাবালা (১নং)
স্নেহলতা

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া

—:*:—

শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্রিকা

(নট ও নটী কর্ত্তৃক গীত)

আজু কে গো মুরলী বাজায়,
এতো কভু নহে শ্যামরায়!
ইহার বরণ নহে তো কালো,
চূড়াটি বাঁধিয়া কে বা দিল!
কে বনাইল হেন রূপখানি—
ইহার বামে দেখি চিকণ-বরণী!

প্রথম অঙ্ক

[শচীদেবীর বাড়ীর ভিতর। ঘরের দাওয়া ও উঠানের কিয়দংশ দেখা যাইতেছে। নিমাই ঘরের দুয়ার খুলিয়া উঠানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বিষ্ণুপ্রিয়া পিছু পিছু আসিলেন। রাত্রি দ্বিপ্রহর—আকাশ নক্ষত্র-ভরা, একপাশে দশমীর ক্ষীণচন্দ্র। নিমাই উঠানে নামিয়া স্থির হইয়া আকাশের দিকে চাহিলেন।]

বিষ্ণুপ্রিয়া। আকাশের দিকে চেয়ে কি দেখ্‌ছ? একটু ঘুমিয়েছিলাম—এরই মধ্যে কখন্ উঠে এলে?

নিমাই। তুমি ঘুমোও লক্ষ্মী, আমার ঘুম আস্‌ছে না। আমি এখানেই আছি।

বিষ্ণুপ্রিয়া। তুমি না ঘুমুলে আমারও ঘুম আস্‌বে না।

নিমাই। তুমি কি আমার জন্য সমস্ত রাত জেগে থাক?

বিষ্ণুপ্রিয়া। যাক্, তবু ভাল! আমি ঘুমুই কি জেগে থাকি, একথা জিজ্ঞাসা ক'রবার অবকাশ পেয়েছ।

নিমাই। কেন, কেন, একথা ব'ল্‌ছ কেন? আচ্ছা, আমার এ কি হ'ল?

বিষ্ণুপ্রিয়া। কেন, তোমার কি হবে?

নিমাই। আমি ঠিক বুঝ্‌তে পারিনে। কে যেন আমায় ডাকে—কত লোক আসে যায়—কথা কয়! আমার আশে পাশে যেন অসংখ্য আত্মা!

বিষ্ণুপ্রিয়া। আচ্ছা, তুমি রাতদিন কি ভাব?

নিমাই। কত কি—ভাবনার আদি নেই, অন্ত নেই। আচ্ছা, মা জান্‌তে পেরেছেন?

বিষ্ণুপ্রিয়া। কি?

নিমাই। আমার এই মনের ভাব। মাঝে মাঝে আমি বুঝতে পারি এ ঠিক নয়—আবার কি রকম গোলমাল হ'য়ে যায়।

বিষ্ণুপ্রিয়া। তুমি এস, শোবে এস। কবিরাজ ব'লে গেছে, ভাল ঘুম হ'লে সেরে যাবে।

নিমাই। কবিরাজ এসেছিল নাকি?

বিষ্ণুপ্রিয়া। আস্‌বে না? তুমি মাঝে মাঝে কাঁদ—মাঝে মাঝে হাস—কাল রাত্রেও মূর্চ্ছা গেছ। এ ক'দিন কি তোমার মুখে কথা ছিল! আজ আমার কি ভাগ্য যে তুমি কথা ব'লেছ!

নিমাই। কবিরাজ কি ব'লেছে জান?

বিষ্ণুপ্রিয়া। বায়ুরোগ।

নিমাই। বায়ুরোগ?

বিষ্ণুপ্রিয়া। আজ তিন দিন তোমায় শিবাদি-ঘৃত মাখানো হ'চ্ছে।

নিমাই। বায়ুরোগ? হবে, আশ্চর্য্য কি!

বিষ্ণুপ্রিয়া। কবিরাজ বলে, ছেলেবেলায় ছিল —এই গয়া যাতায়াতে পথের কষ্টে আবার দেখা দিয়েছে।

নিমাই। ক'দিন চতুষ্পাঠীতে যাইনি?

বিষ্ণুপ্রিয়া। তোমার কি কিছুই মনে নেই?

নিমাই। আব্‌ছায়া আব্‌ছায়া। স্পষ্ট কিছুই মনে কর্‌তে পারি নে। আমার স্মৃতি বুদ্ধি সব যেন এই শীতের রাতের জ্যোৎস্নার মত কুয়াসাচ্ছন্ন। তুমি আছ—তোমার আভাস পাচ্ছি, কিন্তু সম্পূর্ণ-ভাবে তোমায় ধ'র্‌তে পাচ্ছি নে।

বিষ্ণুপ্রিয়া। কেন এমন হ'ল?

নিমাই। আমারও তো ঠিক ঐ একই প্রশ্ন—কেন এমন হ'ল! ছাত্রেরা এসেছিল?

বিষ্ণুপ্রিয়া। কাল তাদের আস্‌তে ব'লেছ, তারা এখানেই আস্‌বে।

নিমাই। আমি পড়াব ব'লেছি?

বিষ্ণুপ্রিয়া। হাঁ, ব'লেছ। যদি না পার, না হয় তারা চলে যাবে কিংবা অন্য কারো কাছে প'ড়্‌বে। আগে তোমার শরীর, তারপর তো পড়ানো?

নিমাই। আচ্ছা, দাদা এসেছিলেন?

বিষ্ণুপ্রিয়া। কোন্ দাদা?

নিমাই। আমার দাদা—অবধূতের মত চেহারা, মাথায় জটা।

বিষ্ণুপ্রিয়া। আমি তো কোনদিন তাঁকে দেখিনি। শুনিছি, তিনি তো অনেকদিন হ'ল সন্ন্যাস নিয়ে চলে গেছেন।

নিমাই। আমার যেন মনে হ'ল দাদা এসেছেন। শুধু দাদা নয়, অনেক লোক—আসছে, যাচ্ছে, উৎসব করছে।

বিষ্ণুপ্রিয়া। তুমি ওসব কথা ভেবোনা। ঘরে চল।

নিমাই। কেন? এই জ্যোৎস্নারাতে ঘরের বাইরে—তোমার ভাল লাগ্‌ছে না?

বিষ্ণুপ্রিয়া। ভাল লাগ্‌বেনা কেন,—তুমি সঙ্গে আছ।

নিমাই। আমার সঙ্গ তোমার ভাল লাগে, লক্ষ্মী?—আমি তো বায়ুরোগগ্রস্ত—পাগল বল্লেই হয়। কি, হাসছো যে?—আমায় পাগল মনে ক'রে?

বিষ্ণুপ্রিয়া। না—একটা কথা মনে হ'ল।

নিমাই। কি কথা?

বিষ্ণুপ্রিয়া। সতীনের কথা। আমায় তুমি সতীনের নাম ধ'রে ডাক কেন?

নিমাই। তোমার সতীন আর তুমি যে এক। কেননা, লক্ষ্মীই বিষ্ণুপ্রিয়া, আর বিষ্ণুপ্রিয়াই লক্ষ্মী।

বিষ্ণুপ্রিয়া। বিষ্ণুপ্রিয়া তো সরস্বতীকেও বলা চলে।

নিমাই। তা'হলে আজ থেকে তোমায় সরস্বতী ব'লে ডাকব।

বিষ্ণুপ্রিয়া। ওমা—আমি সরস্বতী!—আমার নাকি বিদ্যের অন্ত নেই! না গো—তোমার যা খুশী তুমি আমায় তাই ব'লে ডেকো।

নিমাই। তাই ডাকব।

(স্থির হইয়া কি যেন শুনিতে লাগিলেন)

বিষ্ণুপ্রিয়া। ওকি, উৎকর্ণ হ'য়ে কি শুন্‌ছো?

নিমাই। আমায় শুন্‌তে দাও, পরে তোমায় বল্‌ছি।···প্রকৃতি নীরব, কিন্তু প্রকৃতির অন্তরে যে প্রকৃতি আছে, তার ভিতর থেকে সুরের গুঞ্জনধ্বনি উঠে সমস্ত সৃষ্টিকে প্লাবিত ক'র্‌ছে—সে সুর এক অপরূপ রূপের অনুভূতি!

শ্যামং হিরণ্যপরিধিং বনমাল্যবর্হ-
ধাতুপ্রবালনটবেশমনুব্রতাংসে।
বিন্যস্তহস্তমিতরেণ ধুনানমব্জং
কর্ণোৎপলালক কপোলমুখাব্জহাসম্॥

বিষ্ণুপ্রিয়া। একি, কথা ব'লতে ব'লতে নীরব হ'লে কেন?

নিমাই। এ বৃন্দাবনের রূপ, বৃন্দাবনের বেশ —গোপীরা দেখেছিলেন। আকাশের মত তাঁর বর্ণ চিরশ্যাম—তার উপর প্রাতঃসূর্য্যরুচি তাঁর পীতবাস।

বিষ্ণুপ্রিয়া। তাই তুমি আকাশ দেখছিলে?

নিমাই। আচ্ছা, মা বড় ভাবিত হ'য়েছেন? —না?

বিষ্ণুপ্রিয়া তাঁর আহার-নিদ্রা নেই।

নিমাই। আর তুমি?—তুমিও খুব ভাব?

বিষ্ণুপ্রিয়া। এমনি ঠাকুর-দেবতার কথা ব'ললে তো কোন ভাবনা হয় না। কিন্তু তুমি যে মাঝে মাঝে মূর্চ্ছা যাও, কাঁদ—তাতেই তো আমরা ভয় পাই। তুমি যত কাঁদ, মাও তত কাঁদেন।

নিমাই। আর তুমি?

বিষ্ণুপ্রিয়া। আমি কান্না রোধ ক'রবার চেষ্টা করি, কিন্তু দু'জনকে কাঁদতে দেখ্‌লে আর স্থির থাকতে পারি নে—আমিও কাঁদি।

নিমাই। কি জানি—আমার মনে হয়, বুঝি' বা কান্নাই জীবনের সার, নিগূঢ় মর্ম্মবেদনাই জীবনের রস—সবচেয়ে মধুর রস!

বিষ্ণুপ্রিয়া। চল আমরা ঘরের ভিতর যাই। মা তাঁর ঘরের দোর খুললেন—এখনি এদিকে আসবেন।

নিমাই। বেশ তো, আসুন না।

বিষ্ণুপ্রিয়া। তবে তুমি থাক—আমি ঘরে যাই।

[প্রস্থান

(শচী মাতার প্রবেশ)

শচী ওখানে দাঁড়িয়ে কে?

নিমাই। আমি, আমায় চিনতে পারছ না মা?

শচী। কে, নিমাই? তুমি উঠেছ বাবা!

নিমাই। হাঁ মা, ঘুম হ'চ্ছে না—তাই এই ঠাণ্ডায় একটু বেড়াচ্ছি।

শচী। বৌমা—আমার বৌমা কোথায়?

নিমাই। এখানেই ছিলেন—তুমি আসছ দেখে বোধ হয় একটু লজ্জা হ'য়েছে।

শচী। আমায় আবার কিসের লজ্জা। বৌমা, ও বৌমা—

বিষ্ণুপ্রিয়া। যাই মা।

(বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রবেশ)

শচী। এস, আমরা এই দাওয়ায় বসি। আমায় লজ্জা কিসের মা—তুমি তো আমার বৌ নও মা, তুমি আমার মেয়ে।

নিমাই। তা'হলে আমার সঙ্গে ওঁর সম্পর্কটা কি দাঁড়াল মা?

বিষ্ণুপ্রিয়া। আঃ, কি যে বল!

শচী। নিমাই, তুই যে আবার এ রকম ঠাট্টা ক'রবি, কাল সন্ধ্যা বেলাও তা মনে করিনি।

নিমাই। কেন, আমার কি হয়েছিল?

শচী। কি হয়েছিল তা তুমিই জান বাবা! ঈশানের কাছে শুনলাম, গয়া থেকে আসতে রাস্তায় তুমি নাকি অমন অজ্ঞান হয়ে প'ড়তে।

নিমাই। আচ্ছা মা, ছেলেবেলায় কি আমি পাগল ছিলাম?

শচী। শুনছো বৌমা—আমার ছেলের কথা।

নিমাই। আচ্ছা, বাবারও বোধ হয় মাথা খারাপ ছিল।

শচী। কিসে বুঝ্‌লে?

নিমাই। হুঁ, ছিল বইকি! তোমারও মাথা খারাপ—তোমার বাবা নীলাম্বর-চক্রবর্ত্তীরও মাথা খারাপ ছিল—দাদার মাথা খারাপ। আমরা দস্তুর-মত একটা পাগলের বংশ—পিতৃকুল মাতৃকুল দুইই।

শচী। তোমার পিতৃকুল হ'তে পারে, কিন্তু মাতৃকুল নয়।

নিমাই। মাতৃকুল আরও বেশী। তবে, শ্বশুরকুলের মাথা খুব পরিষ্কার—বিশেষ তোমার বধূর; উনি বুদ্ধিতে একেবারে সাক্ষাৎ সরস্বতী।

(একদল পাখী ডাকিয়া গেল)

শচী। বাবা, তুমি যদি এই রকম কথাবার্ত্তা কও, আমার আর কোন ভাবনা থাকে না।

নিমাই। এখন থেকে রাতদিন কেবলই কথা কইব। ওকি!—ওকি!—ওকি!

শচী। কি বাবা!

নিমাই। কে গান গায়?

শচী। রাত প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে—পথে লোক-চলাচল আরম্ভ হ'য়েছে। কে গাইতে গাইতে বোধ হয় গঙ্গাস্নানে যাচ্ছে।

(নেপথ্যে গান, পরে নিতাই প্রবেশ করিলেন)

গান।

শ্যাম কি আমার এল নদীয়ায় ?
আমি খুঁজে মরি, চিনতে নারি,
এবার নাকি গৌরকায় !
বৃন্দাবনে বাজিয়েছিল মোহন বাঁশরী,
তাই তো কুলে থাক্‌লো নাকো নবীন কিশোরী !
অকূলে কে ভাসবে এবার,
সেই কিশোরীর প্রেমের দায়।

(নিতাই নিমাইয়ের নিকট আসিলেন)

নিতাই। তুমি—তুমি—সেই তুমি !

নিমাই। তুমি কি দাদা ?

শচী। কাকে দাদা বলছ নিমাই ?

নিমাই। আমার দাদা—চিনতে পারছনা মা ?

নিতাই। মা, আমি এসেছি—আবার এসেছি।

শচী। তুমি কি আমার—

নিতাই। তোমার ছেলে।

শচী। তোমার নাম কি বাবা ?

নিতাই। আমি যে অবধূত মা—আমার তো নাম নেই। আমার নাম নেই, গোত্র নেই—কুল-শীল কিছু নেই। আমি শুধু তোমার ছেলে। এই যে, বৌমাও আছেন।

নিমাই। দাদা, তুমি এসেছ—আমার আশা হ'চ্ছে। এতদিন আমি বড় একা ছিলাম, বড় একা—বড় একা !

নিতাই। আর ভয় নেই। আমি এসেছি, এখন কত লোক আসবে—নিত্যি নতুন লোক আসবে।

নিমাই। তারা কারা ?

নিতাই। জন্ম-জন্মান্তরের পরিচিত আত্মীয় বন্ধু-স্বজন। মা, আমি আসছি—পাড়ায় পাড়ায় সুখবর দিয়ে আসি। আমার জন্য ভেবোনা। আমি আবার আসবো—অনেক লোক নিয়ে আসবো।

নিমাই। তুমি কি সুখবর দেবে ?

নিতাই। সে তো আমি এখন ব'লবো না—যখন সবাই আসবে, তখন ব'লবো।

শচী। কারা আসবে বাবা ?

নিতাই। রাজা, প্রজা, জমিদার, লোক, লস্কর, পণ্ডিত, অধ্যাপক, কাজি, হাজি, জোলা, তাঁতি, শুঁড়ি, হাড়ি—কত, কত লোক ; কত অজানা, অচেনা জাত-হারানো কাঙ্গাল।

(যাইতে যাইতে নিতাই ফিরিয়া আসিলেন)

নিতাই। আসল কথাই ভুলেছি !

নিমাই। আসল কথা কি ?

নিতাই। আমার পথের পাথেয় !

নিমাই। তোমার পাথেয় কি ?

নিতাই। তোমার মুখে হরিনাম। একবার বল, আমি শুনি ; তবে তো তাদের ডাকবো—নৈলে, তারা আমার কথা শুনবে কেন ?

নিমাই। হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥

নিতাই। আর ভয় নেই—আমি পেয়েছি !

গান।

এ কোন্ পাগল এল নদীয়ায় !
বুঝিরে আকাশের চাঁদ
ধূলায় গড়াগড়ি যায়।
না জানি তার একি ধরণ,
অঙ্গ কাঁচা সোনার বরণ,
দেখ্‌লে করে হৃদয়হরণ,
হরি ব'লে প্রাণ মাতায়।
(আমি) হরি কেমন জানিনে ভাই—
আমার হরি গৌর রায়।
আমার হরি গৌরকায় ॥

[নিতাইয়ের প্রস্থান

শচী। না, এক পাগলে রক্ষে নেই, আর এক পাগল এসে হাজির !

নিমাই। তার উপর, যা ব'ললে তাই যদি করে, তা'হলে তো পাগলের মেলা বসাবে।

শচী। তা বটে। তুমি ওকে বেশী উৎসাহ দিয়ো না বাবা।

নিমাই। ওঁর নিজের যে রকম উৎসাহ দেখা গেল, তাতে মনে হ'চ্ছে উনি একাই একসহস্র!

শচী। না বাবা তুমি ওসব লোকের সঙ্গে বেশী মিশো না। ও পাগল তো বটেই—তার উপর নেশা করে ব'লে মনে হ'ল। তুমি মন স্থির ক'—সকাল হয়েছে, এখনি তোমার ছাত্রেরা আসবে—আজ বেশ মনোযোগ দিয়ে তাদের পড়াও। আমি যাই, ঘরের কাজকর্ম্ম সেরে নিই।

[প্রস্থান

বিষ্ণুপ্রিয়া। উনি তোমার দাদা?

নিমাই। হাঁ, উনি আমার দাদা। আমার দাদাকে কেমন মনে হ'ল?

বিষ্ণুপ্রিয়া। তোমারই দাদা হবার উপযুক্ত বটে। আমার কিন্তু বেশ ভাল লাগলো। কেমন আলাপ করলেন—যেন কতদিনের পরিচয়!

নিমাই। কিন্তু উনি যা ব'লে গেলেন, যদি সত্যিই তাই ক'রে বসেন?

বিষ্ণুপ্রিয়া। কি?

নিমাই। বাড়ীতে হাট বসাবেন! যে রকম উৎসাহ দেখলাম—ইচ্ছা করলেই পারেন।

বিষ্ণুপ্রিয়া। এখনি তোমার ছাত্রেরা আসবে। তুমি সন্ধ্যাহ্নিক ক'রে নাও—আর দেরী করা ঠিক হবে না। আমি তাদের স্থানটা মার্জ্জনা করে দিই।

[নিমাই পরিভ্রমণ করিতে করিতে বাড়ীর ভিতরে গেলেন। বিষ্ণুপ্রিয়া গৃহমার্জ্জনা করিতেছেন। শ্রীবাস ও শচীঠাকুরাণী প্রবেশ করিলেন।]

শ্রীবাস। কই গো মিশ্রগৃহিণী, তোমার নিমাই কোথায়?

শচী। এই যে এখানেই ছিল—এস ঠাকুরপো, বস।

শ্রীবাস। কাল ব্রাহ্মণীর মুখে শুনলাম—শুক্লাম্বরও বললে—তোমরা কবিরাজী চিকিৎসা করাচ্ছ!

শচী। কি করি ভাই, আমার ওই শিবরাত্রির সল্‌তে!—এ ক'দিন যা গেছে, তুমি যদি দেখতে ঠাকুরপো! এই আজ যা একটু ভাল আছে। বৌমা, ও বৌমা! ঠাকুরপো, তুমি এই দাওয়ায় বস।

(বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রবেশ)

বৌমা, কোথায় নিমু?

(বিষ্ণুপ্রিয়া ঘাড় নাড়িলেন)

শচী। জান না? না মা, ওকে চোখের আড় ক'রো না। আমি তো আর সদা সর্ব্বক্ষণ চোখে চোখে রাখতে পারিনে—তুমি সোমত্ত বৌ, একটু খুঁজে দেখ। আমি ঠাকুরপোর সঙ্গে কথা কইছি, এখানে পাঠিয়ে দিও—ব'লো, তোমার ও পাড়ার বড়খুড়া এসেছেন।

(বিষ্ণুপ্রিয়া ঘোমটার ভিতর হইতে কি জিজ্ঞাসা করিলেন)

শচী। পায়ের ধুলো নেবে বৈকি মা। বাপের বাড়ীর সম্পর্কে জ্যেঠা, আর এখানকার সম্পর্কে খুড়শ্বশুর।

(বিষ্ণুপ্রিয়া পায়ের ধুলো লইলেন)

আশীর্ব্বাদ করো ঠাকুরপো, মা আমার জন্ম-এয়োস্ত্রী হয়ে পাকা চুলে সিঁদুর পরুক্।

শ্রীবাস। আশীর্ব্বাদ করবো বৈকি বৌ; তোমার ছেলে বৌ কি আমাদের পর?—কল্যাণ কামনা না ক'রে জলগ্রহণ করিনে। যাও মা, নিমুকে এখানে পঠিয়ে দাও।

[বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রস্থান

আচ্ছা, তোমার কি রকম মনে হয় বল দেখি?

শচী। আমার প্রাণ কেঁপে ওঠে। আজ ভোর বেলা কে একজন এসেছিল।

শ্রীবাস। কে সে?

শচী। কি করে ব'লবো ভাই!—হাসলে, কাঁদলে, নাচলে, গান গাইলে—লোকজন ডেকে নিয়ে আসি বলে চলে গেল।

শ্রীবাস। অবধূত?

শচী। হবে—আমার তো পাগল ব'লে মনে হ'ল।

শ্রীবাস কি রকম চেহারা?

শচী। আমি কি তার দিকে চাইতে পেরেছি ঠাকুরপো! আমায় মা বলে ডাকলো,—নিমু তাকে দাদা ব'ললে—আমার বিশ্বরূপের কথা মনে প'ড়লো!—সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বুক তোলপাড়

হ'য়ে গেল—বুঝি বা বিশ্বরূপই নিমাইকে নিতে এসেছে!

শ্রীবাস। বৌ, তুমি পাগল হ'য়ে গেছ।

শচী। সে কি তুমি একবার বল্‌বে। আমি চন্দ্রশেখরকে ব'লেছি, তোমায় বল্‌ছি, মুরারিকে ব'লেছি, গঙ্গাদাস পণ্ডিতকে খবর দিচ্ছি—তোমরা সবাই মিলে বাবাকে আমার ঘরবাসী কর। আমি ছেলে তোমাদের হাতে স'পে দিলাম। আমি হয়তো পারবো না—সব গেছে—ওই একটী। ঠাকুরপো, আমার বুকের ভিতর কেঁপে কেঁপে ওঠে! মাঝে মাঝে বেশ থাকে—আজ শেষরাত্রে খাসা সহজ কথাবার্ত্তা ক'চ্ছিল···এই যে আস্‌ছে, তুমি গোপনে সব কথা জিজ্ঞাসা কর। ও যদি আবার লেখাপড়ায় মন দিতে পারে, তা'হলে আমি আর ভাবিনে।

(নিমাই প্রবেশ করিলেন)

নিমাই, দেখ কে এসেছেন!

নিমাই। হাঁ, ওঁকে আমি জানি বৈকি, অনেক দিনের পরিচয়!

শচী। ঐ শোন ঠাকুরপো! ওকি নিমু, তোমার ও পাড়ার বড়খুড়ো—ওঁর সঙ্গে কি ঐ রকম কথা কয়?

নিমাই। সে আর এক কথা—উনি জানেন আর আমি জানি। আর কেউ জানে না। মুরারিকে ব'লেছি—আজ ওঁকেও ব'ল্‌বো।

শচী। ঠাকুরপো, তুমি নিমুর সঙ্গে কথা কও। আমি একবার বাড়ীর ভিতর দেখে আসি, বৌমা কি কর্‌ছেন—একে ছেলেমানুষ, তার উপর সংসারের খাটুনি, রাতজাগা—হাউ হাউ করে আমিও যত কাঁদি, ও-ও তত কাঁদে—হাজার হোক, বয়স তো হচ্ছে।

[প্রস্থান।

শ্রীবাস। আমার কি কথা বল্‌বে?

নিমাই। অনেকদিন আগেকার কথা।

শ্রীবাস। আমি ভুলিনি। তুমি বলেছিলে—

"এমন বৈষ্ণব আমি হইব সংসারে,
অজ-ভব আসিবেক দেখিতে আমারে!"

আমি বুঝেছি, আজ সে শুভদিন এসেছে।

নিমাই। তুমিও তো বৈষ্ণব?

শ্রীবাস। আমি বৈষ্ণবের দাস!

নিমাই। দাস কেন গো, তুমি বৈষ্ণবের বাপের ঠাকুর—কৃষ্ণ তোমার হাতের মুঠোর মধ্যে। আমায় একটু আশীর্ব্বাদ কর-না পণ্ডিত, আমার কৃষ্ণপ্রেম হোক! তুমি আশীর্ব্বাদ না ক'র্‌লে তো হবে না।

শ্রীবাস। আমি আশীর্ব্বাদ ক'র্‌বো তোমাকে!

নিমাই। কেন, দোষ কি? তুমি যে আমার বাপের বয়সী।

শ্রীবাস। তুমি আমায় অনেকদিন অনেকবার ভুলিয়েছ—তাই কি মনে কর, আমি বারবার ভুল ক'র্‌বো!

নিমাই। তুমি বুঝ্‌তে পেরেছ?

শ্রীবাস। তোমারই কৃপায় তোমাকে বোঝা যায়।

নিমাই। স্পষ্ট করে বল, বুঝ্‌তে পেরেছ কিনা?

শ্রীবাস। এত বড় দম্ভের কথা মুখে বল্‌তে পারি, এমন শক্তি যে তুমি দাও নি।

নিমাই। তিনি এসেছিলেন।

শ্রীবাস। তিনি? কে তিনি?

নিমাই। শ্রীপাদ অবধুত—আমার দাদা।

শ্রীবাস। তিনি না এলে তো হবে না—উদ্বোধন ক'র্‌বে কে? তাঁর যে আসা চাই।

নিমাই। তিনিই তো উদ্বোধন ক'রে গেলেন, তাই তো আজ আমি আমাকে জান্‌তে পেরেছি। কিন্তু যে আমায় নাড়া দিয়ে টেনে নিয়ে এল, সে কই? সে কি খবর পায়নি?

শ্রীবাস। শ্রীপাদ যখন বেরিয়েছেন, তখন জান্‌তে তো কেউ বাকী থাক্‌বে না।

নিমাই। পণ্ডিত, আমি তোমার বাড়ী যাব; তুমি আমায় আশ্রয় দাও—তোমার বাড়ীতে হরিবাসর হবে। তোমার বাড়ী না গেলে আমার হরিসাধন হবে না। বাড়ীতে বিষ্ণুপ্রিয়া—তাঁকে ছেড়ে যে হরির দিকে মন দিতে পারি না!

(শচী ঠাকুরাণীর প্রবেশ)

নিমাই। মা, পণ্ডিত ব'ল্‌ছেন, আমি একেবারে উন্মাদ—কামারবাড়ী শিকল গড়াতে না দিলে আমায় ধ'রে রাখা দায় হবে।

শচী। পণ্ডিত, নিমাইয়ের মুখের দিকে চেয়ে কি দেখছ? তোমার কি মনে হ'ল?

নিমাই। তোমার পায়ে ধরি পণ্ডিত—সত্যি ক'রে বল, আমি কি পাগল? আমার নিজের মনের সংশয় যায় না।

শ্রীবাস। তুমি পাগল? (শচীদেবীর প্রতি) আমি তোমায় মুখে কি ব'লবো মিশ্রগৃহিণী, তোমার তুল্য ভাগ্যবতী নবদ্বীপে কেন, গোড়দেশে নেই—ভারতে নেই।

নিমাই। না পণ্ডিত, মাঝে মাঝে মনে হয়, বুঝি সত্যিই আমি পাগল! মাঝে মাঝে মনে হয়, হয়তো হরি কৃপা ক'রেছেন! তবে গয়া থেকে যখন আসি, তখন কানাইনাটশালা ব'লে একখানা গাঁয়ের ভিতর এসে দেখি—বনমালাধারী নব-নটবর বেশে এক কিশোর বাঁশী বাজাতে বাজাতে আমার সাম্‌নে দিয়ে চ'লে গেল। সে কি রূপ!—ভাগবতের শ্লোকের সঙ্গে একেবারে অবিকল মিল! আচ্ছা পণ্ডিত, তুমি কি মনে কর, সত্যি কৃষ্ণ এসেছিলেন? ঈশেন দেখ্‌ল না, মেসো দেখ্‌তে পেলেন না—আমাকেই বা কৃষ্ণ দেখা দিতে গেলেন কেন? আমি কি?—আমিও তো কলির ব্রাহ্মণ, আমার এমন ভাগ্য কি ক'রে হবে? তাই আমার মাঝে মাঝে মনে হয়, বোধ হয় পাগলামি!

শ্রীবাস। এ যদি পাগলামি হয়, তা'হলে জন্ম-জন্ম ধ'রে ঐ পাগলামিই আমি কামনা করি। তুমি আমার সঙ্গে গঙ্গাস্নানে এস। নিমাইয়ের মা, আমি তোমার বিশ্বম্ভরকে গঙ্গা নাইয়ে আনি। তুমি ভেব না—তোমার ছেলেকে আমি দিনরাত সঙ্গে ক'রে রাখ্‌বো।

নিমাই। অর্থাৎ, একা যদি ঠিক পাগলটী না হ'তে পারি, ওঁরা পাঁচজনে মিলে আমায় পাগল ক'রে তুল্‌বেন।

(শ্রীবাস নিমাইয়ের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিলেন। নিমাইয়ের কথার অর্থ বুঝিতে না পারিয়া শচীদেবী স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, শ্রীবাস নিমাইকে লইয়া চলিয়া গেলেন। পরে বিষ্ণুপ্রিয়া প্রবেশ করিলেন)

শচী। ছেলের কথা শুন্‌লে বৌমা?

বিষ্ণুপ্রিয়া। আমার মনে হয়, ঠিকই ব'লেছেন। মা, তুমি ওঁকে কোথাও যেতে দিয়ো না। পাঁচ-জনেই ওঁকে পাগল ক'রবে। তোমার আমার কাছে তো উনি ঠিক থাকেন!

শচী। অমন কথা ব'লতে নেই মা!

বিষ্ণুপ্রিয়া। না, বল্‌তে নেই! সত্যি বল্‌ছি মা, আমার রাগ হ'য়েছে। বুড়ো ব্রাহ্মণ, বাপ-পিতামহের বয়সী—আমি ঘর থেকে দেখ্‌লাম কি না, হাত জোড় করে সাম্‌নে দাঁড়িয়ে! এ কি রকম কথা বল দেখি মা! বেশী বাড়াবাড়ি করেন তো আমি কাউকে ছেড়ে কথা ক'ব না—তা তোমায় ব'লে দিচ্ছি।

শচী। নিমুর ছাত্ররা আস্‌ছে বৌমা, তুমি তাদের বসবার জায়গাটা ঠিক ক'রে দাও।

[বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রস্থান

(সঞ্জয়, মুকুন্দ প্রভৃতি ছাত্রগণের পুঁথি লইয়া প্রবেশ)

মুকুন্দ। আচার্য্য আজ এখানেই পাঠ নেবেন ব'লেছিলেন। কোথায় তিনি?—কেমন আছেন?

শচী। তোমরা এইখানেই ব'স। নিমাই আমার গঙ্গাস্নানে গেছে! তোমাদের কল্যাণে আজ একটু ভাল আছে।

[শচীমাতার প্রস্থান

তৃতীয় ছাত্র। আচ্ছা মুকুন্দ, তুমি তো অনেক খবর রাখ—আচার্য্যের অসুখটা কি বল দেখি?

সঞ্জয়। শুনেছি বায়ুরোগ!

চতুর্থ ছাত্র। আগে বৈষ্ণবদের কত ঠাট্টা ক'রতেন—লোকে তো ওঁকে এক রকম নাস্তিক ব'লেই মনে ক'র্‌তো!

তৃতীয় ছাত্র। আর আজ কি না একেবারে হরি ব'ল্‌তে অজ্ঞান!

চতুর্থ ছাত্র। আজ আচার্য্যের সঙ্গে আমি তর্ক ক'র্‌বো—শুধু তাই নয়, তাঁকে তর্কে হারিয়ে দেব!

মুকুন্দ। আজ গঙ্গাদাস পণ্ডিতও আস্‌বেন শুনেছি, তিনিও আচার্য্যের সঙ্গে তর্ক ক'র্‌বেন।

সঞ্জয়। শুধু তর্ক কর্‌লে কি হবে বল?—তর্ক যুক্তিমূল, আর শুদ্ধা ভক্তি অন্তরের কথা।

তৃতীয় ছাত্র। মোট কথা, আমাদের দিক দিয়ে সুবিধা কিছু নেই। ঘর-বাড়ী বাপ-মা ছেড়ে বিদেশে এসে প'ড়ে আছি বিদ্যালাভের জন্য। কৃষ্ণকথা তো দেশে আমার নবীন কথকও জানে, তার জন্য নবদ্বীপ আসার তো কোন দরকার ছিল না।

চতুর্থ ছাত্র। ঠিকই তো। আজ আমরা স্পষ্ট জিজ্ঞাসা ক'র্‌বো। উনি মনোযোগ দিয়ে পড়ান তো ভাল, নইলে আমরা অন্যত্র চেষ্টা দেখি।

(নিমাইয়ের প্রবেশ)

নিমাই। ভাই সব, আমার তো ইচ্ছা মনোযোগ দিয়ে তোমাদের পড়াই, কিন্তু মন যে আমার বশ নয়। আজ আমি চেষ্টা করবো—শেষ চেষ্টা। যদি মন স্থির ক'র্‌তে না পারি, অধ্যাপনা ছেড়ে দেব।

সঞ্জয়। আপনি স্থির হ'য়ে বসুন, তারপর আমরা পাঠ নেবো।

নিমাই। আমাদের আজকার পাঠ্য কি?

সঞ্জয়। ধাতুসংজ্ঞা।

নিমাই। বেশ, ভাল কথা—ধাতুসংজ্ঞা বুঝবার চেষ্টা করা যাক্। ধাতু কাকে বলে? বৈয়াকরণ ব'ল্‌ছেন, "ভূবাদয়ো ধাতবঃ"; অর্থাৎ—ভূ-ধাতোর্ভবতীতি ক্রিয়ারূপঃ—যা কিছু কার্য্য হয়, ধাতুই তার মূল—ধাতু ব্যতিরেকে কার্য্য সূচিত হয় না। তারপর ধাতু যেমন ক্রিয়ারূপ, ক্রিয়া তেমনি প্রাণরূপা। ক্রিয়া অর্থাৎ গতি, আর গতি হ'ল প্রাণের লক্ষণ। তা'হলে ধাতু হ'ল সর্ব্বজীবের প্রাণ—জীবের প্রাণ অর্থাৎ আত্মা। আত্মা কে? দেহ আত্মা নয়, হস্তপদ আত্মা নয়, চক্ষু আত্মা নয়—এমন কি, মন পর্য্যন্তও আত্মা নয়; তবে আত্মা কে? আত্মারাম শ্রীহরি—সেই নন্দনন্দন শ্রীহরি! জীবের আত্মজ্ঞানরূপে প্রতি নরনারীর অন্তঃকরণে তিনিই ধাতু—তদ্‌যোগেন সংজ্ঞা—অভাবে বিলোপ। কৃষ্ণ ধাতু, কৃষ্ণ সংজ্ঞা—কৃষ্ণ আছেন তাই জীব আছে, জগৎ আছে, আমি আছি, তুমি আছ। কৃষ্ণের সংসার—কৃষ্ণ শত্রু, কৃষ্ণ মিত্র। ভাই সব! সেই কৃষ্ণ, সেই শ্রীহরি, সেই নন্দনন্দন! তাঁর উৎপত্তি আনন্দে—তিনি ছাড়া আর কেউ নাই, কিছু নাই কৃষ্ণ ছাড়া জীবের জ্ঞান নাই, জ্ঞেয় নাই, ভজনা নাই, পূজা নাই, পূজ্য নাই। সেই কৃষ্ণ—যিনি দ্বাপরে দেবকীর গর্ভে জন্মেছিলেন, যিনি গোপীজন-বল্লভ—তোমরা তাঁকে চিন্তা কর, তাঁকে দেখ, তাঁকে জান, তাঁর ভজনা কর—কেন না, ভবার্ণবে তিনিই নৌকা, তিনি কর্ণধার। তিনিই সর্ব্বরসের মূলাধার! কলিযুগ সর্ব্বযুগের সার—কলিতে তিনি এসেছেন নামরূপে, কলিযুগের সাধনা নামসাধন—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥

(গঙ্গাদাস পণ্ডিত ব্যাখ্যার মধ্যে ধীরে ধীরে প্রবেশ করিলেন)

গঙ্গা। আমি তোমার সঙ্গে তর্ক ক'র্‌বো নিমাই!

নিমাই। কলিযুগে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ—

গঙ্গা। কৃষ্ণের কথা নয়—আমি তোমার আচার্য্য।

নিমাই। ও—হাঁ—তাই, আচার্য্য—আসুন, আসুন! আজ আমার গৃহ পবিত্র হ'ল ···বলুন প্রভু, আপনার কি বক্তব্য।

(পদধূলি লইলেন)

গঙ্গা। আমি তোমার সঙ্গে তর্ক ক'র্‌বো। আমাকে বুঝিয়ে দিতে হবে।

নিমাই। আপনি আমাকে প্রশ্ন করুন।

গঙ্গা। তুমি এই মাত্র ব'ল্‌লে—কলিযুগ সর্ব্বযুগের সার। এ কথা কোন্ শাস্ত্রে আছে?

নিমাই। এ আমার নিজের কথা। এ কথা শাস্ত্রে নেই।

গঙ্গা। শাস্ত্রে কলিযুগ নিন্দিত। কলিযুগে ধর্ম্ম একপাদ—জীব আচারভ্রষ্ট। একালকে তুমি কোন্ যুক্তিতে সর্ব্বকালের শ্রেষ্ঠ কাল ব'ল্‌তে চাও?

নিমাই। কলিতে ভগবান এসেছেন নামরূপে।

গঙ্গা। এও তোমার মনগড়া কথা। কোন শাস্ত্রে নেই। শাস্ত্রে তাঁর নাম নেই, রূপ নেই, উপাধি নেই। আমি বলি, কলির লোকের পক্ষে ভগবান অনাবশ্যক। সুতরাং তিনি আছেন, কি না আছেন, তা নিয়ে চিন্তা ক'রবার প্রয়োজন নেই।

নিমাই। প্রভু, আগে আমি আপনারই মত ঐ কথাই মনে ক'র্ত্তাম। ভাবতাম, ঈশ্বর নেই—কিংবা যদি থাকেন, মানুষের কার্য্যকার্য্যের উপর তাঁর কোন হাত নেই। মানুষের সব চেয়ে বড় আশ্রয় কর্ম্ম।

গঙ্গা। নিশ্চয়—নিঃসন্দেহ। কর্ম্ম ছাড়া গতি নেই—মুক্তি নেই। কত ভাগ্যবলে লোকে ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মায়; তারপর পণ্ডিত হওয়া আরও দুর্ল্লভ সৌভাগ্য! এই পরম সৌভাগ্যকে তুমি অবহেলা ক'র্চ্ছ? তোমার মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী—মহামহোপাধ্যায়—দেশবিখ্যাত লোক। পরম পণ্ডিত তোমার পিতা। সেই বংশে জন্মে তুমি কি না হরিভক্ত হয়ে প'ড়্লে! ঐ ওপাড়ার শ্যামা বাগ্দী—সেও তো মাঝে মাঝে হরিবোল হরিবোল বলে—তা'হলে তাতে আর তোমাতে প্রভেদ কি হ'ল?

নিমাই। কিন্তু প্রভু, আমার মত পরিবর্ত্তন হ'য়েছে।

গঙ্গা। হঠাৎ মত পরিবর্ত্তনের হেতু?

নিমাই। প্রভু, গয়াধাম—আশ্চর্য্য অদ্ভুত!—আমি কল্পনা করিনি!

গঙ্গা। গয়াধামে তুমি কি প্রত্যক্ষ ক'রেছ?

নিমাই। বিষ্ণুপাদপদ্ম।

গঙ্গা। বিষ্ণুপাদপদ্মের কি বিশেষত্ব?

নিমাই। ভৃঙ্গ যেমন স্ফুট কুসুমগন্ধে চারিদিক হ'তে ফুলের কাছে ধেয়ে আসে, তেমনি দেব আমি প্রত্যক্ষ দেখেছি—অসংখ্য অশরীরী আত্মা ঐ পাদপদ্ম বেষ্টন ক'রে মুক্তির আশায়।

গঙ্গা। নিমাই, এমন অযৌক্তিক কথা তোমার মত পণ্ডিতের মুখে শুন্‌বো তা আমি ভাবিনি। তুমি পুরাণ প'ড়েছ। প্রাচীন পুরাণকাহিনী তোমার কল্পনাকে জাগ্রত ক'রেছে—এ প্রত্যক্ষ নয়, অনুমানও নয়।

নিমাই। প্রভু, আমি তো প্রমাণ ক'র্‌তে পারবো না—আমি প্রত্যক্ষ দেখেছি আমার চোখের সামনে, যেমন আপনাকে দেখ্‌ছি। জগতের শ্রেষ্ঠ জ্ঞান অনুভূতিসাপেক্ষ। প্রমাণ দিয়ে তাকে-ধরা যায় না; গুরুদেব, তার কাছে আত্মসমর্পণ ক'র্‌তে হয়।

গঙ্গা। আচ্ছা বেশ, আমি তোমার অনুভূতির বিষয় নিয়ে কোন তর্ক ক'র্‌তে চাই নে। কিন্তু ব্যাকরণের ধাতুসংজ্ঞা পড়াতে গিয়ে তুমি কৃষ্ণপ্রসঙ্গ কেন আন? সৃষ্টিতত্ত্ব বা ধর্ম্মতত্ত্বের ব্যাখ্যা শুন্‌তে ছাত্রেরা তো আসিনি।

নিমাই। আপনার কথায় আমি লজ্জিত হচ্ছি। আমার আশঙ্কা হ'চ্ছে আর আমি অধ্যাপনা ক'র্‌তে পার্‌বো না।

গঙ্গা। অমন কথা ব'লো না নিমাই! সমগ্র নবদ্বীপের মধ্যে তুমি শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত, বহুশাস্ত্রবিৎ। দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত কেশব কাশ্মীরীকে তর্কযুদ্ধে পরাস্ত ক'রে তুমি শুধু আমার নয়, নবদ্বীপের—গৌড়দেশের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখেছ। এ কথা তোমার মুখে শোভা পায় না।

নিমাই। প্রভু, আপনি আমার অপরাধ নেবেন না। ভাই সব, তোমরা আমার আশা ছাড়। আমার মন এদিকে নেই, আমি শাস্ত্রে মন দিতে পার্‌ছি নে; আমার মন শুকিয়ে উঠছে। যদি আমায় ভালবাসেন, আশীর্ব্বাদ করুন দেব! আমার কৃষ্ণভক্তি হোক্। কৃষ্ণ ছাড়া অন্য চিন্তা ক'র্‌তে আমি অক্ষম। কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ…।

(ভাবাবেশ)

অশরীরী সঙ্গীত-বাণী

এ আমার সই কেমন হ'ল
প্রাণের কথা কব কারে,
আমি জানি—মন জানে মোর
আর তো কেউ সই জানে না রে।
গোপনে প্রেম করা সই
ভেবেছিলাম সহজ কথা,
প্রাণে প্রাণে দেখা শোনা
জান্‌বে না কেউ গোপন ব্যথা।
সাধ-সাগরে ডুবলো যে মন
ভাস্‌লো নয়ন অশ্রুধারে,
কুলহারানো প্রেম যে আমার
কুলে কে আর থাক্‌তে পারে।

গঙ্গা। নিমাই!

নিমাই। কেন আচার্য্যদেব!

গঙ্গা। তোমার কি হয়েছিল ?

নিমাই। কিছুই তো হয়নি।

গঙ্গা। শোন আশ্চর্য্য কথা—এইমাত্র এইস্থানে আমি যেন কার আবির্ভাব অনুভব ক'রেছি। স্ফুট কমলগন্ধ, বংশীধ্বনি, ভ্রমরগুঞ্জন, নূপুরনিক্কণ—সে কি শুধু কল্পনা ? আচ্ছা, তোমরা কিছু অনুভব ক'রেছ ? আমি তো কখনও কল্পনাকে প্রশ্রয় দিই নে!

নিমাই। হয় তো তিনি এসেছিলেন।

গঙ্গা। তিনি কে ?

নিমাই। কৃষ্ণনাম—কৃষ্ণপ্রেম! আমি তাঁকে অনুভব করি সুরের ভিতর দিয়ে—আমার কাছে তিনি হ্লাদিনী সঙ্গীতরূপিণী!

গঙ্গা। শোন বিশ্বম্ভর, অধ্যাত্ম জ্ঞান হয় তো থাক্‌তে পারে। আমি সাংখ্যবাদী, সংসারে এর চেয়ে বড় জ্ঞান দরকার নেই। আমি জানি দুঃখনিবৃত্তিই মানুষের পুরুষার্থ। কিন্তু তোমার এ মনোভাব—এতো দুঃখকে বরণ ক'রে নেওয়া!

নিমাই। সত্য প্রভু, আমার সাধনা দুঃখের সাধনা—দুঃখই আমার সুখ। বেদনার ভিতর দিয়েই তাঁর আত্মপ্রকাশ—দেবকী, যশোমতী, বসুদেব, নন্দ, গোপ-বালক, শ্রীরাধা—তাঁর আত্মগোষ্ঠী সবাই তো দুঃখেরই সাধনা ক'রেছেন!

গঙ্গা। আমি তোমার কথা বুঝবার চেষ্টা ক'র্‌বো।

নিমাই। আমার প্রতি বড় দয়া করা হয়, যদি আপনি আমার এই সব ছাত্রদের অধ্যয়নের ব্যবস্থা করেন। আমি পার্‌ছি নে, আমি চেষ্টা ক'রেছি—এখন দেখ্‌ছি আমার সাধ্যাতীত। অথচ এদের প্রতি আমার দায়িত্ব আছে। আমার হয়ে আপনি এদের ভার নিন।

গঙ্গা। আচ্ছা, আমি তোমায় কথা দিচ্ছি এদের অধ্যয়নের ব্যবস্থা হবে। আজ আমি তোমায় কিছু বল্‌তে চাই নে, আমি আরও কিছুদিন অপেক্ষা কর্‌তে প্রস্তুত আছি। আমি এখন আসি।

[প্রস্থান।

নিমাই। ভাই সব, তোমরা আমায় বিদায় দাও। গুরু-শিষ্যসম্বন্ধ আমাদের দূর হোক্। পাণ্ডিত্যের গুরুত্ব আর আমি সইতে পাচ্ছি না! তোমরা আমার ভাই, আমরা সবাই শ্রীহরির পুত্র—তাঁর আশ্রিত। তোমরা সবাই আমায় আলিঙ্গন কর। না—না—প্রণাম চাই নে। আমি সত্য ব'ল্‌ছি ভাই, আমি প্রণম্য নই। তোমরা আমার হ'য়ে শুভকামনা কর—আমি যেন কৃষ্ণপ্রেম অনুভব ক'র্‌তে পারি।

[সকলের ধীরে ধীরে প্রস্থান। নিমাই স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। বিষ্ণুপ্রিয়া প্রবেশ করিলেন]

বিষ্ণুপ্রিয়া। ওরা সবাই চ'লে গেল যে ?

নিমাই। ওদের বিদায় দিলাম লক্ষ্মী!

বিষ্ণুপ্রিয়া। বিদায় দিলে—কেন ?

নিমাই। বিদায়-বেদনা অনুভব ক'র্‌বো ব'লে।

বিষ্ণুপ্রিয়া। তার মানে ?

নিমাই। তার মানে তুমি বুঝতে পাচ্ছ না ?

বিষ্ণুপ্রিয়া। না।

নিমাই। তবে তোমায় আমি বোঝাতে পার্‌বনা।

বিষ্ণুপ্রিয়া। কেন ?

নিমাই। আমার মাঝে মাঝে মনে হয় লক্ষ্মী, আমি এক মহাসমুদ্রের তীরে দাঁড়িয়ে—লোকালয়ের অসংখ্য মানুষ আমায় ডাক্‌ছে; আবার অসীম রহস্যময় সিন্ধুগর্ভ হ'তে কে যেন আমায় বাঁশরী-স্বরলহরীতে আহ্বান ক'র্‌ছে! এই দুই আহ্বানের ব্যথাই সমান ভাবে আমার অন্তরকে আঘাত কর্‌ছে—আমি কুলের জন্যও কাঁদ্‌ছি, অকুলের জন্যও কাঁদ্‌ছি!

বিষ্ণুপ্রিয়া। তুমি অমন কথা ব'লো না। তোমার মুখে ওকথা শুন্‌লে আমার প্রাণ কেঁপে ওঠে! আমার সুখের সংসার, শাশুড়ী আমায় মায়ের মত যত্ন করেন। এর চেয়ে বড় সুখ আর কোথায় আছে ?

নিমাই। এর চেয়েও বড় সুখ আছে লক্ষ্মী! কিন্তু সে সুখ কি দুঃখ—তা জানিনে; সে লীলারস—রাধাকৃষ্ণের লীলামৃত রস! সে রসের এক কণায় যে আনন্দ আছে লক্ষ্মী, সংসারের সমস্ত সুখ এক ক'র্‌লেও তার তুলনা হয় না।

বিষ্ণুপ্রিয়া। আমি তো সে রস জানিনে—তুমি আমায় বল, আমি শুনি।

নিমাই। রাধাকৃষ্ণের কোন্ ভাব তোমার ভাল লাগে লক্ষ্মী?

বিষ্ণুপ্রিয়া। আগে বল, তোমার কোন্ ভাব ভাল লাগে?

নিমাই। আমি আগে ব'লবো না—আগে তোমার কথা শুন্‌বো।

বিষ্ণুপ্রিয়া। সবচেয়ে আমার ভাল লাগে অভিসার। রাত্রি অন্ধকার—সকলকে গোপন ক'রে রাই চ'লেছেন কৃষ্ণের উদ্দেশে কুঞ্জে। পথে কোথাও কাদা, কোথাও কাঁটাবন—ভ্রূক্ষেপ নেই—আমার বড় ভাল লাগে! তার চেয়েও ভাল লাগে—

নিমাই। সেই অন্ধকারে রাই আমার চ'লেছেন! কিন্তু অন্ধকার তো ক্ষণিক, পরক্ষণেই তো কৃষ্ণচন্দ্রের উদয়; তখন অন্ধকার—পথের কষ্ট—শুধু স্মৃতি!

মন্দির তেজি সব পদচারি আওলু
নিশি হেরি কম্পিত অঙ্গ।
তিমির দুরন্ত পথ লখই না পারয়ে
পদযুগে বেঢ়ল ভুজঙ্গ॥

বিষ্ণুপ্রিয়া। এর চেয়েও ভাল লাগে শ্রীমতী যখন কৃষ্ণের কাছে মুরলী শিখ্‌ছেন। সে দিন তুমি গাইছিলে আমার বড় ভাল লেগেছিল!

কোন্ রন্ধ্রে বাজে বাঁশী অতি অনুপম।
কোন্ রন্ধ্রে রাধা ব'লে ডাকে আমার নাম॥

নিমাই। রাধাকৃষ্ণের এই নিত্য রসবিলাস—এই অনুরাগ, পূর্ব্বরাগ, রূপরাগ—মধুর মধুর, অতি মধুর! কিন্তু আমি পাগল হ'য়ে যাই লক্ষ্মী, এই মিলনের পরিণতি যখন দেখি—রাধার মহাভাব-রস যখন অনুভব করি!

বিষ্ণুপ্রিয়া। তুমি রাসলীলার কথা ব'ল্‌ছো?

নিমাই। না, রাসলীলা নয়। মহাদুঃখ ছাড়া কে অনুভব ক'র্‌বে প্রেমের মহিমা লক্ষ্মী? আমি বলছি মহাবিরহের কথা।

বিষ্ণুপ্রিয়া। মহাবিরহ!

নিমাই। হাঁ লক্ষ্মী, সেই সাত্ত্বিক বিরহ—চণ্ডীদাস যার গান গেয়েছেন! রাত্রির মিলন—প্রাতের বিরহ; সে তো কতবার এলো—কতবার গেলো! তারপর অক্রূর এসে রামকৃষ্ণকে যমুনার পারে নিয়ে গেলেন—কৃষ্ণ সেই যে গেলেন আর ফির্‌লেন না! এ কথা কে তখন ভেবেছিল? তারপর—তারপর মনে কর লক্ষ্মী, সেই শূন্য কুঞ্জকাননে—ধূলিধুসরিতা আমার শ্রীমতী! পল গণনা ক'রে দিন কেটে গেল—দিন গণনা ক'রে মাস চ'লে যায়—মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর—যুগযুগান্ত! আমি আমার চোখের সাম্‌নে দেখছি, শ্রীমতী শ্রীমতী শ্রীমতী রাধার নয়নে ধারা—

(অশরীরী সঙ্গীত-বাণী)

রাধার নয়নে ধারা!
কৃষ্ণবিরহে মরি
শ্যাম শ্যাম সোঙরি
মানিনী একাকিনী
তন্দ্রাহারা।

শ্রাবণ নিশি কত
কাঁদিয়া কাটিল তার—
শারদ পূর্ণিমা
এল গেল কতবার,
তবু সে নিঠুর শ্যাম
আসে না যে ব্রজধাম
শ্রীমতী শ্রীপতি বিনা
হায়রে পাগল পারা।

রাধাকৃষ্ণ মাঝে
শুধু রে যমুনা নদী,
আসিতে পারিত শ্যাম
আসিতে চাহিত যদি—
ধূলায় ধুসর রাই
নয়নে পলক নাই,
বিজুলী বরণী গোরী
আজিরে জ্যোতিহারা।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

(বেলা একপ্রহর অতীত হইয়াছে। অদ্বৈতাচার্য্যের বাড়ী—চতুষ্পাঠীগৃহের উচ্চ বেদিকায় আচার্য্য অদ্বৈত। নিম্নে কামদেব নাগর ও শঙ্কর তদীয় শিষ্যদ্বয়। অদ্বৈত বেদান্তের আলোচনা করিতে করিতে কখন্ যে গৌরনিত্যানন্দ প্রসঙ্গে আসিয়া পড়িয়াছেন, তাহা তিনি জানিতেও পারেন নাই।)

কাম। দেখুন, আপনি ওদের অমন ক'রে প্রশ্রয় দেবেন না। কাল্‌কের ছেলে বিশ্বম্ভর—আপনার নাতির বয়সী; আপনি কিনা অবলীলাক্রমে ওদের সঙ্গে নাচতে লাগলেন!

শঙ্কর। ওরা সবাই অত্যন্ত তরলমতি। আপনার মত জ্ঞানবৃদ্ধের পক্ষে ওদের সঙ্গে মেশাই অনুচিত। আপনি অদ্বৈতবাদী, মহামহোপাধ্যায়, জ্ঞানী—গৌড়দেশের যাবতীয় ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মুকুটমণি। আপনি—আপনি যদি এই সমস্ত ছেলেমানুষীর প্রশ্রয় দেন, পণ্ডিতসমাজে আমাদের মুখ-দেখানো ভার!

অদ্বৈত। তোমরা মহাভারত প'ড়েছ নিশ্চয়?

শঙ্কর। প'ড়েছি, কেন?

অদ্বৈত। আচ্ছা, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ যখন হয়—ভীষ্মের বয়স কত? তিনি যথেষ্ট প্রবীণ হয়েছিলেন, তাতে তো আর সন্দেহ নেই?

কাম। না—তা নেই।

অদ্বৈত। কৃষ্ণের বয়স তখন কত?

শঙ্কর। কৃষ্ণ তখন যুবক—ধরুন, তিনি অর্জ্জুনের সমবয়স্ক।

অদ্বৈত। ভীষ্ম যখন শরশয্যায়—আসন্ন মৃত্যুকে চোখের সামনে দেখে ধ্যানযোগে যেই আপন ইষ্টকে স্মরণ ক'রলেন, অমনি দেখেন, তাঁর সম্মুখে সেই নবজলধর-শ্যামসুন্দরমূর্ত্তি! কুরুক্ষেত্রের সমরক্ষেত্রে জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণে সখা অর্জ্জুনের জীবনরক্ষার্থে যিনি আপন প্রতিজ্ঞা ভুলে রথচক্র ধ'রেছিলেন ভীষ্মের প্রাণবিনাশের জন্য, সেই বালক কৃষ্ণের পায় মাথানত ক'র্‌তে তিনি ইতস্ততঃ করেন নি!

শঙ্কর। আপনি ব'ল্‌তে চান, কৃষ্ণ যে স্বয়ং ভগবান, ভীষ্মদেব তা' বুঝেছিলেন?

অদ্বৈত। শুধু ভীষ্মদেব নয়, সে সময়ের অনেকেই বুঝেছিলেন কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান।

কাম। আপনি কি ব'ল্‌তে চান্, জগন্নাথ মিশ্রের পুত্র বিশ্বম্ভর কৃষ্ণের অবতার?

অদ্বৈত। নিশ্চয় ক'রে কোন কথা ব'লবার মত বিশ্বাসের জোর আমার নেই। ভক্তির পথ—বিশ্বাসের পথ তো আমার নয়। আমি আজন্ম কঠোর সাধনা ক'রেছি—চলেছি শুষ্ক যুক্তির পথে জ্ঞানের চর্চ্চায়। কোন কিছুকে সহজে স্বীকার আমি করি নে!

শঙ্কর। কিন্তু এই নিমাইয়ের সম্বন্ধে আপনার যথেষ্ট দুর্ব্বলতা আছে, একথা আমি জোর গলায় ব'ল্‌বো; আর শুধু কি নিমাইয়ের? নিমাই, নিতাই—ওদলের সবায়ের প্রতি আপনার দুর্ব্বলতা।

অদ্বৈত। তা' মিথ্যা ব'লনি শঙ্কর। ওদের উপর একটু স্নেহ আমার আছে, আমি অস্বীকার করি নে।

কাম। স্নেহ নয়, আপনি ওদের প্রাধান্য স্বীকার করেন। ওদের দলে গেলে আপনি নিজের বিশিষ্টতা রক্ষা ক'র্‌তে পারেন না।

অদ্বৈত। শিং-ভেঙে বাছুরের দলে বেশ মিলে মিশে যাই! সেদিন যাত্রা শুনেছিলে চন্দ্রশেখরের বাড়ীতে? কি কাণ্ডই ক'র্‌লে! আমি বুড়ো মানুষ, ছিয়াত্তর বছর বয়স—আমাকে শ্রীকৃষ্ণ সাজালে! শুধু তাই নয়, আসরে দাঁড়িয়ে আমাকে নাচ্‌তে হ'ল—গাইতে হ'ল! আচ্ছা, আমার কি বায়াত্তুরে ধ'রেছে! শেষ পর্য্যন্ত বোধ হয় ভীমরতি হ'ল!

(সীতাদেবীর প্রবেশ)

সীতা। তাতে আর সন্দেহ আছে!

অদ্বৈত। সন্দেহ নেই? তাই বটে, কি বল বড়গিন্নি? আচ্ছা, তুমি তো যাত্রা শুন্‌তে গিয়েছিলে—কি রকম মানিয়েছিল বল দেখি? একেবারে নবীনকিশোর শ্যামনটবর!

সীতা। তা' কিন্তু মানিয়েছিল—বড় চমৎকার মানিয়েছিল।

অদ্বৈত। সেইদিন থেকেই তো মাথা ঘুরিয়ে দিলে।

শঙ্কর। না, আপনি ওদের মানতে প বেন না —কেন, আপনি কম কিসে? বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদই একমাত্র সত্য। গান ক'রতে ক'রতে যে মূর্চ্ছা যায়, বিশুদ্ধ জ্ঞান তার কি ক'রে সম্ভব। উচ্চ তত্ত্ব জানবার অধিকারীই সে নয়।

অদ্বৈত। হাঁ তুমি ঠিক ব'লেছ। যথার্থ কথা, নাচন গাওন আবার কিসের ধর্ম্ম বটে? কিন্তু কি জান? কি রকম গণ্ডগোল ক'রে দেয়!

কাম। আপনি প্রতিজ্ঞা করুন ওদেব দলে আর মিশবেন না। নিমাইটে পাগল, শ্রীবাস পণ্ডিতের হ'য়েছে ভীমরতি! হরিদাসের কথা তো ছেড়েই দিন, আর নিতাই তো যেমন গোঁয়ার তেমনি পাগল।

অদ্বৈত। মিথ্যে বলনি কামদেব, লক্ষ্মীছাড়া ঐ নিতাই; কি কাণ্ড ক'রলে সেদিন আমার সঙ্গে, জলে ডুবিয়ে আমায় মেরে ফেলবার যোগাড়! আরে! সে যোয়ান ছোঁড়া, তাব সঙ্গে আমি বুড়ো মানুষ পেরে উঠবো কেন?

সীতা। যেমন গোঁয়ারদের সঙ্গে মিশতে যাও —আজকাল তো মার ধ'রেছে শুনলাম!

শঙ্কব। খবরদার ব'লছি—আপনি মিশতে পাবেন না। আপনার কতবড় মানসম্ভ্রম, দেশশুদ্ধ লোক আপনাকে মানে চেনে—কত বড় বড় রাজা-রাজড়া অপনাকে সম্মান সম্ভ্রম করে; এবয়সে আপনার কেন যে এরকম মতিগতি হ'ল তা' ব'লতে পারিনে!

কাম। আপনি ন্যায্য কাজ যখন করেন, তখন আমরা কিছু বলি? হরিদাসকে যখন বাড়ীতে রাখেন, লোকে যে কত কথা ব'লেছিল—একঘরে পর্য্যন্ত ক'রেছিল; একথা তো তখন কেউ আমরা বলিনি যে, মুসলমানকে বাড়ীতে রাখবেন না। আপনি অদ্বৈতবাদী—হিন্দু-মুসলমানের ভেদ আপনার জন্য নয়, সে আমরা মানি; কিন্তু একি! কতকগুলি অকালপক্ক ছোকরা—আপনাকে তারা বেমান্ না?

অদ্বৈত। হাঁ—হাঁ—তোমরা ঠিক ব'লেছ, খাঁটী কথা। ওদের—বিশেষ ঐ [illegible] ছোকরাকে—

শঙ্কর। ও তো আপনাকে একরকম নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরায়!

অদ্বৈত। হাঁ—তা' ঘোরায় বইকি! আমি ওর সঙ্গে পারবো কেন? একে যোয়ান—তার উপর প্রচণ্ড মাতাল। আমার দুর্দ্দশাটা একবার দেখ—আমি শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য, দুটো ছোঁড়া আমায় নাকের জলে চোখের জলে ক'রে তুললে'। আমায় যেন পাগল পেয়ে ব'সেছে! তোমরা ঠিক ব'লেছ—কি বল বড়গিন্নি, আমি দিনকতক শান্তিপুরের বাড়ীতেই গা-ঢাকা দিই?

সীতা। অবিশ্যি মানিয়েছিল চমৎকার—কিন্তু তুমি কি ব'লে ওদের সঙ্গে যাত্রায় নাচলে!

অদ্বৈত। আরে বড়গিন্নি, নাচি কি আর ইচ্ছে ক'রে? আমায় নাচালে যে। যত নষ্টের মূল হচ্ছে ঐ নিতাই! ওযে কি না ক'রতে পারে, তা' ব'লতে পারি নে! আরে আমি তো আমি, যদি ইচ্ছে করে ও—তোমাকেও নাচাতে পারে! ওর কি লজ্জা সরম আছে! সমস্ত রাত ধ'রে পায়ে মাথা খুঁড়বে, খাবে না—সে কাণ্ডই আলাদা! গঙ্গায় কুমীরেব সঙ্গেই কুস্তী ক'রলে—ভারি ডাং-পিটে। আচ্ছা যাও তুমি, রান্নাবাড়নার যোগাড় দেখ। আর ভয় নেই, আমি খুব শক্ত হব। ও ভক্তিটক্তি নয়—দিনকতক জ্ঞানচর্চ্চায় মন দিই। হাঁ, আমাদের আলোচনা হ'চ্ছিল কি?

কাম। বিদ্যা আর ব্রহ্মের স্বরূপ।

শঙ্কর। আপনি ব'লছিলেন, স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা প্রথমে এই আত্মজ্ঞান লাভ করেন। তারপর তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র অথর্ব্বাকে এই বিদ্যা ব'লেছিলেন।

কাম। তারপর অথর্ব্বা ব'লেছিলেন অঙ্গিরকে, অঙ্গির বলেন ভরদ্বাজ-গোত্রীয় সত্যবাহকে—সত্যবাহ বলেন অঙ্গিরসকে। মহাগৃহস্থ শৌনক অঙ্গিরসের সামনে এসে একদিন ব'ললেন—এই পর্য্যন্ত আপনি বলেছিলেন।

অদ্বৈত। এমন সময় বুঝি গৌর-নিতাইয়ের কথা ওঠে! আচ্ছা যাক, এটা হ'চ্ছে মণ্ডুক উপনিষদের অঙ্গিরস-শৌনকসংবাদ। শৌনক প্রশ্ন ক'রলেন

অঙ্গিরসকে—কি প্রশ্ন? "কস্মিন্ ভগবো বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি" হে ভগবন্, কি জানিলে এই সমস্ত অর্থাৎ এই পরিদৃশ্যমান জগৎব্রহ্মাণ্ডের সকল কথাই জানা যায়। অঙ্গিরস ব'ল্‌লেন "দ্বেবিদ্যে বেদিতব্য ইতিহ স্ম যদ্‌ব্রহ্মবিদো বদন্তি পরা চৈবাপরা চ" ব্রহ্মবিদ্‌রা, বলেন, দু'রকম বিদ্যা জানা দরকার—পরা বিদ্যা ও অপরা বিদ্যা।

(নিত্যানন্দ ও হরিদাসের পরস্পর গলা-ধরাধরি করিয়া প্রবেশ ও নৃত্য-গীত)

উভয়ে। (সুরে)

ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ
লহ গৌরাঙ্গের নাম রে।
যেজন গৌরাঙ্গ ভজে—
সে আমার প্রাণরে।

(অদ্বৈত সেদিকে দৃক্‌পাত না করিয়া বলিয়া চলিলেন)

অদ্বৈত। "তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে॥"

নিতাই। (সুরে)

ধন্য ন'দে বৃন্দাবন ন'দের পথের মাটীরে,
যে গৌর ছেড়ে শাস্ত্র পড়ে তার মাথায় মার চাঁটিরে!

(নিতাই অদ্বৈতের মাথায় চাঁটি মারিলেন)

কাম। আঃ, কি মাত্‌লামো করেন মশায়! যান্!

নিতাই। থাক্‌বো ব'লে এসেছি, যাবার জন্য আসিনি।

শঙ্কর। থাকতে চাও থাক—বারণ কেউ ক'র্‌ছে না। ওরকম মাত্‌লামো ক'র্‌বেন না।

নিতাই। মাত্‌লামো ক'রবো না? বেশ তো! পয়সা খরচ ক'রে মদ খেলাম—মাত্‌লামো ক'র্‌বো না, তার মানে!

কাম। উনি আমাদের আচার্য্য—ওঁর সঙ্গে ওরকম ব্যবহার ক'রো না ব'লছি!

নিতাই। তোমাদের আচার্য্য আমার ইয়ার। তোমাদের লজ্জা হয়, তোমরা স'রে পড় না বাবা!

কাম। আমরা স'রে প'ড়বো! আমরা ওঁর কাছে বিদ্যা শিখ্‌ছি—যা'ও, আমাদের পাঠের ব্যাঘাত ক'রো না।

নিতাই। তোমরা বাপু আর কারো কাছে গিয়ে পড়গে—শাস্ত্রালোচনা ওঁকে ক'র্‌তে দেওয়া হবে না।

কাম। কি, গায়ের জোর নাকি?

নিতাই। হাঁ, মন্দ কি—চলে এস? দেখি, কে ওঁর মুখ দিয়ে অং বং বার করে? চালাকি! খবরদার ভট্‌চাজ, একটা সংস্কৃত কথা মুখ দিয়ে বার ক'রেছ কি, এখানে আজ ব্রহ্মহত্যে হয়ে যাবে! হরিদাস চাচা, মুখপাতটা তারে ধরে ফেল। আমি এই ছোক্‌রা-দুটীর সঙ্গে একটু বোঝাপড়া ক'রে নিই।

(হরিদাস অদ্বৈতের পায়ের ধূলি লইলেন। কামদেব ও শঙ্করের হাত ধরিয়া নিত্যানন্দ)

নিতাই। বাপধন—একটু অন্যত্র যাওনা বাবা! আমরা একটু ইয়ার্কি আড্ডা দেব। লেখাপড়া তো অনেক শিখেছ বাবা, আর কেন? ব্রহ্মবিদ্যাটা না হয় নাই শিখ্‌লে—খুব বেশী ক্ষতি হবে কি বাবা? ক'র্‌তে হবে তো শেষ পর্য্যন্ত দশকর্ম্ম! এই বিদ্যেতেই হবে।

অদ্বৈত। ওহে নিতাই, শোন—শোন!

নিতাই। তুমি থাম ভট্‌চাজ, তোমায় মধ্যস্থ ক'র্‌তে হবে না।

শঙ্কর। একটা ছোক্‌রা মাতাল এসে আপনাকে বলে 'ইয়ার'! আপনাকে মাথায় চাঁটি মার্‌লে—আপনার অপমান করলে, আর আপনি চুপ করে আছেন? ওরা আপনাকে গুণ ক'রেছে। চল হে কামদেব, এখানে আমরা থাকবো না।

নিতাই। এই এতক্ষণে একটা বুদ্ধিমানের মত কথা ব'ল্‌লে! তোমাদের আচার্য্যকে নিয়ে আমরা একটু মদ খাব—একটু আনন্দ ক'রবো! তোমাদের তো আর চ'ল্‌বে না? আর যদি চলে তো না হয় গৌর ব'লে বসেই পড়।

কামদেব } আরে রাম! রাম! ছিঃ ছিঃ!
শঙ্কর }
—যত বেল্লিক অর্ব্বাচীন!

[কামদেব ও শঙ্করের প্রস্থান।

অদ্বৈত। তোর সঙ্গে আমি আর কথা কব না।

নিতাই। কেন—আমি কি ক'র্‌লাম বাবা-ঠাকুর?

অদ্বৈত। আমি তোর উপর রাগ ক'রেছি। আজ সকাল থেকেই ভাবছি কথা কবনা। তার উপর—

নিতাই। তার উপর কি?

অদ্বৈত। তার উপর, আমার ছাত্রদের সাম্‌নে তুই আমায় মাতাল ব'ল্‌লি।

নিতাই। তাতে হ'য়েছে কি? সত্যি কথাই ব'লেছি।

অদ্বৈত। সত্যি কথা? আমি মদ খাই?

নিতাই। খাওনা? সেই সেদিন, আমি তোমার হাতে দিলাম আর তুমি ঢুক্ করে গিলে ফেল্‌লে? আমার নিজের তৈরি মদ—ইয়ার্কি! তাতেই তো তোমার ব্রহ্মজ্ঞান গোল্লায় গেল।

গান।

আমি নিতাই শুঁড়ি, চোলাই করি,
গৌর নামের সুধারস,
খেলে এ মদ, টলে না পদ,
উথ্‌লে ওঠে মনের হরষ।

দেবাসুরে তুললে সুধা
অগাধ সাগর মথন ক'রে—
গৌরহরি নামের সুধা
আকাশ থেকে প'ড়লো ঝ'রে,—

প্রেমের নেশা একনিমিষে
জমে গেল সকল দেশে,
কত লোহা সোনা হ'ল
পরশমণির পেয়ে পরশ!

নিতাই। বট্‌ঠাকরুণ, বট্‌ঠাকরুণ, বট্‌ঠাকরুণ! বলি, কি ক'র্‌ছো ঘরের কোণে—বেরিয়ে পড় না?

অদ্বৈত। ওরে ও নিতাই, শোন্—শোন্!

নিতাই। পেছু ডেকোনা বল্‌ছি ভট্‌চাজ, আমি অন্নপূর্ণার কাছে চ'লেছি—তাঁর ভাণ্ডার দেখ্‌তে। খিদেয় পেট জ্বলে যাচ্ছে!

(সীতা দেবীর প্রবেশ)

নিতাই। এই যে দেবী ভক্তের স্মরণ মাত্রেই এসে হাজির।

সীতা। যে রকম জুলুমদার ভক্ত, না এসে কি নিস্তার আছে! দরকার হলে দেবীর পা ধ'রে নিয়ে আস্‌বে।

নিতাই। নিশ্চয়ই—পা-দুটো জোর ক'রে ধ'র্‌তে পার্‌লে বশ না মানেন, এমন তো কাউকে দেখি নে। যাক্, এখন তোমার কি আছে বার কর—চিঁড়ে, মুড়কি, কলা, দই, দুধ—দোহাই জননি, বড় ক্ষিদে!

অদ্বৈত। আরে নিতাই, শোন্—শোন্।

নিতাই। কি আর শুন্‌বো?

অদ্বৈত। তুই না অবধূত? উনি সন্নিসী! রাতদিন কুটুর-কাটুর মুখ চ'ল্‌ছে—অতো খেলে তা'র সন্ন্যাস হয়? সন্ন্যাসীর খাদ্য হ'চ্ছে সপ্তাহ অন্তে একটী ফল কি তণ্ডুলকণা!

নিতাই। শোন কথা বট্‌ঠাকরুণ, "চালুনি বলেন সুঁচ তুমি নাকি ছ্যাঁদা"! উনি অদ্বৈত আচার্য্য—ব্রহ্মবিদ্যা, ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মচর্য্য,—মুখে ব্রহ্ম ছাড়া কথা নেই! আর ঘরে দুটী গৃহিণী—তার উপর ব্রহ্মবিদের বয়স ছিয়াত্তর।

[মুখে কাপড় দিয়া লজ্জায় সীতাদেবীর প্রস্থান।

অদ্বৈত। তোর মুখ বড় আল্‌গা—অসভ্য কোথাকার!

নিতাই। ঢিলটি মারলেই পাটকেলটি খেতে হয়—আমায় ক্ষেপাতে গেলে কেন? নাও এখন উঠ, আমার অনেক কাজ—আড্ডা দেবার সময় নেই। শ্রীবাস পণ্ডিতের বাড়ী আজ অষ্টপ্রহরা, দেরী ক'র না—চল।

অদ্বৈত। আমি যাব না।

নিতাই। যাবে না কি রকম?

অদ্বৈত। না, যাব না। তোমাদের সঙ্গে আমার মতের মিল নেই। নাচন-গাওন আবার ধর্ম্ম কি?

নিতাই। ধর্ম্ম তা'হলে কি রকম অপূর্ব্ব বস্তু?

অদ্বৈত। এখানে ধর্ম্ম অর্থে মুক্তিপ্রদ ধর্ম্ম। ব্রহ্মকে না জানা পর্য্যন্ত মানুষের কোন ধর্ম্মই তাকে মুক্তি দিতে পারে না। ব্রহ্মবিৎ তাঁকে ধ্যানে দেখেছেন। তিনি কেমন—

অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা
পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।
স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা
তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্॥

নিতাই। একেবারে তরলং জলমিব—ব্রহ্মজ্ঞান একেবারে নগদ হাতে হাতে পাওয়া গেল! ওসব বুজরুকি ছাড় ভট্টচাজ, তোমার আগে অনেক আচার্য্যচর্য্য অংবংসং ক'রে গেছে! অনেক ত্রিশূল, অনেক চক্র, বীজ, হুঙ্কার, হ্রীঙ্কার—যথেষ্ট হয়ে গেছে! আর কেন? চোখে দেখ—কানে শোন, কি বল চাচা?

হরিদাস। আমাকে আবার ওর মধ্যে টান কেন বাবাজি, আমি সবারই পায়ের ধূলো! তোমাদের বাদানুবাদে কি আমি যোগ দিতে পারি?

নিতাই। তুমি ভারি চালাক—তা' আর জানিনে! আমরা তর্ক ঝগড়া করি, আর তুমি সেই অবকাশে গৌরচিন্তা ক'র্‌বে মৌনী হয়ে?

অদ্বৈত। আমি গৌরাঙ্গকে অবতার ব'লে মানিনে, তোমায় স্পষ্ট কথা ব'লে দিচ্ছি; তা' তুমি রাগই কর আর যাই কর।

নিতাই। মান না?

অদ্বৈত। না—মানি নে।

নিতাই। সত্যি ব'লছো—মান না?

অদ্বৈত। হাঁ, সত্যি বল্‌ছি—মানি নে।

নিতাই। তোমার ঘাড় যে সে-ই মান্‌বে! মানিনে—মানিনে, কেন তুমি মান্‌বে না? তুমি জ্ঞানী, তুমি ভক্ত, তুমি আজীবন হরিকে ডেকেছ। তোমার ডাকে তাঁর বৈকুণ্ঠের আসন টলেছিল, তাই ঠাকুর আমার মহাবিরহের অনুভূতি নিয়ে মাটীতে নেমে এলেন—আর তুমি এখন বল মানি নে! যদি না মান, তোমার হাড় ক'খানা আমি এক জায়গায় রাখবো না—এ কথা যেন মনে থাকে।

অদ্বৈত। আরে, তুই আমায় মার্‌বি না কি?

নিতাই। না মারব না, তোমায় ক্ষীরমুড়কি খেতে দেব? এতক্ষণ মারিনি, এই তোমার ভাগ্য, এদেশের উপর দিয়ে কি বিপ্লব ব'য়ে গেছে তা জান? বৌদ্ধতান্ত্রিকের কত অনাচার, শূন্য উপাসনা, নিরীশ্বরবাদ! ন'দের পণ্ডিতরা আজ যে নাস্তিক হ'য়ে শুধু সংসারধর্ম্ম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম্মের অস্তিত্বই স্বীকার করে না, যে মনোভাব দেখে—চাচার মুখে শুন্‌তে পাই, তুমি নিজেই কত কেঁদেছ! আর আজ—শুভদিন যখন এল, তখন তুমিই কি না ব'লে ব'স্‌লে আমি মানিনে!

অদ্বৈত। আমি কেমন করে মান্‌বো নিতাই, আমার যে তোমার মত বিশ্বাস নেই!

নিতাই। বিশ্বাস নেই!

অদ্বৈত। না নিতাই, আমি ঘোর সংশয়বাদী! এ কথা সত্য, একদিন আমিই আশা ক'রেছিলাম—তিনি আস্‌বেন; আবার একথাও সত্য, আজ তোমরা সবাই যখন ব'লছ তিনি এসেছেন—আমার মনে সংশয়ের আর অন্ত নেই!

নিতাই। আচ্ছা, এক কাজ কর না কেন বাবাঠাকুর?

অদ্বৈত। কি?

নিতাই। তুমি তাঁকে বাজিয়ে নাও-না? একবার পরীক্ষা করে দেখ। তুমি তো শাস্ত্রজ্ঞ, পরম পণ্ডিত,—তুমি তো আর নাস্তিক নও। শ্রীভগবান মানুষ হ'য়ে পৃথিবীতে আসেন, একথা মান তো?

অদ্বৈত। মানি, আবার মানি নে।

নিতাই। ঠাকুর, তোমার ওসব চালাকি! আচ্ছা, তুমি যে ব'ল্‌লে নাচন-গাওন আবার ধর্ম্ম কি? তোমার ভগবান কি ব'ল্‌ছেন—

নাহং বসামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্‌ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ॥

অদ্বৈত। তাতেও কিছু প্রমাণ হয় না নিতাই।

নিতাই। তা' প্রমাণের দরকারই বা কি? বলি, তুমি নিমাইকে ভালবাস তো? নাই বা হ'লো সে ভগবান—ভালবাস তো?

অদ্বৈত। তা বোধ হয় বাসি।

নিতাই। তবে তার কীর্ত্তন শুন্‌তে যাবে না কেন? তাতে যদি ধর্ম্ম না হয়, নাই হ'ল! ঐ যে তোমাদের কাণভট্ট, শুন্‌তে পাই প্রকাণ্ড পণ্ডিত! তাঁর টোলে একদিন ন্যায়ের বিচার শুন্‌তে গেলাম। একজন ব'ল্লে ঈশ্বর আছেন, একজন ব'ল্লে ঈশ্বর নেই—তারপর তর্ক! আরে বাপরে, কি সে তর্ক! দেখে মনে হ'ল, ঈশ্বর যদি বা থাকেন, পণ্ডিত মশায়রা তাঁকে তাড়াবেন! ওরকম তর্কের চেয়ে তো কীর্ত্তন ভাল? উপনিষদে তাঁকে পাওয়া যাবে না অদ্বৈত ঠাকুর, ওখানে নেই—ওখানে নেই! যদি দেখতে চাও, আমার সঙ্গে এস।

গান

ভাবছ যেথায় নাইকো সেথায়
কোথায় কারে খোঁজরে মন!
বেদে কিংবা দরশনে
মেলেনা তার দরশন।

যেখানে পাবেনা তারে,
সেখানে খোঁজ বারে বারে,
যেথায় দেখা মিলতে পারে—
রইলে মুদে দু'নয়ন!

শত তীর্থ পর্য্যটনে,
পাইনি কাশী বৃন্দাবনে,
শ্রীবাসের শ্রীঅঙ্গনে—
সে যে ধূলায় অচেতন!

অদ্বৈত। নিতাই, তোর্ সত্যি বিশ্বাস—আজ শ্রীবাসের অঙ্গনে যে নাচ্‌ছে, সে-ই একদিন ব্রজগোপীদের সঙ্গে রাসলীলা ক'রেছিল?

নিতাই। ঠাকুর, সন্দেহ জীবের ধর্ম্ম। গোপালনন্দনকে দেখে স্বয়ং ব্রহ্মারও একদিন সন্দেহ হ'য়েছিল—ইনিই সেই পরম পুরুষ কি না?

অদ্বৈত। তাইই বটে! ভাল, বিশ্বাস যখন নেই—বিশ্বাসের প্রয়োজন নেই; তবু আর একবার দেখব তোমার গৌরচাঁদকে। আমি আমার পথ ছাড়বো না। চিরদিন প্রমাণ মেনেছি—অন্তরকে বিশ্বাস করিনি, চোখের জলকে বিশ্বাস করিনি। যিনি বাক্য-মন-ইন্দ্রিয়ের অগোচর, তাঁকে বুঝ্‌বো কি দিয়ে! চল যাই।

(সীতাদেবীর পুনঃ প্রবেশ)

নিতাই। বঠ্‌ঠাকরুণ, বুড়োকে নিয়ে চ'ল্‌লাম্!

সীতা। সে কি, উনি যে তখন ব'ল্লেন তোমাদের বাছুরের দলে আর মিশ্‌বেন না!

নিতাই। তা'হলে গোপালনন্দনকেও পাবেন না—বাছুর যে তাঁর ভক্ত! সর্ব্বোপনিষদো গাবো, দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ, পার্থঃ বৎসঃ, সুধীর্ভোক্তা—

অদ্বৈত। নিতাই, তুই গীতা পড়েছিস্?

নিতাই। না, লেখাপড়াটা তোমারই একচেটে পৈতৃক সম্পত্তি! ছোট্‌ঠাকরুণ কোথায় গো?

সীতা। শান্তিপুরের বাড়ীতে গেছে।

নিতাই। একদিন দুর্গাগঙ্গার 'সতীনে' কোঁদল' দেখবার ইচ্ছা ছিল।

সীতা। বুড়ো শিব সে বিষয়ে খুব চালাক! দুটোকে এক জায়গায় বড় করেন না।

অদ্বৈত। আগে ঠকেছি, এখন "ভবতি বিজ্ঞতমঃ ক্রমশো জনঃ"।

সীতা। যাই হোক্, নিতাই খেতে চেয়েছে—না খাইয়ে ছাড়্‌তে পারি নে।

নিতাই। তাইতো চাচা, খাওয়ার কথাটা তো ভুলেই গেছি! শীগ্‌গির—শীগ্‌গির! আচ্ছা, কি খেতে দেবে বলতো ঠাক্‌রুণ?

সীতা। দুটী ভাত খাবে?

নিতাই। কি কি রেঁধেছ বল দেখি?

সীতা। মূলোবেগুনের শুক্তুনি, মোচার ঘণ্ট, ইঁচড়ের দাল্‌না, সোনামুগের ডাল, বড়ি ভাজা, চাল্‌তার অম্বল।

নিতাই। ঘি, দুধ, চিনি—এতো গোঁসাই-বাড়ী আছেই! উপস্থিত ত্যাগ করা ঠিক নয়। চলে এস চাচা—বাবাঠাকুর, তুমিও দুটো খেয়ে নাও! তোমার বাড়ীতে আমরা খাব আর তুমি উপবাস ক'র্‌বে, এটা বোধ হয় ভাল দেখায় না!

[সকলে বাড়ীর ভিতরে গেলেন

দ্বিতীয় দৃশ্য

(নবদ্বীপের পথ। অনেক লোকজন যাতায়াত করিতেছে—প্রায়শঃ পণ্ডিত ও ছাত্রগণ। তার মধ্যে অদ্বৈতের শিষ্য কামদেব ও শঙ্কর ছিলেন)

দামোদর। ওহে শঙ্কর, নিমাই পণ্ডিতের খবর জান? আচার্য্যও নাকি যাতায়াত ক'রছেন?

কামদেব। ক'রছেন বৈকি—শুধু যাতায়াত কেন, তাঁরও বেশ মাখামাখি ভাব!

শঙ্কর। আচ্ছা, সমস্ত নবদ্বীপ কি পাগল হ'য়ে উঠ্‌ল?

ভরত। সমস্ত নবদ্বীপ পাগল হ'তে যাবে কেন? পাগল যারা হবার তারাই হ'য়েছে। কি আশ্চর্য্য! বড় বড় সব ন্যায়-সাংখ্য-পাতঞ্জলের পণ্ডিত—একটা ছোঁড়াকে নিয়ে অস্থির!

দামোদর। নিমাইটেও কম পাগল নয়! অমন চমৎকার বইখানা লিখে গঙ্গার জলে ফেলে দিলে?

ভরত। হাঁ, ফেলে দিলে! তুমিও যেমন! ওসব গল্প কথা এখন ভক্তরা রটাচ্ছে। ও আবার ন্যায়ের বই কি লিখ্‌বে? ব্যাকরণ ছাড়া কিছু জানে না। সাধারণ বুদ্ধি আগে একটু ছিল—হরিনাম ক'রে সেটুকুও লোপ পেয়েছে!

দামোদর। না হে না; আমি স্বয়ং কাণভট্টের কাছ থেকে শুনেছি। কাণভট্ট শতমুখে প্রশংসা ক'র্‌লে; বলে—যেমন যুক্তি, তেমনি সিদ্ধান্ত! নিজে বল্লে "আমার দীধীতি তার কাছে লাগেনা"! তাতেই তো নিমাই বইখানা জলে ফেলে দিয়ে ব'ল্লে—"বন্ধু, আমি পাণ্ডিত্যের যশ চাই না।"

শঙ্কর। শুনেছি নাকি গঙ্গাদাস পণ্ডিতও টলমল?

ভরত। বুঝিনে ওসব—ভাই!

শঙ্কর। তবে আমরা ভাই ন'দে ছেড়ে চ'ল্লাম।

ভরত। কেন—কেন? তোমরা নবদ্বীপের শ্রেষ্ঠ ছাত্র, সর্ব্ববিদ্যা অর্জ্জন ক'রে ব্রহ্মবিদ্যার আলোচনা ক'র্‌ছিলে—আর তোমরা—কেন, তোমাদের বিদ্যা কি আয়ত্ত হ'য়েছে?

কামদেব। তা' নয় ভাই, তা' নয়। এক অদ্বৈত আচার্য্য ছাড়া ব্রহ্মবিদ্যার অধ্যাপক নবদ্বীপে আর কে আছেন? তিনিই যখন নিমাই পণ্ডিতের দলে ভিঁড়লেন, তখন আর কার কাছে প'ড়বো?

ভরত। আচার্য্য কি সত্যিই হরিভক্ত হ'লেন?

শঙ্কর। এক রকম হওয়াই। ওদের সঙ্গে মিলে যাত্রা গাইলেন—নাচ্‌লেন! আজ সকালে আমাদের মুখের উপর নিতে এসে ব'ল্‌লে, তোদের আচার্য্য আমাদের ইয়ার—আমাদের সঙ্গে মদ খায়!

কামদেব। গুরুনিন্দা শুন্‌তে হ'ল—আমাদের প্রায়শ্চিত্ত ক'রে দেশত্যাগ করা উচিত! আর সাতটা দিন দেখ্‌বো, তবে আশা নেই। ঐ যে, নিমাই পণ্ডিতের কীর্ত্তনের দল বেরিয়েছে—চলহে শঙ্কর, এখানে আর থাকা নয়! আগমবাগীশের টোলটা একবার ঘুরে আসা যাক্।

(একদল ছাত্র চলিয়া গেল। তারপর গোপাল, চাপাল ও রামরূপ প্রবেশ করিল)

গোপাল। ও হতচ্ছাড়াদের কথা ছেড়ে দেও খুড়ো—ওরা ম'রেছে!

রামরূপ। ম'রেছে কি রকম?

গোপাল। সে মরার বাড়া—আমি এত ক'রে বোঝাবার চেষ্টা ক'র্‌লাম, ওসব বুজরুকি; তা' একটা কথার জবাব দিলে না—কানে আঙ্গুল দিয়ে রইল—হাউ হাউ ক'রে কাঁদতে লাগ্‌লো!

রামরূপ। খুব আশ্চর্য্য বটে বাবাজি—জগাই, মাধাই এরকম হ'য়ে যাবে কে ভেবেছিল বল দেখি!

গোপাল। দিন দিন দলে পুষ্ট হচ্ছে। জগন্নাথ মিশ্রের বেটা এখন হ'য়েছেন—শ্রীশচীনন্দন! ভারে ভারে দই, দুধ, ছানা, চিনি, উৎকৃষ্ট ফল, কাপড়, গহনা সব আস্‌ছে প্রভুর ভোগের জন্য—আর প্রভু ফুলের মালা গলায় দিয়ে নন্দদুলাল হ'য়ে নেচে নেচে বেড়াচ্ছেন!

রামরূপ। ওঁর বুঝি রাধাভাব? নেকা!

গোপাল। আর শ্রীবাসটা হ'চ্ছে আসল গোবেচারা—মেয়েমানুষেরও অধম! ওর স্কন্ধে ভর ক'রে অষ্টপ্রহরা হ'চ্ছে—হরিবাসর হ'চ্ছে—সাতগুষ্টি মিলে ওর বাড়ী দু'বেলা গিল্‌ছে!

রামরূপ। বল কি হে!

গোপাল। জাতজন্ম আর রইলো না খুড়ো —বামুনের ছেলে মোছলমানের সঙ্গে ভাত খায়, বাড়ীর বৌ-ঝির সামনে টপ্পা খেউড় গায়! সখী আর বঁধু ছাড়া গান নেই! চালাকি পেয়েছে বটে?—আমরা বুঝিনে কিছু, আর এঁরাই হ'লেন ভক্ত!

রামরূপ। তুমি তো সেদিন শ্রীবাসের বাড়ীর সাম্‌নে খুব ঘটা ক'রে কালীপুজো ক'রেছিলে?

গোপাল। তা বেটারা এমনি নাস্তিক যে একবার দোর খুল্‌লে?

রামরূপ। আচ্ছা, বাড়ীর ভিতর কি করে ওরা?

গোপাল। স্ত্রীলোক আর মদ্য নিয়ে ফূর্ত্তি করে নিশ্চয়ই। নইলে অত শীগ্‌গির দল পুষ্ট হয়! তোমাকে খুড়ো একটা কাজ ক'র্‌তে হবে!

রামরূপ। কি কাজ?

গোপাল। একটীবার ওদের দলে ভিঁড়ে ভিতরের ব্যাপারটা কি খোঁজ নিতে হবে। তুমি ওদের মত বৈষ্ণব সেজে কীর্ত্তনের দলে ঢুকে প'ড়বে!

রামরূপ। ভয় করে বাবাজি, ঐ নিতাইটে ভারি গোঁয়ার! একা পেয়ে শেষ পর্য্যন্ত যদি—

গোপাল। পাগল আর কি? শুন্‌লাম নানারকম মজা আছে! সখী আছে, কুঞ্জ জাগায় —দস্তুর মত নকল বৃন্দাবন!

রামরূপ। গৌড়দেশের মত এমন মজার দেশ আর কোথাও পাবেনা বাবাজি!

গোপাল। বুজরুকি না ক'র্‌লে ভালমানুষের এখানে অন্ন হয় না।

রামরূপ। অদ্বৈত পণ্ডিতকে নাকি দলে নিয়েছে?

গোপাল। তিনি হ'চ্ছেন মহাদেব!

রামরূপ। অদ্বৈতকে ভোলালে কি ক'রে?

গোপাল। বুড়ো হ'লে ভীমরতি হয় না? এ তাই। তাইতো তোমায় ব'ল্‌ছি খুড়ো—একবার স্বচক্ষে দেখে এস। তুমি যদি ঠিক্‌ঠাক খবরটা আন্‌তে পার—তখন আমি দেখে নেব।

রামরূপ। কি ক'রবে তুমি?

গোপাল। দেশছাড়া ক'রবো—চালাকি নাকি? আমি কাজী—এমন কি, বাদশাহকে পর্য্যন্ত খবর দেব। কিন্তু তার আগে সঠিক খবরটা জানা দরকার।

রামরূপ। আচ্ছা, আমি যাব; কিন্তু লোকজন নিয়ে আশেপাশে থেকো বাবাজি, যদি মারধোর দেয়—আমি চেঁচাব!

গোপাল। খুড়ো, এত ভয় তোমার? যারে অনেক শালা! ঐ যে সব গাইতে গাইতে যাচ্ছে। মাঝখানে গৌরনিতাই—গা জ্বালা করে! কিরকম ভঙ্গিমে ক'র্‌ছে দেখ্‌ছো?

রামরূপ। বাসুঘোষ হ'য়েছে বুঝি মূল গায়েন?

গোপাল। আর বল কেন, ঐ শালা হ'ল গাইয়ে! "যত ছিল উন্‌বুনে সব হ'ল কীর্ত্তুনে!" তুমি খুড়ো একটা তিলক কেটে নাও, তারপর আস্তে আস্তে ওদের সঙ্গে শ্রীবাসের বাড়ীতে—। তোমার রাগ হ'চ্ছে না খুড়ো?

রামরূপ। খুব হ'চ্ছে—কিন্তু বাবাজি পিছনে থেকো!

[উভয়ের প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

(শ্রীবাসের বাড়ীর অঙ্গন। শ্রীশ্রীহরিবাসরের আয়োজন—তুলসীমঞ্চ। শ্রদ্ধাবান ভক্ত শ্রীবাস প্রবেশ করিয়া তাঁহার ভ্রাতৃগণ, আত্মীয়গণ ও ভৃত্যগণকে সভাপ্রস্তুত করণের উপদেশ দিতেছেন।)

শ্রীবাস। ওহে শ্রীকান্ত, কই হে—ফুলের মালা, চন্দন, অগুরু, এসব কই? আলোগুলো সব জ্বেলে দেও। এখনো ধূপধুনো গঙ্গাজল দেওয়া হ'ল না? রোজই এসব আমাকে তদারক ক'র্‌তে হবে? প্রভুর আস্‌বার সময় হ'য়ে গেল যে!

(মালিনীর প্রবেশ)

মালিনী। আজ এখানে হরিবাসর ক'র্‌বে?

শ্রীবাস। কেন, কি হ'য়েছে?

মালিনী। তুমি তো দেখে এলে। ছেলের অবস্থা তো আমি আদৌ ভাল বুঝ্ছি না। আমি বলি, আজ হরিবাসর থাক্।

শ্রীবাস। ব্রাহ্মণি, তুমি কি ব'ল্ছ? ছেলের অসুখ দেখে তোমার মাথা খারাপ হ'য়েছে!

মালিনী। না—না, তুমি দেখ্লেনা? বাছা আমার ভাল ক'রে চোখ চাইতে পারুছে না! আমার বড় ভয় ক'চ্ছে—তুমি বরং ছেলের কাছে এসে ব'স। হরিসংকীর্ত্তন আজ থাক্।

শ্রীবাস। ব্রাহ্মণি, তুমি নিজের চোখে গৌর-চন্দ্রকে দেখেছ। এই নবদ্বীপে তোমার আমার মত ভাগ্যবান কেউ নেই। সর্ব্বপ্রথম আমাদেরই কাছে প্রভু আত্মপ্রকাশ ক'রেছেন। সেই গৌর-চন্দ্রের হরিসংকীর্ত্তনে তুমি আজ বাধা দেবে! ছেলে কার ব্রাহ্মণি? আমারা তো গচ্ছিত ধনের অধিকারী! যাঁর জিনিস তিনি যদি ফিরিয়ে নিতে চান, তুমি আমি কাছে ব'সে থেকে কি রক্ষা ক'র্ত্তে পার্ব্ব! তুমি জান, আমি কতবার তোমায় ব'লেছি, একবার মাত্র হরিমন্ত্রের শক্তিতে আমি অকাল-মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়েছি। আমার আজো মনে পড়ে—গতরাত্রির স্বপ্নের মত! মহাপুরুষ এসে আমার কানে মন্ত্র দিলেন—"হরের্নামৈব কেবলম্"—আমি আচ্ছন্ন আবিষ্টের মত উঠে ব'স্লাম। সে মহাপুরুষ কে, তাও তোমায় ব'লছি—যদি তোমার ছেলেকে কেউ রক্ষা ক'র্ত্তে পারেন, তিনি গৌরচন্দ্র!

মালিনী। তা'হলে হরিবাসর হবে?

শ্রীবাস। নিশ্চয়ই! যদি রক্ষা পাবার হয়, হরিনামেই রক্ষা পাবে; আর যদি সত্যই আজ তার জীবনের শেষ দিন হয়, তা' হলেই বা তার চেয়ে ভাগ্যবান্ পৃথিবীতে আর কে আছে? স্বয়ং নরদেহধারী ভগবানের মুখোচ্চারিত হরিনাম শুনতে শুন্তে তার জীবলীলা শেষ হবে।

মালিনী। ওকথা মুখে এনো না! গৌরহরি যদি সত্যি অবতার হন, তা'হলে নিশ্চয়ই তিনি আমার বাছাকে রক্ষা ক'র্বেন।

শ্রীবাস। রক্ষা তিনি তাকে নিশ্চয়ই ক'র্ব্বেন, তাতে আমার কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু ব্রাহ্মণি, মানুষের পার্থিব জীবন তো একমাত্র জীবন নয়—তার আধ্যাত্মিক জীবনের কল্যাণ-কামনায় আজ যদি তার পার্থিব জীবন শেষ হয়, কখনো যেন মনে ক'র না গৌরচাঁদের কৃপা হতে আমরা বঞ্চিত! তুমি যাও, ছেলের কাছে গিয়ে ব'স।

মালিনী। তুমি এদিকে একটু কান রেখো, যেন একেবারে সংকীর্ত্তনে মেতে যেওনা! অবস্থা খারাপ দেখ্লে আমি তখনই তোমায় ডাকতে পাঠাবো।

শ্রীবাস। ব্রাহ্মণি, তুমি কি মনে কর—আমি সমস্ত সাংসারিক সুখ-দুঃখ, ভয়-আশঙ্কা প্রভৃতির অতীত! আজ তোমার মনে যে সংশয়, আমার মনেও তাই। আজ যে আমি সংকীর্ত্তনে মন দিতে পারবো, এ বিশ্বাস আমারও নেই! তুমি যাও মালিনি, ঐ আমার প্রভু আস্ছেন।

মালিনী। প্রভু, যদি তুমি সত্যই আমাদের ইষ্ট দেবতা হও—আমার একটি মাত্র ছেলে তোমার পায়ের তলায় ফেলে দিলাম, তুমি ওকে বাঁচাও!

(গৌরচন্দ্র, গদাধর, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, বাসুঘোষ, মুরারিগুপ্ত প্রভৃতি কীর্ত্তনের দল সঙ্গে ভণ্ড ভক্ত রামরূপ।)

গান।

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে
গুণে মন ভোর—
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে
প্রতি অঙ্গ মোর।
হিয়ার পরশ লাগি
হিয়া মোর কান্দে,
পরাণ পিরীতি লাগি
থির নাহি বান্ধে।
রূপ দেখি হিয়ার
আরতি নাহি টুটে,
বল কি বলিতে পার
যত মনে উঠে।
হাসিতে খসিয়া পড়ে কত মধু ধার
লহু লহু কহে কথা পিরীতির সার।

(কীর্ত্তন শেষ হইলে গৌরচন্দ্র সর্ব্বপ্রথমেই রামরূপের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। রামরূপ মনে মনে চঞ্চল হইয়া উঠিল।)

নিমাই। তুমি কে?

রামরূপ। আমি এই নদীয়াবাসী প্রভু, আপনার ভক্ত।

নিতাই। গোরাচাঁদ, আমার একটি নিবেদন আছে।

নিমাই। কি নিবেদন?

নিতাই। এই রত্নটীর সঙ্গে আমি একটু আলাপ ক'র্‌বো।

নিমাই। কেন শ্রীপাদ?

নিতাই। দিন দিন আপনার ভক্তসংখ্যা বাড়ছে দেখে আমার বড় আনন্দ হ'চ্ছে প্রভু!

অদ্বৈত। আবার বুঝি ঐ ব্রাহ্মণটীকে জ্বালাবি? ঠাকুর, আপনি কিছু মনে ক'র্‌বেন না—ও ঐরকম!

নিতাই। (রামরূপের প্রতি) তারপর প্রভু, কেমন আছেন—আপনার তিনি কেমন আছেন?

রামরূপ। তিনি! তিনি আবার কে?

নিতাই। যিনি আপনার বাপন্ত না ক'রে জলগ্রহণ করেন না—যাঁর কুঞ্জে প্রতি সন্ধ্যায় আপনি চণ্ডীপাঠ করেন। তা' সহসা সেই শ্যামা মহিষমর্দ্দিনীর পূজা ছেড়ে এখানে কি মনে করে?

রামরূপ। তুমি কি ব'ল্‌ছো নিতাইদা! আর প্রভুর সাম্‌নে ওসব কি কথা ব'ল্‌ছ?

(দাসী জনান্তিকে শ্রীবাসকে ইসারায় ডাকিল। শ্রীবাস অত্যন্ত উৎকণ্ঠার সহিত অন্তঃপুরে গেলেন)

নিতাই। তোমার তো মাত্র একটি প্রভুই আছেন জান্‌তেম! যাক, এসেছ—এসেছ, বেশ ক'রেছ! তা' এরকম বৌরূপী সেজে এসেছ কেন খুড়ো!

রামরূপ। আঃ! কি রঙ্গ কর—ভাল লাগেনা মাইরি!

নিতাই। পরচুলটী সংগ্রহ ক'ল্লে কোথেকে?

(চুল খুলিয়া লইল। সকলে হাসিতে লাগিল।)

রামরূপ। তোমাদের ভারি আস্পর্দ্ধা—হাস্‌ছো যে সব, হাস্‌ছো যে বড়!

নিমাই। সত্যি, তুমি কেন এসেছ?

রামরূপ। সে কৈফিয়ৎ আমি তোমাকে দেবনা।

নিতাই। কিন্তু কৈফিয়ৎ যে দিতে হয় রামরূপ খুড়ো! নৈলে তো এখানে স্থান হবে না। এ শ্রীহরির সভা, যাঁরা তাঁর ভক্ত—অন্তরঙ্গ, তাঁরা ছাড়া এখানে আর কেউই স্থান পায় না।

রামরূপ। স্থান পায়না—তার মানে? এই তো আমি এসেছি, কি ক'র্‌বে—আমায় তাড়িয়ে দেবে?

নিতাই। নিশ্চয়ই, তাতে আর কোন সন্দেহ আছে?

রামরূপ। মনে রেখো আমি অমনি আসিনি—কাজীর হুকুমে এসেছি।

নিতাই। তা' জানি। তা' হলে তোমার কাজী এসে তোমায় রক্ষা করুক। ওঠ।

রামরূপ। তার মানে?

নিতাই। ওঠ—

রামরূপ। আরে?

নিতাই। পথ দেখ না স্যাঙাৎ!

রামরূপ। কি রকম?

নিতাই। এই যে যাবার পথ—ঐ সদর দরজা।

রামরূপ। আরে নিতাইদা, তুমি কিনা—

নিতাই। হাঁ আমি কিনা—আপনি এখন আস্‌তে আজ্ঞা করুন দেখি।

রামরূপ। নিমাই, তুমি কিছু ব'ল্‌ছো না।

নিমাই। তুমি চুরি ক'রে এদের সঙ্গে ঢুকে প'ড়্‌লে কেন?

রামরূপ। বেশ ক'রেছি, আমার খুসী! তোমরা যা ক'র্‌তে পার কর।

নিতাই। তাই নাকি? আচ্ছা। ওঠ, তোমার জন্যে কীর্ত্তন বন্ধ আছে, ওঠ।

রামরূপ। দেখ, আমি এখনো রাগিনি তাই! রাগলে কিন্তু—

নিতাই। আমি জানি লঙ্কাকাণ্ড হবে। তা' রাগবার দরকার কি তোমার! এমনি, বেশ মানে মানে বিদায় হও না—দাদা!

রামরূপ। তোমার ভারি বাড় বেড়েছে! ওঃ, ভারি আমার রেড়ো বামুন কিনা? তুই তো শত্যিক জাতের অন্ন খেয়ে বেড়াস্—তুই আবার বামুন কিসের?

নিতাই। তা' খাই! মা-লক্ষ্মীর অন্ন যখন যেখানে জোটে, খেয়ে নিই! এখন তুমি যাবে কি না?

রামরূপ। নিমাই, তুমি কিছু ব'ল্লে না? তোমারই আস্কারা পেয়ে ঐ রেড়ো ভূতের এত আস্পর্দ্ধা হ'য়েছে! আচ্ছা, আমি যাচ্ছি—কিন্তু এর ফল তোমাদের ভুগ্‌তে হবে!

নিতাই। কি ফল?

রামরূপ। আমি কুলীন ব্রাহ্মণের ছেলে, আমি অভিসম্পাত কচ্ছি—

(শ্রীবাসের পুনঃ প্রবেশ)

শ্রীবাস। আহা-হা, কর কি—কর কি!

নিমাই। পণ্ডিত, চুপ্ কর। কি ব'লতে চাও ব্রাহ্মণ, কি শাপ দিতে চাও—দাও।

রামরূপ। গুমরে তোমরা আর কেউ চোখে কানে দেখ্‌তে পাও না। কিন্তু আমি শাপ দিচ্ছি—এ গুমর তোমাদের থাক্‌বে না! শোন বিশ্বম্ভর, ন'দের বামুন হ'য়ে তুমি যখন ঐ জাত হারাণো অবধূত দিয়ে ন'দের বামুনকে অপমান ক'রিয়েছ, তখন নিশ্চয়ই জেনো, তোমার ন'দের বসতি উঠেছে! সুখে স্বচ্ছন্দে সংসার ক'র্‌বে মনে ক'রেছ? সে গুড়ে বালি প'ড়বে! কাঁদতে কাঁদতে তোমাকে ন'দে ছাড়া হ'তে হবে! আর শুধু তুমি একা নও—যারা এখানে আছে, তাদের সবাইকে চোখের জল ফেল্‌তে হবে!

নিমাই। তোমার অভিশাপ ফ'ল্‌বে তো ঠাকুর? ঠিক ফ'ল্‌বে?

রামরূপ। যখন ফ'ল্‌বে, তখন বুঝ্‌তে পারবে। [প্রস্থান

নিমাই। কিন্তু এতো তোমার অভিশাপ নয় ব্রাহ্মণ, এযে আমারই প্রাণের কামনা!

অদ্বৈত। লক্ষ্মীছাড়া ছোঁড়া। কি ক'রলি বল্ দেখি? ব্রাহ্মণ রাগ ক'রে চ'লে গেল! অমন ক'রে ওর প্রাণে আঘাত দিতে হয়!

নিতাই। তা' আমায় গাল দিলে না কেন? একের দোষে আরের দণ্ড—এ কোন্‌দিশে বিচার!

অদ্বৈত। ওরা গ্রামভারি লোক, মাছি মেরে হাত কাল করে না। তোমার মত অবধূতকে ওরা গ্রাহ্যই করে না!

নিতাই। তাই তো বাবাঠাকুর, সত্যিই আমি অপরাধী! আমার কান্না পাচ্ছে! আমি এই তোমার পায়ের ধূলো নিচ্ছি—কানমলা খাচ্ছি—

অদ্বৈত। তা' আমার পায়ের ধূলো নিলে কি হবে! রামরূপকে ডেকে আনি—তার পায়ের ধূলো নে।

নিতাই। তা' বুঝি আর পারিনে—খুব পারি। কিন্তু কেন নেব? বেশ ক'রেছি—ও আমায় রেড়োভূত ব'ল্লে কেন? নিমাই! ভাই, বলনা, সত্যি ওর কথা খাট্‌বে?

নিমাই। ব্রাহ্মণের বাক্য কখনো মিথ্যা হয়?

নিতাই। ওঃ, ভারিতো বামুন—কলির বামুন!

নিমাই। আমরা সবাই তো কলির ব্রাহ্মণ!

নিতাই। সংসারের সুখ তুমি পাবে না?

নিমাই। আমি তো কোনদিন সংসারের সুখ চাইনি!

নিতাই। কিন্তু তোমার সংসারে তো সুখের অভাব নেই—তোমার কৌশল্যার মত জননী, সীতার মত বধূ ঘরে!

নিমাই। সীতা আমার ঘরে কেন? ঐ যে আমাদের সীতাপতি শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য!

অদ্বৈত। আর উনি যদুপতি—স্বয়ং। সঙ্গিনী শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া!

নিমাই। যাক্ সে কথা; কিন্তু ভাই, সত্যিই যাঁর জননী কৌশল্যা আর বধূ সীতা—মনে ক'রে দেখ দেখি, তিনিই কি সংসারের সুখ পেয়েছিলেন!

নিতাই। তুমি আপনি কাঁদ্‌বে, তাঁদের কাঁদাবে?

নিমাই। যদি পারি—শ্রীপাদ—যদি পারি, এর চেয়ে বড় কামনা আমার নেই!

(শ্রীগৌরাঙ্গ কিছুক্ষণ পরিক্রমণ করিলেন। তারপর যেন কোন সুদূরের বংশীধ্বনি শুনিয়া উন্মনা হইলেন! মৃদু যন্ত্র সঙ্গীত—শ্রীগৌরাঙ্গ ধ্যানমৌন। ভাবাবিষ্ট হইয়া সহসা অদ্বৈত আচার্য্য উঠিলেন। প্রাঙ্গণের একদিকে ফুলের মালা ও তুলসীপত্র সজ্জিত ছিল—তাহা আনিয়া ধ্যানমৌন গৌরচন্দ্রের চরণে কুসুমার্ঘ্য দিলেন।)

৬

অদ্বৈত। একি, একি! এ কোন্ রূপে তুমি আমার চোখের সাম্‌নে এসে দাঁড়ালে! জ্যোতির্ম্ময় সুন্দর সুঠাম দেহ, কোটীকন্দর্পের লাবণ্য দিয়ে কে তোমায় অভিষেক ক'রেছে! হে সুন্দর, পরম সুন্দর! তুমি কে?

নিমাই। তুমি দিবানিশি যাঁকে ডাক—যাঁকে দেখ্‌তে চাও!

অদ্বৈত। তুমি সে-ই?

নিমাই। হাঁ, আমি সে-ই?

অদ্বৈত। তুমি সত্য এসেছ?

নিমাই। সত্য এসেছি।

অদ্বৈত। কিন্তু আমি যে জ্ঞান বুদ্ধি তর্কের দ্বারা তোমার এ রূপকে আয়ত্ত ক'র্‌তে পারছিনা!

নিমাই। আমি জ্ঞান—বুদ্ধি—তর্কের অতীত!

অদ্বৈত। এখন তুমি কেন এলে!

নিমাই। তোমারই ইচ্ছায়—তুমি যে আমায় ডেকেছিলে!

অদ্বৈত। আমি তোমায় ডেকেছিলাম, তাই এসেছ! আমার প্রতি তোমার এত করুণা—দয়াময়!

নিমাই। তুমি আমার পরম প্রিয়।

অদ্বৈত। কিন্তু শাস্ত্রে তো এ সময় তোমার আসবার কথা ছিল না।

নিমাই। শাস্ত্র আমার অধীন—আমি শাস্ত্রাধীন নই। আমি সর্ব্বশাস্ত্রের অতীত!

অদ্বৈত। তুমি আমায় প্রেমতরঙ্গে ভাসিয়ে দাও, আমার অহঙ্কার ভেঙ্গে দাও—আমার সংশয় দূর কর। তোমার এই অনিন্দ্যসুন্দর অপার্থিব মূর্ত্তি আমি চোখ দিয়ে দেখেছি, তোমার মুখে হরিনাম পীযুষধারা পান ক'রেছি—তবু আবার কেন তোমায় জীব বোধ হয়! এ সংশয়ের হাত থেকে আমায় মুক্তি দাও প্রভু!

নিমাই। সংশয় মানুষের ধর্ম্ম—জ্ঞানীর ধর্ম্ম। তুমি জ্ঞানী!

অদ্বৈত। আমি জ্ঞান চাইনা—জ্ঞানের গরিমা চাইনা—আমায় ভাসিয়ে দাও প্রভু! একি—একি!

(শ্রীগৌরাঙ্গ ভাবাবেশে অদ্বৈতকে স্পর্শ করিলেন)

অদ্বৈত। আমি বৈকুণ্ঠে, না গোলোকে, না বৃন্দাবনে! আমি কোথায়?

মধুরং মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভোঃ,
মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্।
মধুগন্ধি মৃদুস্মিতমেতদহো
মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্॥

নিমাই। (প্রকৃতিস্থ হইয়া) আচার্য্য একি! আমার পায়ের তলায় প'ড়ে!

অদ্বৈত। আমি আমার ইষ্টদেবতার পূজা করছি!

নিমাই। কি ক'র্‌ছেন আপনি! ছিঃ, এতো বড় অন্যায়! আমায় অপরাধী ক'র্‌বেন না আচার্য্য! আপনার পায়ে পড়ি। দেখ পণ্ডিত দেখ—আচার্য্যের আচরণ দেখ! ওঁর কি জ্ঞানবুদ্ধি লোপ পেয়েছে সব?

অদ্বৈত। আমার দুঃখ যে এখনো জ্ঞানবুদ্ধি আছে!

নিতাই। কেন, তোমার আবার হ'ল কি?

(অদ্বৈত একদৃষ্টে গৌরাঙ্গের দিকে চাহিয়া রহিলেন)

নিতাই। এইরে, বুড়ো বুঝি' ক্ষেপ্‌লো! আহা-হা! আমি যে বড় রাণীর আঁচলের গেরো থেকে খুলে এনেছি। অঞ্চলের নিধি ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারবো তো ভালয় ভালয়!

অদ্বৈত। ওরে নিতাই, শোন্।

(নিতাই গান ধরিলেন)

নিতাই। (তখন) অতি অপরূপ তিমিরে রঙ্গ!

অদ্বৈত। শোন্ না?

নিতাই। তোমার কথা শুন্‌বো, না গান ধ'র্‌বো? ধরো বাসু খুড়ো—

(নিতাই ও বাসুঘোষ গান ধরিলেন)

গান।

(তখন) অতি অপরূপ তিমিরে রঙ্গ
রাই বাহিরিল করি রঙ্গ ভঙ্গ!
(রাই ধনী বেরুল রে—
আমার গজগামিনী বেরুলরে
মদন মোহন মন মোহিনী)
বেরুল রে—

বারণ নাহি মানে!
রাই হেলিয়া দুলিয়া চলিয়া যায়,
নীল নিচোল উড়িছে গায়,
গায়ের বসন তিতিছে ঘামে—
কেমনে দাঁড়াবে শ্যামের বামে!
(যেতে যেতে ঢ'লে পড়ে)
হংসিনীগামিনী রাই—
রাই সমান পদে সমান চলে,
(অমনি) সমান পিঠে বেণী দোলে,
রাই যাইতে যাইতে পুছে
কেলিকুঞ্জবন নিকুঞ্জ কানন
আর কতদূরে আছে!

(কীর্ত্তনের মধ্যে দাসী আসিয়া শ্রীবাসকে পুনরায় ইঙ্গিত করিল। উৎকণ্ঠিত শ্রীবাস মুখ ফিরাইতেই দেখিলেন দ্বারের নিকট মালিনী; তাঁহার দুই চোখ দিয়া অজস্র অশ্রুপাত হইতেছে! তাঁহাকে দেখিয়াই শ্রীবাসের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল—শ্রীবাস নিকটে গেলেন।)

শ্রীবাস। মালিনী—তবে কি?

মালিনী। তুমি একবার এসে শেষ দেখা দেখে যাও!

(শ্রীবাস ও মালিনী বাড়ীর ভিতর গেলেন ও ফিরিয়া আসিলেন)

শ্রীবাস। যা' হবার হ'য়েছে মালিনী! স্বয়ং নারায়ণ আমার আঙ্গিনায় নৃত্য ক'রছেন। তাঁর কণ্ঠের মধুর হরিনাম শুনতে শুনতে—সে ইহলোক ত্যাগ ক'রেছে! মুক্তি কৈবল্য গোলোক—তার হস্তামলক!

মালিনী। কিন্তু আমার যে মায়ের প্রাণ—আমি যে আর চুপ ক'রে থাকতে পারছিনে!

শ্রীবাস। আমারও কি উচ্চৈঃস্বরে কাঁদতে ইচ্ছা ক'রছে না মালিনী! কিন্তু এখন কেঁদে প্রভুর সমাধির মহা আনন্দ ভেঙ্গে দিয়ো না! যদি থাকতে না পার "কৃষ্ণ—কৃষ্ণ" ব'লে কাঁদ—তোমার আত্মিক শোক ব্রজধামের আধ্যাত্মিক শোকে পরিণত কর মালিনী! তোমার মাকে বারণ কর মালিনী! বালকবালিকা, আত্মীয়স্বজন—যে যেখানে আছে, কিছুক্ষণের জন্য শোক দমন করুক্। আমি নিজে মহাপ্রভুর সঙ্গে মহাসংকীর্ত্তনে যোগ দিয়ে এ শোক ভুলবো।

(শ্রীবাস উন্মত্তবৎ কীর্ত্তনের প্রার্থনায় যোগ দিলেন। যথাসময়ে গান শেষ হইল)

নিমাই। পণ্ডিত, তোমার মুখে এ কিসের চিহ্ন? আনন্দ না বিষাদ!

শ্রীবাস। তুমি যখন আমার সাম্‌নে—আমার আঙিনায়, তখন বিষাদ কেমন ক'রে স্থান পাবে এখানে! আমার সব ব্যথা যে তোমার পায়ে আত্ম'নবেদন ক'রে ধন্য হ'য়েছে প্রভু! আর তো তাদের মালিন্য নেই!

নিমাই। আমি বুঝ্‌তে পারছিনে। কিন্তু পণ্ডিত, তুমি আমার পূজনীয়—পিতৃতুল্য পিতৃব্য; অমন কথা তুমি মুখে এনো না!

শ্রীবাস। তোমার যখন সেই ইচ্ছা, তাই হবে। তুমি আবার কীর্ত্তন কর—আনন্দের হাট ব'সে যাক্ শ্রীবাসের এই ক্ষুদ্র আঙিনায়!

নিমাই। শ্রীপাদ!

নিতাই। কি ব'লছ?

নিমাই। আমার প্রাণ কেঁদে উঠ্‌ছে, আমি যেন কার কান্নার ধ্বনি অনুভব ক'রছি—আমার প্রাণের তন্ত্রীতে! আজ আমার মা-যশোদার—মা-দেবকীর দুঃখ মনে প'ড়ছে! বুঝি আমার কোন্ আপন জন ননীচোরা গোপাল হারিয়েছে। কে গো, তুমি কে গো?

(মালিনী ছুটিয়া আসিয়া গৌরাঙ্গচরণে মূর্চ্ছাহতা হইলেন)

মালিনী। বাবা, বাবা!

(গৌরাঙ্গ তাঁর হাত ধরিয়া তুলিলেন)

নিমাই। একি! মা জননি, তুমি—তুমি এমন ভাবে! কি হ'য়েছে মা?

(অশ্রুসজল চোখে নারায়ণী প্রবেশ করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের হাত ধরিলেন)

নারায়ণী। তুমি এস!

নিমাই। কি হ'য়েছে নারায়ণী?

নারায়ণী। ভাই আর কথা কইছে না!

নিমাই। তোমার ভাই?

নারায়ণী। হাঁ, একটু আগে তোমার গান শুন্‌ছিল—তারপর আর চোখ চেয়ে দেখ্‌ছেও না—মুখে কথাও ব'ল্‌ছে না!

নিমাই। সে কি, তোমার ভাইয়ের কি অসুখ ছিল?

নারায়ণী। হাঁ, বড় কঠিন অসুখ। তুমি দেখ্‌বে এস!

(নারায়ণী নিমায়ের হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া গেল)

অদ্বৈত। শ্রীবাস, কি শুনছি এসব?

শ্রীবাস। যা' শুন্‌ছেন সবই সত্য।

অদ্বৈত। তোমার একমাত্র পুত্র মৃত?

শ্রীবাস। হাঁ আচার্য্য!

অদ্বৈত। আর তুমি ধীর, স্থির, সংযত?

শ্রীবাস। কই প্রভু, আমি তো সংযত হ'তে পারিনি। ব্রাহ্মণীকে বুঝিয়েছিলাম, কে কার পুত্র-কন্যা? নিজে বুঝ্‌তে পারিনি, আপনি হয় তো লক্ষ্য করেন নি—কিন্তু আজ্‌কের সংকীর্ত্তনে—হরি, হরি, ব'লে আমি যত অশ্রু বিসর্জ্জন ক'রেছি, আর কোনদিন কোন কারণে তত অশ্রু আমার চোখ দিয়ে ঝরেনি।

(গৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দ, মালিনী ও নারায়ণীর পুনঃ প্রবেশ)

নিমাই। পণ্ডিত, তুমি আমার কাছে পুত্রশোক গোপন ক'রেছিলে? তোমার মত বন্ধু আমি কোথায় পাব? এমন বন্ধুকে কেমন ক'রে ছেড়ে যাব?

(সকলে গৌরাঙ্গের প্রতি চাহিলেন)

মালিনী। বাবা, আমার কি হবে? আমি শূন্য ঘরে কেমন ক'রে থাক্‌বো! আর যে আমার মা ব'লে ডাক্‌বার কেউ রইলো না!

নিমাই। মা, ওঠ! তোমার স্বামী আজ ভক্তিডোরে শ্রীনন্দনন্দনকে বেঁধেছেন। বৈষ্ণবের নিজের কোন স্বতন্ত্র দুঃখ নেই। আমি তোমায় চিরদিন মা ব'লে ডাক্‌বো! আজ তুমি কাঁদ, আমি তোমায় কাঁদতে বারণ করি নে! মানুষের কোন দুঃখইতো নিষ্ফল নয় মা!

নারায়ণী আমার ভাই আর কথা কইবে না?

নিমাই। আমি তোমার সঙ্গে কথা কইব!

নারায়ণী তুমি তাকে বাঁচাতে পার না?

নিমাই। আমি কেমন ক'রে বাঁচাব—নারায়ণী?

নারায়ণী তবে জ্যেঠামশায় বলেন, তুমি সব পার। তুমি ঠাকুর!

নিমাই। (কথা কইতে পারিলেন না)

নারায়ণী। এই যে তোমায় দেখে ভাই এক-বার কথা ব'ল্লে, আবার তখনি চুপ ক'র্‌লে! তবে কি ভাই আমার ম'রে গেছে—আর আস্‌বে না?

নিমাই। নারায়ণী!

নারায়ণী। আমার বড় কান্না পাচ্ছে—বড় প্রাণ কেমন ক'চ্ছে!

শ্রীবাস। না—না, তোমায় আমি আমার ক্ষুদ্র পারিবারিক শোকের জন্য কাঁদতে দেব না। তুমি যাঁর জন্য কাঁদ শ্রীরাধিকা—যাঁর জন্য কেঁদেছেন, তাঁরই জন্য কাঁদ্‌বে! বাসুদেব, নিত্যানন্দ, প্রভুর শোকাশ্রু আনন্দাশ্রুতে পরিণত কর!

সকলে। গান

অনেক সাধের পরাণ বঁধুয়া
নয়নে লুকায়ে থোব
বঁধুহে নয়নে লুকায়ে থো'ব!
প্রেম চিন্তামণি রসেতে গাঁথিয়া
হৃদয়ে তুলিয়া লব।

নারায়ণী (আত্মহারা)।

শিশুকাল হ'তে আন নাহি চিতে
ও পদ করেছি সার
ধন-জন-মন জীবন-মরণ
তুমি যে গলার হার।

সকলে।

অনেক সাধের পরাণ বঁধুয়া
নয়নে লুকায়ে থো'ব।

নারায়ণী (আত্মহারা)।

পিরীতি রসেতে ঢালি তনুমন
দিয়াছি তোমার পায়
তুমি মোর পতি, তুমি মোর গতি
মন আন নাহি চায়।

তৃতীয় অঙ্ক

(শচীদেবীর বাড়ীর প্রাঙ্গণ। প্রাতঃকাল। বিষ্ণুপ্রিয়া ও নিমাই ঘরের বাহিরে আসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছেন।)

নিমাই। মহাভাবের কথা শুন্‌লে এইবার তোমায় ব'লবো কিশোরীতত্ত্বের কথা!

বিষ্ণুপ্রিয়া। কিশোরী-তত্ত্ব?

নিমাই। হাঁ, কিশোরী-তত্ত্বই তো বিশুদ্ধ প্রেমতত্ত্ব—'কামগন্ধ নাহি তায়'!

বিষ্ণুপ্রিয়া। কথা শুন্‌তে শুন্‌তে কখন্ ভোর হ'য়েছে জান্‌তেও পারিনি।

নিমাই। এইবার তুমি ঘরের কাজকর্ম্ম করগে—আমি আসি!

বিষ্ণুপ্রিয়া। তুমি কোথায় যাবে?

নিমাই। তোমায় তো ব'লেছি, তিনি আজ কাঞ্চননগরে যাবেন। তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রে আস্‌বো।

বিষ্ণুপ্রিয়া। বেশী দেরী হবে না তো?

নিমাই। না, দেরী কেন হবে!

বিষ্ণুপ্রিয়া। তবু, কতক্ষণ পরে আস্‌বে?

নিমাই। এত আকুল প্রশ্ন কেন লক্ষ্মী!

বিষ্ণুপ্রিয়া। একদণ্ড তোমায় চোখের আড়ালে রাখতে ভয় হয়।

নিমাই। ক্ষুদ্র ভয়, ক্ষুদ্র আশঙ্কা তোমায় ছাড়তে হবে লক্ষ্মী! এখন আমি আসি।

(নিমাই চলিয়া গেলেন! বিষ্ণুপ্রিয়া একদৃষ্টে সেইদিকে কিয়ৎক্ষণ চাহিয়া রহিলেন, পরে ঘরের কাজে মন দিলেন। বাহির হইতে শ্রীবাস ও নিত্যানন্দ আসিলেন।)

নিতাই। রসো খুড়ো, আমি খবরটা নিয়ে আসি। ঐ যে বৌমা, কাজকর্ম্ম ক'র্‌ছেন।

(নিতাই বাড়ীর ভিতর ঘুরিয়া আসিলেন)

কোথায় বেরিয়েছে, এখন বাড়ী নেই। আমরা ব'স্‌বো না বৌমা, তুমি কাজকর্ম্ম করগে! কি ব'ল্‌ছিলে খুড়ো?

শ্রীবাস। সেদিন প্রভু আমায় ওকথা কেন ব'ল্‌লেন—"এমন বন্ধুকে ছেড়ে আমি কেমন ক'রে থাক্‌বো?" তবে কি আমাদের ছেড়ে যাওয়ার সঙ্কল্প ওঁর মনে উদয় হ'য়েছে?

নিতাই। কথাটা তুমি লক্ষ্য ক'রেছ খুড়ো? তার উপর, ঐ রামরূপটা কি না পৈতে ছিঁড়ে শাপ দিলে!

শ্রীবাস। এদিকে নবদ্বীপের সামাজিকেরা সবাই যেন উঠে প'ড়ে লেগে গেছে!

নিতাই। কেন, কীর্ত্তনবন্ধের জন্য?

শ্রীবাস। হাঁ, সেইদিন থেকে দিন দিন আমার আশঙ্কার অন্ত নেই শ্রীপাদ!

নিতাই। চল, বাবাঠাকুরের কাছে যাই—তাঁকে তো পণ্ডিতরা সবাই খাতির করে।

শ্রীবাস। আগে খাতির ক'র্ত্ত—আমাদের দলে যোগ দেওয়ার পর থেকে বিদ্রূপ আরম্ভ ক'রেছে!

নিতাই। মা, স্ত্রী আর আমাদের সবাইকে নিয়ে এমন সংসার পাতিয়েছে শ্রীবাস খুড়ো! যে, আজ আমার মনে হ'চ্ছে, সন্ন্যাস ছেড়ে দিয়ে তোমাদের সঙ্গে এখানে সংসারী হই!

শ্রীবাস। আচ্ছা, চল একবার গঙ্গাদাস পণ্ডিতের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে দেখি।

[উভয়ের প্রস্থান

(ফুল ও চন্দন লইয়া সদ্যস্নাতা নারায়ণী প্রবেশ করিলেন)

নারায়ণী। কই গো, কোথায় গেলে?

(বিষ্ণুপ্রিয়া ঘরের ভিতর ছিলেন, বাহিরে আসিলেন)

বিষ্ণুপ্রিয়া। কে রে, নারাণী আমায় ডাক্‌ছিস্?

নারায়ণী। এস, এইখানে ব'স। তোমার নাওয়া হ'য়েছে তো? নাও ব'স।

(হাত ধরিয়া বসাইলেন)

বিষ্ণুপ্রিয়া। কি ক'র্‌বি তুই?

নারায়ণী। (কানে কানে) তোমার পা পূজো ক'র্‌বো—ফুল-চন্দন সব এনেছি।

বিষ্ণুপ্রিয়া। কেন, তোর হ'ল কি?

নারায়ণী। সে অনেক কথা!

বিষ্ণুপ্রিয়া। হাঁরে, তোদের বাড়ী সমস্ত রাত ধ'রে কি হয় রে?

নারায়ণী। তোমার বরের বুঝি বাড়ী আস্‌তে রোজ রাত পুইয়ে যায়।

বিষ্ণুপ্রিয়া। যায়ই তো।

নারায়ণী। তাই বুঝি তোমার রাগ হ'য়েছে!

বিষ্ণুপ্রিয়া। হবে না?

নারায়ণী। রাগ কেন হয়?

বিষ্ণুপ্রিয়া। আগে তোর বর হোক্—সে বাড়ী আসতে দেরী ক'র্‌লে তখন তোরও রাগ হবে!

নারায়ণী। আমার আবার বর হবে কি গো, আমার যে বর আছে।

বিষ্ণুপ্রিয়া। দূর পোড়ারমুখি, তুই স্বয়ংবরা হ'য়েছিস্ নাকি?

নারায়ণী। হাঁ, হ'য়েছি।

বিষ্ণুপ্রিয়া। কে তোর বর?

নারায়ণী। ব'ল্‌বো না।

বিষ্ণুপ্রিয়া। ইসারায় ইঙ্গিতে বল্।

নারায়ণী। না, তাও ব'ল্‌বো না।

বিষ্ণুপ্রিয়া। কেন, ব'ল্‌বিনে কেন?

নারায়ণী। না।

বিষ্ণুপ্রিয়া। আমি কিন্তু বুঝ্‌তে পেরেছি!

নারায়ণী। পেরেছ? তুমি মানুষের মনের কথা বুঝতে পার না কি?

বিষ্ণুপ্রিয়া। তোর মনের কথা বুঝেছি।

নারায়ণী। তা' হ'লে আজ থেকে তুমি আমার "মনের কথা" তোমার সঙ্গে "মনের কথা" পাতালেম্!

বিষ্ণুপ্রিয়া আচ্ছা ভাই "মনের কথা" তোর বর দেখা হ'লে তোকে কি বলে?

নারায়ণী। কিছু বলে না, শুধু হাসে।

বিষ্ণুপ্রিয়া। তুই বেশ আছিস্ নারায়ণি!

নারায়ণী। তুমি কেমন ক'রে জান্‌লে—আমি বেশ আছি!

বিষ্ণুপ্রিয়া। ভাবে ভঙ্গিতে বুঝতে পাচ্ছি, তুই আমার চেয়ে সুখী। তোর হারাবার ভয় নেই!

নারায়ণী। তোমার মত বেঁধে রাখ্‌বার দুরাকাঙ্ক্ষাও তো নেই আমার! আমি শুধু দেখতে পেলেই খুসী।

বিষ্ণুপ্রিয়া। সেই জন্যই বুঝি এসেছিস্?

নারায়ণী। না—তোমায় দেখ্‌তে এসেছি, তোমার পা-পূজো ক'র্‌তে এসেছি। তা'হলে ব'স গো এয়োরাণী, ভাগ্যধরী, স্বামীসোহাগী! আসনে ব'স।

বিষ্ণুপ্রিয়া। আমার পা-পূজো ক'র্‌বি কেন?

নারায়ণী। তুমি যে আমার প্রিয়ের প্রিয়, তাইতো তোমায় ভালবাসি!

গান।

আমি তোমায় ভালবাসি!
ওগো আমার প্রিয়ের প্রিয়,
চন্দ্রবদন তব কৌমুদীরুচি হাসি।
সুন্দর তুমি সখী সুন্দরী শিরোমণি
তব যৌবন শোভা জিনি সৌদামিনী
(ওগো) চঞ্চলগতি চরণা রাগারুণ বরণা!
অঙ্গ, সঙ্গ তব রঙ্গ অপাঙ্গ।
ভ্রূভঙ্গ সখি, শত অনঙ্গনাশী।

নারায়ণী। আমি চ'ল্লাম ভাই, তোমার শাশুড়ী আর মাস্‌শাশুড়ী আস্‌ছেন।

বিষ্ণুপ্রিয়া। তুই রোজ একবার ক'রে আস্‌বি আমার কাছে?

নারায়ণী। হাঁ, আস্‌বো—তোমার মনের কথা শুন্‌বো, আমার মনের কথা তোমায় বল্‌বো।

(শচী ও সর্ব্বজয়ার প্রবেশ)

শচী। বউমা, অদ্বৈত এখানে খেতে চেয়েছেন। তুমি কিছু রাঁধবে, আমি কিছু রাঁধবো, তোমার মাসীও কিছু রাঁধবে। তুমি একটু রান্নাঘরের দিকে যাও মা!

বিষ্ণুপ্রিয়া। আচার্য্য আমার হাতে খাবেন তো মা?

শচী। তোমারই হাতে খাওয়ার জন্য তাঁর আগ্রহ বেশী!

বিষ্ণুপ্রিয়া চলিয়া গেলেন)

শচী। নারাণি, তোর জেঠাই-মা কেমন আছে রে?

নারায়ণী। তোমার ছেলে গিয়ে মা ব'লে ডাকে, তাই আজকাল আর কাঁদে না।

শচী। তাকে বলিস্, তোমার সই ডেকেছে।

নারায়ণী। জেঠাই-মা বুঝি তোমার সই? বাবে! তোমার বৌএর সঙ্গে আমি যে "মনের কথা" পাতিয়েছি।

[নারায়ণীর প্রস্থান

শচী। তাই নাকি? তা' বেশ হ'য়েছে!··· মেয়েটা যেন কেমন নেলাক্ষেপা!

সর্ব্বজয়া। সেই ছেলেটা ম'রে যাওয়ার পর থেকে কি রকম যেন পাগল পাগল ভাব! ছেলেটা-অন্ত প্রাণ ছিল।

শচী। সেদিন ওর মা কত কাঁদ্লে! বলে, দিদি! বরাতে যে কি আছে! ঐ পাগল মেয়ে, ওকে কে বিয়ে ক'র্‌বে?

সর্ব্বজয়া। তাতো বটেই, যার প্রাণে কি শান্তি আছে!···কি কথা ব'ল্‌বে ব'ল্‌ছিলে দিদি?

শচী। বলি বোন্, বলি। সেইজন্যই তো বৌমাকে পাঠিয়ে দিলাম। ক'দিন বেশ ছিল! সংকীর্ত্তনে মেতে ছিল, তারপর জাগাই মাধাইএর ব্যাপার নিয়ে খুব উত্তেজনায় ছিল—আবার যেন একটু অন্য রকম ভাব দেখ্‌ছি!

সর্ব্বজয়া। অন্য রকম ভাব আবার কি দেখ্‌লে?

শচী। সেদিন এক সন্ন্যাসী এসেছিল, তাকে কত যত্ন ক'রে খাওয়ালে।

সর্ব্বজয়া। তাতে আর দোষ কি?

শচী। শুধু সে জন্য নয়, তারপর অনেকক্ষণ ধ'রে গোপনে কি কথা ব'লে। আমার অবস্থা জানিস্ তো জয়া, পোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখে ডরাই! আমি শুধু ভাবছি, সন্নিসীর সঙ্গে অত কি কথা!

সর্ব্বজয়া। তুমি দিদি, বড্ড বেশী ভাব।

শচী। জয়া, তুই তো আজ আমায় নতুন দেখ্‌ছিস্‌নে। তুষের আগুনে তিল তিল ক'রে পুড়ে, তবেই না আজ মনের এই অবস্থা হ'য়েছে!

সর্ব্বজয়া। সংসারে থাকতে গেলে পোড়া তো সবাইকেই খেতে হয় দিদি!

শচী। আচ্ছা, চন্দ্রশেখর কি বলে?

সর্ব্বজয়া। কি জানি দিদি, ওদের কারো কথা আমি বুঝ্‌তে পারিনে। ও যেমন শ্রীবাস পণ্ডিত, তেমনি নিতাই—তেমনি অদ্বৈত বুড়ো, আর তেমনি তোমার ভগ্নীপতি।

শচী। সবাই মিলে আমার মাথাটা খেলে! আমার বিশ্বরূপ আর তোমার লোকনাথ—অদ্বৈতই তো এদের ঘরবাসী হ'তে দিল না।

সর্ব্বজয়া। তোমার ভগ্নীপতিও ঐ দলে। কি জানি দিদি, বুঝিনে, কিছু। আর কিছু অন্য ভাব এর মধ্যে দেখেছ?

শচী। ক'দিন মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক অবস্থায় "অক্রুর, এসেছ তুমি?" এই কথাটা ব'ল্‌তো; তারই কয়েকদিন পরে ঐ সন্নিসীটে এল। তার পর থেকে আর ওসব কথা বলে না।

সর্ব্বজয়া। সন্নিসীর নাম কি জান?

শচী। শুনেছি, কেশব ভারতী।

সর্ব্বজয়া। কেশব ভারতী!

শচী। নাম শুনেছ?

সর্ব্বজয়া। হাঁ, তোমার ভগ্নীপতি জানেন। কাঞ্চননগরে থাকেন শুনেছি।

শচী। আচ্ছা, যদি নারায়ণের অবতারই হবে, তবে আর সংসারে থাকতে দোষ কি? ভজন-সাধন—এসব তো আর নারায়ণের দরকার হয় না?

সর্ব্বজয়া। মাঝে মাঝে যে সব কথা বলে, তাতে তো আর মানুষ ব'লে মনে হয় না। নৈলে, অমন অমন সব পণ্ডিত—তারাই বা এমন ছেলে-মানুষি ক'র্‌বে কেন?

শচী। আমি তো ভগবান চাইনি জয়া, আমি চাই ছেলে! সাধারণ সংসারী মানুষ—মাকে দেখবে, স্ত্রীকে দেখ্‌বে, সংসার-ধর্ম্ম ক'রবে।

সর্ব্বজয়া। চেয়েছ কি না চেয়েছ, তাই বা কেমন ক'রে জান্‌বে? ভগবান যদি এসেই থাকেন —তিনি কি অমনিই এসেছেন তুমি মনে কর দিদি! নিশ্চয়ই পূর্ব্বজন্মে ঐ কামনা ক'রেছিলে!

শচী। ছেলে যদি আমার ভগবানই হয়, তা' হ'লে ভগবানের মা হবার মত শক্তি তো আমার থাকা চাই? কিন্তু আমি যে সাধারণ মেয়েমানুষের মতই দুর্ব্বল!

(নিমাইয়ের প্রবেশ)

নিমাই। মা, তুমি ভেবোনা—আমি তোমার অনুমতি না নিয়ে যাব না।

শচী। নিমাই!

নিমাই। হাঁ মা, আমি সত্যি কথা ব'লছি—তুমি যখন অনুমতি দেবে তখন আমি যাব, তার আগে যাব না।

শচী। হাঁ নিমাই, তুই কি বলছিস্? তো'র কথা শুনে যে আমার বুক কেঁপে ওঠে! জয়া শুনলে?

নিমাই। মাসীমা! তোমায় আজ রাঁধতে হবে, জান তো? শোন, আমি তোমাদের রান্না ভাগ ক'রে দিই। মা তুমি মোচার ঘণ্ট আর শাক, মাসীমা তুমি নারিকেল-কুমড়ী—

সর্ব্বজয়া। আর বৌমা? ঐ দেখ, বেটী শুনবার জন্য লুকিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে!

নিমাই। ওঁকে তো আর ছোটখাট অন্ন রাঁধতে দেওয়া যায় না, উনি হ'লেন বিষ্ণুপ্রিয়া! সুতরাং উনি পরম অন্ন রাঁধুন। কি বল মাসীমা, মা-মাসীর চেয়ে বৌয়ের সম্মান একটু বেশী করাই দরকার? মা, তুমি কথা ক'চ্ছ না যে?

শচী। তুমি যে কি ব'ললে বাবা—আমি তাই ভাবছি!

নিমাই। কি ব'ললাম আমি?

শচী। আমার অনুমতি না নিয়ে—

নিমাই। ঠিকই তো, তোমার অনুমতি না নিয়ে কোথাও যাব না।

শচী। তবে কি তোমার কোথাও যাওয়ার ইচ্ছে আছে?

নিমাই। যদি কখনো কোথাও যাই!

শচী। কোথায় তুমি যাবে?

নিমাই। তা' কি ক'রে ব'লবো!

সর্ব্বজয়া। আহা দিদি, তুমিও তো কম পাগল নও! পুরুষমানুষ বাড়ীর বার হবে না? তা' ব'লছে তো, যখন যেখানে যাবে তোমায় ব'লে যাবে।

নিমাই। যাও মা, তুমি নেয়ে এস। মাসীমা, মাকে দেখো।

সর্ব্বজয়া। চল দিদি, গঙ্গায় ডুবটা দিয়ে আসি।

[শচী ও সর্ব্বজয়ার প্রস্থান'

নিমাই। লক্ষ্মী!

(বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রবেশ)

বিষ্ণুপ্রিয়া। আমায় ডাকলে?

নিমাই। হাঁ, এস—আমার কাছে এস।

বিষ্ণুপ্রিয়া। আমায় কিছু ব'লবে?

নিমাই। প্রাণে বড় আঘাত পেয়েছি লক্ষ্মী!

বিষ্ণুপ্রিয়া। কি আঘাত?

নিমাই। নবদ্বীপের পণ্ডিতেরা আমায় ভণ্ড বলে! বলে, আমি অশাস্ত্রীয়—অসামাজিক আচরণ ক'রছি!

বিষ্ণুপ্রিয়া। তোমার কোন্ আচরণ তাঁদের কাছে অসামাজিক?

নিমাই। তা' জানি নে; তবে শুনে এলাম, রাজার কাছে নালিশ ক'রবার মন্ত্রণা চ'লছে আমার বিরুদ্ধে—আমার সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে।

বিষ্ণুপ্রিয়া। কেমন ক'রে বাইরের অসংখ্য লোক এসে তোমায় আমার কাছ থেকে দূরে নিয়ে যাচ্ছে—আমি বুঝতেও পারিনে!

নিমাই। কিন্তু আমার অন্তর যে তোমারই কাছে পড়ে আছে! তাই তো বাইরের আঘাত খেয়ে ছুটে এসেছি লক্ষ্মী, তোমারই প্রাণের দ্বারে!

বিষ্ণুপ্রিয়া। তুমি যদি আমার কাছে ব'সে হরিকথা কইতে!

নিমাই। তাও তো পারছি নে লক্ষ্মী! সব ছেড়ে দিয়ে যদি তোমায় ধ'রতে পার্ত্তেম! আমার বুঝি একুল ওকুল দু'কুল যায়!

বিষ্ণুপ্রিয়া। আমি কি ক'রবো—আমি কত ছোট! এই ছোট সংসারের ভিতর—ছোটখাট গৃহকর্ম্মের মাঝে যদি কোন দিন তোমায় একা পেতাম!

(নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতের প্রবেশ)

নিতাই। বাবাঠাকুর! শীগগির এস, এগিয়ে এস—যুগলমূর্ত্তি দেখবে এস!

অদ্বৈত। কই—কই?

বিষ্ণুপ্রিয়া। ওমা, কি লজ্জা!

(ঘোম্‌টা দিলেন)

নিতাই। বৌমা, যেওনা—শোন, কথা আছে।

অদ্বৈত। কৈ নিতাই, আমার ভাগ্যে তো যুগলরূপ দেখা হ'ল না!

নিতাই। তুমি বাবাঠাকুর, আজন্ম চিরকাল জ্ঞানচর্চ্চা ক'রে এলে—আর আজ দেখ্‌বো ব'ল্‌লেই অমনি যুগল দেখ্‌বে? কিছুদিন আমাদের সৎসঙ্গে রসচর্চ্চা কর, তবে তো হবে। বৌমা, এই বুড়োটীকে তোমার হাতে সমর্পণ ক'র্‌লাম—তুমি এঁকে দেখো। উনি গৌরাঙ্গ-অবতারের গুহ্য রস-তত্ত্ব জান্‌তে চান। তুমি না জানালে সে তো কেউ জান্‌তে পারে না। মৌন রইলে মা লক্ষ্মী! বেশ, বেশ,—তা' হ'লেই হ'ল। মৌনং সম্মতিলক্ষণম্।

নিমাই। একি আশ্চর্য্য, আপনি এসেছেন! আসুন আসুন—আমার পরম সৌভাগ্য। লক্ষ্মী, এস আমরা আচার্য্যের পায়ের ধুলো নিই।

(উভয়ের তথাকরণ)

নিমাই। এবার যাও—আসন, পাদ্য, অর্ঘ্য নিয়ে এস।

অদ্বৈত। আজ আমি তোমার সঙ্গে ঝগড়া ক'রব।

নিমাই। আমার সঙ্গে?

অদ্বৈত। হাঁ, তোমার সঙ্গে। নিতাই, শ্রীবাস, মুরারি, গদাধর—এদের কথা ছেড়ে দাও, আমি জানি এদের তুমি চিরদিন ভালবাস। কিন্তু, আমি কি জগাই-মাধাইএর চেয়েও বেশী পাপী!

নিমাই। আচার্য্য, আপনি আমায় অন্যায় দোষ দিচ্ছেন। আমি ধর্ম্ম জানি নে, তত্ত্ব জানি নে, শাস্ত্র জানি নে, পাপপুণ্য জানি নে—আমি শ্রীহরির সেবক! আমি শুধু হরিনাম গান করি!

নিতাই। আর তুমি বল, নাচনগাওন আবার ধর্ম্মটা কিসের?

অদ্বৈত। আমি কি আপনি বলি নাকি? কে ওকথা আমার মুখ দিয়ে বার ক'রেছিল!

নিতাই। তোমার মত গুমুরে আর পৃথিবীতে আছে! গৌরাঙ্গই তো বারবার তোমার কাছে গেছেন, তুমি একবার এসেছিলে গৌরচন্দ্রের কাছে? হক্ কথা বল বাবাঠাকুর, শুধু শুধু রাগ ক'র্‌লেই তো হয় না! এই আজ এসেছ—এরই মধ্যে মনটা কত নরম হ'য়েছে দেখ্‌ছো? তারপর মায়ের হাতের অন্ন খাও, বৌমার হাতের পরমান্ন খাও—একেবারে চিত্তশুদ্ধি! রাগ ক'রো না বাবা, তোমার মনের প্যাঁচটা একবার ভেবে দেখ! তুমি কিনা বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ হ'য়ে বৈদিকের বাড়ী খাব, এই অভিমানে মহাপ্রসাদ পেতে এলে না! বলি, আমিও তো সদ্‌ব্রাহ্মণ—আমি কেন তোমাদের পাঁচদোরে খেয়ে বেড়াই? তোমার ঐ প্যাঁচোয়া বারেন্দ্র-বুদ্ধিটী একটু সরল ক'র্‌তে হবে বাবা!

নিমাই। আহা-হা, কি ব'ল্‌ছো আচার্য্যকে!

নিতাই। আমি সত্যি কথা ব'লেছি কিনা, উনি মনে মনে বুঝে দেখুন। এস ভাই, আমরা একটু রান্নাঘরে মায়ের কাছে যাই। আচার্য্য একটু বৌমার সঙ্গে কথা কইবেন। বৌমা, এই নাবালক বৃদ্ধটীকে তোমার হাতে সমর্পণ ক'র্‌লাম—তুমি এঁকে একটু জ্ঞান দাও। (অদ্বৈতের প্রতি) এক-বার ভাল ক'রে মা ব'লে ডাক দেখি? রাতদিন কেবল ছোটরাণী বড়রাণী! কতদিন মা-নাম মুখ দিয়ে বেরোয়নি, বোধকরি মা বলা ভুলেই গেছ!

[উভয়ের প্রস্থান

অদ্বৈত। নিতাই কড়াকথা বলে বটে, কিন্তু বড় হক্ কথা বলে। দেখেছো বৌমা, ওর কথায় রাগ হয় না!

বিষ্ণুপ্রিয়া। না—তা' হয় না।

অদ্বৈত। দাঁতে ঘা' দিয়ে গালাগালি দেয় বটে, কিন্তু বেশ মিষ্টি ভাষায়!

বিষ্ণুপ্রিয়া। তা'হলে বলুন, ওঁর গাল আপনার বেশ ভাল লাগে!

অদ্বৈত। আর শুধুই কি গাল? মাঝে মাঝে বেশ দু'এক ঘা চড় চাপড়ও চলে! তোমার কর্ত্তাটীও কম নন।

বিষ্ণুপ্রিয়া। বলেন কি! আপনাকে? আপনি জ্ঞানবৃদ্ধ দেশপূজ্য আচার্য্য!

অদ্বৈত। তবু তো আমার কিছু হ'ল না মা! জগাই-মাধাই পর্য্যন্ত গৌর-নিত্যানন্দের প্রেমপরশ পেল—আর আমি যে আচার্য্য সেই আচার্য্য!

বিষ্ণুপ্রিয়া। আচার্য্য, আপনার এদশা কেন?

অদ্বৈত। আমি সবার চেয়ে বয়সে বড়, আর খানকতক পুঁথি প'ড়েছি ব'লে! আমি তরুর মত সহিষ্ণু হ'তে পেরেছি, কিন্তু কৈ—এখনো তো তৃণের মত নীচ হ'তে পারি নি মা! তাই তো

নিতাই হাল ছেড়ে দিয়ে তোমার হাতে আমায় স'পে দিয়েছে।

বিষ্ণুপ্রিয়া। আচ্ছা, আপনারা কি সবাই পাগল হ'য়েছেন? কি ব'লছেন এ সব?

অদ্বৈত। আমি আর কৈ পাগল হ'লাম মা! পাগল হ'তে পারলে তো বেঁচে যেতাম!

বিষ্ণুপ্রিয়া। আমার শাশুড়ী কিন্তু আপনার ঘাড়েই সব চেয়ে দোষ দেন।

অদ্বৈত। কেন—কেন, আমি কি ক'রেছি?

বিষ্ণুপ্রিয়া। আপনি নিজে পাগল হননি' বটে, কিন্তু পাগল ক'রেছেন আপনি!

অদ্বৈত। সে কি মা, আমি নিরীহ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ!

বিষ্ণুপ্রিয়া। আমার শাশুড়ী বলেন, আপনি আমার ভাসুরকে গৃহত্যাগী ক'রেছেন—আবার স্বামীকে ঘরছাড়া ক'রবার চেষ্টায় আছেন!

অদ্বৈত। তোমার ভাসুর বিশ্বরূপ? তাকে গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী ক'রেছি আমি? সে চ'লে যাওয়ায় আমি অন্নজল ছেড়েছিলাম—তা' জান?

বিষ্ণুপ্রিয়া আমি তো নিজে কিছু জানি নে —তাঁর যা' ধারণা, তাই আমি আপনাকে শোনাচ্ছি; তবে আমার স্বামীর মাথা যে আপনি খারাপ ক'রছেন, তাতে আমার একবিন্দুও সংশয় নেই!

অদ্বৈত। সে কি গো!

বিষ্ণুপ্রিয়া। ওপাড়ার শ্রীবাস পণ্ডিত আর আপনি, এই দুই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ।

অদ্বৈত। কেমন ক'রে বল? শুধু তো দোষ দিলেই হয় না—প্রমাণ চাই!

বিষ্ণুপ্রিয়া। শ্রীবাস পণ্ডিত ওঁকে বিষ্ণুখাটে বসিয়ে বাতাস ক'রতে লাগ্লেন, বাড়ীর সবাইকে ডেকে ব'ল্লেন—এই আমার ইষ্টদেব। তারপর পূজো, আরতি—কিছুই বাকী রইলো না!

অদ্বৈত। আর আমি? আমি তো ওসব কিছুই করিনি!

বিষ্ণুপ্রিয়া। করেন নি? আমার অজানা কিছুই নেই জানবেন। আপনি ত কম নন! দেখা হ'তেই আপনি "তৎ ত্বমসি" ব'লে হুঙ্কার ক'রে উঠ্লেন। তারপর আর একদিন চন্দন তুলসী গঙ্গাজল নিয়ে নারায়ণ পূজোর মন্ত্র প'ড়ে পা-পূজো ক'রলেন। এর পরেও যদি সংসারসুখে তাঁর মন না যায়, তার জন্য কে দায়ী আচার্য্য?

অদ্বৈত। বারে—এতো বেশ উল্টো চাপ!

বিষ্ণুপ্রিয়া। আমি আপনাকে স্পষ্ট কথা ব'লে দিচ্ছি, যা' ক'রেছেন— ক'রেছেন; আর ওরকম ক'র্বেন না। আমি স্বামী নিয়ে সংসারধর্ম্ম ক'র্তে চাই।

অদ্বৈত। তিনি যদি সংসার না করেন?

বিষ্ণুপ্রিয়া। তা'হলে বুঝবো, আপনারাই তাঁকে সংসার ক'র্তে দিলেন না—বিশেষ আপনি। আপনি বসুন আচার্য্য, আমার এখনও অনেক গৃহকাজ বাকী আছে। আমার মিনতি আচার্য্য, আমার স্বামীকে আপনারা এমনভাবে আমার কাছ থেকে ছাড়িয়ে নেবেন না!

[বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রস্থান

(নিত্যানন্দের প্রবেশ)

অদ্বৈত বেশ লোকের কাছে পাঠিয়েছিলে গৌরাঙ্গপ্রেমের রসতত্ত্ব বুঝ্তে!

নিতাই। বকুনি খেয়েছ তো? তাতে আর হ'য়েছে কি!

অদ্বৈত। না—হয়নি' কিছু, তবে ভাবছি, মা লক্ষ্মী যা ব'ল্লেন—তা' সত্যি না মিথ্যে!

নিতাই। পরে ভেবো এখন, আপাততঃ আহারাদি ক'রবে এস! মা অন্নপূর্ণা তোমার জন্য অন্নব্যঞ্জন সাজিয়ে নিয়ে ব'সে আছেন।

[উভয়ের প্রস্থান

(গঙ্গাদাস পণ্ডিত ও শ্রীবাস প্রবেশ করিলেন)

গঙ্গাদাস। কৈ গো—কোথায় সব?

শ্রীবাস। বোধহয় বাড়ীর ভিতর আহারাদি ক'রছেন। এস আমরা একটু অপেক্ষা করি। কিন্তু তুমি ঠিক জান?

গঙ্গাদাস। জানি বৈ কি! নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতরা নিমাইকেই দোষ দিচ্ছে!

শ্রীবাস। নিমাইয়ের দোষ কি?

গঙ্গাদাস। তাঁরা ব'ল্ছেন, চীৎকার ক'রে সঙ্কীর্ত্তনের দরকার কি? সহরময় রাষ্ট্র, রাজা সৈন্য পাঠাচ্ছেন—বৈষ্ণবদের ধ'রে নিয়ে যাবে।

শ্রীবাস। যাক্, সে তো পরের কথা; আপাততঃ সংকীর্ত্তন বন্ধ?

গঙ্গাদাস। হাঁ, বন্ধ।

শ্রীবাস। কিন্তু চাঁদ মিঞা তো ওরকম খামখেয়ালী ছিল না!

গঙ্গাদাস। এ তোমার ঐ গোপাল-চাপালের দলের কাজ। জগাইমাধাই ভক্ত হওয়ায় ওদেরই তো সব চেয়ে অসুবিধা হ'য়েছে কি না?

শ্রীবাস। নিজেরা অত্যাচার ক'রে খুসী হ'লনা, শেষ পর্য্যন্ত ভিন্নধর্ম্মীর সাহায্য নিচ্ছে!

গঙ্গাদাস। তারা ব'ল্‌বে, রাজার সাহায্য নিচ্ছি।

শ্রীবাস। তুমি কি বল, এ অত্যাচার সহ্য করা উচিত?

গঙ্গাদাস। উচিত তো নয়, কিন্তু ক'রবে কি? যদি সৈন্য আসে? হরিনাম ক'র্‌তে গিয়ে একটা দাঙ্গাহাঙ্গামা বাধাবে?

শ্রীবাস। দেখি, এঁরা আসুন—কি বলেন। ঐ যে সব আসছেন।

(অদ্বৈত, নিমাই ও নিত্যানন্দের প্রবেশ)

অদ্বৈত। জগজ্জননীর হস্তের রন্ধন—তার উপর চর্ব্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় আহার!

গঙ্গাদাস। কি আশ্চর্য্য! আচার্য্য কি মিশ্র-গৃহে আহার ক'র্লেন নাকি? আপনার বরেন্দ্রভূমির কৌলীন্যে বৈদিক অন্ন সহ্য হবে তো?

অদ্বৈত। কে—গঙ্গাদাস নাকি? এই যে শ্রীবাসও আছ! আমার জাত নিয়ে টানাটানি, আর তোমরা বুঝি' সাক্ষী হবার জন্য হাজির!

গঙ্গাদাস। আজ্ঞে না, সে জন্য আসিনি। শোন নিমাই, নবদ্বীপের হিন্দু অধিবাসীরা অভিযোগ ক'রেছে—উচ্চকণ্ঠে নগরসংকীর্ত্তন নিষেধ।

নিতাই। নগরসংকীর্ত্তন নিষেধ!

গঙ্গাদাস। হাঁ নিতাই!

নিমাই। নবদ্বীপের সামাজিকেরা কি বলেন?

শ্রীবাস। তাঁদের অভিযোগের ফলেই তো এই নিষেধাজ্ঞা।

নিতাই। তা'হলে নবদ্বীপে হরিনাম লোপ হোক্!

নিমাই। না, এরা আমায় নবদ্বীপে বাস ক'র্‌তে দেবে না। শোন শ্রীপাদ! তুমি এই মুহূর্ত্তে বাসুদেব, মুরারি, নরহরি প্রভৃতি সবাইকে সংবাদ দাও, তাঁরা যেন নবদ্বীপে যেখানে যত খোল, করতাল, কীর্ত্তনীয়া আছে—সবাইকে সঙ্গে নিয়ে অতি সত্বর এইখানে আসেন। আজ নবদ্বীপে মহা হরিসংকীর্ত্তন—হরিনামের উন্মত্ত প্লাবন! আপনারা প্রস্তুত হোন। আমি মা আর বিষ্ণুপ্রিয়াকে প্রবোধ দিয়ে আসি।

[সকলের প্রস্থান।

(শচীদেবীর প্রবেশ)

শচী। হাঁ নিমাই, শুন্‌ছি নাকি নবাব সৈন্য পাঠিয়েছে! কেন বাবা, তুমি এমন দুঃসাহসের কাজ ক'র্‌তে যাচ্ছ?

নিমাই। মা, আমি তো কোন দুঃসাহসের কাজ ক'র্‌ছি নে। আমি রোজ যেমন নগরকীর্ত্তনে বার হই, আজও তেমনই যাব; তবে আজ কাজীর বাড়ীতে।

শচী। তবে ওরা যে ব'ললে—ফৌজ পল্টন আস্‌ছে?

নিমাই। যার যা' অস্ত্র মা! ওদের অস্ত্র ওরা যোগাড় রাখ্‌বে। আমার অস্ত্র আমার রসনায়—নামসংকীর্ত্তনে। তুমি ভেবোনা মা, কোন ভয় নেই।

শচী। তোমার জন্য তো নয় বাবা, সঙ্গে এক দঙ্গল গোঁয়ারগোবিন্দ লোক—কি জানি, একটা গণ্ডগোল বাধিয়ে বসে!

নিমাই। কোন ভয় নেই মা, তুমি আশীর্ব্বাদ কর।

শচী। হরি তোমায় রক্ষা করুন।

[শচীদেবীর প্রস্থান।

(নিমাই গমনোদ্যত, হাসিতে হাসিতে বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রবেশ)

বিষ্ণুপ্রিয়া। শোন—শোন, বড় মজা হয়েছে! আচার্য্য আজ—

নিমাই। শুন্‌বার সময় নেই এখন।

বিষ্ণুপ্রিয়া। কেন, কি হ'য়েছে?

নিমাই। ঐ—শুন্‌তে পাচ্ছনা?

(নেপথ্যে খোল-করতাল বাজিয়া উঠিল)

বিষ্ণুপ্রিয়া। পাষণ্ডদলনে চ'লেছ? আর কটা পাষণ্ড আছে নবদ্বীপে? সবকটাকে একদিনে উদ্ধার ক'রে দাও, আমি বাঁচি! আজকের পাষণ্ডটা কে?

নিমাই। চাঁদ কাজী নগরসংকীর্ত্তন বন্ধ ক'র্ব্বার নিষেধাজ্ঞা প্রচার ক'রেছে।

বিষ্ণুপ্রিয়া। তবে সে তো আমার পরম মিত্র! এমন দিন কি কখনো আস্‌বে, যখন নগর-সংকীর্ত্তন থক্‌বে না, হরিবাসর থাক্‌বে না পাতকী-উদ্ধার থাক্‌বে না—কোন কাজ থাক্‌বে না!

নিমাই। শুধু তুমি আর আমি—এই কি তোমার কামনা! কি দেখ্‌ছো ওদিকে?

বিষ্ণুপ্রিয়া। ঐ দেখ, কত লোক! কাতারে কাতারে অসংখ্য লোক আস্‌ছে, তোমার হরি-সংকীর্ত্তনে যোগ দেবার জন্য। কি আশ্চর্য্য, এ যে লোকে লোকারণ্য!

নিমাই। তা'হলে আমি আসি লক্ষ্মী, আর দেরী ক'র্‌বো না।

বিষ্ণুপ্রিয়া। এস, আমি তোমায় বীরবেশে সাজিয়ে দেব।

নিমাই। বাইরে কীর্ত্তনীয়ারা অসহিষ্ণু হবে।

বিষ্ণুপ্রিয়া। না—হবে না; এস আমার সঙ্গে।

(বিষ্ণুপ্রিয়া নিমাইকে ভিতরে লইয়া গেলেন। কীর্ত্তনের দল আসিল; খোল-করতাল-বাদ্য ও নৃত্যগীত। পরে সুসজ্জিত নিমাই আসিলেন। উন্মত্ত দল চলিল।)

গানের ধূয়া

যব্ হরি আওব গোকুলপুর্।
ঘরে ঘরে নগরে বাজব জয় তুর্॥

[সংকীর্ত্তনের দল চলিয়া গেলে বিষ্ণুপ্রিয়া আত্মহারা হইয়া সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন এবং আপনার অজ্ঞাতসারে সঙ্গীতের তালে তালে তাঁহার সর্ব্ব দেহ ও মন নাচিতে লাগিল। কিছুক্ষণ নৃত্যের পর তাঁহার দেহ হইতে স্বেদ, কম্প, পুলক ও অশ্রু নির্গত হইল। ভাবাবিষ্টের মত তাঁহার দেহ অবশ হইয়া আসিল।]

চতুর্থ অঙ্ক

(শচীদেবীর বাড়ী। বাড়ীর ভিতর হইতে নিত্যানন্দ ও বাহির হইতে অদ্বৈত প্রবেশ করিলেন।)

নিতাই। এস—এস, বাবাঠাকুর এস!

অদ্বৈত। ভালই হ'ল নিতাই, যাবার আগে তোমার সঙ্গে দেখা হ'ল।

নিতাই। তুমি আবার যাবে কোথায়?

অদ্বৈত। আমি শান্তিপুরে যাচ্ছি।

নিতাই। এত তাড়াতাড়ি শান্তিপুরে যাবে কেন?

অদ্বৈত। আমায় সাধনা ক'র্‌তে হবে নিতাই!

নিতাই। কি সাধনা?

অদ্বৈত। তুমি আমায় যে মন্ত্র দিয়েছ, সেই মন্ত্রসাধনা।

নিতাই। আমি আবার তোমায় কি মন্ত্র দিলাম!

অদ্বৈত। তুমি দিয়েছ, মন্ত্রও আমি পেয়েছি। তবে এখন সাধনা আবশ্যক। তোমার কাছে যা' সহজ, আমার কাছে যে তা' জন্ম-জন্মান্তরের সাধনা!

নিতাই। কেমন ক'রে পেলে?

অদ্বৈত। সেদিন তোমার সঙ্গে নগরকীর্ত্তনে।

নিতাই। কোন্ দিন, যেদিন কাজীর বাড়ী কীর্ত্তন হয়?

অদ্বৈত। হাঁ নিতাই।

নিতাই। সেদিন যে ঠাকুর দর্পহারীরূপে দেখা দিয়েছিলেন।

অদ্বৈত। দর্পহারী!

নিতাই। নিশ্চয়ই! নৈলে তোমার ওবিদ্যার দর্প অদ্বৈত আচার্য্য, আর কেউ হরণ ক'র্‌তে পার্‌তো! আর বিদ্যা ও ব্রহ্মের স্বরূপ ছাত্রদের পড়াবে?

অদ্বৈত। কাজীর কি হ'লো?

নিতাই। সে তো তুমি নিজের চোখেই দেখে এলে।

অদ্বৈত। না, আমি কিছুই দেখিনি। সেদিন আমাতে আমি ছিলাম না।

নিতাই। এখন কি ভাবছ?

অদ্বৈত। এখন ভাবছি নিতাই, ততঃ কিম্! এর পর কে তাকে এই ক্ষুদ্র নবদ্বীপে বেঁধে রাখবে?

নিতাই। না—না—না বাবাঠাকুর, ওই প্রশ্নটী ছাড়। ওই প্রশ্নটী তুমি ক'রো না; ও আমি চিন্তা ক'র্‌তে পারি নে! কেন, তোমরা কি বর্ত্তমান নিয়ে থাক্‌তে পার না? ভবিষ্যতের কথা কি না ভাব্‌লেই নয়!

অদ্বৈত। তোমার মত যে স্রোতে ভাস্‌তে পারি নি নিতাই! থাক্ ভবিষ্যতের কথা। তারপর, কি ব'ল্‌লেন চাঁদ মিঞাকে গৌরহরি?

নিতাই। তুমি তো সঙ্গে ছিলে—তোমার কিছুই মনে নেই?

অদ্বৈত। না।

নিতাই। আরো তুমি বল, তুমি বেদান্তবাদী! এইবার তোমার চালাকি ধ'রেছি বাবাঠাকুর! তুমি নাচ ভাল, কেবল মাঝে মাঝে এলোপাকে তেহাই মার!

অদ্বৈত। তারপর কি হ'ল চাঁদ মিঞার?

নিতাই। জগাইমাধায়ের যা হ'য়েছিল। আশ্চর্য্য ব্যাপার বাবাঠাকুর! আমরা জান্‌তেম্ নবদ্বীপ আমাদের বিরোধী। কথাটা যে মিথ্যা, তাও নয়; কিন্তু কি ক'রে যে সম্ভব হ'ল,—সেদিনকার সেই শোভাযাত্রায় অন্ততঃ একলক্ষ লোক যোগ দিয়েছিল। প্রত্যেকের হাতে একটী ক'রে জ্বলন্ত মশা। সেই লক্ষ কণ্ঠের হরিধ্বনি শুনে, কাজী মনে ক'রেছিল, তার বাড়ী পুড়িয়ে দিয়ে তাকে মেরে ফেল্‌বে। যারা সঙ্গে গিয়েছিল, তাদের অনেকেরই ঐ রকম ধারণা ছিল।

অদ্বৈত। গৌরচরিত্রের বৈশিষ্ট্য তারা কেমন ক'রে জান্‌বে? তারা তো আর তোর মত গৌরাঙ্গময় নয়!

নিতাই। ঠাকুর সবাইকে ডেকে ব'ল্লেন, তোমরা বাড়ীর বাইরে দাঁড়িয়ে হরিধ্বনি কর, আমি চাঁদ মিঞার সঙ্গে দেখা ক'রে আসি। আমরা কয়জন ঠাকুরের সঙ্গে ভিতরে গিয়েছিলাম।

অদ্বৈত। গৌরাঙ্গ কি ব'ল্লেন চাঁদ মিঞাকে?

নিতাই। ব'ল্লেন—কাজী সাহেব, আমরা আপনার বাড়ীতে অভ্যাগত, আর আপনি এখানে লুকিয়ে ব'সে আছেন? কাজী তো লজ্জায় অধোবদন! তবে কাজীও খুব বুদ্ধিমান, তখনই গৌরাঙ্গের সঙ্গে সম্পর্ক পাতিয়ে ফেল্লে—ব'ল্লে, তোমার মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী, গ্রামসম্পর্কে আমার চাচা হ'তেন। সেই সম্পর্কে আমি তোমার মামা।

অদ্বৈত। কাজী নাকি যে সব পাইক-বরকন্দাজ পাঠিয়েছিল সংকীর্ত্তন ভেঙ্গে দিতে, তারা সব সংকীর্ত্তনের কাছে এসেই হরি হরি বলে নাচ্‌তে আরম্ভ ক'রেছিল?

নিতাই। নিশ্চয়ই, তাতেই কাজী বুঝতে পার্‌লে, এ ঈশ্বরনির্দ্দিষ্ট ব্যাপার! এতে মানুষের বাধা দেওয়া কর্ত্তব্য নয়। তবে কাজীকেও খুব ভাল লোক ব'ল্‌তে হবে। সে চুপি চুপি সব কথা ব'ল্‌লে,—আমার কি দোষ বল? তোমাদের হিঁদুরা এসে যদি বলে চেঁচিয়ে হরিনাম করা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ; তুমি যদি এদের শাসন না কর, আমরা নবাবের কাছে নালিশ ক'র্‌বো!

অদ্বৈত। সে তো সত্যি কথা। সে বেচারা কি ক'র্‌বে বল?

নিতাই। আজ কিন্তু চাঁদ মিঞা পরম ভক্ত! তুমি কি আজই শান্তিপুর যাচ্ছ?

অদ্বৈত। হাঁ নিতাই। ছেলেরা বিশেষ ক'রে অনুরোধ ক'র্‌ছে! কিন্তু গৌরচাঁদ কোথায়, একবার দেখা না ক'রে তো যেতে পারি নে?

নিতাই। ঐ যে আস্‌ছে।

(নিমাই প্রবেশ করিলেন)

নিমাই। আচার্য্য কি সত্যই যাবেন?

অদ্বৈত। হাঁ বাবা, এখনো সংসার আছে—স্ত্রীপুত্র আছে!

নিতাই। সাংখ্য-বেদান্তও আছে।

অদ্বৈত। তাও আছে বৈকি। কারও হাত তো এড়াবার উপায় নেই একেবারে! তা বাবাজি, যাবার আগে একবার যুগলরূপটা?

নিমাই। ছিঃ! আচার্য্য, আপনি যদি ঐ রকম কথা ব'লেন, তা'হলে আমি গঙ্গায় ডুবে আত্মহত্যা ক'র্‌বো!

অদ্বৈত। তুমি আমাকেই বরাবর ভোলাতে চাও। তবে বাবা, ম'র্‌বার আগে তোমরা দু'জন একবার আমায় দেখা দিও।

নিমাই। আপনার শান্তিপুরের বাড়ীটা আমার ভাল লাগে। আমরা শীগ্‌গির একবার যাব।

নিতাই। আচ্ছা বাবাঠাকুর, তা'হলে যাওয়ার আগে একটু পায়ের ধুলো।

(দুইজন পায়ের ধূলা লইলেন)

অদ্বৈত। যাক্, কৃষ্ণের ইচ্ছা। আমি আর বাধা দেবো না।

নিতাই। ঠিক ব'লেছ বাবাঠাকুর, কৃষ্ণের ইচ্ছা। তুমি আমাদের থাকের নও। আমি ভুল ক'রেছিলাম। রসতত্ত্ব তোমার জন্য নয়, তুমি, বাৎসল্য রসের অধিকারী—বসুদেব, নন্দ, দশরথের মত।

[অদ্বৈতের প্রস্থান

নিতাই। তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে নিমাই!

নিমাই। কি কথা ভাই!

নিতাই। তুমি বৌমাকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিলে কেন? তিনি তো যেতে চান্‌নি।

নিমাই। তোমায় স'ত্যি কথা ব'ল্‌বো?

নিতাই। সত্যি কথাই তো শুনতে চাচ্ছি। যে বৌমা তোমার ক্ষণিক বিরহ সইতে পারেন না, তাঁকে তুমি জোর ক'রে বাপের বাড়ী পাঠিয়েছ।

নিমাই। কিন্তু বিরহ যে সইতেই হবে শ্রীপাদ! আমি নিজে প্রস্তুত হ'চ্ছি, বিষ্ণুপ্রিয়াকেও প্রস্তুত ক'র্‌ছি—যা' অবশ্যম্ভাবী তার জন্য।

নিতাই। অবশ্যম্ভাবী কি?

নিমাই। বিরহ। বিরহ ব্যতীত মিলন পূর্ণাঙ্গ হয়না। মহাবিরহেই শ্রীরাধিকা। সতীবিরহে যোগীশ্বর মহাদেব। বিষ্ণুপ্রিয়াকে আমি এতো ভালবাসি যে, ক্ষুদ্র মিলন দিয়ে আর তাঁকে বাঁধা সম্ভব হবে না!

নিতাই। তোমার কথা বুঝ্‌তে পারছি না।

নিমাই। বুঝ্‌তে পারছ না ব'লোনা! বল, বুঝ্‌তে চাও না।

নিতাই। তবে তাই—বুঝ্‌তে চাই না।

নিমাই। সে ব্রাহ্মণ ঠিকই ব'লেছিল শ্রীপাদ! সংসারসুখ আমার ভাগ্যে নেই।

নিতাই। তুমি সে ব্রাহ্মণের নাম আমার কাছে ক'রো না। আমি তার নাম সইতে পারি না। তার যা ক্ষমতা তা' তো ক'রেছে। তারই ফলে চাঁদকাজী আজ আমাদের বন্ধু! আর সে কি ক'র্‌বে?

নিমাই। সে কথা নয় শ্রীপাদ, তবে আমায় যেতে হবে! তোমাদের নিয়ে, মাকে বিষ্ণুপ্রিয়াকে নিয়ে আমার এ নদীয়ার বাস—এ বড় সুখের, বড় আনন্দের! তবু আমাকে এ সুখ ছাড়তে হবে!

নিতাই। কেন ছাড়্‌তে হবে? ঐ হতভাগা-টায় কথায়?

নিমাই। তোমরা আমায় ভালবাস; তাই সব কথা শুনেও শোন না। তুমি জান, কতলোক আমায় ঈর্ষা ক'রে—আমায় ভণ্ড বলে। আমি যদি সুখে স্বচ্ছন্দে সংসার করি, তাদের প্রাণ তো কখনই গ'ল্‌বে না!

নিতাই। পাষণ্ডের প্রাণ তুমি কি ক'রে গলাবে?

নিমাই। জগাই-মাধাইএর প্রাণ তুমি কি ক'রে গ'লিয়েছিলে?

নিতাই। শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপায়!

নিমাই। কৃষ্ণের ইচ্ছায় আমি পৃথিবীতে এসেছি—কৃষ্ণের ইচ্ছায় হরিনামপ্রচার। কিন্তু হরিনামের বীজ তুমি কোথায় বপন ক'র্‌বে—চারিদিক উষর মরুপ্রান্তর! সমস্ত নদীয়া-বাসীর চোখের জলে এ মরুভূমিকে উর্ব্বর করতে হবে। আমি কাঁদ্‌বো, তুমি কাঁদ্‌বে—মা-বিষ্ণুপ্রিয়া সবাই কাঁদ্‌বে! সেই বিপুল অশ্রুপ্লাবনে নবদ্বীপের মালিন্য যখন কেটে যাবে—

(শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রবেশ)

শচী। নিমাই!

নিমাই। কি মা!

শচী। কি কথা ব'লছিলে ?

নিমাই। আমি ব'লছিলাম, কৃষ্ণ যাকে কৃপা করেন, সে আপনি কাঁদে—যারা তার প্রিয়জন, তাদেরও কাঁদায়।

শচী। কেন বাবা ?

নিমাই। কৃষ্ণের ইচ্ছা।

শচী। এই দেখ বাবা, বৌমা আপনি এসেছেন।

নিতাই। বেশ হ'য়েছে মা। ওঁরা নৈলে কি সংসার মানায় ? এ'কদিন বাড়ী যেন একেবারে অন্ধকার হ'য়েছিল। (বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রতি) বৌমা, বাপের বাড়ী থেকে কি খাবার এনেছ, একবার বার কর তো বাছা।

শচী। তা' তুমি আমার মাকে ঠকাতে পারবে না, ওকথা ব'লে। চিঁড়ে, নারকেলের নাড়ু, চন্দ্রপুলি, ক্ষীরের ছাঁচ, বেহান মেয়ের সঙ্গে পাঠিয়েছেন।

নিতাই। শ্বশুরবাড়ী গেলে রোজ এই সব খাওয়ায় মা ?

শচী। শাশুড়ী থাকলে খাওয়ায় বৈকি !

নিতাই। তুমি যে লোভ দেখালে মা, তাতে আমার একটা বিয়ে করতে ইচ্ছে হ'চ্ছে। ভাল একটা শাশুড়ী পাইতো বিয়ে করি।

নিমাই। শাশুড়ী বিয়ে ক'রবে কি গো।

নিতাই। ওই হ'ল—যে বাড়ীতে শাশুড়ী আছে, সেই বাড়ীর মেয়ে। বৌমা, দু'খান ক্ষীরের ছাঁচ, চারটে নাড়ু, দু'খানা চন্দ্রপুলি এনে দাও তো মা। আমি হাতে ক'রে খাবো আর পাড়ায় পাড়ায় বেড়াব।

(বিষ্ণুপ্রিয়ার ঘরের মধ্যে গমন)

শচী। সে কি !

নিতাই। তোমরা মায়ে-পোয়ে তারে কথা কও না। আমি একজায়গায় ব'সে যদি লক্ষ্মী ছেলেটার মত খেতে না পারি। মাঝে মাঝে আমার বালক হ'তে সাধ যায়।

শচী। তা' বাপু, তুমি তো বালকই আছ।

নিতাই। সে তো তোমার চোখে। বাইরের আর পাঁচজন সে আবদারে যে কান দেয় না মা। এই যে, দেখি বৌমা !

(বিষ্ণুপ্রিয়া খাবার আনিলেন—নিতাই খাবার লইলেন)

নিতাই। আমার ওবাড়ীর মায়ের কাছে গিয়ে, আমি এই খেতে খেতে আবার খাবার আদায় ক'রবো।

শচী। চেয়ে না খেলে বুঝি' তোমার পেট ভরে না নিতাই !

নিতাই। ঠিক ব'লেছ মা। ভিক্ষে মাগার অভ্যাস আর ঘুচ্‌লো না !

[নিতায়ের প্রস্থান

শচী। বৌমা, তুমি তোমার ওবাড়ীর মাসীমার সঙ্গে দেখা ক'রে এস। আর তাকে ব'লো সন্ধ্যের পর আমার সঙ্গে দেখা ক'রতে, বেশী দেরী ক'রো না যেন !

[বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রস্থান

(নিমাই অনেকক্ষণ চঞ্চল হইয়া পরিভ্রমণ করিলেন, পরে স্থির হইয়া একস্থানে দাঁড়াইলেন)

শচী। কি ভাব্‌ছ বাবা ?

নিমাই। অনেক কথা মা আমার বড় দুঃখ

শচী। তোমার কি দুঃখ ?

নিমাই। তুমি আমায় অনুমতি দাও, আমি বৃন্দাবন যাব।

শচী। তোমার হরিসংকীর্ত্তনে এই নবদ্বীপই তো বৃন্দাবন হ'য়েছে। তবে তোমার বৃন্দাবন যাবার কি প্রয়োজন বাবা—

নিমাই। নবদ্বীপ বৃন্দাবন হ'য়েছে অমন কথা ব'লো না মা। আমি শুনেছি, বৃন্দাবনের পশুপক্ষীও কৃষ্ণনাম ছাড়া অন্য নাম জানে না। আর নবদ্বীপে এমন নরনারী এখনো আছে, যারা কৃষ্ণনাম শুনলে কানে আঙুল দেয়। আমি বৃন্দাবনে যাব।

শচী। বাবা। এই বুড়ো বয়সে আমার বুকে তুমি শেলাঘাত ক'রবে।

নিমাই। মা! তুমি যদি কাঁদ, আমার যাওয়া হবে না। তুমি স্বচ্ছন্দ মনে যদি অনুমতি দাও, তবেই আমি যেতে পারি।

শচী। বাবা, তুমি কি আমায় এমনি পাষাণী ব'লে মনে কর! আমি স্বচ্ছন্দ মনে তোমায় বিদায় দেব!

নিমাই। তোমার মত স্নেহময়ী মা আর কারোও নেই, তাকি আমি জানি নে? আমার মনের অবস্থা শুনলে তুমি আমায় দয়া ক'র্বে। মা, রাত্রিদিন আমি কানের কাছে শ্যামের বাঁশরী-ধ্বনি শুনছি—তিনি আমায় ডাকছেন। এ ডাক যে শুনেছে, সে তো আর ঘরে থাকে না মা।

শচী। বাবা, আমি যে বড় আশা ক'রেছিলাম ছেলে বৌ নিয়ে সংসারী হব। আমার স্বামীর ভিটেয় তোমাদের দু'জনকে রাজা-রাজ্যেশ্বরী দেখবো!

নিমাই। আমারো তো কম সাধ ছিল না! তোমার মত মাকে, বিষ্ণুপ্রিয়ার মত স্ত্রীকে— নিতাই, শ্রীবাস, অদ্বৈতের মত বন্ধুগণকে ছেড়ে যাওয়া কি মুখের কথা মা?

শচী। তবে কেন যেতে চাও?

নিমাই। কৃষ্ণের ইচ্ছা। কামনা আমারও কম নেই মা! তবে মানুষের সহস্র কামনার চেয়ে যে শ্রীনন্দনন্দনের ইচ্ছা বড়!

অশরীরী সঙ্গীতবাণী

অঙ্কুর তপন তাপে যদি জারব
কি করব বারিদ মেহে!
ইহ নব যৌবন বিরহে গোঁয়ায়ব
কি করব সো পিয়া লেহে!

হরি, হরি, কো ইহ দৈব দুরাশা!
সিন্ধু নিকটে যদি কণ্ঠ শুকায়ব
কো দূর করব পিপাসা।

চন্দন তরু যব, সৌরভ ছোড়ব
শশধর বরিখব আগি,—
চিন্তামণি যব, নিজগুণ ছোড়ব
কিএ মোর করম অভাগী!

শ্রাবণ মাহ ঘন, বিন্দু না বরখিব
সুরতরু বাঁঝ কি ছন্দে
গিরিধর সেবি, ঠাম নাহি পাওব
বিদ্যাপতি রহু ধন্দে।

(গান শেষ হইবার পূর্ব্বেই নিমাই ভাবাবিষ্ট, শচীমাতার মোহাবেশ)

শচী। কে তুমি আমার নিমাইকে আচ্ছন্ন ক'রে দাঁড়ালে?

নিমাই। আমি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—আমারই মধ্য দিয়ে কৃষ্ণকে জানা যায়।

শচী। তুমি কি জন্য এসেছ?

নিমাই। হরিনামপ্রচারের জন্য।

শচী। কি নিমিত্ত?

নিমাই। কলিযুগে হরিনাম জীবের একমাত্র আশ্রয়।

শচী। তুমি সংসারে থাক্‌বে না?

নিমাই। আমি তো সংসারের নই। বিশুদ্ধ কৃষ্ণচৈতন্যকে সংসারে বাঁধা যায় না।

শচী। নিমাই আর তুমি কি অভিন্ন?

নিমাই। নিমাই আমার জীবরূপ।

শচী। আমার কাছে তুমি কি চাও?

নিমাই। নিমাইয়ের জন্য সন্ন্যাসের অনুমতি-ভিক্ষা।

শচী। আমি অনুমতি না দিলে?

নিমাই। নিমাইয়ের যাওয়া হবে না।

শচী। আমি যে বড় অভাগিনী!

নিমাই। না—তুমি ভাগ্যবতী।

শচী। আমার কি ব'ল্‌তে হবে?

নিমাই। তুমি বল—"নিমাই, আমি মনের সুখে অনুমতি দিচ্ছি"।

শচী। নিমাই, আমি মনের সুখে অনুমতি দিচ্ছি। কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয়ার কি হবে?

নিমাই। যিনি বিষ্ণুপ্রিয়া, তাঁর জন্য তোমার ভাবনা কি?

শচী। (নিদ্রোত্থিতের মত) নিমাই, নিমাই!

নিমাই। (সহজ অবস্থায়) কেন মা!

শচী। আমি তন্দ্রাবস্থায় তোমায় কিছু ব'লেছি?

নিমাই। তুমি আমায় বৃন্দাবনে যাবার অনুমতি দিয়েছ। মা, তোমার কৃপায় আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে!

শচী। আমি অনুমতি দিয়েছি?

নিমাই। স্বচ্ছন্দ মনে অনুমতি দিয়েছ।

শচী। কি ক'রে এ অসম্ভব কথা আমার মুখ দিয়ে বেরুলো! এ কোন্ দেবতার ছলনা!

নিমাই। দেবতার ছলনা নয় মা, কৃষ্ণের ইচ্ছা।

শচী। কেন কৃষ্ণ, কেন তুমি আমার মুখ দিয়ে অমন কথা বার ক'রে নিলে? আমি অনুমতি না দিলে নিমাই তো কখনো যেতে পার্‌তো না। মা হ'য়ে আমি একি ক'র্‌লাম! নিমাই—নিমাই! তুমি কোথায়? আমি যে আর তোমায় দেখ্‌তে পাচ্ছি নে!

নিমাই। মা, তুমি কি পাগল হ'লে? কি ব'ল্‌ছো? এই তো আমি তোমার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে!

শচী। কিছুক্ষণ আগে তুমি ছিলে না। তোমার মতন—কিন্তু সে তো তুমি নও! বৌমা, বৌমা!

(বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রবেশ)

বিষ্ণুপ্রিয়া। কেন মা!

শচী। এদিকে এস। নিমাইয়ের হাত জোর ক'রে ধর। ধর—আমি তোমায় ব'ল্‌ছি। লজ্জা ক'রো না মা! যদি ওকে সংসারে রাখ্‌তে চাও, জোর ক'রে ধ'রে রাখ। আমি পার্‌বো না মা, আমার দ্বারা হবে না!

বিষ্ণুপ্রিয়া। মা, তুমি অমন ক'রো না। তুমি অমন ক'র্‌লে আমার প্রাণে আতঙ্ক হয়! বাপের বাড়ী আমি থাকতে পা'র্‌লেম না। কত লোকে কত কথা বলে।

শচী। কি কথা বলে, কারা বলে?

বিষ্ণুপ্রিয়া। সবাই ব'ল্‌ছে, চারিদিকে কানা-ঘুষো চ'ল্‌ছে—উনি নাকি তোমার আর আমার বুকে শেলাঘাত ক'র্‌বেন! তাইতো মা, আমি চলে এলাম।

শচী। আমি তোমার হাতে আমার ছেলেকে সঁপে দিলাম। তুমি মা, আমার নিমাইকে ঘরবাসী কর। আমি কাউকে রাখ্‌তে পারিনি। যাকে আঁচলে বাঁধ্‌তে গেছি—সেই আমার আঁচল ছিঁড়ে পালিয়েছে। আমি আর বাঁধ্‌তে যাব না। তুমি পার ভাল; না পার, আমি আর কি ক'র্‌বো। আজ আমার একে একে অনেক কথাই মনে প'ড়ছে। বৌমা! তোমায় আমি কি ব'ল্‌বো, সংসারে কেউ যেন সন্তান গর্ভে না ধরে!

(সর্ব্বজয়ার প্রবেশ)

সর্ব্বজয়া। দিদি, ওকি ক'র্‌ছ! নিমাইকে বৌমাকে ধ'রে অমন ক'রে কাঁদ্‌ছো কেন?

নিমাই। মাসীমা এসেছ? মাকে সঙ্গে ক'রে একটু বেড়িয়ে আন-না তোমাদের ওধার থেকে?

সর্ব্বজয়া। কি হ'য়েছে নিমাই?

নিমাই। আমি ব'লেছি বৃন্দাবন যাব। তাতে কি হ'য়েছে মাসীমা! লোকে বিদেশ যায় না? তা' ছাড়া আমি কিছু এখনি যাচ্ছি নে। লোকে এক দেশ থেকে আর এক দেশে যে কত কাজে যায়!

সর্ব্বজয়া। তা'তো বটেই।

নিমাই। লোকে বাণিজ্য ক'র্‌তে, টাকা রোজগার ক'র্‌তে দেশ-বিদেশ যায়; আর আমি যদি ধর্ম্মের জন্য যাই, তবে সেইই কি সব চেয়ে দোষের হ'ল মাসীমা?

সর্ব্বজয়া। তা' কেন হবে বাবা? এস দিদি, আমার সঙ্গে।

শচী। চল্ জয়া।

[শচী ও সর্ব্বজয়ার প্রস্থান

বিষ্ণুপ্রিয়া। মাকে কি ব'লেছিলে?

নিমাই। বৃন্দাবনে যাবার জন্য মায়ের অনুমতি চেয়েছিলাম।

বিষ্ণুপ্রিয়া। বৃন্দাবন কেন যেতে চাও?

নিমাই। বৈষ্ণব মাত্রই তো বৃন্দাবন ভালবাসে। বৃন্দাবন যে বৈষ্ণবের সর্ব্বস্ব লক্ষ্মী!

বিষ্ণুপ্রিয়া। তুমি সত্যি যাবে বৃন্দাবনে?

নিমাই। আমার বড় যাবার ইচ্ছা! কিন্তু মা আমায় তোমার হাতে স'পে দিয়েছেন, তুমি মত না দিলে কেমন ক'রে যাব!

বিষ্ণুপ্রিয়া। কেন—এখানে তোমার এত ভক্ত, এত কীর্ত্তন! প্রতিদিন নতুন নতুন পাষণ্ড-দলন ক'রছো, এখানে তোমার অভাব কি?

নিমাই। বৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণ এখন নাই, অথচ বৃন্দাবনের প্রতি অণু-পরমাণু রাধাকৃষ্ণময়! এই মহাবিরহ আর মহামিলন একসঙ্গে কেমন ক'রে সম্ভব হ'য়েছে, তাই দেখ্‌তে সাধ হয়—শুধু ধ্যানে নয়, প্রত্যক্ষ।

বিষ্ণুপ্রিয়া। লোকে যা ব'ল্‌ছে তা'হলে তা সত্য?

নিমাই। লোকে কি ব'ল্‌ছে?

বিষ্ণুপ্রিয়া। সে আমি মুখ দিয়ে ব'ল্‌তে পারবো না! তোমার দাদা যা হ'য়েছিলেন, তুমিও নাকি—

নিমাই। আমাকে সত্যই যেতে হবে। আমায় না হারালে কেউ আমায় সম্পূর্ণভাবে পায় না। তোমায় আমায় মিলন এখনো অপূর্ণ লক্ষ্মী! নিজের জীবনে এ সত্য তুমি একদিন বুঝ্‌বে।

বিষ্ণুপ্রিয়া। আমার জন্যই তো গৃহত্যাগ! তা' আমি জানি। কিন্তু তার দরকার কি? তুমি সংসারে থাক, আমি বাপের বাড়ীতেই থাক্‌বো! কখনো তোমার চোখের সাম্‌নে আস্‌বো না।

নিমাই। তোমার কথা সত্য নয়। যদি কখনো গৃহত্যাগ ক'র্‌তে পারি—জেনো, সে বৈরাগ্যে নয়—পরম অনুরাগে! আজ আমি তোমায় ঠিক বোঝাতে পার্‌বো না।

বিষ্ণুপ্রিয়া। আমি বুঝ্‌তে চাইনে কখনো বুঝ্‌ব না।

নিমাই। যাক্, মা তো তোমার হাতে আমায় স'পে দিয়েছেন। এখন আমি কি ক'র্‌বো বল?

বিষ্ণুপ্রিয়া। এইখানে ব'স।

নিমাই। তারপর, কি ক'র্‌তে হবে!

বিষ্ণুপ্রিয়া। আমার নজরবন্দী থাক্‌তে হবে।

নিমাই। তাই থাক্‌বো।

বিষ্ণুপ্রিয়া। যখন যেখানে যাবে, যা' ক'র্‌বে — আমার অনুমতি নিতে হবে।

নিমাই। কোথাও যাব না, কিছুই ক'র্‌বো না। শুধু রাতদিন তোমার সাম্‌নে ব'সে ব'সে ঐ চাঁদমুখ দেখ্‌বো।

বিষ্ণুপ্রিয়া। এত সুখ কি সহ্য হ'বে! রাতের পর রাত আমার বিরহে কাট্‌লো—তারপর একেবারে অষ্টপ্রহর মিলন!

নিমাই। তুমি যখন ব'লেছ চোখে চোখে আমায় রাখতে চাও, তখন আমি চোখে চোখেই থাক্‌বো। আমি তোমায় কত ভালবাসি একবার তোমায় দেখাব!

বিষ্ণুপ্রিয়া। তোমায় আর ভালবাসা দেখাতে হ'বে না। আমি এমনিই খুশী আছি।

নিমাই। না, তোমার সঙ্গে আমি নিবিড়প্রেম ক'র্‌বো। পূর্ণিমার রাত্রে যখন সমস্ত নবদ্বীপ ঘুমন্ত, তখন তোমায় নিয়ে গঙ্গাতীরে বেড়াব। প্রতি সন্ধ্যায় ফুলের মালা গাঁথবো; তোমার গলায় পরাব, খোপায় পরাব—তোমায় ফুলরাণী সাজাব! তারপর চাঁদের দিকে মুখ ফিরিয়ে একদৃষ্টে ঐ মুখের দিকে চেয়ে থাক্‌বো। আর মাঝে মাঝে একবার—

বিষ্ণুপ্রিয়া। যাও!

নিমাই। "যাও" কি ব'ল্‌তে আছে! ব'ল্‌তে হয় "এস"।

বিষ্ণুপ্রিয়া। ছিঃ, তুমি কি যে বল? কথা ছাড়া মুখে আর কথা নেই!

নিমাই। ও কথা শুন্‌লে তুমি কষ্ট পাও?

বিষ্ণুপ্রিয়া। তাকি তুমি জান না?

নিমাই। তবে ওকথা আর ব'ল্‌বো না, তোমার মনে কষ্ট দেব না—আর কৃষ্ণ ব'লে কাঁদ্‌বো না। আজ থেকে 'বিষ্ণুপ্রিয়া' নাম জপ ক'র্‌বো।

বিষ্ণুপ্রিয়া। আর অতোয় কাজ নেই—ঢের হ'য়েছে!

নিমাই। না, তুমি দেখে নিও। বিষ্ণুপ্রিয়াকে জানা-ই কি সহজ কথা! কত জন্মজন্ম সাধনা ক'র্‌লে তবে তোমায় জানা যায়। তুমিই কি আমায় কম কাঁদিয়েছ, কম কাঁদাবে!

বিষ্ণুপ্রিয়া। অবাক্ ক'র্‌লে! আমি আবার তোমায় কবে কাঁদালেম?

নিমাই। আমি যে এতদিন ধ'রে এত কেঁদেছি, সেকি সবই শ্রীহরির জন্য! তোমার সাধনায় চোখের জল পড়েনি? তোমার সাধনা ক'রেছিলাম ব'লেই তো তোমার হাতে মা আমাকে স'পে দিতে পেরেছেন। যখন রাধা ব'লে কেঁদেছি, সে কার প্রেম স্মরণ ক'রে লক্ষ্মী!

কে আমার সমস্ত চৈতন্যকে রাধাময় ক'রে তুলেছিল! তুমিও কম নও জেনো!

বিষ্ণুপ্রিয়া। বেশ লোক তো যা হোক্!

নিমাই। আমার সাক্ষী আছে—শুধু কথা কই না।

বিষ্ণুপ্রিয়া। থাক, সাক্ষী ডাক্‌তে হবেনা আর!

(নিত্যানন্দের প্রবেশ)

নিমাই। ঐ দেখ, না ডাকতেই সাক্ষী হাজির।

বিষ্ণুপ্রিয়া। আঃ, চুপ্ করনা!

নিমাই। কেন চুপ্ ক'র্‌বো? তুমি কাঁদাতে পার আর আমি ব'ল্‌তে পারি নে?

বিষ্ণুপ্রিয়া। একেই বলে আকাশে আঁকৃষি দিয়ে ঝগড়া বাধানো!

নিমাই। আচ্ছা শ্রীপাদ, তুমিই বল না?

নিতাই। কি ব'ল্‌বো?

নিমাই। আমি রাধা রাধা ব'লে যত কেঁদেছি, তার সব কান্নাই কি রাধাকৃষ্ণের জন্য, বিষ্ণুপ্রিয়ার জন্য এক বিন্দুও নয়?

বিষ্ণুপ্রিয়া। তাই কি আমি ব'ল্‌ছি!

নিমাই। কাঁদ্‌তে আমায় কে শেখালে? কে আমার মনের বাধা ঘুচিয়ে দিলে? তুমি তো সব জান শ্রীপাদ!

নিতাই। জানি বৈকি!

গান

(এবার) কঠিন বাঁধনে হরি প'ড়েছ বাঁধা!
চতুরে চতুরে প্রেম
নয় এ গোয়ালিনী রাধা।
মথুরায় হেসেছিলে
কুবুজারে ল'য়ে বামে,
শত বরষ রাই আমার
কেঁদেছিলেন ব্রজধামে!
রাধার সে ধার শুধ্‌তে গোরার
এবার সারা জনম কাঁদা।
বিষ্ণুপ্রিয়ার নয়নে ভাই,
রাই বিরহের তত্ত্বসাধা।

পঞ্চম অঙ্ক

(শ্রীগৌরাঙ্গ-বিষ্ণুপ্রিয়ার শয়ন-কক্ষ। শ্রীগৌরাঙ্গ ও বিষ্ণুপ্রিয়া। শ্রীগৌরাঙ্গ বিষ্ণুপ্রিয়াকে ফুলের অলঙ্কারে সাজাইতেছেন।)

বিষ্ণুপ্রিয়া। আজ যে বড় আদর?

নিমাই। আমি তো তোমায় ব'লেছিলাম, তোমায় কত ভালবাসি! তুমি বিশ্বাস করনি।

বিষ্ণুপ্রিয়া। বিশ্বাস কেন ক'র্‌বো না?

নিমাই। তুমি ভেবেছিলে—আমি ভালবাস্‌তে জানি নে!

বিষ্ণুপ্রিয়া। ও কথা আমি কোন দিন ভাবিনি, তবে আগেকার কথা মনে ক'র্‌তে গেলেও আমার প্রাণে ভয় হয়। রাতের পর রাত তুমি হরিনাম সংকীর্ত্তনে কাটিয়ে দিয়েছ! সকালে যখন বাড়ীতে এলে—আধ-তন্দ্রা আধ-জাগরণ!

নিমাই। তা'হলে তোমার হাতের গুণ আছে ব'ল্‌তে হবে। যে দিন থেকে মা তোমার হাতে সঁপে দিলেন, তারপর থেকে আমি তোমারই একান্ত!

বিষ্ণুপ্রিয়া। তবে সন্দেহ হয়—সেই তুমি কেমন ক'রে এমন হ'লে! মাঝে মাঝে ভয়ও হয়।

নিমাই। মা আজকাল খুব খুসী?

বিষ্ণুপ্রিয়া। খুব খুসী! তবু ভয় কারও ঘোচেনি।

নিমাই। কিসের ভয়?

বিষ্ণুপ্রিয়া। কিসের ভয়, সে কি তুমি জাননা?

নিমাই। লক্ষ্মী, আজ আমার একটি কথা রাখ্‌বে?

বিষ্ণুপ্রিয়া। কি কথা?

নিমাই। যদি রাখ তো বলি।

বিষ্ণুপ্রিয়া। রাখ্‌বো—বল।

নিমাই। একটী গান গাইতে হবে।

বিষ্ণুপ্রিয়া। আমি কুলবধূ, আমি কি ক'রে গান গাইব?

নিমাই। আমি কি আর তোমায় জোরে গাইতে ব'ল্‌ছি! এই আমার কোলের কাছ্‌টীতে ব'সে, আস্তে আস্তে—শুধু আমারই জন্য।

বিষ্ণুপ্রিয়া। আচ্ছা গাইব।

নিমাই। এমন ভাবে গাওয়া চাই—আমি যেন সে সুর কখনো না ভুলি। আর এই ফুলের গহনাগুলিকে রোজ জল দিয়ে তাজা রাখ্‌বার চেষ্টা ক'র্‌বে।

বিষ্ণুপ্রিয়া। কেন?

নিমাই। আমি অনেক যত্নে এফুল সংগ্রহ ক'রেছি, চয়ন ক'রেছি—মালা গেঁথেছি। এ আমার অন্তরের অনুরাগ, যেন শুকিয়ে না যায়।

বিষ্ণুপ্রিয়া। তুমি এ সব কথা কেন ব'লৃছ?

নিমাই। মানুষের ক্ষুদ্র ভালবাসাকে অমর করা যায় কি না, আমি তাই ভাবছি লক্ষ্মী! তুমি গাও।

বিষ্ণুপ্রিয়ার গান।

তোমার রূপে মন র'জেছে
নয়ন ভোরে তোমায় দেখি!
তবু দেখার সাধ মিটেনা
পলক জানে আমার আঁখি।

(বঁধুহে) ধরা দিতে এত কেন ভয়,
বুকের মাঝে রেখে তোমায়
পাইনি মনে হয়;
(আমি) কেমন ক'রে রাখ্‌বো ধ'রে
নীল আকাশের উদাস পাখী!

নিমাই। এ গান তুমি কেন গাইলে!

বিষ্ণুপ্রিয়া। তোমার ভাল লাগলো না?

নিমাই। গান শুনে আমার কান্না আসছে! এ যে আমারই অন্তরের গান। "আমি কেমন ক'রে রাখ্‌বো ধ'রে নীল আকাশের উদাস পাখী!" আমি ভেবেছিলাম আজকের রাতে শুধু আনন্দ ক'র্‌বো। তুমি কান্নার সুর কেন গাইলে লক্ষ্মী!

বিষ্ণুপ্রিয়া। অত বিচার ক'রে গাইনি। মনে এল—গাইলেম।

নিমাই। তোমায় বড় সুন্দর দেখাচ্ছে আজ, কেন বল দেখি?

বিষ্ণুপ্রিয়া। তুমি সাজিয়ে দিয়েছ ব'লে। নিজের হাতের রচনা সবাইয়ের ভাল লাগে।

নিমাই। তুমি ব'লৃতে চাও—তুমি আমার হাতের রচনা?

বিষ্ণুপ্রিয়া। আজ আমি একেবারেই তোমারই হাতের রচনা! বালিকাকালে কি ছিলাম মনে নেই। তারপর, যেদিন গঙ্গার ঘাটে প্রথম তোমায় দেখি—

নিমাই। সে দিন থেকেই আমায় ভালবেসেছ?

বিষ্ণুপ্রিয়া। তাকে ভালবাসা ব'লে কি না জানি না। তবে রোজ গঙ্গামৃত্তিকা দিয়ে শিবলিঙ্গ তৈরী ক'রে আমি পূজো ক'র্‌তাম—এই কামনায় যে, তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হোক্!

নিমাই। তারপর, বিয়ে যখন হ'য়ে গেল?

বিষ্ণুপ্রিয়া। প্রথম দিনকতক খুব আমোদ হ'য়েছিল।

নিমাই। তবে ফুলশয্যার রাতে কথা কওনি যে বড়?

বিষ্ণুপ্রিয়া। তখন একে ছেলেমানুষ, তার উপর নতুন বিয়ের লজ্জা!

নিমাই। তারপর যখন আবিষ্কার ক'র্‌লে আমি পাগল, তখন তোমার কি মনে হ'য়েছিল?

বিষ্ণুপ্রিয়া। আমি তোমায় পাগল ভাবিনি। তবে তোমার কান্না দেখলে আমারও কান্না পেত। কিন্তু যখন থেকে পাঁচজনে মিলে তোমায় দেবতা ক'রে তুল্‌লে, তখনি সত্যি ভয় হ'ল; তাদের উপর রাগও হ'ল!

নিমাই। ভয় কেন?

বিষ্ণুপ্রিয়া। ভেবেছিলাম, তুমি দেবতা হ'লে আমি আর তোমার নাগাল পাব না।

নিমাই। কিন্তু নারী তো স্বামীকেই দেবতা ব'লে মানে।

বিষ্ণুপ্রিয়া। সে যে তার নিজেরই হাতের তৈরী দেবতা। আমি আমার প্রিয়কে ভালবাসার জোরে দেবতা কর্‌তে পারি। সে দেবতা একান্ত আমারই। সেই দেবতা ছাড়া আর কোন দেবতাকে নারী তো বুঝ্‌তে পারে না। পতিই নারীর সর্ব্বস্ব—একমাত্র দেবতা।

নিমাই। আজ আর আমার প্রতি তোমার কোন অভিযোগ নেই লক্ষ্মী!

বিষ্ণুপ্রিয়া। অভিযোগ আমি তো কোন দিনই করিনি।

নিমাই। মুখে অভিযোগ করনি সত্য, কিন্তু মনে তোমার নিশ্চয় সংশয় ছিল—হয় তো বা আমি তোমায় ভালবাসিনে।

বিষ্ণুপ্রিয়া। মুখ ফুটে না ব'লুলেও অন্তরের ভালবাসা অন্তর দিয়েই বোঝা যায়। তুমি তো আমায় উপেক্ষা করনি কোন দিন। আজ আমি অনুভব ক'রছি, আমার নারীজন্ম সার্থক! আমি তোমায় ভালবেসেছি, তুমিও আমায় ভালবেসেছ। তুমি পরম পণ্ডিত, পরম জ্ঞানী, ভক্ত—হয় তো বা তুমি স্বয়ং নারায়ণ! তবু তুমি এই নারীকে ভালবেসেছ। তুমি আমায় লক্ষ্মী ব'লে ডাক, আমি কখনো কখনো মনে করি—আমিই সেই বৈকুণ্ঠবাসিনী। এখন তুমি রাধা রাধা ব'লে কাঁদলে আমি মনে করি, তুমি আমার জন্য কাঁদছ।

নিমাই। তোমার কথা সত্য। তুমি যেমন তোমার প্রিয়কে দেবতা ক'রেছ, আমিও তেমনি আমার দেবতাকে আমার প্রিয়ের মধ্যেই দেখেছি লক্ষ্মী! মুখের দিকে চেয়ে কি দেখছো?

বিষ্ণুপ্রিয়া। তোমাকেই দেখছি—আর ভাবছি তোমাকে এত কাছে পেয়েও তো তোমায় ধরা যায় না! তুমি যেন সেই নীল আকাশের উদাস পাখী!

নিমাই। আমাদের কথা আজ বারবার কেবলই গম্ভীর রহস্যপূর্ণ হ'য়ে উঠ্ছে! কিন্তু আমি তো এসব আলোচনা করতে চাইনে, আমি তোমায় নিয়ে আজ আনন্দ ক'রতে চাই।

বিষ্ণুপ্রিয়া। অনেক রাত হ'য়েছে; ঘুমুবেনা তুমি?

নিমাই। অতি আনন্দে চোখে আমার ঘুম নেই।

বিষ্ণুপ্রিয়া। এত আনন্দ কেন আজ!

নিমাই। আমার ভালবাসা তুমি বুঝ্তে পেরেছ, তাতেই আমার আনন্দ।

বিষ্ণুপ্রিয়া। কিন্তু আমার যে বড় ঘুম পেয়েছে। আমি আর চোখ চাইতে পাচ্ছি না।

নিমাই। বেশতো, তুমি এইখানে—আমার কোলে মাথা রেখে ঘুমোও। চাঁদের আলোয় আমি তোমার ঘুমন্ত মুখের শোভা দেখি।

বিষ্ণুপ্রিয়া। কিন্তু তুমি যেন বেশীক্ষণ জেগে থেকো না—তোমার অসুখ ক'রবে। (শয়ন করিলেন) তোমার কোল আর এই চাঁদের আলো —আমার মনে হ'চ্ছে, এ বুঝি সত্যি নয়! আমি যেন কোন্ রূপকথার রাজকন্যা, তুমি সোনার কাঠি দিয়ে আমায় বাঁচিয়েছিলে, এই ঘুমের ভিতর দিয়ে আমি বুঝি আবার কোন্ মৃত্যুলোকে গিয়ে পৌঁছাব!

নিমাই। লক্ষ্মী, কথা ব'লতে ব'লতেই ঘুমিয়ে প'ড়লে! কিন্তু, কিন্তু, কিন্তু—আজ যে আমার কেবলই তোমার সঙ্গে কথা ব'লতে ইচ্ছে ক'রছে। (বিষ্ণুপ্রিয়ার রূপে ডুবিলেন) তখন দিনের পর দিন, রাতের পর রাত চ'লে গেছে—ভুলেও তোমার মুখের পানে চাইনি, তোমার সঙ্গে কথা কইনি। আজ কেন দেখার সাধ মেটেনা—কথা কওয়ার সাধ মেটেনা! আজ স্বীকার ক'রছি প্রিয়ে, আমি শুধু তোমাকেই ভালবেসেছি—বহুবার, বহুরূপে! তুমি কখনো রাধা, কখনো কৃষ্ণ, কখনো লক্ষ্মী, কখনো বিষ্ণুপ্রিয়া হ'য়ে আমার সাম্নে দাঁড়িয়েছ! তোমার মুখচন্দ্রের প্রতি আমার লুব্ধ লোচন-চকোর আজ পলকহারা হ'য়ে চেয়ে আছে। পৃথিবীর সমস্ত লোককে ডেকে আমার ব'লতে ইচ্ছা ক'রছে—আমি ভালবাসি—ভালবাসি! (কৃষ্ণের সঙ্কেত বাঁশী শুনিলেন) একি—কে বাঁশী বাজায়! তুমি—তুমি? তুমি কে আমায় ডাকছ বাঁশীতে?

অশরীরী সঙ্গীত বাণী

শ্যামের বাঁশরী ওই বাজে,
ওই বাজে—ওই বাজে!
কত রন্ধ্রে কত ধ্বনি,
কত রাগ রাগিনী,
রাই ধনী কানে শুনি
চকিতে চমকি উঠে
স্বপনের মাঝে!
বাঁশী বাজে—বাজে—বাজে।
ডাকে আয়—আয়—আয়
ওই যে দাঁড়ায়ে শ্যামরায়!
কুঞ্জ দুয়ারে ফিরে চায়,
সঘনে ডাকিছে রাধিকায়।
গৃহকোণে আনমনে
অভিসার সাজে
রাই সাজে, বাঁশী বাজে।

নিমাই। শ্রীরাধিকার মত সর্ব্বস্ব ত্যাগ ক'রে আমাকেও যেতে হবে। তাই কি শ্যাম, এই বাঁশরী-ধ্বনি? থাকুন বিষ্ণুপ্রিয়া, কাঁদুন শচীমাতা, ভাসুন নয়নাশ্রুনীরে নবদ্বীপের প্রিয় বন্ধুগণ। হরি আমায় সঙ্কেত ক'রেছেন—আর তো আমার ঘরে থাকা চলে না। বুঝি এমনই অবস্থায় রাই আমার কেঁদে ব'লেছিলেন—

"গোকুল নগর মাঝে আর কত নারী আছে
তাহে কেন না পড়ল বাধা;
নিরমল কুল খানি যতনে রেখেছি আমি
বাঁশী কেন বলে রাধা রাধা!"

অশরীরী সঙ্গীত-বাণী

রাই সাজে, বাঁশী বাজে!
মেঘ যামিনী অতি ঘন আঁধিয়ার
ঐছে সময়ে ধনী করু অভিসার॥
ঝলকত দামিনী দশদিশ আপি
নীল বসনে ধনী সব তনু ঝাঁপি,
বারি বরিখত ঝর ঝর, খরতর মেহ,
পাওল সুবদনী সঙ্কেত গেহ॥

নিমাই। এমনি ক'রেই কি তুমি কৃষ্ণকে কিনেছিলে, রাসরসেশ্বরী? প্রিয়ে, আমি যাই। আমি শ্যামের বাঁশী শুনেছি, দূর অভিসারে আমি চ'লেছি। জানি না, আমার সে মানসবৃন্দাবন কোথায়, কত দূরে—বাইরে কি অন্তরে! তুমি আমায় ক্ষমা ক'রো প্রিয়তমে, বুঝি কৃষ্ণের ইচ্ছায় তুমি ঘুমিয়েছ! তুমি জেগে থাকলে শ্যাম বোধ হয় আমায় ডাকতে সাহসী হ'তেন না। মা, তোমার কাছেও তো বিদায় নেবার সময় নেই—অন্তরে বাহিরে ঘন ঘন বাঁশরীনিঃস্বন! আমি জানি—তুমি কাঁদবে, জ্ঞান হারাবে, ধূলায় লোটাবে; বিষ্ণুপ্রিয়া হাহাকারে মূর্চ্ছা যাবে! তাই কাঁদ, বিরহ-অশ্রুধারে নবদ্বীপ ভেসে যাক! শ্রীপাদ, শ্রীবাস, অদ্বৈত, গদাধর, নরহরি, হরিদাস, জগাই, মাধাই, বাসুদেব, মুরারি, ঈশান, চন্দ্রশেখর—তোমরা আমার মাকে দেখো, আমার প্রিয়াকে দেখো। সবাইকে বুঝিয়ে ব'লো, আমি শ্যামের বাঁশী শুনেছি—কুলহারাণো বাঁশী! নবদ্বীপ—প্রিয়তম জন্মভূমি, তোমায় নমস্কার! ভাগীরথি—ত্রিতাপনাশিনী মা আমার, তোমায় নমস্কার! প্রিয়তমে, এই শেষ তোমার মুখের পানে চাওয়া! আমার শেষ আলিঙ্গন—শেষ চুম্বন তোমার অঙ্গে রেখে গেলাম। তুমি আমায় ক্ষমা ক'রো! কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ, রাধা রাধা রাধা রাধা রাধা! জয় গোপীজনবল্লভ, গোপীজনবল্লভ, গোপীজনবল্লভ!

[নিষ্ক্রমণ

বিষ্ণুপ্রিয়া। (স্বপ্নে) ছিঃ—ছিঃ—ছিঃ, তুমি আমায় অমন ক'রে লজ্জা দিয়ো না। চারিদিকে গুরুজন—তারি মাঝে তুমি আমায় চুম্বন ক'রলে! ওই দেখ মা, ভাসুর, শ্রীবাস পণ্ডিত, অদ্বৈত আচার্য্য—সবাই তোমার নির্লজ্জভাব দেখে হাসছে। একি, একি! তোমার একি বেশ! কোথায় তোমার মাথার শোভা সেই কুঞ্চিত কেশকলাপ? তোমার পরিধান গৈরিক বসন—তোমায় দেখে সবাই কাঁদছে কেন? শোন, শোন—একি, আমি কি স্বপ্ন দেখ'ছি! স্বপ্ন—নিশ্চয় স্বপ্ন, কিন্তু দারুণ দুঃস্বপ্ন! দুর্গা দুর্গা দুর্গা! শোন শোন—আমার কথা শোন! আমি বড় দুঃস্বপ্ন দেখেছি। আমার সঙ্গে দু'টো কথা কও! তুমিও ঘুমিয়েছ বুঝি! কই, কই—কোথায় তুমি? বিছানায় নেই তো! দোর খুলে বুঝি বাইরে গেছ? (উঠিলেন ও বাহিরে গেলেন) কি হ'ল—কোথায় গেলে! তুমি কি আমায় ছলনা ক'রবার জন্য লুকিয়ে আছ? আমি—আমি—আমার বড় শঙ্কা হ'চ্ছে, আমার বুক কাঁপছে! তুমি এস, আর আমায় ভয় দেখিও না। কি করি, কোথায় খুজি! তবে কি, তবে কি—না, তাও কি সম্ভব? সম্ভব নয়ই বা কেন। মাকে ডাকি—মা, মা, মা!

(শচীদেবীর প্রবেশ)

শচী। বৌমা, তুমি—তুমি—একলা! আমার নিমাই?

বিষ্ণুপ্রিয়া। আমি তো কিছু জানিনে মা, ঘুমিয়ে প'ড়েছিলাম; ঘুম থেকে উঠে দেখি—আমার পাশে নেই, ঘরের দোর খোলা!

শচী। কি—কি ব'ল্লে! নিমাই ঘরে নেই! তবে—তবে কি হবে?

বিষ্ণুপ্রিয়া। সেইজন্যই তো ডাকছি মা, তুমি একবার ডেকে দেখ। আমি যে জোরে কথা কইতে পারিনে মা!

শচী। হাঁ—তাইতো, চল্ মা। তুই আমার সঙ্গে আয়—আমরা দু'জনে খোঁজ করি। কি জানি কোথায় গেল। আমি জোরে ডাক্‌ব—তাহ'লে, তাহ'লে শুন্‌তে পাবে নিশ্চয়ই! নিমাই, নিমাই, নিমাই! তুই আমার সঙ্গে আয়, আমি রাস্তায় গিয়ে আরও জোরে ডাক্‌ব—নিমাই, নিমাই, নিমাই!

[উভয়ের প্রস্থান

(দুইদিক হইতে নিত্যানন্দ ও শ্রীবাসের প্রবেশ)

শ্রীবাস। কেও—শ্রীপাদ?

নিতাই। পণ্ডিত, তুমি—তুমিও শুন্‌তে পেয়েছ?

শ্রীবাস। হাঁ শুনেছি, ঐ শোন আবার!

নিতাই। একি মর্ম্মভেদী 'নিমাই' 'নিমাই' আহ্বান! নিদ্রাচ্ছন্ন নবদ্বীপ কি নিমায়ের নাম উচ্চারণ ক'রে হাহাকার ক'র্‌ছে! বুঝতে পেরেছ কি, এ হাহাকার কিসের?

শ্রীবাস। বুঝেছি শ্রীপাদ, সর্ব্বনাশ হ'য়েছে! আমি যা' ভেবেছি তাই হ'য়েছে। দেখ্‌তে পাচ্ছনা—শূন্য শয্যা?

নিতাই। ও কার ক্রন্দন?

শ্রীবাস। মা জননীর। নিশ্চয়ই তিনি বৌমার সঙ্গে রাস্তায় পাগলের মত 'নিমাই' 'নিমাই' ক'রে ডাক্‌ছেন!

নিতাই। শয্যা শূন্য, গৃহ শূন্য—বাড়ীতে জনপ্রাণী নেই! নিশ্চয়ই প্রভু আমাদের ফাঁকি দিয়েছেন! কাল রাত্রে একসঙ্গে অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা ক'য়েছি—বৌমার নাম উল্লেখ ক'রে কত রসিকতা ক'র্‌লেন। এমন প্রফুল্ল তাঁকে আর কখনো দেখিনি।

শ্রীবাস। কিন্তু শ্রীপাদ, আর তো এখানে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের মত আমাদের চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকা উচিত হয় না। চল আমরা মাকে ফিরিয়ে আনি।

নিতাই। চল যাই। কিন্তু তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রে তাঁকে কি ব'ল্‌বো—কি কথায় প্রবোধ দেব?

[উভয়ের প্রস্থান

(একদল লোক প্রবেশ করিল ও চলিয়া গেল। একজন পুরুষ ও দু'জন স্ত্রীলোকের প্রবেশ।)

প্রথমা। ওঃ, এমন সর্ব্বনাশ কি মানুষের হয়! ওরা বাড়ীতে ফিরিয়ে আন্‌তে পার্‌লে না বুঝি?

দ্বিতীয়া। না, এই তো আমি নিজের চোখে দেখে এলাম। শাশুড়ী-বৌ পাগলের মত ছুটে গেছে গঙ্গার ধার পর্য্যন্ত। বৌকে ব'লছে—আমি 'নিমাই' ব'লে ডাকি। বৌমা, তুমিও ডাক—যা-খুসী তাই ব'লে ডাক। আমার কথায় যদি না আসে, তোমার কথায় আস্‌বে। কথা শুনে আমারই দু'চোখ ফেটে জল এল মা! আমি আর থাকতে পার্‌লেম না।

প্রথমা। সর্ব্বজয়া জান্‌তে পেরেছে?

দ্বিতীয়া। তা' আর পারেনি! এইবার বুঝি নিয়ে আস্‌ছে। ওগো, তুমি একটু এগিয়ে দেখনা একবার!

পুরুষ। নিতাইদা যখন গেছে, ধ'রে ত আন্‌বেই।

দ্বিতীয়া। আহা, ছুঁড়ীর কি বরাত গা! দুধের মেয়ে!

(শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়া সহ নিত্যানন্দ, শ্রীবাস ও অন্যান্য সকলের প্রবেশ)

শচী। ওরে, তোরা আর আমায় ঘরে নিয়ে যাস্‌নে—ঘর আমার ভেঙ্গে গেছে! আর তো আমি চার চালের নীচে মাথা গলাতে পার্‌বো না। মা, তোমার হাতে হাতে স'পে দিলাম, তবু রাখ্‌তে পার্‌লে না মা!

নিতাই। মা, তোমার পায়ে পড়ি মা! আমার কথা রাখ—ঘরে এস।

শচী। নিমাই—নিমাই! ও বাবা, আমি কি ক'রে ঘরে যাব! ওঘরে যে আমার রাবণের চিতে জ্বলছে! ওই ঘর থেকে বার ক'রে, একে একে আটটী সোনার পদ্ম আমি যে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিয়েছি!

বিষ্ণুপ্রিয়া। ও মা, মা!

নিতাই। বৌমা, তুমি যদি একটু স্থির না হও তো তোমার শাশুড়ীকে বাঁচাবে কি ক'রে? মা, মা!

শচী। কে—কে, তুই কে? এখনো আমায় মা মা ব'লে ডাকছিস্?

নিতাই। আমায় চিন্‌তে পাচ্ছ না মা, আমিও যে তোমার ছেলে! নিমাই নিতাই—আমরা দুই-ভাই। সে কোথায় যাবে? তুমি স্থির হও মা, আমি নিজে সমস্ত দেশ খুঁজে তাকে বার ক'র্‌বো।

শচী। তুমি কি ক'রে খবর পেলে নিতাই! আমার কান্না শুন্‌তে পেয়েছিলে বুঝি?

নিতাই। তোমার কান্না তো আমি একা শুনিনি মা! ন'দের সমস্ত লোক আজ তোমার কান্না শুন্‌তে পেয়েছে। এই দেখ না মা—সবাই তোমার বাড়ীর উঠোনে দাঁড়িয়ে। ঐ যে নরহরি, বাসুঘোষ, মুরারি—ঐ ওখানে এককোণে দাঁড়িয়ে গদাধর কাঁদ্‌ছে! ঐ শ্রীবাস, হরিদাস, বিজয়, পুণ্ডরীক—ঐ দেখ মা, উঠোনের মাঝখানে জগাই মাধাই ধুলোয় গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদ্‌ছে। কালই সকালে শান্তিপুরে অদ্বৈত খবর পাবেন। এত ভক্তের চোখে ধুলো দিয়ে সে কোথায় পালাবে? তার সাধ্য কি? আমি নিজে ন'দের সমস্ত লোক সঙ্গে নিয়ে দেশ দেশান্তরে ঘুরে বেড়াব। তুমি কি মনে কর, সে লুকিয়ে থাক্‌তে পার্‌বে? তাকে ধরা দিতেই হবে!

শচী। তাকে ধর্‌তে পার্‌বে নিতাই?

নিতাই। নিশ্চয় ধ'র্‌তে পার্‌বো। কিন্তু তার আগে তুমি স্থির হও। তোমায় স্থির না ক'রে তো কোথা যেতে পার্‌ছি না মা!

শচী। আমার জন্য ভেবো না, আমি স্থির থাকব। তুমি যাও বাবা, তাকে খুঁজে বার ক'রো।

নিতাই। এদের সবাইকে নিয়ে আমি যাচ্ছি। বৌমা, তুমি রইলে—মাকে দেখো! মা, যদি তোমার হারানিধিকে ফিরিয়ে আন্‌তে পারি, তবেই নবদ্বীপে ফির্‌বো। যদি তাকে খুঁজে না পাই, আমি অন্নজল ত্যাগ ক'র্‌বো। আর হরি ব'লে ডাক্‌বো না—গোরানাম আর মুখেও আন্‌বো না!

—

দ্বিতীয় দৃশ্য

(কাটোয়ার পথ। জনৈক গ্রামবাসী ও নিত্যানন্দ)

নিতাই। ওগো, শোন—শোন! গৌরবর্ণ এক ব্রাহ্মণের ছেলেকে এই পথে যেতে দেখেছ? মুখে তার সদাই হরি হরি ধ্বনি—নয়ন জলে চাঁদ-বদন ভেসে যাচ্ছে।

(লোকটী গৌরাঙ্গের রূপ দেখিয়া পাগল হইয়াছে। সে নিত্যানন্দের কথায় উত্তর দিল গানে)

গান।

আমি দেখেছিরে তায়,
গৌর বরণ সন্ন্যাসী এক এসেছে হেথায়।
(তার) হরি ব'ল্‌তে নয়ন ঝরে,
আপনি কেঁদে কাঁদায় পরে,
রূপে ভুবন পাগল করে—
আপন মনে গায়।
বলে—"কোথায় শ্যামরায়?"
হেরিয়ে গগন-ঘেরা
নব জলধর,
মেঘেরে ডাকিয়ে বলে
"হে মুরলীধর!
দেখা যদি নাহি দিবে
কেন গো বাজালে বাঁশী,
তুমি কি জান না নাথ
আমি চরণের দাসী!"
(কথা) বলিতে বলিতে কাঁদে
ধূলিতে মুরছা যায়—
কুঞ্চিত চারুকেশ
মাথায় নাহিক তার,
মুণ্ডিত মস্তক—
অঙ্গে কৌপীন সার!
পথে শত নরনারী
সে বেশ দেখিতে নারি
কাঁদিয়া লুটায়!

নিতাই। এ নিশ্চয়ই আমার প্রাণের গোরা ব'ল্‌তে পার ভাই, কোথায় তার দেখা পাব?

লোক। এই যে গঙ্গার ধারে—তুমি আমার সঙ্গে এস।

[উভয়ের প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

(অদ্বৈতের বাড়ী। অদ্বৈত ও সীতা)

অদ্বৈত। ব্রাহ্মণি, নবদ্বীপ থেকে আর কোন খবর আসেনি ?

সীতা। খবর কে পাঠাবে বল ? ছেলেরা নবদ্বীপে গিয়েছিল। নবদ্বীপে পুরুষ মানুষ কেউ ঘরে নেই। সবাই গোরাচাঁদের খোঁজে ঘর ছেড়ে দেশ দেশান্তরে বেরিয়ে প'ড়েছে!

অদ্বৈত। মা আর বৌমার খবর নিয়েছিল ?

সীতা। শচী-বিষ্ণুপ্রিয়া আর ওঠেনি; আজ তিন দিন ধরাসনে প'ড়ে আছে—স্নান করেনি, খায়নি! শুনলাম, বৈষ্ণব আর অবৈষ্ণবে আজ আর কোন প্রভেদ নেই—হা গোরা, হা গোরা ব'লে সবাই কাঁদ্‌ছে!

অদ্বৈত। আমি বুঝ্‌তে পেরেছি এইবার; পাষণ্ডদলনের জন্যই সে ঘর ছেড়েছে। নইলে তার গৃহত্যাগের কি দরকার ছিল! শত অনুনয়, শত আবেদন, অজস্র অশ্রুবর্ষণ, অষ্টপ্রহর হরিনাম সংকীর্ত্তন যা' ক'রতে পারেনি—আজ তাই সম্ভব হ'য়েছে। শচী-বিষ্ণুপ্রিয়ার দিকে তাকিয়ে আজ তারা বুঝ্‌বে, কি রত্ন নবদ্বীপ হারিয়েছে! এতদিন তাদের গৌরাঙ্গকে পাওয়া হয় নি—আজ যথার্থ পাবে।

সীতা। শুনলাম, আমরা এখান থেকে যে কাপড় পাঠিয়েছিলাম—যাবার সময় বাবার পরণে সেই কাপড় ছিল।

অদ্বৈত। ব্রাহ্মণি, সে আমায় বাপের মতনই শ্রদ্ধা ক'র্‌ত। আজ তোমায় ব'লছি—কতবার তাকে দেখেছি, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী—একেবারে আমার ইষ্টমূর্ত্তি! প্রথম যেদিন দেখা হয়, আমি মূর্চ্ছা গিয়েছিলাম! কিন্তু পারতপক্ষে আমার পায়ে হাত দিতে দেয়নি। বৌমাটীও তাই—সেবার আমায় কত তিরস্কার ক'র্‌লেন। এই তো নরলীলা ব্রাহ্মণি—আর লীলা কাকে বলে!

সীতা। আমার ইচ্ছে হ'চ্ছে, যেখানে আছে —একবার ছুটে গিয়ে চাঁদ-মুখ দেখে আসি!

অদ্বৈত। দেখ গৃহিণি, সবাই তার খোঁজে গেল—জরায় জর্জ্জরিত হ'য়ে আমিই কেবল ঘরের কোণে ব'সে রইলাম। আমি ভগবানের কাছে নিজের জন্য কখনো কিছু চাইনি—কোনও কামনার দ্বারা আমার পূজাকে কলুষিত ক'রিনি কোনদিন। আজ যদি ভগবান আমার সামনে দাঁড়িয়ে আমায় বর চাইতে বলেন, আমি ব'লি—"প্রভু, অন্ততঃ একটী দিনের জন্য আমায় যুবকের শক্তি দাও—আমি প্রাণগৌরাঙ্গের অন্বেষণে যাব।"

সীতা। আজ তিন দিন তুমি পূজা আহ্নিক কিছুই ক'রনি।

অদ্বৈত। কিন্তু সে ব'লেছিল, আর একবার আস্‌বে! মৃত্যুর পূর্ব্বে অন্ততঃ আর একটীবার তাকে দেখা চাই। আচ্ছা, চল না ব্রাহ্মণি, তুমি আর আমি! আর তো হাঁট্‌তে পার্‌বো না! বুক ভেঙেছে, হাঁটু ভেঙেছে—না, হাঁটা আর চলে না! আমরা দু'জন যদি নৌকো ক'রে নবদ্বীপে যাই—শচী বিষ্ণুপ্রিয়াকে দেখে আসি! আহা! বিশ্বরূপ যখন ঘর ছেড়ে চ'লে যায়, তখন আমি নবদ্বীপে।

সীতা। সেই অবধিই দুই বোন এক রকম জ্যান্তে মরা।

অদ্বৈত। তাই চল, একবার দেখে আসি। গৌরহারা নবদ্বীপের মূর্ত্তি কেমন হ'য়েছে তাও একবার দেখা দরকার। আমি তোমায় ব'ল্‌ছি ব্রাহ্মণি, তুমি দেখে নিও—এইবার নবদ্বীপ গৌরাঙ্গ-ময় দ্বিতীয় বৃন্দাবন! চল, আমরা এখনই রওনা হই।

(নেপথ্যে নিত্যানন্দ)

নিতাই। বাবাঠাকুর, বাবাঠাকুর!

অদ্বৈত। বাইরে কে আমায় ডাক্‌লে না ব্রাহ্মণি, বাবাঠাকুর ব'লে ?

সীতা। তোমায় ওনামে তো নিতাই ছাড়া আর কেউ ডাকে না!

অদ্বৈত। কে রে, নিতাই নাকি—এসেছিস্ তুই!

(নিত্যানন্দ গৌরাঙ্গকে লইয়া প্রবেশ করিলেন)

নিতাই। একা আসিনি বাবাঠাকুর, তুমি যার জন্য কাঁদ্‌ছ তাকেও সঙ্গে এনেছি

অদ্বৈত। সে এসেছে? কই দেখি, দেখি একবার মুখখানা—দেখি। ব্রাহ্মণি, দেখ দেখ—নতুন রূপ, নতুন বেশ!

নিতাই। তোমার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে কে বল দেখি?

নিমাই। আমি জানি।

অদ্বৈত। তাহ'লে আমায় ভোলনি দয়াময়!

নিমাই। তোমার কাছেই সকলের আগে আস্‌তে হ'ল। তুমি ডাকলে ব'লে বোধ হয় বৃন্দাবন যাওয়া হ'ল না!

অদ্বৈত। তোমায় না দেখে যদি ম'রতাম, তবেই কি তুমি খুসী হ'তে?

নিতাই। তুমি অদ্বৈত—লীলাসহচর; তুমি ম'র্‌বে কি গো বাবাঠাকুর!

সীতা। কিন্তু বাবা, একটা কথা—বুড়ো মায়ের বুকে শেলাঘাত কেন ক'র্‌লে?

নিমাই। মা, আমি নরাধম। আমি তাঁর সন্তানের যোগ্য নই। সংসারের সমস্ত মায়ের কাছেই আমি ক্ষমা চাইছি। মা, তোমরা সবাই আমায় ক্ষমা কর—আশীর্ব্বাদ কর, যেন মাতৃ-কোপানলে না পড়ি! শ্রীপাদ, আমার প্রাণ মায়ের জন্য কেঁদে উঠ্‌ছে। আমার তো আর নবদ্বীপে যাবার উপায় নেই। তুমি আমার মাকে এখানে নিয়ে এস—আমি তাঁর পায়ে ক্ষমা চাইব। আমি বুঝেছি—তাঁর মনে কষ্ট দিয়েছি ব'লে কৃষ্ণ আমায় কৃপা করেন নি, আমার বৃন্দাবন দর্শন হ'ল না।

অদ্বৈত। যাও নিতাই, এই দণ্ডে যাও—মাকে আমার নিয়ে এস। ব'লো, আমরা সবাই তাঁর সন্তান। দয়া ক'রে অধমের ঘরে যেন পায়ের ধুলো দেন। আমার দেহ অশক্ত, নইলে আমিই যেতাম।

নিতাই। আর আমার বৌমা?

নিমাই। তাঁর কথা আর ব'লো না—তাঁর নাম আর শুনিয়ো না শ্রীপাদ! আমি যে সন্ন্যাসী।

(নিতাই কিছু দূর গিয়া ফিরিয়া চাহিলেন, পরে সঙ্কেতে সীতাদেবীকে ডাকিলেন)

নিতাই। মা অন্নপূর্ণা, একটী যে নিবেদন আছে মা!

সীতা। কি নিবেদন বাবা?

নিতাই। প্রভু তো আমার একা আসেন নি! নবীন সন্ন্যাসী শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যকে দর্শন ক'রবার জন্য শত শত উৎসুক ভক্ত তোমার ঘরের বাইরে। প্রসাদের ব্যবস্থা কর্‌তে হবে যে মা অন্নপূর্ণা!

সীতা। বেশ তো—ব্যবস্থা হবে।

(নিতাই চলিয়া গেলেন)

অদ্বৈত। (নিমাইয়ের হাত ধরিয়া) আজ আমার সে দিনকার সেই গান মনে প'ড়ছে—

যব্ হরি আওব গোকুলপুর্
ঘরে ঘরে নগরে বাজব জয়তুর্।

(সীতা ও অদ্বৈত শ্রীগৌরাঙ্গকে ধরিয়া বাড়ীর মধ্যে লইয়া গেলেন)

চতুর্থ দৃশ্য

(নবদ্বীপ—শ্রীধাম। গৃহাভ্যন্তরে ধূলিশয্যায় শচী-মাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়া। নিতাই প্রবেশ করিলেন)

নিতাই। মা, মা!

শচী। কে নিমাই, ঘরে এলি বাপ!

নিতাই। মা, চেয়ে দেখ—আমি নিমাই নই, আমি তোমার অধম সন্তান নিতাই।

শচী। নিতাই, ফিরে এসেছ এতদিনে? ঐ দেখ নিতাই, আমার সোনার কমল ধূলোয় গড়া-গড়ি যায়!

নিতাই। মা, তোমার হারানিধি ফিরে পেয়েছি।

শচী। আন্‌তে পেরেছ তাকে! সে কোথায়—কত দূরে?

নিতাই। শান্তিপুরে—অদ্বৈতের বাড়ীতে। আমি তোমায় নিতে এসেছি মা।

শচী। বাড়ী এল না?

নিতাই। সন্ন্যাসীর যে বাড়ীতে আস্‌তে নেই মা!

শচী। তাহ'লে বাবা আমার সন্ন্যাসী হ'য়েছে?

নিতাই। হাঁ, মা।

শচী। সন্ন্যাসীর বেশ ধ'রেছে?

নিতাই। হাঁ, মা।

শচী। মাথায় সে কোঁকড়ান চুল আর নেই?—মাথা মুড়িয়েছে? দেহে অঙ্গ বেশভূষা নেই?—কৌপীন প'রেছে?

নিতাই। হাঁ জননি। তুমি আমার সঙ্গে চল।

শচী। না নিতাই, আমি যাব না। আমার বিশ্বরূপ সন্ন্যাসী হ'য়েছিল—এর মুখ দেখে সে দুঃখ ভুলেছিলাম। আজ নিমাইয়ের গায়ে গৈরিক কৌপীন দেখ্‌লে, আমার একসঙ্গে দুই শোক উথ্‌লে উঠ্‌বে। তুমি যাও নিতাই, সে যদি মাকে ছেড়ে থাকৃতে পারে, আমিও তাকে ছেড়ে থাকতে পার্‌বো।

নিতাই। তুমি তো জান—সন্ন্যাসীর মা ব'লে ডাকতে নেই। কিন্তু নিমাইয়ের মা মা ব'লে কত কান্না! আমার দুটী হাত ধ'রে ব'ল্লে—শ্রীপাদ, তুমি দয়া ক'রে আমার মাকে নিয়ে এস।

শচী। আমার নাম ক'রে কাঁদ্‌লে? নিষ্ঠুর আমায় আজও ভোলেনি?

নিতাই। তোমায় ভুল্‌বে?—তাও কি সম্ভব মা! চল মা আমার সঙ্গে; তোমার নিমাই তোমায় ডেকেছে।

শচী। তবে চল বৌমা, ওঠ; নিমাই ডেকেছে।

নিতাই। মা, তোমায় যে একা যেতে হবে!

শচী। কেন?—বৌমা? বৌমা যাবে না?

নিতাই। মাগো, সন্ন্যাসীর যে নারীমুখ দেখা নিষেধ! যদি চারিচক্ষে মিলন হয়, আমার গৌর গুণমণি যে স্বধর্ম্মে পতিত হবে মা!

শচী। তাহ'লে আমার যাওয়া হবে না নিতাই! আমারই মত দুঃখী অভাগিনী—ওকে ফেলে আমি কোথাও যেতে পার্‌বো না। আমি তোমায় ব'ল্‌ছি নিতাই, আমার গর্ভের সন্তান থেকে ঐ পরের মেয়ে আজ আমার বেশী আপনার।

বিষ্ণুপ্রিয়া। (এতক্ষণ স্থির হইয়া শুনিতেছিলেন) মা, তুমি যাও—আমি যাব না। আমার যাওয়ার আবশ্যক হবে না। আমি বিরহের ভিতর দিয়েই তাঁকে পাব। সংসারে বিরহই তাঁর সাধনা ছিল—আজ আমারও সাধনা বিরহ! তুমি অভিমান ক'রো না মা—আমার একবিন্দু অভিমান নেই। আমি জানি, তিনি আমায় ভালবাসেন। আমি জানি, বৈরাগ্যে নয়—প্রেমেই তিনি আমায় ত্যাগ ক'রেছেন! তুমি যাও মা, সে চাঁদমুখ দেখে এস। তিনি কুশলে আছেন জান্‌লেই আমি সুখী হব।

নিতাই। বৌমা, তুমি আমার মা হবারই যোগ্য বটে! যদি কখনো গৌরাঙ্গকে জগৎ বুঝ্‌তে পারে—বিষ্ণুপ্রিয়াকেও বুঝ্‌বে। এস মা!

(বিষ্ণুপ্রিয়া শচীর পদধূলি লইলেন। শচী চিবুক ও মস্তক স্পর্শ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। শচী ও নিতাই ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন। বিষ্ণুপ্রিয়া অনেকক্ষণ একা দাঁড়াইয়া রহিলেন। শুষ্ক ফুলের মালা শ্রীগৌরাঙ্গের পরিত্যক্ত শয্যায় ছড়ানো ছিল। সেইখানে স্বামীর পাদুকা-দুখানি যত্নে রাখিলেন। ফুলের ভূষায় উহাকে সাজাইলেন। তখন ধীরে ধীরে নারায়ণী প্রবেশ করিলেন।)

বিষ্ণুপ্রিয়া। কে?—নারায়ণী?

নারায়ণী। হাঁ আমি। তুমি বুঝি' যাওনি?

বিষ্ণুপ্রিয়া। না।

নারায়ণী। নবদ্বীপের সবাই গেছে—শুধু তোমার আর আমার সেখানে স্থান নেই!

বিষ্ণুপ্রিয়া। (মৃদু হাসিয়া) স্থান কেন থাক্‌বে না?

নারায়ণী। তিনি যে সন্ন্যাসী।

বিষ্ণুপ্রিয়া। কে বলে তিনি সন্ন্যাসী? আমি জানি, তিনি সন্ন্যাসী নন! তিনি বিরহী, কৃষ্ণবিরহী—বিষ্ণুপ্রিয়াবিরহী। আজ আমি আমার সমস্ত অন্তঃকরণ দিয়ে অনুভব ক'রছি, আমার বিরহ আশ্রয় ক'রেই তাঁর কৃষ্ণবিরহের স্ফুরণ হ'চ্ছে!

(নারায়ণী বিষ্ণুপ্রিয়ার চরণবন্দনা করিলেন)

নারায়ণী। সেইজন্যই তো তোমার পা-পূজো করি—তুমি ভাগ্যবতী! আমার যে একুল ওকুল দুকুল গেছে—আমি যে গৌর-কলঙ্কিনী!

বিষ্ণুপ্রিয়া। তোমার এত প্রেম—তুমি কেন কলঙ্কিনী হবে! প্রেম কি কলঙ্কের বস্তু?

নারায়ণী। সংসারের লোকের কাছে। ব'লেছি তো—তুমি ভাগ্যবতী! তুমি গৌরাঙ্গের

সহধর্ম্মিণী, তুমি তাঁকে পেয়েছ। তোমার সংসার আছে, ধর্ম্ম আছে। আমার তো কেউ নেই—কিছু নেই। আমার গোরাচাঁদ ন'দে ছেড়ে চলে গেছে। ঘরে বাইরে কোথাও তো আর আমার ঠাঁই নেই।

বিষ্ণুপ্রিয়া। তুই আমার কাছে থাকবি?

নারায়ণী। কি ক'রবো তোমার কাছে?

বিষ্ণুপ্রিয়া। তাঁর নাম—তাঁর গুণগান আমায় শোনাবি। তুই কাঁদবি, আমি কাঁদব।

নারায়ণী। কিন্তু আমার দুঃখ আর তোমার দুঃখ তো এক নয়। আমি কলঙ্কিনী! তুমি কি আমায় রাখতে পারবে?

গান

দেখিলে কলঙ্কীর মুখ কলঙ্ক হইবে,
এজনার মুখ আর দেখিতে না হবে।
তুমি আপন ঘরে থাক ধরম লইয়া,
এদেশে না রব মুই যাইব চলিয়া।
গোরা-মাণিকের মালা গাঁথি নিব গলে,
গোরা-গুণযশ কাণে পরিব কুণ্ডলে।
গোরা-অনুরাগ রাঙ্গা বসন পরিয়া,
দেশে দেশে ভরমিব যোগিনী হইয়া॥

বিষ্ণুপ্রিয়া। নারায়ণি! তুই যে কলঙ্কের গান গাইলি, সেতো সহজ কলঙ্ক নয়—শ্রীরাধিকা এই কলঙ্কসাগরে ডুবেছিলেন। সংসারের সমস্ত ধর্ম্মের চেয়ে এ কলঙ্ক যে অনেক বড়। আমি তোকে ছাড়বো না—তুই আমার কান্নার সহচরী।

(বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী নারায়ণীর হাত ধরিয়া ধীরে ধীরে ঘরের বাহিরে লইয়া গেলেন)

ক্রোড়াঙ্ক

(শান্তিপুর। অদ্বৈতের বাড়ীর সম্মুখ—প্রান্তর। লোকারণ্য—দলে দলে লোক আসা যাওয়া করিতেছে।)

প্রথম পুরুষ। বাড়ীর ভিতর গিয়েছিলে?

দ্বিতীয় পুরুষ। ভয়ানক ভিড়—যাবার উপায় নেই। শুনেছি, একটু পরে প্রভু এসে সবাইকে দেখা দেবেন।

তৃতীয় পুরুষ। ওঁর বাড়ী থেকে নাকি মা-ঠাকৃরুণ এসেছেন?

জনৈক প্রৌঢ়া। তা' আর আসবে না গা—মার প্রাণ তো? অমন ছেলে যার সন্নিসী হয়, সে কেমন ক'রে প্রাণ ধ'রে ঘরে থাকবে!

(একদল লোক বলিয়া উঠিল—"গৌরপ্রেমানন্দে একবার হরি হরি বল"; সঙ্গে সঙ্গে খোল-করতাল বাজিয়া উঠিল।)

প্রথম পুরুষ। ঐ আসছেন—ঐ আসছেন!

প্রৌঢ়া। কই বাবা, কই সে চাঁদমুখ? আহা, বাছা আমার! আহা, ঐ বুঝি শচীমা!

জনৈক যুবতী। আর বৌ কোথায়? শুনেছি অমন সুন্দরী হয় না!

প্রৌঢ়া। সন্নিসী হ'য়েছে, আর কি বৌয়ের মুখ চাইবে? তার এ জন্মের মত হ'য়ে গেল!

যুবতী। কি সুন্দর চোখের চাউনি! বুঝি কিছু ব'লবেন। তোমরা একটু চুপ কর'না গা।

(সেদিন নবদ্বীপে আর লোক ছিল না। নিত্যানন্দ, শ্রীবাস, জগাই, মাধাই, শ্রীঅদ্বৈত, শচীমা, সর্ব্বজয়া প্রভৃতি বেষ্টিত হইয়া নিমাই প্রবেশ করিলেন।)

নিমাই। মা—মা, তুমি আমায় ক্ষমা কর। তোমার ক্ষমা না পেলে সন্ন্যাস গ্রহণ ক'রেও তো আমি কৃষ্ণকে পাব না!

শচী। বাবা, আমি আশীর্ব্বাদ ক'রছি—তোমার সন্ন্যাসজীবন সার্থক হোক! যেমন ক'রে হোক, আমার দিন কেটে যাবে।

নিমাই। (নিত্যানন্দের প্রতি) শ্রীপাদ, এইবার তোমার ক্ষেত্র প্রস্তুত। তুমি মহামন্ত্র প্রচার কর!

(শ্রীগৌরাঙ্গ শচীমাতাকে প্রণাম করিয়া তাঁহার আশীর্ব্বাদ লইয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন। শচীমাতা আর একবার মূর্চ্ছাপন্না হইলেন। নিত্যানন্দ তাঁহাকে ধরিয়া তুলিলেন।)

নিত্যানন্দ। মা ওঠ, এইবার ঘরে চল; বাড়ীতে বৌমা একা আছেন।

শচী। বাবা, আমি কেমন ক'রে ঘরে ফিরে যাব!

নিত্যানন্দ। মা, তুমি কি ভুলে যাচ্ছ? কৃষ্ণ ব'লেছিলেন—"বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি"। তোমার গৌরাঙ্গ আর মুহূর্ত্তের জন্যও নবদ্বীপ ছাড়া নয়। তোমার অন্তরে গৌরাঙ্গ, বিষ্ণুপ্রিয়ার অন্তরে গৌরাঙ্গ—নবদ্বীপের প্রতি নরনারীর হৃদয়ে গৌরাঙ্গ!

সমবেত-সঙ্গীত

ন'দে এবার হ'ল বৃন্দাবন!
ঘর ছেড়ে গিয়েছে চ'লে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রাণধন।
(আবার) পশুপাখী নরনারী,
সবাই ফেলে আঁখিবারি,
অন্ধ হ'ল শচীমাতা—
যশোমতী ব্রজে যেমন।
বিষ্ণুপ্রিয়া নারী ঘরে,
রূপে ভুবন আলো করে,
তবু গোরা জীবের তরে,
ত্যাজ্য করে আপন জন।
কেঁদে কবি কহে বাণী,
মরম-ভাঙা এই কাহিনী,
অনুরাগে যোগী গোরা—
এরস জানে রসিক সুজন॥

যবনিকা

পরিশিষ্ট

(তৃতীয় অঙ্কের শেষে এই পরিবর্ত্তিত অংশ অভিনয় হয়)

(গঙ্গাদাস পণ্ডিত ও শ্রীবাস)

গঙ্গাদাস। কই গো—কোথায় সব ?

শ্রীবাস। বোধ হয় আহারাদি ক'র্‌তে বাড়ীর ভিতর গেছেন। এস আমরা একটু অপেক্ষা করি। আচ্ছা, তুমি ঠিক জান ?

গঙ্গাদাস। জানি বৈকি। সামাজিকদের মধ্যে প্রবল উত্তেজনা চ'লেছে—উচ্চকণ্ঠে হরিসংকীর্ত্তন তাঁরা সহ্য ক'র্‌বেন না।

শ্রীবাস। কেন, তাঁদের আপত্তি কিসের ?

গঙ্গাদাস। রামরূপ আর গোপাল চাপাল এই কাণ্ডটা ঘটিয়েছে। জগাই মাধাই ভক্ত হওয়ায় ওদেরই তো অসুবিধা হ'য়েছে সব চেয়ে বেশী !

শ্রীবাস। তাহ'লে হরিনাম বন্ধ হবে নবদ্বীপে ? যিনি নামপ্রচারের জন্য ধরাতলে এসেছেন, তাঁকেই হরিনাম প্রচার ক'র্‌তে দেবে না ? তুমি কি বল, এ আমাদের সহ্য করা উচিত ?

গঙ্গাদাস। উচিত তো নয়—কিন্তু ক'র্‌বে কি ? হরিনাম ক'র্‌তে গিয়ে শেষ পর্য্যন্ত কি একটা দাঙ্গাহাঙ্গামা বাধিয়ে বস্‌বে ?

শ্রীবাস। শোন গঙ্গাদাস, আমি জানি—হরিনাম মহামন্ত্র ; আমি জানি—তৃণের মত সহিষ্ণু হ'য়ে হরিনাম কীর্ত্তন কর্‌তে হয়। কিন্তু হরিনাম-কীর্ত্তনই যেখানে নিষেধ, সেখানকার বিধান কি—তাতো আমি জানি নে !

গঙ্গাদাস। পাণ্ডিত্যের অভিমানকে যারা বড় ব'লে মনে করে, রসকে তারা চিরদিনই অশ্রদ্ধা ক'রেছে। আমিও তো ঐ দলেই ছিলাম শ্রীবাস ! তবে আজ আমি নিশ্চয়ই জানি, ওরা পার্‌বে না—পার্‌বে না, বাধা দিতে পার্‌বে না—যতই চেষ্টা করুক্। পাণ্ডিত্যের গণ্ডী কতটুকু ? তার বাইরে যে নিদ্রিত জন-নারায়ণ র'য়েছেন—তাঁর অন্তর যে স্পর্শ করে নিমাইয়ের মধুর হরিনাম !

শ্রীবাস। এই যে সব আসছেন—এই দিকে।

(অদ্বৈত, নিত্যানন্দ ও নিমাই প্রবেশ করিলেন)

অদ্বৈত। জগজ্জননীর হস্তের রন্ধন—তার উপর চর্ব্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয়—আহার !

গঙ্গাদাস। কি আশ্চর্য্য, আচার্য্য মহাশয় মিশ্রগৃহে অন্নাহার ক'র্‌লেন নাকি ? আপনার বরেন্দ্রভূমির কৌলীন্যে বৈদিক অন্ন সহ্য হবে তো ?

অদ্বৈত। কে, গঙ্গাদাস নাকি ? এই যে শ্রীবাসও এসেছ। আমার জাত নিয়ে টানাটানি—আর তোমরা বুঝি সাক্ষী হ'তে হাজির হ'লে ?

গঙ্গাদাস। আজ্ঞে না, সেজন্য আসিনি—অন্য কথা আছে। শোন নিমাই, নবদ্বীপের পণ্ডিত-সমাজ উচ্চকণ্ঠে নগরসংকীর্ত্তনের বিরোধী। তোমার নগরসংকীর্ত্তন বন্ধের জন্য যদি প্রয়োজন হয়, তাঁরা রাজার সাহায্য নেবেন।

নিমাই। (অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন) তাঁরা কি ক'র্‌তে বলেন ?

গঙ্গাদাস। নিভৃতে হরিসাধনা তুমি ক'র্‌তে চাও, ক'র্‌তে পার ; তাতে তাঁদের আপত্তি নেই—কিন্তু উচ্চকণ্ঠে নামকীর্ত্তন ক'র্‌তে পাবে না।

নিতাই। তাহ'লে নবদ্বীপে হরিনাম লোপ হোক্ !

নিমাই। না—এরা আমায় নবদ্বীপে বাস ক'র্‌তে দেবে না। নামকীর্ত্তন বৈষ্ণবের স্বধর্ম্ম। আমি সব পারি কিন্তু আমার স্বধর্ম্ম থেকে আমি বিচ্যুত হ'তে পারি নে। আমি যতদিন নবদ্বীপে থাক্‌বো, প্রতিদিন নগরসংকীর্ত্তন আমায় ক'র্‌তে হবে। আমি কাউকে আঘাত দিতে চাইনে ;

কিন্তু যে ধর্মে আমার আত্মবিকাশ, আত্মপ্রতিষ্ঠা—কোন বাধার ভয়ে সে ধর্ম আমি ত্যাগ ক'র্‌বো না। শ্রীপাদ!

নিতাই। কেন, নিমাই?

নিমাই। তুমি যাও—এই মুহূর্ত্তে। এই নবদ্বীপনগরে যেখানে যত খোল-করতাল—কীর্ত্তনীয়া আছেন, সবাইকে খবর দাও। তাঁরা যেন অবিলম্বে এইখানে সমবেত হন। আজ নবদ্বীপে মহা-হরিসংকীর্ত্তন—হরিনামের উন্মত্ত প্লাবন! ধূর্জ্জটীর জটাজাল ছিন্ন ক'রে ভাগীরথী যেমন একদিন সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তকে ভাসিয়েছিলেন—ঠিক তেমনি ক'রে শ্রীপাদ, মহানামের মহাবন্যায় আমি নিজে ভাসতে চাই—নবদ্বীপকে ভাসাতে চাই। যাও শ্রীপাদ!

[নিমাই ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

(শচীমাতার প্রবেশ)

শচী। বাবা নিমাই, একি শুন্‌ছি?

নিমাই। কি শুন্‌ছো মা?

শচী। সমগ্র নবদ্বীপ নাকি তোমার বিরোধী, তাঁরা নাকি কীর্ত্তন বন্ধ ক'রতে চান?

নিমাই। কিছু আশ্চর্য্য নয় মা!

শচী। তবে তুমি এত লোক নিয়ে কীর্ত্তনে যাচ্ছ কেন বাবা? যদি দাঙ্গাহাঙ্গামা হয়!

নিমাই। না মা, তুমি ভয় ক'বো না মা! কিছু ভাবনা নেই। আজ বৈষ্ণবের আত্মপ্রতিষ্ঠা!

শচী। তোমার জন্য তো নয় বাবা, সঙ্গে একদল গোঁয়ার-গোবিন্দ লোক!

নিমাই। তুমি আশীর্ব্বাদ কর মা, তোমার আশীর্ব্বাদে কোন অমঙ্গল হবে না। যারা বৈষ্ণব—তারা নিজের ধর্ম্ম গ্রহণ ক'র্‌বে, যারা বৈষ্ণব নয়,—তারা আমার সঙ্গ ছাড়্‌বে। আজ আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ দিন। আমি আসি মা।

শচী। হরি তোমায় রক্ষা করুন।

(শচীমাতার প্রস্থান এবং বিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীর প্রবেশ)

পূর্ণিমামিলন

——:*:——

যোগেশচন্দ্র চৌধুরী প্রণীত

——:(*):——

নাট্যনিকেতনে প্রথম অভিনয়

বুধবার, ৩০শে ফাল্গুন, সন ১৩৪০ সাল।

নিবেদন

"পূর্ণিমামিলন" সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী নাট্যকার মলিয়রের School For Husbands নামক নাটক অবলম্বনে রচিত। বাংলা রঙ্গমঞ্চে আমার পূর্ব্ববর্ত্তিগণ প্রায় সকলেই হাস্যরসের অবতারণায় মলিয়রের নিকট ঋণ করিয়াছেন—আমিও সেই মহাজনের নিকটই ঋণী। তবে মূল নাটকের মূল ভাবটী ব্যঙ্গ (satire); "পূর্ণিমামিলন" ব্যঙ্গ নয়, রঙ্গ। মূলে যাহা 'স্কুল' ছিল, তাহা আমি 'রসিকসম্মেলনে' পরিণত করিবার চেষ্টা করিয়াছি, পারিয়াছি কি না—দর্শকগণ বিচার করিবেন। আজ বাংলা দেশে কৃপণ ও বিয়ে-পাগ্‌লা বুড়োকে লইয়া ব্যঙ্গ করিবার আবশ্যক নাই—আমারও সে উদ্দেশ্য নহে। আমার উদ্দেশ্য অতি সহজ, নিতান্তই লঘু মনের পরিচায়ক—কিছুক্ষণ রঙ্গালয়ের দর্শকগণকে প্রেমের কাহিনী, নৃত্যগীত ও হাসি দিয়া ভুলাইয়া রাখা।

লোকের মুখে যাহা শুনিয়াছি তাহাতে মনে হয়, রঙ্গমঞ্চের অভিনয় দর্শকের চিত্তরঞ্জন করিতে পারিয়াছে! পারিয়াছে কি পারে নাই—অদূর ভবিষ্যতেই জানা যাইবে। ভাল অভিনয় হইলে "পূর্ণিমামিলন" যে সর্ব্বশ্রেণীর দর্শককে মুগ্ধ করিতে পারিবে, এ বিশ্বাস আমার আছে। চাঁদেও কলঙ্ক আছে—সে কলঙ্ক চাঁদের শোভা। "পূর্ণিমামিলনে" যদি কলঙ্ক থাকে, সে কলঙ্ককে সুষ্ঠু অভিনয় দ্বারা নূতন সৌন্দর্য্যে রূপান্তরিত করা যায়। লিখিত নাটক গানের স্বরলিপির মত নাট্যাভিনয়ের স্বরলিপি-মাত্র। প্রকৃত রসিক নাট্যামোদী ছাড়া নাটকের সত্যকার পাঠক নাই।

নাটকখানি নাট্যনিকেতনে অভিনীত হইতেছে। উক্ত রঙ্গালয়ের স্বত্বাধিকারী প্রিয়বন্ধু শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র গুহ মহাশয় নাটকের প্রযোজনাকে সুষ্ঠু ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিতে যথেষ্ট প্রয়াস পাইয়াছেন। বিশিষ্ট শিল্পী বন্ধুবর শ্রীযুক্ত যামিনী রায় ইহার দৃশ্যপটাদি পরিকল্পনায় তাঁহার স্বকীয় অভিনব চিত্রাঙ্কন-কৌশল প্রয়োগ করিয়া নাট্যাভিনয়কে মনোরম ও শ্রীমণ্ডিত করিয়াছেন গীতিবহুল নাটকে গানের সুর একটা খুব বড় কথা। যিনি সুর দিয়াছেন, সেই মনস্বী সুরশিল্পী ৺ভূতনাথ দাস—আজ আর ইহলোকে নাই। ইঁহাদের সকলের সাহায্যে নাটকের মর্ম্মকথা দর্শকের নিকট প্রতিভাত হইবে, এজন্য ইঁহাদের সকলের নিকট কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিতেছি।

১৮বি, বাগবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা;
চৈত্র-পূর্ণিমা, ১৩৪০ সাল।

যোগেশচন্দ্র চৌধুরী

উৎসর্গ

বাংলার শ্রেষ্ঠ শক্তিশালী নাট্যকার

৺দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়ের

শ্রীকরকমলে—

উপহার সামান্য; কিন্তু শ্রদ্ধা ও প্রীতি সামান্য নয়। সেই জোরে দিতে ভরসা পাইলাম।

শ্রদ্ধাবনত

যোগেশচন্দ্র চৌধুরী

নাটকীয় চরিত্র-পরিচয়

অর্থপতি ... উজ্জয়িনীর পুরাতন অধিবাসী ; বর্ত্তমানে গ্রাম হইতে নব আগন্তুক। অর্থশালী, কৃপণ, প্রৌঢ়, নব-যৌবনা কুমারী চতুরিকার পাণিপ্রার্থী।

মণিভদ্র ... উজ্জয়িনীবাসী ধনাঢ্য যুবক। অর্থপতির পূর্ব্বতন প্রতিবাসী। কুমারী নিপুণিকার-পাণিপ্রার্থী।

চিদ্বিলাস ... উজ্জয়িনীবাসী ধনাঢ্য যুবক। অর্থপতির অধুনাতন প্রতিবাসী। চতুরিকার লাজুক প্রণয়ী।

অমরনাথ ... উজ্জয়িনীবাসী ধনাঢ্য যুবক। চিদ্বিলাসের বন্ধু।

মকরধ্বজ তর্কবাচস্পতি সিদ্ধান্তবারিধি ... উজ্জয়িনীর বিলাসীসমাজের পুরোহিত। মহাকবি কালিদাসের প্রায় নিকট আত্মীয়।

রামটহল ... চিদ্বিলাসের ভৃত্য।

নগররক্ষী ...

চতুরিকা ... ছোট ভগিনী

নিপুণিকা ... বড় ভগিনী

তরঙ্গিণী ... ভগিনীদ্বয়ের বিশেষ পরিচিতা বান্ধবী

মালিনী ... রাজার মালিনী, কবির মালিনী।

প্রথম অভিনয়-রজনীর নট-নটী

অর্থপতি	...	অহীন্দ্র চৌধুরী
মণিভদ্র	...	গগনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
চিদ্বিলাস	...	সন্তোষকুমার সিংহ
অমরনাথ	...	জহরলাল গঙ্গোপাধ্যায়
মকরধ্বজ তর্কবাচস্পতি সিদ্ধান্তবারিধি		মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য
রামটহল	...	তুলসীচরণ চক্রবর্ত্তী
নগররক্ষী	...	সুবলচন্দ্র ঘোষ
চতুরিকা	...	নীহারবালা
নিপুণিকা	...	সুশীলাবালা
তরঙ্গিণী	...	রাণীবালা
মালিনী	...	চারুশীলা

পূর্ণিমামিলন

প্রথম অঙ্ক

দৃশ্য—উজ্জয়িনী-নগরপ্রান্ত। কৌমুদী-জাগর-উৎসব-রজনী।

প্রথম প্রহর

(প্রথমাংশ)

(উৎসবে বহু নরনারী যোগদান করিয়াছে। সেখানে নাগরিক, নাগরিকা, পুরমহিলা, নট, ভাট, বিট, পুরোহিত, ক্ষৌরকার, দ্যূতক্রীড়ক, নর্ত্তক প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের লোক ছিল—সকলেই আনন্দে ও ঈষৎ বারুণীপানে আত্মহারা—পুরমহিলা-গণ অরুণ-নয়না। সেই দলে অর্থপতি, মণিভদ্র, রায়টহল ও মালিনী ছিল।)

সমবেত সঙ্গীত

আজি সখি পূর্ণিমা-মিলন-রাতি—
ধরা এনে আর কোথা নাহিক আঁধার,
গগনে পূর্ণশশী জ্বেলেছে বাতি।
কোথা তোর বঁধু সই—
আন্ তারে ডেকে আন—
কানে কানে শোনা তারে
যৌবন-জয়গান ;
সুধার সাগরে সই—
ওই যে ডেকেছে বান—
তরুণতরুণী মিলে
জাগিয়া পোহাব রাতি,—
আজ কেন একা তুই—
খুঁজে আন্ কোথা সাথী।

[অর্থপতি ও মণিভদ্র ব্যতীত সকলের প্রস্থান]

অর্থপতি। তুমি আমায় ভালই বল আর মন্দই বল, আমি ভাই এসব পছন্দ করিনে।

মণিভদ্র। নারীর কণ্ঠে মধুর গান তুমি যদি পছন্দ না কর, ভাল আর তোমায় কেমন করে বলবো দাদা! তুমি তা'হলে পৃথিবীতে স্বর্গ-রচনা কর্ত্তে চাও না ?

অর্থপতি। না ভাই, আমার এই মাটির পৃথিবী—ইঁটকাঠ, চুণসুরকী এতেই যা হয়। যা হিসাবের ভিতর আসে না—তাতে আমি বিশ্বাস করি নে।

মণিভদ্র। তোমার এই অতি-হিসাবের জন্য লোকে তোমায় নিন্দে করে, জান ?

অর্থপতি। করুক ; আমার ঘরে যদি অর্থ থাকে, ও ফাঁকা নিন্দেয় কিছু ক্ষতি হবে না। কিন্তু ভায়া ! তুমি একটু সাবধান থেকো।

মণিভদ্র। কিসের জন্য— ?

অর্থপতি। তোমার 'তাঁর' কথা বল্ছি। ঐ দলে তাঁকেও দেখ্লাম কি না।

মণিভদ্র। আমি তাঁকে আস্তে বলেছি।

অর্থপতি। স্ত্রীলোককে অতটা বিশ্বাস ভাল নয় হে ভায়া !

মণিভদ্র। স্ত্রীলোকের ভালবাসা যদি পেতে হয়—তাকে বিশ্বাস করেই পাওয়া যায় ; আমার অন্ততঃ এই ধারণা।

অর্থপতি। সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। এই সব উৎসবে কত রকমের পুরুষ আসে—তার খবর রাখ ? স্ত্রীপুরুষের অবাধে মেলামেশা সাংঘাতিক ব্যাপার ! আমি দেখছি, তোমার পোষা পাখীটী কোন্‌দিন শিকল কেটে উড্ডীয়মান হবেন !

মণিভদ্র। যদি উড্ডীয়মান হতে চান—হ'তে পারেন ; আমি তাঁকে শিকল দিয়ে কোনদিনই বাঁধিনি—বাঁধবও না।

অর্থপতি। এত উদার ! বেশ—চমৎকার ! তোমায় বাহবা দিতে ইচ্ছে হচ্ছে ! আচ্ছা, এখন

না হয় তুমি তাঁকে স্বাধীনতা দিচ্ছ; কিন্তু এর পর যখন তিনি তোমার ঘরণী হবেন, প্রথম যৌবনের এ স্বাধীনতার আস্বাদ কি ভুলে যাবেন ভাবছ? তাই বলছি, গোড়া থেকেই সাবধান হওয়াই ভাল।

মণিভদ্র। স্বাধীনতার আস্বাদ আমি তাঁকে ভুলতে দেব না। আজ কুমারী অবস্থায় তিনি যতটা স্বাধীন আছেন, আমার সঙ্গে যদি তাঁর বিয়ে হয়, বিয়ের পরও ঠিক সেই পরিমাণেই তিনি স্বাধীন থাকবেন।

অর্থপতি। তখনও এই রকম পাঁচজনের সঙ্গে মিশে আমোদ-আহ্লাদ করবে?

মণিভদ্র। নিশ্চয়ই।

অর্থপতি। তরুণ যুবকদের সঙ্গে কথা কইবে?—

মণিভদ্র। নিঃসন্দেহ।

অর্থপতি। নাট্যশালায় নাটক অভিনয় দেখ্‌তে যাবে?

মণিভদ্র। একশবার।

অর্থপতি। তোমার মাথা খারাপ হয়েছে! স্ত্রীলোক কিসের জাত জানতো? ওজাতকে অত নাই দিতে নেই।

মণিভদ্র। তোমার স্ত্রীশাসনের পদ্ধতিটা কি রকম?

অর্থপতি। আমি ভাই দস্তুর মত প্রাচীনপন্থী! আমার মত—"হলুদ জব্দ শিলে—আর বৌ জব্দ কিলে"। কড়া স্বামী, কাঁচালঙ্কা আর তেঁতুলের টক—স্ত্রীলোকদের প্রিয়।

মণিভদ্র। সে যখন তোমার স্ত্রী হবে, তখন না হয় শাসন ক'রো; কিন্তু আগে থাকতে—

অর্থপতি। স্ত্রী আবার হবে কি? আমি বলেছি, সাতদিনের ভিতর বিয়ে ক'রবো। সেই-জন্যই তো উজ্জয়িনীতে এসেছি!

মণিভদ্র। তুমি চতুরিকাকে সত্যই বিয়ে ক'রবে নাকি?

অর্থপতি। বিয়ে ক'রবো নাকি?—তার মানে? নিশ্চয়ই ক'রব।

মণিভদ্র। বলকি দাদা!—এ বয়েসে অমন তরুণী সুন্দরী মেয়ে—

অর্থপতি। তোমরাই কেবল আমার বয়েস দেখছ! কেন, আমার বয়েসটা কি? এ বয়েসে অনেকের প্রথম বিয়েই হয় না।

মণিভদ্র। এই সেদিন তোমার স্ত্রীবিয়োগ হ'ল!

অর্থপতি। হ'লোই বা; আর সেইজন্যই আরো তাড়াতাড়ি বিয়ে করতে হচ্ছে।

মণিভদ্র। কি রকম—কি রকম? কি হ'য়েছিল?

অর্থপতি। তোমার ঠান্‌দি ম'রবার সময় চতুরিকাকে ডেকে তার হাত ধরে আমার হাতে দিয়ে এক করে বলে গেলেন—"আমার স্বামীকে তোমার হাতে দিয়ে গেলাম, ওই নেলাখেপা মানুষ! তুমি দেখো।"

মণিভদ্র। তাই নাকি?—

অর্থপতি। নইলে আমি তেমন মানুষ? দেখ্‌ছো তো আমায়? কি আর ক'রবো বল—স্ত্রীর অন্তিম কালের অনুরোধ! ঠেলি কি করে! আর তাও বলি—সেই দিন থেকে চতুরিকাও আমা-অন্ত প্রাণ!

মণিভদ্র। বলকি ঠাকুরদা'!

অর্থপতি। তাকে আমি নিজে শিক্ষা দিয়ে—উপদেশ দিয়ে একটি নারীরত্ন ক'রে তুলেছি! আমাছাড়া সে আর কাউকে জানে না! তুমি তো সব জান, দীনদয়াল হঠাৎ মারা গেল! অবশ্য, তার ইচ্ছা ছিল নিপুণিকার সঙ্গে তোমার বিয়ে দেয়। চতুরিকার পাত্র সে ঠিক করেনি। ম'রবার সময় আমার ওপরই তো দুই বোনের সম্পত্তির আর বিয়ের ভার দিয়ে গেল।

মণিভদ্র। তা তো জানি, তা নিয়ে তো কোন কথা হচ্ছে না। কর্ত্তার ইচ্ছা ছিল নিপুণিকার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়। আমার মায়ের সঙ্গেও কথা-বার্ত্তা হয়েছিল। মা নিপুণকে বড় ভালবাসতেন! —তাই তো ওর বাপ মারা যাওয়ার পর মাই যত্ন ক'রে নিপুণকে আমাদের বাড়ী রাখলেন।

অর্থপতি। নিপুণিকা তোমাকে বিয়ে ক'রতে চায়—করুক! বিয়ের পর অর্দ্ধেক সম্পত্তি তোমায় দেব। কিন্তু চতুরিকাকে—

মণিভদ্র। তুমি বিয়ে ক'রবেই?

অর্থপতি। কি করি ভাই! একে স্ত্রীর অন্তিম অনুরোধ, তার উপর সে সতীলক্ষ্মী আমা বই আর কাউকে জানে না।

মণিভদ্র। আচ্ছা দাদা! একটা খট্‌কা কিছুতেই মন থেকে যাচ্ছে না।

অর্থপতি। কি খট্‌কা? তুমি ভাবছ, আমি আসর গরম কচ্ছি? নিজের চোখে একদিন দেখো—তখন বুঝতে পারবে!

মণিভদ্র। চতুরিকা সত্যি যে মায় এত ভালবাসে?

অর্থপতি। অমনি কি আর ভালবাসে? আমার গুণে—ভায়া! আমার গুণে! স্ত্রীলোককে স্বাধীনতা দিলেই হয় না—স্ত্রীবশের অন্য মন্ত্র আছে।

মণিভদ্র। তোমার কথায় ভারি লোভ হচ্ছে দাদা! তোমার স্ত্রীবশীকরণের মন্তরটা আমায় একটু শিখিয়ে দাও না?

অর্থপতি। কিছুদিন ধরে আগে আমার শাক্‌রেদি কর, তারপর শিখিয়ে দেব। আবার একদল মেয়ে গাইতে গাইতে আসছে যে? মেয়েগুলো সব ক্ষেপে গেল নাকি!

মণিভদ্র। আজ যে কোজাগরী পূর্ণিমা—ভুলে গেলে নাকি?

অর্থপতি। বছরপাঁচেক উজ্জয়িনীতে আসিনি। এর মধ্যে এত স্ত্রী-স্বাধীনতা বেড়ে গেছে?

মণিভদ্র। এতটা ছিল না দাদা! রাজকবি "মেঘদূত" ব'লে এক কাব্য লিখে উজ্জয়িনীর সমস্ত তরুণতরুণীকে একেবারে পাগল ক'রে দিলে!

অর্থপতি। "মেঘদূত"! সে আবার কি কাব্যরে বাবা!

মণিভদ্র। একজন বিরহী মেঘকে দূত ক'রে তার প্রিয়ার কাছে খবর পাঠাচ্ছে।

অর্থপতি। বটে—বটে! আকাশের মেঘ? তাকে দূত ক'রে পাঠালে। লোকটা পাগল নাকি হে?

মণিভদ্র। কবি পাগল হোন আর যাই হোন, তাঁর কাব্য পড়ে দেশের লোক পাগল হ'ল বটে! সকলেরই নজর এখন কেবল—"তন্বী শ্যামা শিখরিদশনা"র দিকে!

অর্থপতি। বল কি হে! তা মহারাজ এর কিছু প্রতিবিধান করেন না?—

মণিভদ্র। তিনি নিজেই দিনরাত মেঘদূতের শ্লোক আওড়াচ্ছেন! আজ তিন বছর ধরে প্রতি পূর্ণিমায় এই রকম সব উৎসব চলছে। এসো, এই দিকটা তোমায় দেখিয়ে নিয়ে আসি।

(অর্থপতি ও মণিভদ্রের প্রস্থান—নরনারীগণের পুনঃপ্রবেশ ও গান)

গান

ভালবাসি তোমায় জোছনা
ওগো চাঁদের জোছনা!
তুমি মাটির বুকে নেমে এলে,
মায়ালোকের আভাস দিলে,
স্বপনপুরীর ক'রলে সূচনা!
ওগো চাঁদের জোছনা!
নারীর প্রেমও এমনি ধারা
আপন ভাবে আপনি হারা,
(সে) আপনি আসে বাসে ভাল
ভাঙা ঘরে চাঁদের আলো,
মায়ালোকের স্বপন বপন
ধরায় স্বর্গরচনা।

(সেই দল হইতে মালিনী অগ্রসর হইয়া গাহিল)

আমি রাজার মালিনী,
আমি কবির মালিনী,
করি ফুলের বেসাতি—
করি প্রেমের বেসাতি—
সারাদিন সারারাতি।
গেল দিন, এল সোণালী সন্ধ্যাবেলা,
সুরু হল প্রেম-ফুল নিয়ে খেলা,
ফুট্‌লো ফুলকলি,
গুঞ্জরি এল অলি—
মধুলোভে মাতামাতি।

(রামটহল মালিনীর সঙ্গে ভঙ্গী করিয়া সুর দিতেছিল দেখিয়া—)

মালিনী। তুই কে রে? চিদ্‌বিলাস শ্রেষ্ঠীর বাড়ীর চাকর রামটহল না?

রামটহল। হ্যাঁ, আমি রামটহল। আমাদের কর্ত্তা একটি সুন্দরী মেয়েকে ভালবাসেন। সামনের বাড়ীতে মেয়েটি থাকে।

মালিনী। কর্ত্তা ভালবাসে—তা, তুই ওরকম কচ্ছিস কেনরে হতভাগা?

রামটহল। আজ যে পূর্ণিমার রাত! আকাশে কত বড় চাঁদ উঠেছে, দেখছো না?

মালিনী। পূর্ণিমার রাত—তা কি হ'য়েছে রে মুখপোড়া?

রামটহল। পূর্ণিমার রাতে আমার মাথা ঠিক থাকে না।—তোমার হাত ধরে আমার অনেক কথা বলতে ইচ্ছা হচ্ছে, কাঁদতে ইচ্ছা হচ্ছে—তুমি শুনবে না?

মালিনী। না—খবরদার!

রামটহল। খবরদার কেন?—তুমি তো মালিনী! ফুলের মালা গাঁথ, তোড়া বাঁধ—ফুল নিয়েই তোমার কারবার; কিন্তু তোমার প্রাণ তো ঠিক ফুলের মতো কোমল নয়।—

মালিনী। আবার রসিকতা হ'চ্ছে? তোর সাহসও তো কম নয়! কত রাজপুত্তুর আমার পায় পায় ঘোরে—তা জানিস?

রামটহল। তারাও যে কারণে ঘোরে, আমিও তো ঠিক সেই কারণেই;—আমার একটু—একটু—ভা—

মালিনী। আবার ভা বলে যে—খবরদার!

গান

রামটহল। চাঁদের গায়ে জোছনা যেমন
তোমার মুখে তেমনি হাসি।
আরো যদি হেসে হেসে
বল আমায় "ভালবাসি"।

মালিনী। কি গুণ তোমার আছে বল,
নারী তোমায় বাসবে ভালো,
গুণের কথা ছেড়েই দিলাম
গায়ের বরণ নিশির কালো।

রামটহল। আমার অঙ্গ দেখে রঙ্গ কর
নয়ন জলে আমি ভাসি,

মালিনী থাক্ থাক্ আর কেঁদে কেঁদে
গলায় দিয়ো নাকো ফাঁসি!
তোমার পথে তুমি চল,
আমার পথে আমি আসি—

[উভয়ের প্রস্থান

(চতুরিকাকে টানিতে টানিতে তরঙ্গিণী ও নিপুণিকার প্রবেশ)

নিপুণিকা। এত কিসের ভয়? তুই আয় না! যদি কিছু বলে, আমি তার জবাবদিহি ক'রব।

তরঙ্গিণী। একা অন্ধকার ঘরের মধ্যে কেমন করে যে তুই দিনরাত বসে থাকিস্, আমি তো ভাই ভেবেই পাই নে!

চতুরিকা। কি ক'রবো বোন, আমার বরাত!

তরঙ্গিণী। আচ্ছা, তোমাদের দুই বোনের এ দুরকম অবস্থা ঘটলো কেমন ক'রে?

নিপুণিকা। সেও তো বরাত! মা তো ছেলেবেলায় মারা গেছেন—বাবার কাছেই দুই বোন ছিলাম। এরা দুজন—এই মণিভদ্র আর অর্থপতি—বাবার কাছে আসতো। তিন পরিবারের ভিতর খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল। বাবার যখন কঠিন অসুখ—বাঁচনসঙ্কট অবস্থা, সেই সময় একদিন ওদের দুজনকে ডেকে ব'লে দিলেন—আমি যদি হঠাৎ মারা যাই, তোমরা দুই বন্ধু এদের দুই বোনের ভার নিও।

তরঙ্গিণী। কুমারী অবস্থার ভার—না জীবন মরণের ভার?

নিপুণিকা। তা কিছু স্পষ্ট ব'লে যাননি; তবে হাতে পেয়ে কে ছাড়ে বল?—বিশেষ পুরুষ মানুষ! তবে আমি যতদূর বাবার মন জানি, তিনি বেঁচে থাকলে কখনো আমাদের অমতে বিয়ে দিতেন না।

তরঙ্গিণী। তোমার তো আর কোন নালিশ নেই?

নিপুণিকা। না—তা নেই। আমাকে যার হাতে দিয়েছেন, সে বড় ভাল মানুষ আর আমায় সত্যিই—

তরঙ্গিণী। কি ?—তোমায় ভালবাসে ?

নিপুণিকা। যাও—তুমি বড় দুষ্টু। কিন্তু আমার ভগ্নীপতি যিনি হ'তে যাচ্ছেন—

চতুরিকা। আমার এ পোড়া কপালের কথা আর ব'লে কি হবে ভাই! আজও বিয়ে করেনি তাই এই! বিয়ে করলে না জানি কি অবস্থা ক'রবে!

নিপুণিকা। অতি গাড়োল—জানে যার, অন্ত ব'লতে হয়! যেমন সন্দিগ্ধ, তেমনি কৃপণ!

তরঙ্গিণী। তা তোমাদের বাবা জেনে শুনে এমন লোকের উপর—

নিপুণিকা। বাবা কি আর অত শত জানতেন। তখন বেশ ভদ্রলোকের মত আসতো যেতো—কে আর ভিতর দেখিছিল বল ? এতদিন তো ওকে পাড়াগাঁয়ে রেখেছিল। কাল সবে উজ্জয়িনীতে নিয়ে এসেছে!—

তরঙ্গিণী। তাই নাকি ?

চতুরিকা। বিয়ে ক'রবে বলে এনেছে। এই সহরের বাইরে ওই বাড়ীতে রেখে দেছে। নিকটে লোকজন নেই বল্লেই হয়। সমস্ত দিন মানুষের মুখ দেখতে পাই না। এখন দেখছি, এব চেয়ে আমার পাড়া-গাঁ ছিল ভাল!

তরঙ্গিণী। কি ভয়ানক লোক! তোকে গানটান গাইতে দেয় না ?

চতুরিকা। গান ? তোমার কথায় রাগও ধরে—হাসিও আসে। তালা বন্ধ করে যাওয়া যদি সম্ভব হতো—আমায় তালাবন্ধ ক'রতো!

তরঙ্গিণী। আমার সঙ্গে যদি বিয়ে হতো, আমি একেবারে নাকের জলে চোখের জলে ক'রতাম!

চতুরিকা। তা তুমি পার। তুমি তরঙ্গিণী—তোমার তরঙ্গের জোর আছে।

তরঙ্গিণী। তুইও বা কম কিসে ? চতুরিকা, তোমার চাতুরী একবার একহাত দেখিয়ে দাও না।

চতুরিকা। তুই ভাই আর কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিস্‌নে! আমি আমার নিজের জ্বালায় জ্বলছি!

তরঙ্গিণী। আচ্ছা, তুই কি ক'রে সময় কাটাস ভাই! পড়াশুনো করিস্ ?

চতুরিকা। ঘরে দুখানা পুঁথি আছে—কঠোপনিষৎ আর মোহমুদ্গার। কর্ত্তা তাই থেকে আমায় উপদেশ দেন!

তরঙ্গিণী। আর তুই বুঝি একটা সুপুরি হাতে ক'রে শুনিস্ ?

নিপুণিকা। তুই ভাই চুপ কর্। কতদিন পরে আবার আমরা তিনজন মিলেছি বল্ দেখি! তরঙ্গিণি, তোমার তরঙ্গধ্বনি একবার শুনিয়ে দাও। আজ পূর্ণিমার রাত—সুন্দর জোছনা!

চতুরিকা। গাও ভাই, কতদিন তোমার গান শুনিনি। আচ্ছা! তোমার কর্ত্তাটি কেমন হ'য়েছে, তাতো বললে না!

তরঙ্গিণী। সেইটেই তাহলে আগে বলি। তা'—কথায় ব'লবো—না গানে ব'লবো ? গানেই বলি—

গান

আমার প্রিয়—আমার প্রিয়তম!
সে যে আমায় বড় ভালবাসে
—ভালবাসে!
দাঁড়ায় বাঁধা গরুর মত,
ঘুরে বেড়ায় আশেপাশে!
যত কিছু টাকা আনে,
কেনে আমার গয়না—
অন্য বাজে খরচ আমার সয় না।
সোহাগ ক'রে কত কথা কয়—
চোখে চোখে প্রেমের বিনিময়!
খুসী হয়ে হাসি যখন
সে মুখের পানে চেয়ে হাসে।

চতুরিকা। আর না ভাই! এইবার আমায় ছেড়ে দাও। বুড়োও বেরিয়েছে; যদি দেখা হয়, আমার লাঞ্ছনার আর সীমা থাকবে না!

তরঙ্গিণী। আমি তাই চাই—তোমার বৃদ্ধ-নাগরটীকে একবার স্বচক্ষে দেখতে চাই।

নিপুণিকা। তরঙ্গ, তোমার ও পচা রসিকতা রাখ। ওভাবে কথা বলা আমার ভাল লাগে না ভাই! যদি বরাতে ওর থাকে, হয়তো তার সঙ্গেই ওর বিয়ে হবে; কিন্তু সেটা সুখের বিষয়ও নয়, আর তাই নিয়ে রসিকতা করাও চলে না।

তরঙ্গিণী। তা তুমি কেন তোমার বরটীকে ব'লে দাওনা, চতুরিকার জন্য একটি ভাল বর ঠিক করে দিক্। না হয়, আমাদের হাতে ভার দাও।

চতুরিকা। সে তেমনি বুড়ো কিনা! যদি ঘুণাক্ষরে টের পায়, তোমাদের মনে এই মতলব আছে—আমাকে একটি কাঠের বাক্সের ভিতর বন্দী করে রেখে, সেই ঘরে তিনটে তালা লাগিয়ে বাড়ীর বার হবে!

তরঙ্গিণী। সে তোকে সন্দেহ করবে নাকি?

চতুরিকা। বৃদ্ধমাত্রেই যুবতী নারীকে ঠিক বিশ্বাস করতে পারে না।

তরঙ্গিণী। যাক্‌গে; তোর মনোগত ভাবটা কি বল্‌দিকি—ওরে বিয়ে কর্‌তে তোর ইচ্ছে হয়?

নিপুণিকা। তুই আর জ্বালাস্‌নে ভাই! ইচ্ছে হয়? নিজে পেট ভরে সুখাদ্য খেয়ে অনাহারী ভিক্ষুককে দেখে ঠাট্টা, তোর যে ভাই তাই হ'ল। ইচ্ছে হয়? এরকম অনাছিষ্টি ইচ্ছে আবার কারো কোন কালে হয় নাকি? বাপ-মা মারা গেছেন, আপনার বলতে কেউ নেই—এখন দয়া করে যে নেয়, তার। তবে—

চতুরিকা। 'বেঁধে মারে সয় ভালো'—কপালে যদি তাই থাকে, তবে কেঁদে কেটে আর কি হবে? তাই আমি হাসি মুখে—

তরঙ্গিণী। সে যা বলে তাই শুনিস্?

চতুরিকা। তা ছাড়া আমার উপায় কি ভাই? এখন তবু মিষ্টি কথা বলে—অবাধ্য হলে আরও অভদ্র ব্যবহার কর্ব্বে। পাড়াগাঁয়ে কত ভাল ভাল বউ একটী কথাও না ব'লে স্বামীর অত্যাচার সয়, দেখেছি তো চোখে!

তরঙ্গিণী। তাই ঠেকে শিখ্‌বার অপেক্ষায় না থেকে তুমি বুঝি দেখেই শিখেছ?

নিপুণিকা। চল, ওকে বাড়ী পর্য্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসি, ছেলেমানুষ তায় ওপর অনেক দিন পরে সহরে এসেছে।

তরঙ্গিণী। আচ্ছা চতু! সত্যিই বলনা ভাই, বুড়ো তোকে ভালবাসে?

চতুরিকা। বাসে না আবার! কত আদর করে, সোহাগ করে, কত কথা কয়। এক দণ্ড চোখে দেখতে না পেলে চোদ্দ ভুবন আঁধার দেখে!

নিপুণিকা। তুই থাম্ মুখপুড়ি! ওই নিয়ে তুই ঠাট্টা করিস্? আমার চোখে জল আসে! মারই কথা না হয় মনে নেই; কিন্তু ভুলিনি—তো ও বাবার কত আদরের মেয়ে ছিল!

চতুরিকা। দিদি! আমিও সার বুঝে নিয়েছি। মানুষের জন্য দুঃখ করা মিছে। কেউ কারো অদৃষ্ট তো মুছে দিতে পারবে না দিদি? তার চেয়ে একটা গান গাই শোন। সেদিন একটি ভিখারী গাচ্ছিল—আমি পাদপূরণ করে নিয়েছি।

গান

কেন মিছে কর তুমি মন উচাটন,
যা ঘটার তা ঘটিবে—কপালে লিখন।
ভূমিষ্ঠ হবার পরে
ছদিনে আঁতুর ঘরে
আঁচড় কেটেছে বিধি করিয়া যতন।
একথা বুঝিয়া সার—
দুঃখ করি না আর,
ভাবী বৃদ্ধ পতি দেবতার
নিয়েছি শরণ॥

তরঙ্গিণী। সত্যি ভাই! তোমার কথা শুনে হাসিও পায়, কান্নাও পায়; সংসারে দুরদৃষ্ট মানুষকে যতখানি শিক্ষা দিয়ে বড় করে তুল্‌তে পারে, এমন আর কেউ নয়! কিন্তু আমি অত সহজে ভাগ্যের শাসন মানতে পারি না; যাক্, বুড়োটাকে একবার দেখ্‌তে পেলে ভাল হ'ত।

চতুরিকা। তা তোমার নিরাশ হতে হবে না! 'যার ভয় কর তুমি, সেই দেবী আমি'—ওই যে প্রভু আসছেন!

তরঙ্গিণী। ওই নাকি?—কোন্‌টী?

চতুরিকা। দুটী দুজনের—এখন অনুমান কর। এলেই বুঝতে পারবে, রূপে গুণে তিনি সুপ্রকাশ—পরিচয় দরকার হয় না!

(অর্থপতি ও মণিভদ্রের প্রবেশ)

অর্থপতি। গান করলে কে? স্ত্রীলোকের গলা না?

মণিভদ্র। হ্যাঁ—স্ত্রীলোকেরই গলা এবং চেনা গলা।

অর্থপতি। চেনা গলা! কারা আসছে—চেনা নাকি?

মণিভদ্র। নিপুণিকা, চতুরিকা আর তরঙ্গিণী।

অর্থপতি। ও—তাই নাকি! তরঙ্গিণীটী কে?

মণিভদ্র। ওদের বাল্যসাথী। কেন—দেখনি ওকে? বেশ ভাল বরে বিয়ে হ'য়েছে।

অর্থপতি। খুব ভাল বর, বউকে রাস্তায় রাস্তায় গান গাইতে পাঠিয়েছেন। অতি উদার—অতি মহৎ! (চতুরিকার প্রতি) এদের সঙ্গে কোথায় যাওয়া হচ্ছে—জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?

নিপুণিকা। কোথায় আর যাবে,—আমাদেরই সঙ্গে বাগানে একটু বেড়াচ্ছে। কেমন হাওয়া দিচ্ছে—দেখেছেন?

অর্থপতি। হ্যাঁ, চমৎকার হাওয়া। আপনারা যত ইচ্ছে খেতে পারেন! প্রাণপুরে পেটপুরে হাওয়া খান—আপত্তি করবো না। কিন্তু চতুরিকার হাওয়া খাওয়া হবেনা।

মণিভদ্র। আহা, কেন গণ্ডগোল করছো দাদা! কতদিন পরে দুই বোনে দেখা হ'য়েছে, একটু গল্পগুজব করলে আর মহাভারত অশুদ্ধ হবে না!

অর্থপতি। যে আজ্ঞে, আপনাকে বক্তৃতা করতে বলিনি! (চতুরিকার প্রতি) যা ব'লছি তাই কর—বাড়ী যাও। বাড়ী চিনতে পারবে নিশ্চয়ই? আমি এখনি যাব।

মণিভদ্র। কি আশ্চর্য্য! ওর আপন বোন, তার সঙ্গে বেড়াবে,—তাতেও তোমার আপত্তি!

অর্থপতি। বোনের সঙ্গে বেড়ান ত মন্দ নয়; কিন্তু যার সঙ্গে ঘর করতে হবে, তার সঙ্গটাই বোধ হয় ভাল।

মণিভদ্র। কতদিন পরে দেখা—আপন মার পেটের বোন!

অর্থপতি। দেখাও হ'য়েছে, আলাপও হ'য়েছে,—আর কেন? এখন পথ দেখলে ভাল হয় না? বোনই হোক্ আর বোনাইই হোক, ওরকম বিলাসিনী স্ত্রীলোকের সঙ্গে আমি আমার ভাবী স্ত্রীকে মিশতে দিতে পারি না। চতুরিকার সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমার। তার চরিত্রবল যাতে দৃঢ় হয়, ধর্ম্ম আর সুনীতি—.

মণিভদ্র। আরে, নিপুণিকা সম্বন্ধে সে দায়িত্ব আমারও তো আছে? আমার তো মনে হয়—

অর্থপতি। মনে যাই হোক্ ভাই, আমার স্পষ্ট কথা। চতুরিকার বাপ আমার উপর যখন ওর ভার দিয়ে গেছেন, তখন ওর সম্বন্ধে আমি যা ভাল বুঝবো—তাই হবে। তোমার নিপুণিকা সম্বন্ধে তুমি যা ভাল বোঝ, তাই কর আমি তো বারণ করতে যাচ্ছিনা। তুমি তাকে বেনারসীর উপর ঢাকাই, ঢাকাইয়ের উপর কিংখাপ, কিংখাপের উপর রেশমী, তার উপর কাশ্মীরি শাল চড়িয়ে বিনুনি ঝুলিয়ে সারা সহর ঘুরিয়ে আন না, আমি আপত্তি করব না। আমার ভাবী-স্ত্রী মোটা কাপড় পরবে, গেরস্থর কুলবধূর মত ঘরের ভিতর রান্নাবান্না ক'রবে।

মণিভদ্র। তোমার টাকার গাদা তা হ'লে কি হবে? কার জন্য রেখে যাবে? স্ত্রীকেও সুখে স্বচ্ছন্দে রাখবে না?

অর্থপতি। টাকার গাদা—তোমরা কেবল টাকার গাদাই দেখছ! পরের টাকা কম আর কে দেখে বল? পাচক ব্রাহ্মণ কিম্বা ভৃত্য হয়তো আমি রাখতে পারি; কিন্তু আমার ভাবী-স্ত্রীকে গেরস্থালি শেখাবার জন্যই আমি এই রকম ব্যবস্থা করেছি। আমাকেই যখন বিয়ে করতে হবে, তখন আমার পছন্দ মত অভ্যাসই চতুরিকার করা দরকার।

চতুরিকা। আমি কি কখনও তোমার অমতে কোন কাজ করেছি?

অর্থপতি। চুপ,—কথা না! দশজনের সাক্ষাতে তোমার ভাবী বরের সঙ্গে কথা কওয়া অনুচিত। তোমার লজ্জিত হওয়া উচিত! এই মুহূর্ত্তে লজ্জিত হও।

নিপুণিকা। একি! তুমি আমার সামনে আমার বোন্‌কে ধমকে কথা কও?

অর্থপতি। যাকে আমার ধমক দেওয়ার অধিকার আছে, তাকে ধমক দিইছি। আপনাকে আমি ধমকও দিইনি, আপনার সঙ্গে কথাও কচ্ছি না।

নিপুণিকা। আমার বোন্‌কে আমি আজই আমার বাড়ীতে নিয়ে যাব। তোমার কাছে ওকে রাখ্‌বো না।

অর্থপতি। ওহে মণিভদ্র, তোমার প্রণয়িনীর রাশটা একটু টেনে ধর! একটু পরে উনি চারপায়ে ছুট্‌বেন।

(নিপুণিকা রাগিয়া উঠিল, চতুরিকা সজল নয়নে মূকাভিনয়ে নিপুণিকাকে নিবৃত্ত করিল! নিপুণিকা তবু উত্তর দিতে বাধা করিল না)

নিপুণিকা। তোমাকে আর বেশী কি বল্‌ব, তুমি অতি ছোট লোক।

অর্থপতি। আমি ছোটলোক! ওহে মণি! শোন—শোন, তোমার ভাবী-বধূর কথাবার্ত্তা চমৎকার—সহবৎশিক্ষা একেবারে অনিন্দ্যসুন্দর! রাস্তায় দাঁড়িয়ে দশজন লোকের সামনে কোমর বেঁধে পুরুষের সঙ্গে ঝগড়া ক'রছেন!

মণিভদ্র। কি আর ক'রব বল দাদা! ঢিল্‌টী মারলেই পাট্‌কেলটী খেতে হয়।

অর্থপতি। (চতুরিকার প্রতি) তোমায় যা ব'লেছি, আবলম্বে তাই কর,—আমার আদেশ পালন কর।

[চতুরিকা সজল নয়নে নিপুণিকা ও তরঙ্গিণীর পানে চাহিয়া প্রস্থান করিল]

নিপুণিকা। আমি তোমায় বলছি, তুমি অতি অসভ্য, নিষ্ঠুর আর হৃদয়হীন! যে ভাবে আমার বোন্‌কে বশ ক'র্‌তে যাচ্ছ, জেনে রেখো—সে ভাবে স্ত্রীলোককে বশ করা যায় না! তোমার এই ব্যবহারের পরও আমার বোন যদি তোমায় ভাল-বাস্‌তে পারে, তাহ'লে বুঝবো—ও আমার বোনই নয়!

তরঙ্গিণী। রাগে আর লজ্জায় আমার মুখ দিয়ে কথা বেরুচ্ছে না। আমি আশ্চর্য্য হ'য়ে গেছি! এ লোকটা ভদ্রলোক—না কি? ভদ্র-মহিলার উপর এই ব্যবহার? কেন—আমরা কি ক্রীতদাসী না ছোটজাতের মেয়ে যে আমাদের দরজা বন্ধ ক'রে রাখ্‌বে? আমাদের অপরাধটা কি যে, আমাদের বন্দী ক'রে রাখ্‌বে! আর, অতো যে সাবধান হ'চ্ছেন মশাই! তার মানেটা কি? আমরা যদি চাতুরী করি, আপনাদের প্রত্যেককে একটি ক'রে গাড়োল বানাতে পারি—তা জানেন? যে পুরুষমানুষ স্ত্রীলোককে বিশ্বাস না করে, সে একটী—সে একটী জাম্বুবান! আমরা যদি নিজের ধর্ম্ম ও মান-মর্য্যাদার গুরুত্ব বুঝে ভাল থাকতে ইচ্ছা করি, তবেই ভাল থাকি,—নইলে পৃথিবীর কোন পুরুষ মানুষের সাধ্য নেই যে চোখ রাঙিয়ে আমাদের ভাল রাখে! কথাটা ভাল ক'রে বুঝে দেখবেন মশাই!

অর্থপতি। আপনার বাক্‌পটুতায় আমি চমৎকৃত হ'য়েছি! আপনার স্বামী পরম ভাগ্যবান! আমি এখান থেকেই তাঁকে নমস্কার ক'রছি! আপনার মতো স্ত্রীকে নিয়ে তিনি আজও টিঁকে আছেন—টেঁসে যান নি!

নিপুণিকা। আর ভাই তরঙ্গিনি! কেন মিছে ও ছোট লোকটার সঙ্গে তর্ক করছিস্‌? (মণি-ভদ্রের প্রতি) তুমি তোমার বন্ধুর সঙ্গে আলাপচারি কর—আমরা চল্লাম।

মণিভদ্র। আমার উপর রাগ ক'রলে নাকি নিপু?

নিপুণিকা। না—রাগ আর আমি কার উপর ক'রবো? আমার কেই বা আছে!—আয় ভাই!

মণিভদ্র। না—না, আমি এখনই যাচ্ছি। তুমি তোমার সখীর সঙ্গে একটু বেড়াও না। (তরঙ্গিণীর প্রতি) দেখুন, আপনি আমার হ'য়ে দুইএক কথা ব'ল্‌বেন—আমি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ!

তরঙ্গিণী। ও রকম লোকের সঙ্গে কিন্তু আপনার বন্ধুত্ব রাখা উচিত নয়!

[উভয়ের প্রস্থান

অর্থপতি। যাও এইবার—পায়ে ধরে মানভঞ্জন করগে!

মণিভদ্র। সত্যি কথা ব'ল্‌তে কি ভাই, মানভঞ্জনের জন্যই তোমার সঙ্গে আরও কিছুক্ষণ রইলাম।

অর্থপতি। তার মানে?

মণিভদ্র। 'তার মানে'—? তার মানে, ওঁদের সঙ্গে না গিয়ে তোমার সঙ্গে এখানে কথা

ক'রে আমি আমার প্রিয়তমাকে অভিমান ক'রবার একটি সুযোগ দিলাম।

অর্থপতি। বাড়ী গিয়ে পায় ধ'রতে হবে।

মণিভদ্র। সে সুযোগ পেলে ধন্য হয়ে যাব।

(নারীকণ্ঠে সুর শোনা গেল)

মানের দায়ে গোপনে যে
ধরেনাক' প্রিয়ার পায়—

অর্থপতি। আবার কারা আসে রে!

মণিভদ্র। আজকের রাতের কথা ছেড়ে দাও দাদা! কত মেয়ে দলে দলে আসবে—যাবে!

অর্থপতি। ছুঁড়িগুলো ক্ষেপে গেছে দেখছি।

মণিভদ্র। তুমিও যখন ছুঁড়ি চাইছ, আজ-কালকার চালচলন একটু জেনে শুনে নাও—কাজে লাগবে।

(তরুণীগণের প্রবেশ ও গান)

গান

মানের দায়ে গোপনে যে
ধরেনাক প্রিয়ার পায়—
এমন পুরুষ কোন্ রমণী চায়?
আপনারে যে বিলিয়ে দিতে পারে—
সেইতো পুরুষ, পরশমণি,
নারী চায় তারে।

পায় যদি সে ধরায় কভু,
নয়ন জলে পা ধোয়ায়!
রসিক সুজন এ রস জানে—
অরসিকের কাজ কি কথায়?

(তরুণীগণ অর্থপতিকে বিদ্রূপ করিতে লাগিল)

অর্থপতি। আরে—মেয়েগুলো যে কাউকেই মানে না!

——

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

অর্থপতির বাড়ীর সম্মুখের পথ।

রাত্রি প্রথম প্রহর

(দ্বিতীয়াংশ)

(চিদ্বিলাস দুই একবার সেখান দিয়া গেলেন, জানলার দিকে চাহিতে লাগিলেন—অন্য দিক হইতে মালিনী আসিল।)

মালিনী। অত ঘন ঘন ওদিকে চাইছেন কেন শ্রেষ্ঠীমহাশয়?

বিলাস। কে—মালিনী নাকি? তোমার মালঞ্চে আজকাল কেমন ফুল ফুটছে?

মালিনী। কথা দিয়ে কথা এড়ালে চলবে না—আমি ছাড়ছিনে; অনেকক্ষণ থেকে লক্ষ্য ক'রেছি।

বিলাস। লক্ষ্য যখন করেছ, তখন জান নিশ্চয়—দেখেছ?

মালিনী। দেখেছি—আপনার যোগ্য বটে!

বিলাস। যোগ্য অযোগ্যের কথা পরে। কুমারী কি সধবা—তার খোঁজ রাখ?

মালিনী। খোঁজ নিতে কতক্ষণ?

বিলাস। তা' খোঁজটা একবার নাওনা?

মালিনী। ফুলশয্যের ফুল আমি যোগাব তো?

বিলাস। তোমার যে দেখছি—গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল, কোথায় কিছুনা—আগেই ফুলশয্যের যোগাড় করছ!

মালিনী। আশাতে মানুষ বাঁচে। আপনি একজন বড় খরিদ্দার, আপনার বিয়েতে সমস্ত বাড়ী ফুল দিয়ে সাজিয়ে দেব!

বিলাস। যাক্; মালিনি, তোমাদের কবির কাছে নতুন কোন শোলোক টোলোক শিখলে—?

মালিনী। আপনি যাঁকে ভাবছেন, তাঁর সম্বন্ধে?

বিলাস। আমি যাকে ভাবি, তোমাদের কবিও কি তাঁকেই ভাবেন নাকি?

মালিনী। কবি কাউকে বাদ দেন না। কবির কাছে সবাই সমান।

বিলাস। তাইতো—কবির উপর হিংসা হয় যে! আচ্ছা, কবি মেঘদূত লিখে তোমাকেই আগে শুনিয়েছিলেন?

মালিনী। হ্যাঁ—শুনিয়েছিলেন। আপনারা আমায় দূতী করেন, কবির—কাব্যের নায়ক যক্ষ—দূত মেঘ। দূতীর কাজ আমি জানি—তাই বোধকরি, আমাকে দিয়ে মিলিয়ে নিলেন। এই মালা নিন—যত্ন ক'রে রাখবেন; সময় আর সুযোগ পেলে তার গলায় পরিয়ে দেবেন।

বিলাস। কবে সময় হবে? তার আগেই যদি শুকিয়ে যায়!

মালিনী। তবে আর আপনার কাছে দিচ্ছি কেন। আমি রোজ নতুন ফুলের মালা গাঁথি। পুরোনো ফুল কি ক'রে তাজা রাখতে হয়, সেতো আপনারাই জানেন; নিরালায় চোখের জল দিয়ে রোজ একবার ভিজিয়ে নেবেন; এই নিন। কিন্তু শ্রেষ্ঠীমহাশয়! আপনার এই প্রেমের রকমসকম কিছু বুঝলাম না। জানি না—পারি কি হারি!

মালিনীর গীত

(আমি) বুঝতে পারিনে,
তোমার প্রেমের কি ধারা—
দূরে থেকে চোখে-দেখে পাগলপারা,
কাছে গেলে কি হ'তো তা'
ভেবে ভেবে হলাম সারা!
প্রথম প্রণয় বুঝি—বুঝি বিরহ,
অনুরাগ, অভিমান, রূপের মোহ—
এ কেমন প্রেম তাই বুঝায়ে কহ।
নায়ক দাঁড়ায়ে গণে আকাশের তারা।
মৎস্য ধরিবে তুমি, ছোঁবে নাকো জল
গাছে উঠিতে নারো, খাবে পাকা ফল!
(তোমার) চাঁদমুখে হাসিটুকু ভরসা কেবল,
(দেখি) যা থাকে কপালে আর যা করেন তারা॥

বিলাস। একি তোমার কবির উক্তি নাকি?

মালিনী। ভাবটা কবির বটে—তবে সুরলয় আমিই সুবিধেমত ক'রে নিয়েছি। আমি চলি—

বিলাস। এস, তোমার মালার দাম নিয়ে যাও।

মালিনী। ফুলের কি আর দাম হয়? কিন্তু আমার এমনি দুর্ভাগ্য যে, ফুলের মালারও দাম নিতে হয়। তবে চলুন।

[উভয়ের প্রস্থান

(তরঙ্গিণী, নিপুণিকা ও চতুরিকার প্রবেশ)

তরঙ্গিণী। ও বুড়োটা যে তোকে বিয়ে ক'রবে বিয়ে করবে ব'লে চেঁচাচ্ছে—তার মানেটা কি! তুই তাহ'লে ওকে আস্কারা দিয়েছিস্ বল?

চতুরিকা। তা একটু দিয়েছি। ও রঙ্গ করতো—আমিও রঙ্গ ক'রতাম? এখন দেখ্ছি কাজটা ভাল হয়নি।

নিপুণিকা। তুই কি বলে ওর সঙ্গে রঙ্গ ক'রতিস্—বেহায়া কোথাকার!

চতুরিকা। সত্যি কথা বল্তে কি ভাই এমন অজ পাড়াগাঁয়ে আমায় রেখেছিল!—জীবনে যে আমোদ আহ্লাদ আছে, আমি একরকম ভুলেই গিয়েছিলাম! তখন আমার মাঝে মাঝে মনে হ'ত—ভগবান আমার কপালে বুঝি এই বুড়ো বরই জুটিয়েছেন।

তরঙ্গিণী। এখানে এসে কি মনে হ'চ্ছে?

চতুরিকা। এখানে এসে মতিগতি একটু অন্য রকম হ'য়েছে।

তরঙ্গিণী। ওদিকে একদৃষ্টে কি চেয়ে দেখছিস্—ওই বাড়ীর জান্লায়?

চতুরিকা। ওই বাড়ীতে একজন কুহকী থাকেন।

তরঙ্গিণী। দেখেছো তাকে—?

চতুরিকা। দেখেছি গো দেখেছি—!

তরঙ্গিণী। ম'জেছ—?

নিপুণিকা তুই চিনিস্ নাকি তাকে—?

তরঙ্গিণী। চিনিনে আবার—! আমার স্বামীর সঙ্গে যে বড় বন্ধুত্ব!

নিপুণিকা। তাহ'লে তরঙ্গ, তুই বিয়ের ঘটকালি কর—! ওকে বেশী দিন কুমারী রাখলে লুকিয়ে ও বুড়ো কোন্ দিন বিয়ে ক'রে ফেল্বে!

তরঙ্গিণী। আমার বাড়ীতে যদি চতুরিকাকে নিয়ে যাই?

নিপুণিকা। বুড়ো সহজে ছাড়বে কিনা—! নিশ্চয়ই আমাদের গতিবিধি লক্ষ্য করছে! যাক্; এ ছেলেটা কেমন?

তরঙ্গিণী। পাত্রের মত পাত্র! যেমন রূপগুণ, তেমনি টাকাকড়ি —সম্ভ্রান্ত ঘরের ছেলে! এই দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখ্ছে। তোর্ সঙ্গে বুঝি ইসারা-ইঙ্গিত চলে!

চতুরিকা। দূর মুখপুড়ি!

নিপুণিকা। এর বেলায় 'মুখপুড়ি'—আর বুড়োর সঙ্গে যখন রঙ্গ করিস্, তখন লজ্জা কোথায় থাকে—? না, ওসব লজ্জাটজ্জা চল্বে না—এই ছেলেটীকেই তোর বিয়ে করতে হবে।

চতুরিকা। আমার কি তেমন অদৃষ্ট দিদি! আমার কপালে ওই বুড়ো বরই নাচ্ছে।

নিপুণিকা। তা হ'লে বুড়োর উপর তোর আঁতের টান আছে—! ওই দেখ্ তরঙ্গ, ছেলেটীও এই দিকে ঘন ঘন দেখছে!

চতুরিকা। ও কাকে দেখ্ছে—তা কে জানে বল? হয়তো তরঙ্গের উপরই ওর নজর—!

তরঙ্গিণী। এই যে আমার চতুরিকার বাক্-চাতুরী দেখা দেছে!

নিপুণিকা। না ভাই! হাসিঠাট্টা নয়, বুড়োর হাত থেকে ওকে উদ্ধার কর্ত্তেই হবে। তোমার স্বামীর বন্ধু—তুমি একটু চেষ্টা কর!

তরঙ্গিণী। চতুরিকা নিজে আগে প্রেম করুক —তারপর! যেখানে প্রেম নেই, সে বিয়ের সম্বন্ধে আমি কোন কথা বলিনে। উনি আবার কে, গান গাইতে গাইতে এদিকে আসছেন? মাগীর ঢং দেখ!

নিপুণিকা। ওযে আমাদের মালিনী—রাজবাড়ীতে ফুল যোগায়; আর শুনেছি—রাজ-সভার কবি নাকি ওকে শোলোক শোনায়।

তরঙ্গিণী। তাই বুঝি মাগীর এত রঙ্গ!

(গান গাইতে গাইতে মালিনী প্রবেশ করিল - তার পসরায় ফুলের তোড়া, হাতে ফুলের মালা)

গান

মোর মালঞ্চে ফুটলো আজি তোমার বিয়ের ফুল—
যুই, চামেলী, চাঁপা, বেলি, বকুল-মুকুল!
ধর ধর, পর মালা, মালা—তার চোখের জল-ঢালা—
(এই নাও) খোঁপায় পর চাঁপার কলি
কানে পর ফুলের দুল!

ওলো প্রথম-প্রণয়-ভীরু,
ওরে, এত কেন তোর লাজ!
ফুলে ফুলশর-বিজয়িনি,
কর অপরূপ রূপ-সাজ!
তার প্রাণ কর আকুল
তার প্রাণ কর আকুল॥

মালিনী। এখন বল, কোন্ দিদিমণির গলায় মালা পরাব?

তরঙ্গিণী। (চতুরিকাকে দেখাইয়া) এই এর। বুঝ্বো কেমন তোমার ফুল—যদি বিয়ের ফুল ফোটাতে পার!

মালিনী। তাই নাকি? তবে তো—আন্কোরা নতুন খদ্দের!

চতুরিকা। রক্ষে কর মালিনী—আমার মালায় কাজ নেই!

মালিনী। ছিঃ,—অমন কথা কি বল্তে আছে!

(গলায় মালা পরাইয়া দিল। চতুরিকা যে দিকে মাঝে মাঝে দেখিতেছিল, সেই দিকে চাহিয়' দেখিল।)

তরঙ্গিণী। হ্যাঁ, ভাল করে চেয়ে দেখ।

চতুরিকা। তুমি ভারি চালাক—!

তরঙ্গিণী। না, চালাকি তুমি একাই শিখেছ? নিপুণ, আয় ভাই! আমাদের আর কিছু করতে হবে না। এইবার শিকারী আপনিই শিকার ধর'বে। তার উপর মালিনী দিদির হাতযশ! চল, আমরা একটু গা-ঢাকা দিই।

মালিনী। ওই বাড়ীর কর্ত্তা তো? তাঁকেও একছড়া মালা দিয়ে এসেছি।

তরঙ্গিণী। তবে আর কি—তুমিই তো ঘট—কচু—ড়ামণি!

মালিনী। তা যেন হ'ল—কিন্তু আমার এই নিপুণ দিদিমণির গলায় কবে মালা পরাব?

নিপুণিকা। ক্রমশঃ—আগে এটা হ'য়ে যাক। আচ্ছা, আজকার মত চল্লাম ভাই! আবার হয়তো কখন্ বুড়োটা এসে পড়বে!

মালিনী। এটী তোমার বোন্ নাকি দিদিমণি? ওবাড়ীর কর্ত্তা চিদ্বিলাস শ্রেষ্ঠী? তা' বেশ মানাবে —খাসা! ফুলশয্যে সাজিয়ে দেব কিন্তু আমি— আমার বায়না নেওয়া রইলো!

তরঙ্গিণী। আচ্ছা—আচ্ছা; দেখিস, যেন শিকার ফসকে না যায়।

চতুরিকা। অমন যদি কর তো—আমি এই চল্লাম উপরে!

তরঙ্গিণী। যাওনা, দেখি কেমন ক্ষেমতা! সেটী আর যেতে হবে না চাঁদবদনী!

তরঙ্গিণীর গীত।

চাঁদবদনি প্রেমে হিয়া দুরদুর্
এবার বুঝিব তুই কেমন চতুর!
যদি পেতে চাও সই! প্রাণ যারে চায়—
লাজ ভাসায়ে আগে দাও দরিয়ায়,
(যেন) অঙ্গ ঘেরিয়া উঠে অমৃত মধুর!
নয়ন কহিবে কথা নয়ন সনে,
(তার) বিগলিত হিয়া যেন পড়ে চরণে;—
রিনিকি রিনিকি ঝিনি কনক নূপুর
রহি রহি বাজে যেন মরমে বঁধুর॥

[হাসিতে হাসিতে তরঙ্গিণী প্রভৃতির প্রস্থান। উহারা যে দিকে গেল, চতুরিকা কিছুক্ষণ সেই দিকে চাহিয়া রহিল—পরে বাড়ীর দিকে আসিতে লাগিল; এমন সময় চিদ্বিলাস প্রবেশ করিল। এমন অবস্থায় দুইজনের দেখা। চতুরিকা ধীরে ধীরে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। বিলাস সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিল। অনতিবিলম্বে তাহার বন্ধু অমরনাথ পশ্চাৎ হইতে আসিয়া তাহার কাঁধে হাত দিল—সে চমকিয়া মুখ ফিরাইল—]

বিলাস। কে?

অমর। তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী নই—বন্ধু। হাঁ করে চাতক পাখীর মত আকাশের দিকে তো চেয়ে আছ! মেঘের বারিবিন্দু এক আধ কণা পেলে?

বিলাস। মেঘ সশরীরে মাটিতে নেমে এলো। কিন্তু ভাই! আমি এমনি হতভাগা যে—

অমর। সেটি আর প্রকাশ ক'রে বল্‌তে হবে না—এমনিই বুঝে নিয়েছি। কিন্তু অমন ক'রে শুধু দীন-করুণনয়নে চাইলে হবে না—আত্মনিবেদন করতে হবে কথার দ্বারা!

বিলাস। কিন্তু কথাই যে আমার মুখ দিয়ে বেরোয় না! -বিশেষ, অচেনা ভদ্রমহিলা,—হঠাৎ তাঁর সঙ্গে কি কথাই বা বলি?

অমর। কেন, আলুপটোলের বাজার দর! আরে, পুরুষমানুষ আগে আগ্রহ না দেখালে— অবলা স্ত্রীলোক—সে কি আগে কথা কইবে?

বিলাস। তাতো বুঝতে পার্চ্ছি—কিন্তু করি কি!

অমর। এমন নির্জ্জন সন্ধ্যারাত্রিতে তুমি একা পেয়েও সুযোগটা নিতে পারলে না?—

(সুর শোনা গেল—উপরের ঘরে)

বিলাস। চুপ্—চুপ্; শোন—শোন,—গান গাইছে!

অমর। তিনিই নাকি?

বিলাস। নিশ্চয়ই! আমি জানি, বাড়ীতে আর কেউ নেই—সেই চোয়াড়ে লোকটী আর তিনি!

অমর। তাহ'লে দৈত্যপুরে একরকম বন্দিনী বল্লেই হয়!

বিলাস। নিশ্চয়ই! তরুণীর মুখ দেখে মনে হয়—সে সুখে নেই; তবুতো সন্দেহ ঘোচে না! কি জানি, কি মনে করবে! যাক্, এখন গানটী শোনো—

(উপরে বামাকণ্ঠে গান)

গান

রূপ হেরে আঁখি ঝুরে—
আমি হারায়েছি প্রাণ,
জীবন যৌবন মম
চরণে করিনু দান।
মরমের দুখ জ্বালা
ঢেকেছি চাতুরী দিয়ে,
অশ্রু রুদ্ধ রাখি—
এসেছি হাসিটি নিয়ে।
পরিচয় আপনার
একদিনে দেওয়া ভার;
প্রেম বুঝাইব প্রিয়! চরণে পাইলে স্থান॥

বিলাস। গান শুন্‌লে অমরনাথ?

অমর। শুন্‌লাম তো—বাঃ বাঃ চমৎকার!

বিলাস। কি রকম মনে হয়?

অমর। গানের ভিতর কিসের যেন একটা ইঙ্গিত রয়েছে! তোমার নিরাশ হবার তো কোনই কারণ দেখ্‌ছিনে।

বিলাস। কিন্তু গান তো হাওয়ায় ভেসে আসে। মাঝখানের এই হাওয়াটাকে অতিক্রম ক'রবার উপায় কি? নাগাল পাব কি করে?

অমর। চিন্তার কথা! একটা গান মনে প'ড়ল। তুমি তো আর গাইতে পার না—তোমার হ'য়ে আমি উত্তর দিই। উড়ো খৈ গোবিন্দায় নমঃ—লাগে তাক্, না লাগে তুক্!

গান

ভীরু! তোমার মিছে ভাবনা—
যারে পেতে চাও, পাও বা না পাও
কেন মনে ভাব "পাব না"।
তুমি পেতে চাও যারে
সে তোমারি আশায়
বাতায়নে চেয়ে—
দাঁড়ায়ে পথের ধারে;—
তবু তুমি চলে গেলে
তব মুখ পানে—
নয়ন তুলিতে নারে।
সে যেতে যেতে—নাহি যায়
এদিক্ ওদিক্ চায়,
যাই যাই করে,
পা নাহি সরে—
আবার সে ভাবে—"যাব না"।।
পেটে খিদে আছে, মুখে লাজ ভরে
জোর ক'রে বলে—"খাব না"॥

অমর। ওই সেই চোয়াড়ে লোকটা এইদিকে আস্‌ছে। ঘন ঘন আমাদের দিকে কটমট্ করে চাইছে, অনুমানে বোধ হয়—উনিই তোমার প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বী।

বিলাস। নিশ্চয়ই; নইলে ওকে দেখবামাত্র আমার সর্ব্বশরীর রাগে জ্বলে যাচ্ছে কেন? আপাততঃ গায়ের রাগ গায়েই মেরে লোকটার সঙ্গে আলাপ করা দরকার।

অমর। লোকটার মেঘে মেঘে বেলা হ'য়েছে—নেহাৎ কাঁচা নয়! ওর কথা আমার স্ত্রীর কাছে শুনেছি—ওকে একটু নাচাব।

(অত্যন্ত নিরীহভাবে দুইজনে একস্থানে স্থির হইয়া বসিল; এমন সময় অর্থপতির প্রবেশ)

অর্থপতি। (স্বগত) ছোঁড়াদুটো এতক্ষণ হাঁ ক'রে আমারই ঘরের দিকে চেয়েছিল। নিশ্চয়ই চতুরিকাকে দেখেছে। আজকালকার ছেলেগুলোর হ'ল কি! যুবতী স্ত্রীলোক দেখেছে কি, একেবারে বুদ্ধিশুদ্ধি শ্লীলতা সব লোপ! এসব এই সহরতলী জায়গার দোষ। আমাদের পাড়া-গাঁ অনেক ভাল। দেব নাকি দুটো মিটেকড়া কথা শুনিয়ে? নাঃ—কাজ নেই; সহরের ডাংপিটে ছেলে!—আমায় নাকের জলে চোখের জলে ক'রবে। তার উপর হয়তো দলে পুরু আছে।

অমর। (অগ্রসর হইয়া) এই যে পণ্ডিতমশায়! কেমন আছেন? আপনার টোল এখন কেমন চল্‌ছে? সেই সেখানেই আছেন তো? না সহরে টোল খুলেছেন? রাজার কাছে কি রকম সাহায্য পাচ্ছেন?—দেখুন পণ্ডিতমশায়! কথাটা হ'চ্ছে কি জানেন,—ভাগ্যং ফলতি সর্ব্বত্র নচ বিদ্যা ন পৌরুষং! নইলে আপনার মত একজন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত!—আমি জোর গলায় ব'লতে পারি, এই উজ্জয়িনী নগরেই নেই! রাজার উচিত, আপনাকে ভূমি, অর্থ ও স্বর্ণ দান করা। কিন্তু হ'লে হবে কি? ঐ আমার গোড়ার কথা—!

অর্থপতি। (স্বগত) লোকটা আমায় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত স্থির ক'রেছে! যাক্—ভাঙা হবে না! কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যে গরীব মনে ক'রলে, সেটা কি ভাল হবে!

অমর। কি ভাবছেন পণ্ডিতমশায়! আমায় চিন্‌তে পারছেন না? আমি আপনার ছাত্র—আপনার সন্তানতুল্য। ইনি—আমার অতি প্রিয় বাল্যবন্ধু—ঐ সামনের বাড়ীতে থাকেন। নাম—শ্রীচিদ্বিলাস শর্ম্মা। জাতিতে শ্রেষ্ঠী। আমরা শুধু বিলাস ব'লেই ডাকি। ওরই কাছে শুন্‌লাম,

আপনি এই পাড়াতেই এসেছেন সম্প্রতি। বিলাস! নমস্কার কর পণ্ডিত মশায়কে। বড় ভাললোক; আর অমন পণ্ডিত তুমি তোমার উজ্জয়িনীতে পাবে না!

অর্থপতি। দীর্ঘায়ুরস্তু। দেখি, আমি তোমায় গোড়ায় ঠিক চিন্‌তে পারিনি—এখন মনে হ'চ্ছে বটে! মুখখানা বেশ মনে প'ড়ছে! তোমার নামটি কি ছিল বল দেখি?

অমর। হ্যাঁ, তা ভুল হ'তে পারে বৈকি! অনেক দিনের কথা তো বটে; তাছাড়া, আপনার চেহারা তেমন পরিবর্ত্তন হয় নি বটে,—কিন্তু আমি তো প্রচুর বদলেছি! আমাদের ধরুন যৌবনকাল আর আপনার তো বোধ করি ঘাটের কাছে গেল! আমার নাম অমরনাথ। এইবার মনে পড়েছে বোধ হয়?

অর্থপতি। হ্যাঁ হ্যাঁ—অমরনাথ অমরনাথ। তা বাবা অমরনাথ! তোমার বিষয়কর্ম্ম কি করা হয়?

অমর। তা আপনার আশীর্ব্বাদে বেশ ভাল কাজই ক'রছি! আমি উজ্জয়িনী-রাজ্যের সেনা-পতি। আমার অধীনে দুই লক্ষ অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য। আর এই আমার বন্ধু চিদ্বিলাস—ইনি উজ্জয়িনী-রাজ্যের অর্থসচিব; তার উপর এ'র পৈত্রিক সম্পত্তির মূল্যই দশ কোটী স্বর্ণ-মুদ্রা!

অর্থপতি। হ্যাঁ হ্যাঁ, আশীর্ব্বাদ ক'রবো বৈকি বাবা। দশ কোটী আর তোমার দুই লক্ষ—সর্ব্বদাই আশীর্ব্বাদ ক'রছি! তা বাবা বেশ হ'য়েছে! গোব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ! তা চলনা কেন বাবা, একবার আমার বাড়ীতে একটু বস্‌বে। এই তো বাড়ী—

অমর। না না, আমরা রাজকাজে বেরিয়েছি কিনা?—আজ আর সময় হবে না। কাল এক সময়—কি বল বিলাস?

বিলাস। বেশ, তাই হবে। তা'ছাড়া আমি তো ওঁর প্রতিবেশী,—আলাদা বাড়ী ভাড়া ক'রে ওঁর থাকার দরকার কি? উনি চাই-কি ইচ্ছা করলে আমার বাড়ীতেই থাকতে পারেন। বৃদ্ধ মানুষ—একা থাকবেন—।

অর্থপতি। থাক্—থাক্, তার দরকার নেই। আমার আবার নানা রকমের হাঙ্গামা আছে বাবা! এই বুঝতেই তো পারছ, পূজাআশ্রয় ধ্যানধারণা! একটু নির্জ্জন দরকার!

অমর। তা আর জানি নে? সে রাতদিন—বুঝলে বিলাস! অমন ধার্ম্মিক লোক তুমি পাবে না! বল্‌তে কি তোমায়, পণ্ডিতমশায়ের একাসনে সাত দিন গেছে! একেবারে হুঁস নেই! একটা চাল দাঁতে কাটেননি! তোমারও তো একটু ওসব আলোচনা আছে—ভাগবত, কঠোপনিষৎ নিয়ে নাড়াচাড়া ক'চ্ছ। তুমি মাঝে মাঝে এসে ওঁকে জিজ্ঞেস ক'রে নেবে। একেবারে রসনাগ্রে সরস্বতী! আজ আমার এত আনন্দ হ'চ্ছে পণ্ডিতমশায়—কতদিন যে আপনার খোঁজ করেছি! ধরুন, গুরু-দক্ষিণা সেকালে কিছু দিতে পারিনি!—আপনারই আশীর্ব্বাদে এখন যা হোক্ কিছু পাচ্ছি! আমার বড় ইচ্ছে আছে, দেখি একবার মহারাজকে ব'লে। (চিদ্বিলাসের প্রতি) তোমার তো হাতধরা তিনি—তোমার কথা ছেড়ে দাও। যাক্, তুই বন্ধু যখন আছি! একটা কিছু—যাক; আপনি এখন কিছুদিন এখানে আছেন তো?—

অর্থপতি। হ্যাঁ, তা আছি বৈকি?—

অমর। ব্যাস্—ব্যাস্, তা হলেই হোল! আজ তাহ'লে পায়ের ধুলো দিন। এস বিলাস! পণ্ডিতমশায়কে আর একবার প্রণাম কর। আশ্চর্য্য পায়ের ধুলো! ওর শক্তি তুমি জান না। আজ ওই পায়ের ধুলোর জোরে আমি এত বড়! যে কামনা ক'রে পায়ের ধুলো নেবে, সেই কামনাই তোমার পূর্ণ হবে! আচ্ছা, তাহ'লে আসি! রাজকার্য্য র'য়েছে!—

[উভয়ের প্রস্থান

অর্থপতি। তাইতো, লোকদুটো যে একে-বারে আমায় অভিভূত ক'রে দিলে!—বেশ ভক্তি আছে! নিশ্চয়ই আমারই মত চেহারার কোন পণ্ডিতের কাছে ছেলেবেলায় লেখাপড়া শিখেছিল! কিন্তু চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বুড়ো বুড়ো ব'ল্‌লে কেন? আমি কি সত্যই বুড়ো?—আমার কি বয়েস হ'য়েছে! চতুরিকা হয়তো শুনতে পেয়েছে! ওইটে না ব'ল্লেই পারতো। যাহোক, লোক-

দুটোকে হাতছাড়া করা নয়—কাজে লাগবে! না—আমার ব্যবহারটা একটু কড়া হ'য়েছে বটে! আজ চতুকে আদর ক'রে দুটো মিষ্টি কথা বলিগে!

দৃশ্য

বাড়ীর ভিতর—ঘরের ভিতরে

(চতুরিকার নিকট একটী পুষ্পাচ্ছাদিত পেটিকা)

চতুরিকা। দূর-ছাই, কান্নাও তো আসেনা! চোখে জল যদি থাকে, তবেই কান্নার সুর খাপ খায়—নৈলে; আচ্ছা, কাঁচালঙ্কা চোখে দেব? হে মা দুর্গা! দুফোটা চোখের জল—দুফোটা দুফোটা—।

(অর্থপতির প্রবেশ)

অর্থপতি। চতু—চতু! ছিঃ ছিঃ, কেঁদনা—কেঁদনা! চতুরিকে—প্রাণাধিকে—নাবালিকে—কুসুমকলিকে! ছিঃ, কাঁদতে আছে কি? আমি কি কখনো তোমায় কড়া কথা বলি? আজ আর উপায় ছিল না চতু! তোমার ভালর জন্যই বকেছি। এতদিন ধরে তোমায় শিক্ষা দিয়েছি—আজ দুটো বিলাসিনী স্ত্রীলোক,—হোক্ না সে তোমার সহোদর বোন—তোমার বাল্যসখী! তোমায় আমি সীতা সাবিত্রী দময়ন্তীর মত সতী গড়তে চাই। চতু—চতু! ছিঃ কাঁদে কি?

চতুরিকা। সে তো আমি জানি। আমিতো তোমার শিষ্য। আমি তো সে জন্য কাঁদিনি।

অর্থপতি। তবে তবে—?

চতুরিকা। আমার আজ ভয়ানক অপমান হয়েছে। সে অপমান তুমি কল্পনা করতে পারবে না। সে অপমানের কথা তোমায় যখন বলবো, তোমার সর্ব্বশরীর জ্বলে উঠবে। হয়তো বা তুমিই নদীর জলে ডুবে মর্ব্বে, কি বিষ খাবে!

অর্থপতি। সে কি কথা চতু!

চতুরিকা। বড় ভয়ানক কথা! কিন্তু তার আগে আমি তোমায় মিনতি কর্চ্ছি, পায়ে ধরছি—তুমি বল যে, তুমি রাগ করে আত্মহত্যা করবে না? তুমি যদি আত্মহত্যা করো তো আমার কি দশা হবে—আমি কোথায় দাঁড়াব? কার কাছে যাব? পৃথিবীতে আর আমার কে আছে? তুমি একাধারে আমার—না না, তুমি লজ্জা পেয়ো না,—আমি সত্যি কথা বলছি, তুমিই একাধারে আমার বাপ-মা, ভাইবোন, স্বামীপুত্র,—একাধারে সব! তুমি বল, আমার গা ছুঁয়ে দিব্যি কর—তুমি আত্মহত্যা করবে না?

অর্থপতি। না—না, এই আমি দিব্যি করছি,—আমার প্রাণ যায় সেও ভাল, তবু আমি তোমার প্রাণে ব্যথা দেব না।

চতুরিকা। ওকি—ওকি, তুমি ওকি কথা বলছো,—'প্রাণ যায় সেও ভাল'! তবে কি, তবে কি তুমি জানতে পেরেছ—তুমি সঙ্কল্প করেছ যে তুমি প্রাণত্যাগ করবে?

অর্থপতি। না—না—না, ওটা আমি কথার মাত্রা হিসাবে বলেছি। প্রাণত্যাগ আমি করবো না চতুরিকা! কিন্তু তুমি বল, কে তোমায় অপমান করেছে? কিভাবে অপমান করেছে? কেন অপমান করেছে।

চতুরিকা। তা'হলে শোন। তুমি আমায় বাড়ী আসতে বল্লে তো?—আমি বাড়ী এলাম। যখন ঘরে ঢুকি—দেখি, ঐ বাড়ীর বারান্দায় দু'জন ছোঁড়া—দেখতে শুনতে বেশ ভাল!—আমায় দেখে হাসিঠাট্টা করতে লাগলো—

অর্থপতি। কি, তোমায় দেখে হাসিঠাট্টা! পাপিষ্ঠ দুর্জ্জন লম্পট পরস্ত্রী-বৎসল চোর!—

চতুরিকা। আমি জানি, তুমি রাগ করবে; কিন্তু এখনো যে অনেক কথা বাকী!

অর্থপতি। ধৈর্য্য—ধৈর্য্য—ধৈর্য্য; ভগবান! ধৈর্য্য দাও; কিন্তু—কিন্তু, আচ্ছা চতু! তুমি বল—অতি অল্প কথায় বল; তোমায় দেখে ঠাট্টা!—আমার সমস্ত শরীর—! কি বল্লে, দুটো ছোঁড়া?—কি রকম দেখতে?

চতুরিকা। দেখতে শুনতে বেশ খাসা! একজন একটু নাদুস-নুদুস, আর একজন লম্বা ছিপছিপে—মুখে অল্প গোঁফের রেখা। সেই ছোঁড়াটাই হচ্ছে আসল নষ্ট!

অর্থপতি। কি কি—কি বললে ?—

চতুরিকা। সে কল্লে কি,—ঘরের ভিতর গিয়ে একখানা চিঠি একটা পেটিকার ভিতর পুরে সেই পেটিকা ছুড়ে আমার বুকের উপর মারলে।

অর্থপতি। বুকে ?—বুকের উপর—একেবারে বুকে! আমার কিন্তু—কিন্তু—কিন্তু—কিন্তু—কিন্তু—

চতুরিকা। কিন্তু কি 'প্রাণে'—ও—না না, আজো তো তোমায় ও সম্বোধনের অধিকারী আমি নই! কিন্তু কি ভদ্র—!

অর্থপতি। ঐ ছিপছিপে গড়ন, মুখে অল্প গোঁফ—?

চতুরিকা। যে তোমার পায়ের ধুলো নিলে, যাকে তুমি আশীর্ব্বাদ করলে, সে সেই পাষণ্ড—সেই নরাধম!

অর্থপতি। সেই নরাধম! ওঃ—চতু। জল জল; কিন্তু—

চতুরিকা। আবার 'কিন্তু' কি? এই জল খাও। (অর্থপতির জলপান) কিন্তু জল খেয়ে আমার অপমানের প্রতিশোধ নাও।

অর্থপতি। কিন্তু ও লোকটা যে বড্ড বড়লোক! ওর যে অনেক টাকা! আর তার উপর ও উজ্জয়িনী-রাজ্যের অর্থসচিব।

চতুরিকা। হোক্ বড়লোক, হোক্ রাজসচিব—আমি ভয় করি না। আমি তোমাকে ছাড়া আর কাউকে জানি না, আর কারও দিকে চোখ তুলে চাই না,—এতে আমার ভাগ্যে যাই হোক্। এই দেখ, এই সেই পেটিকা! এই পেটিকার মধ্যে চিঠি পাঠিয়েছে। এত বড় আস্পর্দ্ধা!—

অর্থপতি। চিঠিতে কি লিখেছে?

চতুরিকা। ও চিঠি আমি পড়বো কেন? আমার কি ধর্ম্মজ্ঞান নেই? আমি কি সতী নই?

অর্থপতি। আচ্ছা দেখি—আমি পড়ে দেখি।

চতুরিকা। ছিঃ! ও চিঠি তুমি পড়বে কেন? কি দরকার তোমার? আমি ভেবেছি, ও যেমন চিঠি পাঠিয়েছে, ঠিক তেমনি ওর চিঠি না খুলে ওকে পাঠিয়ে দেব। তাহলেই বুঝতে পারবে আমার মনের অবস্থা। কিন্তু কাকে দিয়ে পাঠাই? আমাদের তো দারয়ান-চাকর নেই। তুমি যদি নিজে—আমার অবশ্য বলতে সাহস হয় না; কিন্তু—যদি পার তো তাহলে ঠিক মুখের উপর জবাব দেওয়া হয়।

অর্থপতি নিশ্চয়ই! আমি যাব। তোমার এই সরল ব্যবহারে আমার মনে কি যে আনন্দ হয়েছে চতু! আমি কি করে তোমায় জানাব। ওরও শিক্ষা হবে এরকম ঘটনায়। ওর চরিত্র পর্য্যন্ত সংশোধন হতে পারে। ছেলেটী আমার সঙ্গে আলাপ করলে—মন্দ বলেতো মনে হয়নি!

চতুরিকা। আজকালকার ছেলেমেয়েদের তুমি জান না। তারা ভেতরে এক রকম, বাইরে আর এক রকম! তোমার সঙ্গে তোমার মতো, আমার সঙ্গে আমার মতো!

অর্থপতি। আচ্ছা—আচ্ছা, আমি বুঝতে পেরেছি। আমি এক্ষুণি যাচ্ছি। পাজি—লম্পট! হোক্-না বড়লোক, আমার ভয় কি? আমিও কিছু দরিদ্র নই!

চতুরিকা। না—তোমার তেমন রাগ হচ্ছে না; আচ্ছা, তুমি পত্র পড়েই দেখ। তবেই হয়তো তুমি উত্তেজিত হবে।

অর্থপতি। না—না, আর আমার পত্র পড়ার দরকার নেই। আমার সত্যই রাগ হয়েছে—অত্যন্ত রাগ হয়েছে। রাগে আমি গর্‌গর্ করছি! দেখি পেটিকা, আমি এই মুহূর্ত্তে যাব।

চতুরিকা। তাকে ব'লো—তার চোখের ভাষা, মনের কথা আমি বুঝতে পেরেছি। আমি দময়ন্তী সাবিত্রীর মতো সত্য—

(অর্থপতির পেটিকা লইয়া প্রস্থান। চতুরিকা অনেকক্ষণ ধরিয়া হাস্য করিয়া বলিল—)

দেখা যাক, এখন কি হয়!—আমি যে এতটা চাতুরী খেলতে পারবো, আমার যে এ রকম বুদ্ধি মাথায় আসবে—আমিই তা জানতাম না! "যার শিল তার নোড়া—তারই ভাঙি দাঁতের গোড়া"! সত্যি—বলতে কি, তরঙ্গিণীর কথায়, ওদের স্বাধীন জীবন দেখে, আমার সাহস বেড়ে গেছে। তবে আমার বন্ধুটী বড় লাজুক!—সামনে দিয়ে এলাম, মুখের পানে চাইলাম, গান গাইলাম—একটা কথা ব'ল্লেনা।

কিন্তু কি সুন্দর চেহারা! যেন স্বর্গের দেবতা মাটিতে নেমে এসেছেন! হে নারায়ণ, হে মহাদেব, হে মা দুর্গা! আমার অপরাধ নিও না। আমায় এমন না করলে আমিও এতটা চাতুরী খেলতাম না। আমার আর উপায় নাই। দময়ন্তী হংসদুত পাঠিয়েছিলেন আর সাবিত্রী নিজের স্বামী নিজে খুঁজে বার করেছিলেন। দুজনেরই নাম করেছি— তাতেও কি বন্ধু আমার বুঝবে না?

গান

মরমিয়া বন্ধু হে আমার!
কি মোহিনী জানে দুটী নয়ন তোমার!
গৃহকোণে বাতায়নে বসেছিনু একা,
তোমায় আমায় বঁধু, চোখে চোখে দেখা;
নীরব চাহনি দিয়ে, হরণ করিলে হিয়ে,
আমি হারাণো পরাণ নিয়ে চাহি চারিধার॥

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মণিভদ্রের গৃহ। উদ্যানবাটিকা।

রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর

(নিপুণিকা একা একা বেড়াইতেছে। তারপর আপন মনে গান ধরিল)

গান

বুঝিতে পারিনে আমি জীবনে কি চাই,
আমারে যে ভালবাসে তাহারে কাঁদাই!
কেন যে কাঁদাই কাঁদি—জানি না নিজে,
কণ্টক বিঁধে হৃদে রয়েছে কিযে!
সদা কেন ভাবি যেন—'কি নাই' 'কি নাই'।
হৃদয়সাগরে ডুবে পাই না কিনারা কূল।
আরো কত নারী আছে, আমি কি বিধির ভুল
কিসের অভাব কিছু খুঁজিয়া না পাই॥

(নিপুণিকার কৃত্রিম অভিমান। মণিভদ্রের তাহা ভাঙ্গাইবার প্রয়াস। নিপুণিকা সম্বন্ধে মণিভদ্রের দুর্ব্বলতা খুব বেশী। নিপুণিকাকে প্রসন্ন রাখিবার জন্য মণিভদ্রের অদেয় বা অকার্য্য কিছু নাই। মণিভদ্র অনেক কথা বলে—নিপুণিকা কচিৎ উত্তর দেয়। নিপুণিকার গানের পর মণিভদ্রের প্রবেশ।)

মণিভদ্র। তুমি এখনো মুখ গম্ভীর ক'রে আছ নিপুণ? এখনো তোমার—এখনো তোমার রাগ গেল না? কেন? আমি কি দোষ করেছি?

নিপুণিকা। রাগ আমি কার উপর ক'রব? কেনই বা ক'রবো? আমার বাপ নেই, ভাই নেই—কেই বা আছে! তোমরা দয়া ক'রে বাড়ীতে স্থান দিয়েছ,—খেতে পরতে দিচ্ছ—এই যথেষ্ট! আমি কি এত অকৃতজ্ঞ যে, তোমাদের দয়া ভুলে তোমার উপর রাগ করব?

মণিভদ্র। নিপু! আমি তোমায় দয়া ক'রে খেতে পরতে দিচ্ছি, দয়া ক'রে বাড়ীতে রেখেছি— এ কথা তুমি মুখ দিয়ে বল্লে?

নিপুণিকা। তুমি শুনতে চাও ব'লেই বলেছি —নৈলে ব'লতাম না।

মণিভদ্র। ছি লক্ষীটী! আমার উপর রাগ ক'রো না। তুমি কি জান না, আমি তোমায় কত ভালবাসি!

নিপুণিকা। ভালবাসলে মানুষ আপনিই জানতে পারে—চেষ্টা করে জানতে হয় না। তার লক্ষণ আছে। ভালবাসা এত অস্পষ্ট জিনিস না যে, তুমি আমায় বুঝিয়ে দেবে তবে ভালবাসা আমি বুঝতে পারব!

মণিভদ্র। তাহ'লে আমি এখন কি ক'রবো— তাই বল?

নিপুণিকা। তোমার প্রাণের বন্ধু ঠাকুর-দাদার কাছে যাও! এই আজকের পূর্ণিমাতেই বোধ হয় তিনি চতুরিকাকে বিয়ে করবেন। যাও —বরযাত্রী হওগে!

মণিভদ্র। তুমি জাননা নিপুণা! অর্থপতিকে আমি কি রকম কড়া কথা বলেছি। তবে, অনেকদিনকার আলাপ—তোমাদের সমস্ত সম্পত্তি তার হাতে,—ওকে একটু হাতে রাখা আবশ্যক।

সেইজন্যই আমি ওকে নিয়ে একটু রহস্য করি। তুমি যদি পছন্দ না কর, ওর সঙ্গে আর মিশবো না!

নিপুণিকা। আমার জন্য তোমার বন্ধুবিচ্ছেদ হবে নাকি? না তা আমি হ'তে দিতে পারি!

মণিভদ্র। সে পরে যা হয় হবে। এখন তুমি হেসে দুটো কথা কইবে না? আজ পূর্ণিমামিলন-রাত, আর আজই তুমি মন ভার ক'রে রইলে?

নিপুণিকা। আমার প্রাণে সুখ থাক্ আর নাই থাক্, তুমি যদি আদেশ কর—আমায় হাস্‌তে হবে বৈকি! চেঁচিয়ে হাস্‌বো—না মুখ বুঁজে হাস্‌বো?

মণিভদ্র। আমি আদেশ ক'রবো তোমাকে! কেন নিপু, তুমি বারবার এমন ক'রে আমার প্রাণে ঘা দিচ্ছ? আমি তোমায় আদেশ করবো? তুমি কি জান না, তোমার আদেশ পালন ক'রতে পারলে আমি ধন্য হই!

নিপুণিকা। জানি গো জানি,—সব জানি। আমার জান্‌তে কিছু বাকী নেই!

মণিভদ্র। তুমি কি জান না, কত আশা ক'রে আজকের পূর্ণিমার জন্য আমি দিন গুণছি? তুমি ব'লেছিলে, চতুরিকা এখানে এলে তার বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক্ ক'রে তবে আমাদের বিয়ে হবে। তুমি ব'লেছিলে, তোমার বাবার ইচ্ছা ছিল, দুই বোনের এক সঙ্গে বিয়ে হয়।

নিপুণিকা। তাই বুঝি তাড়াতাড়ি ওই বুড়োর সঙ্গে চতুরিকার সম্বন্ধ ক'রছ?

মণিভদ্র। অর্থপতির সঙ্গে চতুরিকার সম্বন্ধ আমি ক'রছি? তুমি জান, এ মিথ্যা কথা। রাগ হ'লে কি তোমার জ্ঞান থাকে না?

নিপুণিকা। না—থাকে না। আমায় জ্বালাতন করো না। আমায় একটু একা থাক্‌তে দাও।

মণিভদ্র। বুঝতে পেরেছি, আমিই তোমার চক্ষুঃশূল!

(নিপুণিকা উত্তর দিল না)

মণিভদ্র। যাকে ভালবাসি—সে যদি ভাল না বাসে, সে যদি মুখ তুলে না চায়, সে যদি হেসে কথা না কয়,—তাহ'লে জীবনে আর কি সুখ?

(নিপুণিকা সব কথা শুনিতেছে কিন্তু উত্তর দিতেছে না। সে রহস্য মনে করিয়া আরও রাগিতেছে)

মণিভদ্র। অথচ মানুষের কি ভুলই না হয়! আমি বরাবর মনে ক'রে এসেছি, আমি যারে প্রাণ দিয়ে ভালবাসি, সেও আমায় তেমনি প্রাণ দিয়ে ভালবাসে! কিন্তু—(অতি আগ্রহে আড়নয়নে নিপুণিকার মুখের দিকে চাহিল। মনে ধারণা, নিপুণিকা নিশ্চয় এ কথার প্রতিবাদ করিবে। নিপুণিকা একটু ঘুরিয়া বসিল)।

মণিভদ্র। যেখানে প্রেম নেই, সেখানে নারীকে ধরে রাখা—তাকে বন্দী ক'রে রাখার মতই নিষ্ঠুরতা!

(নিপুণিকা পূর্ব্ববৎ নিরুত্তর)

মণিভদ্র। থাক্, এর জন্যে দুঃখ করে কোন লাভ নেই। এইই সংসারের নিয়ম। ভালবাসার বদলে যদি ভালবাসা পাওয়া যেতো, তাহ'লে পৃথিবীই তো স্বর্গ হ'য়ে উঠতো! তা তো আর হবার নয়; তোমার আমার যতই অসুবিধে হোক্, পৃথিবী পৃথিবীই থাকবে।

(নিপুণিকা তথাপি পূর্ব্ববৎ—নট্ নড়ন-চড়ন, নট্ কিচ্ছু! কিন্তু মনোযোগ দিয়া সব কথাই শুনিতেছে।)

মণিভদ্র। বিপুল পৃথিবী প'ড়ে আছে, ভাবনা কি? যেখানে দু'চোখ যায়—সেখানে যাব। (অত্যন্ত গম্ভীরভাবে) না—সন্ন্যাসী-মহন্ত হব না। গেরুয়া কাপড়, জটা, দাড়ি আর ভস্ম—বিশ্রী ব্যাপার! সাদা কাপড়েই বেড়াব। সেই ভাল, লোকে কিছু জান্‌বে না, অথচ—

(নিপুণিকা প্রায় হাসিয়াছে; তবু হাসি চাপিবার চেষ্টা করিতেছে ও খুব গম্ভীর হইয়া আছে।)

মণিভদ্র। (দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া) তাহ'লে নিপুণিকা, আমায় বিদায় দাও!

গান

বিদায় দাও গো প্রাণসখী!
চলে যাব দেশান্তরে।
এ মুখে ফুটিবে হাসি,
আমি চলে গেলে পরে।

আশা ছিল দেখে যাব
মুখে তোর্ মৃদু হাসি.
কানে কানে ব'লে যাব,
'আমি তোরে ভালবাসি'!

মনেতে রহিল আশা,
অস্ফুট ভালবাসা,
সুখী হও তারে পেয়ে,
প্রাণ কাঁদে যার তরে,
ব্যর্থ প্রণয় মোর, রাখিলাম হিয়া পরে।
সযতনে ঢালি জল, যদি কভু ফল ধরে॥

(তরঙ্গিণীর প্রবেশ)

তরঙ্গিণী। বাঃ বাঃ বেশ—চমৎকার!

মণিভদ্র। (মাথা চুলকাইতে) উঁ উঁ উঁ—আপনি যে?

নিপুণিকা। তাই তো, তুমি যে হঠাৎ এখানে—অসময়ে?

তরঙ্গিণী। আপনারা দু'জনেই তো আমাকে দেখে একেবারে যেন গাছ থেকে পড়লেন! কিন্তু কেন? আমার কি আস্‌তে নেই?—না আমি আস্‌তে পারিনে?

মণিভদ্র। বিলক্ষণ! আমার তো মনে হচ্ছে আপনাকে পেয়ে আমি বেঁচে গেলাম!

তরঙ্গিণী। নইলে আপনাকে এবার বুঝি প্রস্থান করতে হতো?

মণিভদ্র। বিদায়-গান গেয়ে আমি রওনা হবার জন্য প্রস্তুত, এমন সময়—

তরঙ্গিণী। সে তো আপনার ভঙ্গী দেখেই বুঝতে পেরেছি। তা' এখনো কি আপনাদের মান-অভিমানের পালা শেষ হয় নি?

মণিভদ্র। কই আর হ'লো? আপনার সখী তো কিছুতেই পালা শেষ করতে চান না!

তরঙ্গিণী। আপনি বুঝি এখনো পায়ে ধরার সুযোগ পান নি?

মণিভদ্র। শুনেছেন? বড়ই লজ্জা দিলেন দেখছি!

তরঙ্গিণী। লুকিয়ে লুকিয়ে তিনজনেই—

মণিভদ্র। তাহ'লে আপনিই না হয় এর একটা ব্যবস্থা করুন।

তরঙ্গিণী। তাই করবো ব'লেই এলাম। পায়ে ধরার সুযোগ আমি আপনাকে পাইয়ে দেব। নিশ্চিন্ত হোন্।

নিপুণিকা। কি হ'চ্ছে এ সব—তোর ও দিদি?

তরঙ্গিণী। আরে বাপ্‌রে! মেয়ের কি মেজাজ! আমার কর্ত্তাকে ব'লে দেব, এবার যখন যুদ্ধ বাধবে, তখন রাজার সেনাদলে ভর্ত্তি ক'রে দেবেন। ভদ্রমশায়, আপনি একটু গা'ঢাকা দিন তো। আমি এটাকে নিয়ে চল্লাম। আমার ওখানে আপনাদের সবার নিমন্ত্রণ। একটু পরে যাবেন, আর সেইখানেই পায়ে ধরার সুযোগ পাবেন।

মণিভদ্র। হঠাৎ নিমন্ত্রণ! ব্যাপার কি?

তরঙ্গিণী। ব্যাপার যা, তা সেখানে গিয়েই বুঝবেন। আগে আমি মান ভাঙ্গাই, তারপর আপনাকে সুযোগ দেব।

মণিভদ্র। আচ্ছা, দেশান্তরী যদি হতেই হয়—আপনার ওখানে নিমন্ত্রণ খাওয়ার পর না হয়!

[মণিভদ্র প্রস্থান করিলেন

তরঙ্গিণী। আঃ, কতক্ষণ অভিমান চ'লবে?—এইবারে মান ভাঙ্গ। তোমায় ছাড়া ও যে পৃথিবীর আর কিছু জানে না!

নিপুণিকা। আমি কি তা জানিনে ভাই। তবে—আমার যে রাগ কার উপর, তা আমি নিজেই কিছু বুঝিনে! বোধ হয় আমার নিজেরই উপর। মাঝে মাঝে আমার ভাল লাগে না, মনমরা হয়ে থাকি। তখন যে কাছে আসে, কথা কয়—তার উপরই রাগ হয়!

তরঙ্গিণী। এই রকম অবস্থা?

নিপুণিকা। তুমি ঠাট্টা করছ ভাই? আমার মাঝে মাঝে কাঁদতে ইচ্ছা করে!

তরঙ্গিণী। বিয়ে করে ফেল—হুঁ—বিয়ে করে ফেল। আর দেরী নয়। পূর্ব্বরাগ—অনুরাগ—অনেক দিন হ'য়ে গেছে। আমি জানি—লক্ষণ সব মিলিয়ে পাচ্ছি!

নিপুণিকা। কেন, তোমার নিজের এ অবস্থা হয়েছিল নাকি?

তরঙ্গিণী। হয় নি! সবার হয়—। তারপর বিয়ের জল গায়ে পলে তখন সব সেরে যায়! আয়—ওঠ্। আমি বাড়ী গিয়ে ভেবে চিন্তে দেখলাম, তোমাদের দুই বোনের বিয়ের ভার আমাকেই নিজের হাতে নিতে হচ্ছে! তাই কর্ত্তাকে পাঠিয়ে দিলাম চিদ্বিলাস শ্রেষ্ঠীকে আনতে, আর তোমাদের দু'জনকে নিয়ে যেতে এলাম স্বয়ং আমি। ওঠ্—চল্।

গান

মানিনি লো! দেখবো তোমার
মানের কত জোর—
নাগরে বসাব বামে রজনী না হ'তে ভোর।
কাল মেঘে মুখশশী
ঘেরিবে না পুনঃ আর,
আর না হেরিবি সই,
দু'নয়নে অন্ধকার—
শারদ পূর্ণিমা রাতি
জীবনে আনিবে ভাতি
যোর মত দিনরাতি—
(হবে) হাসিভরা মুখ তোর॥

দ্বিতীয় দৃশ্য

চিদ্বিলাস শ্রেষ্ঠীর বাড়ী—কক্ষ

(বিলাস ও অমরনাথ—অদূরে ভৃত্য রামটহল)

অমর। চল ভাই, আর দেরি ক'রোনা। গিন্নীর একান্ত অনুরোধ, তোমায় তিনি আজ না খাইয়ে ছাড়বেন না! সুতরাং—

বিলাস। শুধু খাওয়ার নিমন্ত্রণ! যদি তিনি সেই সঙ্গে তাঁর শ্রীমুখের দুই একখানা গান শোনান, তবেই ভাই! তোমার নিমন্ত্রণ নিতে পারি।

অমর। তথাস্তু; সে ব্যবস্থা তো করতেই হবে। তাহ'লে আর দেরি ক'রো না ভাই! ত্বরা কর—

বিলাস। ওহে অমরনাথ, তোমার পণ্ডিত-মশাই কি একটা হাতে করে এই দিকেই আসছেন। মেয়েটা কিছু বলেনি তো!

অমর। তাইতো, কিন্তু আমাদের যে রাজ-কার্য্যে বেরুবার কথা!

বিলাস। আচ্ছা, একটু বাড়ীর ভেতর গা-ঢাকা দিই! (রামটহলের প্রতি) ওরে! তুই বলিস্, আমি রাজবাড়ীতে গেছি। আর—কি বলে, শুনে রাখ্‌বি।

[বিলাস ও অমরনাথের প্রস্থান

রামটহল। এসে পড়ল!—আপনারা বাড়ীর ভেতরে যান।

(অর্থপতির প্রবেশ)

অর্থপতি। ওহে—ওহে, শোন—শোন!

রামটহল। আজ্ঞে করেন কর্ত্তা!

অর্থপতি। এটা চিদ্বিলাস শ্রেষ্ঠীর বাড়ী নয়?

রামটহল। আজ্ঞে।

অর্থপতি। তুমি বাড়ীর চাকর?

রামটহল। আজ্ঞে।

অর্থপতি। তোমার মনিব কোথায়?

রামটহল। আজ্ঞে, রাজবাড়ীতে গেছেন।

অর্থপতি। কখন্ আস্‌বেন?

রামটহল। আজ্ঞে—এই এলেন বলে! আপনি একটু ব'সবেন কর্ত্তা, আজ্ঞে—!

অর্থপতি। তুমি তো পরম আজ্ঞাকারী ভৃত্য দেখ্‌ছি—'আজ্ঞে' ছাড়া তোমার মুখে কথা নেই! থাক্, আমি বসবো না; আমি—আমি আবার আসবো। শোন, তুমি একটা কাজ কর; এই জিনিসটে তুমি তোমার মনিবকে দিয়ে বলবে যে, ওই সামনের বাড়ীর পণ্ডিতমশায় দিয়ে গেছেন। তাঁর সঙ্গে আমার দেখা করার দরকার—অনেক কথা আছে। ব'লো, আমি আবার আস্‌বো।

[অর্থপতির প্রস্থান

রামটহল। যে আজ্ঞে কর্ত্তা!

(বিলাস ও অমরনাথের পুনঃ প্রবেশ)

বিলাস। কি বল্লেরে—কি বল্‌লে?

রামটহল। আজ্ঞে, বল্লে আবার আসবে! আপাততঃ এইটা দিয়ে গেল।

বিলাস। কেন?

রামটহল। আজ্ঞে, তার কি জানি আ'মি?

অমর। ওহে, ওটা খুলেই দেখনা?—'ফলেন পরিচীয়তে'!

রামটহল। আজ্ঞে, সেই ভাল—খুলেই দেখুন!

বিলাস। তুই বেটা তো দিন দিন ভারি ভক্ত-বিটেল হ'য়ে পড়েছিস্! যা বেটা যা বাইরে যা—দেখ্‌বি কেউ আসে কিনা।

রামটহল। আজ্ঞে—কর্ত্তা!

অমর। ব্যাপারখানা কি?

বিলাস। আমি স্বর্গে—না মর্ত্তে!

অমর। চিঠি নিশ্চয়, তোমার প্রণয়িনীর লেখা! অমন চাউনি, তারপর গান, চোখে চোখে দেখা! যাক্—চিঠিখানা পড়-দেখি শুনি! আর ঐ গর্দ্দভটা নিজে চিঠি দিয়ে গেল!

বিলাস। 'বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো'—ওরকম লোকের ঐ রকমই দুর্দ্দশা হয়! যাক্—সে সব কথা পরে; আগে শোন, কি আমায় লিখ্‌ছে:—"চোখে দেখা বন্ধু হে, আমি আজও তোমার নাম জানিনে। রূপ দেখেই মন মজেছে! চিঠি পড়ে তুমি খুবই আশ্চর্য্য হবে। তোমায় চিঠি লেখার সঙ্কল্প এবং যে উপায়ে চিঠি তোমার কাছে পাঠাচ্ছি—আমার পক্ষে নিশ্চয়ই অসম-সাহসিক কাজ! কিন্তু আমি যে অবস্থায় পড়েছি, তাতে আমার আত্মসংযম আর নাই। এমন লোকের সঙ্গে আমার বিয়ের সম্বন্ধ পাকা হয়েছে, যাকে আমি আদৌ পছন্দ করিনা। দুদিনের মধ্যেই বিয়ে হওয়ার কথা। সেইজন্যই এত মরিয়া হয়েছি। উপায়ান্তর না থাকায় মুক্তির জন্য একেবারে নিরাশ না হয়ে তোমার উপর নির্ভর কচ্ছি। তবে শুধু যে বিপদে পড়েই তোমার শরণাপন্ন হয়েছি, তা নয়—তোমায় সত্যি ভালবাসি! তবে একথা সত্যি যে, বিপদে পড়েছি বলেই লাজ-লজ্জার মাথা খেয়ে—এরকম লিখ্‌ছি। যদি আমায় চাও, যত শীগ্‌গির পার আমায় উদ্ধার করে আমাকে অধিকার কর। তার আগে তোমার সঙ্কল্প জানতে চাই। যেমন করে পার, তোমার ভালবাসা ও ভরসা আমায় জানাবে। যারা ভালবাসে, আমার বিশ্বাস—সামান্য ইঙ্গিতে তারা পরস্পরের হৃদয় বুঝতে পারে।"

অমর। আশ্চর্য্য চিঠি! নাম নেই, ধাম নেই—কিছু নেই অথচ পত্রবাহক—স্বয়ং! কি আশ্চর্য্য! এরকম বুদ্ধি আমি এর আগে আর তো কোন স্ত্রীলোকের দেখিনি!

বিলাস। আমার ভালবাসা দশগুণ বেড়ে গেল। কিন্তু কি উপায়ে আমি চিঠি পাঠাব?

অমর। সেটা জান্‌তে পার্‌বে ঐ পত্রবাহক এলে। ঐ যে, সে আস্‌ছে। আমি পালাই—আমার কাছে লজ্জিত হতে পারে। খুব সাবধানে ওর সঙ্গে কথা কইবে।

[অমরনাথের প্রস্থান

বিলাস। আসুন—আসুন, পণ্ডিতমশায়! আসুন—নমস্কার।

অর্থপতি। ছিঃ ছিঃ—তুমি কি ক'রেছ! ভদ্র-গৃহস্থের কুমারী কন্যা—আমার ভাবী বধূকে তুমি পেটিকা করে চিঠি পাঠিয়েছ?

বিলাস। আপনি আমায় তিরস্কার করুন—আমি অন্যায় করেছি! কিন্তু আমি তো জান্‌তেম্ না, তাঁর সঙ্গে আপনার বিবাহের সম্বন্ধ হয়েছে। আমি মনে করেছিলাম, উনি কুমারী—বিশেষ আজ পূর্ণিমা তিথি—!

অর্থপতি। সম্বন্ধ হয়েছে কি আজ? বহুদিন—বহুদিন—। তার বাপ ম'রবার আগে মেয়েকে আমার হাতে স'পে গেছেন। আমাদের সমান ঘর। তখন ওর বয়স এগারো।

বিলাস। দেখুন, আমি বড়ই লজ্জিত হ'চ্ছি। আমিতো এসব জান্‌তেম না। তিনি না-জানি কি মনে করেছেন—ছিঃ ছিঃ ছিঃ!

অর্থপতি। তিনি ভদ্রকন্যা সতীসাধ্বী—তিনি তোমার উপর অত্যন্ত রাগ করেছেন। আমাকে দিয়ে চিঠি ফেরৎ দিলেন—আর তোমাকে বল্‌তে ব'লেছেন যে—"তোমার চোখের ভাষা আমি বুঝেছি—কিন্তু আমি দময়ন্তী—সাবিত্রী—"

বিলাস। ছিঃ ছিঃ ছিঃ! আমি মরমে মরে যাচ্ছি। আমি তাঁকে দেখ্বামাত্র ভালবেসেছি—এই আমার অপরাধ! সেই জন্য নির্ব্বোধের মত যা' করেছি, তা' আপনিতো ক্ষমা কর্বেন, সে আমি জানি;—তাঁকেও ক্ষমা কর্বার জন্য আপনাকে বল্তে হবে। এইটুকু আমার হ'য়ে আপনাকে কর্ত্তে হবে! আপনি আমার বন্ধুর শিক্ষক। দেখুন, আমি—আমি লম্পট নই!

অর্থপতি। তা বুঝ্তে পাচ্ছি। আচ্ছা, আমি তোমার হয়ে বল্বো। কিন্তু খবরদার—আর যেন কখনো!

বিলাস। আবার! (জিব কাটিল) আমি হাড়ে হাড়ে শিক্ষা পেলাম। ছিঃ ছিঃ ছিঃ, আমার এমন লজ্জা হচ্ছে! তা ছাড়া দেখুন, আমাদের বয়সটাই বা কি—? এখনও ঠিক প্রজ্ঞা তো হইনি! বৃহন্নারদীয় পুরাণে পড়েছিলাম—আপনার সঙ্গে একদিন—নারদীয় ভক্তি সম্বন্ধে আমি আলোচনা করবো—।

অর্থপতি। তা বেশতো, একদিন সুবিধামত আলোচনা করা যাবে। যাক্—

বিলাস। দেখুন, আপনি যদি এক কাজ করেন,—মানে আমি বড্ড অনুতপ্ত হয়েছি কিনা! আপনি যদি আমাকে একবার সঙ্গে করে ওঁর কাছে নিয়ে যান—তা হ'লে চাইকি তাঁর পায়ে ধরে আমি ক্ষমা চাইতে পারি। তাঁর পায়ে ধর্ত্তে আমার কিছুমাত্র লজ্জা নেই—আমি বড্ডই অনুতপ্ত কিনা!

অর্থপতি। হুঁ—তা তোমার অনুশোচনা দেখে আমার সত্যি কষ্ট হ'চ্ছে। আমি তোমাকে তাঁর কাছে নিয়ে যাব—তবে একবার তাঁর মতামতটা—

বিলাস। তাঁর মত নিতে গেলে তিনি যে অনুমতি দেবেন, এমন তো আমার মনে হয় না। তিনি পরমা সাধ্বী, আমায় নরাধম লম্পট নিশ্চয়ই মনে করেছেন! আপনি কালবিলম্ব না করে, এখনই আমায় নিয়ে চলুন—অনুতাপানলে হৃদয় পুড়ে গেল!

অর্থপতি। আচ্ছা,—আচ্ছা, তুমি এস। আমি আমার যথাসাধ্য চেষ্টা ক'রবো, তারপর আমার হাতযশ—আর তোমার বরাত!

বিলাস। আপনি একবার দেখাসাক্ষাৎটা করিয়ে দিন,—তারপর আমার বরাতে যা আছে—হবে!

(অর্থপতির অগ্রগমন; পশ্চাতে বিলাস। সে পিছন ফিরিতেই অমরনাথের প্রবেশ; দুজনের চোখে চোখে কথা এবং অর্থপতিকে অঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন। অর্থপতি ও বিলাস চলিয়া যাওয়ার পর অমরনাথ চলিয়া যাইতেছেন)

রামটহল। (অমরনাথের প্রতি) আজ্ঞে কর্ত্তা-মশায়! শুন্ছেন?

অমরনাথ। তুই বেটা আমায় পিছনে ডাকলি? হ্যাঁ, ভাল কথা—শোন্, তোর্ শেঠজী পণ্ডিতের বাড়ী থেকে এসে যদি ভুলে যায়—তাকে মনে করিয়ে দিবি,—আমার বাড়ীতে নেমন্তন্ন আছে।

রামটহল। আজ্ঞে, তা দেব—তা দেব; সে কথা না—

অমর। কি?—বল্বি কিরে বেটা?

রামটহল। ওই পণ্ডিতজীর বাড়ী খাসা একটা মেয়ে আছে। তিনি জানালার ধারে দাঁড়িয়ে থাকেন আর শেঠজীকে দেখেন।

অমর। তাই নাকিরে?

রামটহল। আজ্ঞে হাঁ, তিনি শেঠজীকে খুব ভাল বাসেন; আর শেঠজীও তেনাকে ভালবাসে!

অমর। তুই কি ক'রে জান্লি বেটা?

রামটহল। সেই মেয়েটাই ওই চিঠি লিখে বুড়োকে দিয়ে পাঠিয়েছে। পণ্ডিত ঠাকুর যখন চিঠি নিয়ে আসে, তখন শেঠজীর দিকে চেয়ে তিনি এক এক বার হাসছিল—আর এক এক বার তেনার মুখ-চোখ সব লজ্জায় লাল হয়ে উঠ্ছিল!

অমর। তুই বেটা লুকিয়ে লুকিয়ে বুঝি এই সব দেখিস?

রামটহল। আজ্ঞে হ্যাঁ কর্ত্তামশায়! আমার বড় আমোদ হ'য়েছে!

অমর। তোর শুধু শুধু আমোদ হয় কেন?

রামটহল। আজ যে পূর্ণিমা রাত—কর্ত্তাজি!

অমর। সন্ধ্যেবেলা তুই কি খেয়েছিস্ রে! তোর চোখদুটো যেন লাল লাল!

রামটহল। আজ্ঞে হ্যাঁ, তা একটু খেয়েছি কর্ত্তা! আজ পূর্ণিমার রাত কিনা—আজ সবাই খায়! সকালে শেঠজী একটা টাকা দিয়েছে আমাকে।

অমর। এই নে—আর একটা টাকা নে। শেঠজীকে নেমন্তন্নের কথাটা মনে করে দিস্—।

রামটহল। যে আজ্ঞে কর্ত্তা! আপনি গান ভালবাস কর্ত্তা?

অমর। তুই গাইতে জানিস্ নাকি?

রামটহল। আজ্ঞে হ্যাঁ কর্ত্তাজি—একটু একটু জানি! কিছু মনে যদি না করেন তো, গেয়ে শোনাতে পারি। আমার বড্ড গাইতে ইচ্ছা কর্‌ছে!

অমর। গেয়ে ফেল; তোমার-সঙ্গে ইয়ারকিটে আর বাকী থাকে কেন? বিশেষ, আজ যখন পূর্ণিমে—আজ আর দোষ নেই!

রামটহল। শেঠজীর অবস্থা কিরকম, সেইটে গানে বুঝিয়ে দিচ্ছি কর্ত্তা।

গান

প্রা বলে চেয়ে দেখ
চোখ বলে—'ছিঃ'!
আমি যদি আগে দেখি
ভাল হবে কি?
চায় বা না চায় তোমা সেই কুমারী,
কিম্বা সে হয় যদি পরের নারী;
অথবা সে যদি তোমায় গাছে তুলে দিয়ে—
পলায়ে চলিয়ে যায় মই কেড়ে নিয়ে;
তখন তোমার দশা বল হবে কি?
মন বলে শোন শোন—অত ভাবা মিছে,
বেশী যারা ভাবে তারা প'ড়ে থাকে পিছে!
বুদ্ধি তখন বলে মাথা নেড়ে নেড়ে—
তুমি নাহি নিলে আর কেউ নেবে কেড়ে॥

অমর। তোর গান শুনে ভারি খুশী হয়েছি। এইনে—আর একটা টাকা নে। শেঠজীকে মনে করিয়ে দিবি—ভুলিসনে যেন!

[উভয়ের প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

অর্থপতির ঘর

(চতুরিকা ঘরের ভিতর বেড়াইতেছিল। অর্থপতির সঙ্গে বিলাসকে ঘরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া একপাশে সরিয়া দাঁড়াইল এবং কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ করিয়া বলিতে লাগিল—)

চতুরিকা। কি আশ্চর্য্য! তুমি ওই লম্পটকে সঙ্গে করে আমার কাছে নিয়ে এলে কেন? সত্যি করে বল, তোমার মতলব কি? তুমি কি চাও, ওঁর রূপগুণে মুগ্ধ হয়ে আমি আমার জীবন-যৌবন ওঁর পায় সমর্পণ ক'রবো?

অর্থপতি। না—না, লক্ষ্মীটী! তুমি অতো রাগ করোনা; একবার মন স্থির করে সব কথাটা বুঝে দেখ। তুমি যে সব কথা আমায় দিয়ে বলে পাঠিয়েছিলে—ও হয়তো ভাব্‌তে পারে, সে সব আমার বানানো কথা। আমি তোমার প্রেমের একমাত্র অধিকারী, তা আমি জানি; তবু আমি ইচ্ছা করি, কারো প্রতি অবিচার না হয়! ও নিজের কানে শুনে যাক্; তার উপর, ও বল্লে যে "আমি অনুতপ্ত! নিজে তাঁর কাছে ক্ষমা চাইবো"; সেইজন্যই আমি নিয়ে এসেছি। তোমার মনোভাব ও নিজে জেনে যাক্।

চতুরিকা। কি আশ্চর্য্য! তুমি কি এখনো আমার মনোভাব বুঝতে পারনি? তোমার কি এখনো সন্দেহ হয়, আমি কাকে ভালবাসি?

বিলাস। এই ভদ্রলোক আপনার হয়ে আমায় যা বলেছিলেন, আর যেভাবে আমার পত্র ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, তাতে গোড়ায় আমি একেবারেই অভিভূত হয়ে পড়ি! আমি স্বীকার কচ্ছি, আমার একটু সন্দেহ ছিল। তবে আমি শুধু এইটুকু জানাচ্ছি যে, আমার ভালবাসা এত প্রবল যে, তার পরিণাম কি—তা জানতে আমি একটুও কুণ্ঠিত নই! আপনি আপনার মনের কথা আমার সাম্‌নে বলুন।

অর্থপতি। বেশ! ভাল কথা—তুমি বল।

চতুরিকা। উনি তোমায় যা বলেছেন, সেই আমার প্রকৃত মনোভাব। চিঠি পেয়েই তোমায়

বোঝা উচিত ছিল। তবু, তোমার সন্দেহ দূর করবার জন্য আমি শেষবার বলছি। এখানে—আমার চোখের সামনে দুজন লোক আছে; তাদের দেখলে আমার মন অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে ওঠে, কিন্তু দুই বিভিন্নভাবে। একজনকে সাবিত্রীর মত আমি আমার জীবন-মরণের সঙ্গীরূপে বেছে নিয়েছি। তার জন্য আমার প্রাণ কাঁদে! আর একজন যতই ভালবাসুক—তার পরিবর্তে কেবল আমার রাগ ও ঘৃণাই উদ্রেক করে! একজনকে দেখলে আমার প্রাণ আনন্দে নেচে ওঠে, আর একজনকে দেখলে ভয়ে মন সঙ্কুচিত হয়—ঘৃণায় প্রাণ বিষিয়ে ওঠে! একজনের স্ত্রী হওয়া আমার জীবনের সাধ—আর একজনকে বিয়ে করার চেয়ে মরণও আমার প্রিয়। যাকে আমি ভালবাসি সে যেন অবিলম্বে আমায় বিয়ে করে এবং এই মৃত্যু-যন্ত্রণার হাতে থেকে আমায় মুক্তি দেয়। আর যাকে ভালবাসি না, সে যেন এই কথার পর আর কোন আশা না রাখে। আমি আর বলতে পাচ্ছিনা—আমার মাথা ঘুরছে!

অর্থপতি। না—না, তোমার আর বলতে হবে না প্রিয়তমে! আমি শীগ্‌গির তোমার মনস্কামনা পূর্ণ করবো।

বিলাস। ভাল; আপনি যা চান—আমিও অবিলম্বে তাই করবো।

চতুরিকা। তা'হলেই আমি সুখী হব।

অর্থপতি। আমি বলছি, তুমি শীগ্রই সুখী হবে।

চতুরিকা। এরকম প্রকাশ্যভাবে প্রণয় জ্ঞাপন করার লজ্জা ভদ্রমহিলার পক্ষে মরণের চেয়েও বেশী! কিন্তু কি করবো—অদৃষ্ট!

অর্থপতি। না—না, তুমি কিছু মনে করো না।

চতুরিকা। তবে আমার ভাবী স্বামীর কাছে একথা বলছি ব'লে আমার আদৌ লজ্জা নেই।

অর্থপতি। তা বটে—তা বটে; প্রিয়ে! তুমি একটী রত্ন।

চতুরিকা। যে আমায় ভালবাসে, এইবারে সে ভালবাসার প্রমাণ দেখাক্।

অর্থপতি। নিশ্চয়ই! এই আমি তোমার হাতে চুমো খাচ্ছি।

(বিলাস একটি গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিল)

চতুরিকা। দুঃখ-দীর্ঘশ্বাসের আজ অবসান। কারো কথায় আমার প্রিয় যেন বিচলিত না হয়।

(অর্থপতির পশ্চাৎ দিক্ দিয়া চতুরিকা বিলাসের করমর্দ্দন করিল)

অর্থপতি। (বিলাসের প্রতি) নিজের কানে সব শুনলে তো?

বিলাস। যথেষ্ট—যথেষ্ট; কুমারী! তুমি আমায় কি করতে বলছ, আমি তা বুঝেছি। তোমার এই চক্ষুঃশূল আর একদিনও তোমার চোখের সামনে থাকবে না।

চতুরিকা। তা'হলে আমি বড় সুখী হব। তার দর্শন একেবারেই অসহ্য। আমি স্পষ্ট বলছি, আমি তাকে ঘৃণা করি।

অর্থপতি। আহা—হা—হা! ছিঃ চতু, অতো রাগ করে?

চতুরিকা। আমার কথা শুনে তোমার কষ্ট হচ্ছে নাকি?

অর্থপতি। না—না, তা নয়—তা নয়। এতটা প্রকাশ্যভাবে ভদ্রলোকের উপর কি রাগ করা উচিত?

চতুরিকা। ভদ্রলোক—কিসের ভদ্রলোক! একজন সরলা কুমারীর সর্ব্বনাশ যে করতে যায়, সে ভদ্রলোক! কি বলবো, আমার পুরো রাগ আমি প্রকাশ কর্ত্তে পার্চ্ছিনা!

বিলাস। ভাল; তোমার যাতে আনন্দ হয়, আমি তাই করবো। যাকে তুমি ঘৃণা কর, মাত্র তিনটী দিন পরে তার মুখ আর তোমায় দেখতে হবে না। আমি শুধু তিনটি দিন সময় চাই।

অর্থপতি। সেকি বিলাস! তুমি কি দেশ-ত্যাগী হবে? রাজমন্ত্রী তুমি!

(চোখে হাসি মুখে দুঃখ—বিলাস গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িলেন)

চতুরিকা। এইতো পুরুষ মানুষের কথা!

বিলাস। ভাল, আমি চল্লেম—

অর্থপতি। (জনান্তিকে বিলাসের প্রতি) তোমার জন্য আমি সত্যি দুঃখিত!

বিলাস। আবশ্যক নেই। অতঃপর আপনি আমার কাছ থেকে কোন অভিযোগ শুনতে পাবেন

না। কুমারী চতুরিকা ভালই করেছেন। এরপর আমাদের কারও কোন ক্ষোভের কারণ থাকবে না। আমি চল্লেম।

অর্থপতি। ওহে বিলাস! তোমার জন্য আমার কান্না আস্‌ছে। এস—আমি তোমায় আলিঙ্গন করছি; হাজার হোক্, আমি তো ওঁর অর্দ্ধাঙ্গ বটে? দুধের সাধ ঘোলেই মিটাও। ছেলে-মানুষ কিনা, আহা! আরে ছিঃ—আগে স্ত্রীলোকের মন বুঝে তারপর প্রেম কর্‌তে হয়!

(বিলাস অর্থপতির প্রতি রহস্যপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া আর এক কটাক্ষে চতুরিকার সহিত কটাক্ষ বিনিময় করিল। তারপর বিলাস চলিয়া গেল)

অর্থপতি। লোকটার জন্য আমার ভারি দুঃখ হ'চ্ছে—সত্যি বল্‌ছি।

চতুরিকা। কেন—কিসের দুঃখ? আমার একটুও দুঃখ নেই।

অর্থপতি। যাক্ ওকথা; কিন্তু আজ তোমার ভালবাসার পুরো প্রমাণ পেয়ে আমি যে কি পরিমাণে আনন্দিত হ'য়েছি, তা আর তোমায় কি বল্‌বো! আমি ভেবেছিলাম, দুদিন পরে বিয়ে করবো; এখন ভাব্‌ছি, না—আর দেরি কর্‌বো না। কালই আমাদের বিয়ে। আমি দেরি ক'রে তোমায় কষ্ট দিয়েছি—নিজে কষ্ট পেয়েছি। তুমি একটু বস, আমি পুরুতকে খবর দিয়ে আসি।

[অর্থপতির প্রস্থান

চতুরিকা। কি সর্ব্বনাশ! এ যে আবার নতুন বিপদ! দোহাই মা রক্ষাকালী, দোহাই নারায়ণ, দোহাই মধুসূদন! একটা কিছু বুদ্ধি—একটা কিছু বুদ্ধি! না,—এ নারায়ণ, রক্ষাকালী, মধুসূদনের কাজ নয়! হে মা দুষ্ট সরস্বতী, তুমি ভর কর মা, তুমি ভর কর!

গীত

ওমা দুষ্ট সরস্বতী! একবার এসে চাপ স্কন্ধে,
অন্য দেবীর সাধ্য নাই মা,
তাইতো তোমায় ডাকি ছন্দে।
ওমা, শাঠ্য অস্ত্র শঠের সাথে,
দুষ্ট বুদ্ধি যোগাও মাথে
ওগো, বিচিত্র-বিলাসময়ি।
প্রেম্ যেন মোর হয় না জয়ী—
(আমি) প্রিয়ের তরে লজ্জাসরম
ছেড়েছি পরমানন্দে

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

অমরনাথের বাড়ী—কক্ষ

রাত্রি তৃতীয় প্রহর

(তরঙ্গিণী ও নিপুণিকা প্রবেশ করিল)

তরঙ্গিণী। সত্যি বলছি ভাই, আমার ভাবনা চতুরিকার জন্য নয়—ওর চোখে যে আগুন আছে, তা দেখে পুরুষপতঙ্গ আপনিই আস্‌বে। ও যদি বুড়োকেও বিয়ে করে, তাকে নিয়েই মানিয়ে চল্‌তে পারবে। আমার ভাবনা তোর জন্য—

নিপুণিকা। কেন?—আমার জন্য কিসের ভাবনা?

তরঙ্গিণী। তুই একটু বেশীমাত্রায় অভিমানী। অতটা অভিমান কিন্তু ভাল নয়!

নিপুণিকা। তুমিও তো কম অভিমানী নও। যদি না জান্‌তেম—তোমার কথা!

তরঙ্গিণী। আমি হিসেব ক'রে অভিমান করি। তুমি ভাই, একটু বেহিসেবী!

গান

পুরুষ তো সই, এক রকমের নয়!
কেউ বা নারীর চরণ ধরে,
কেউবা করে হৃদয় জয়!
তোমার তিনি যেমন মানুষ,
তেমনি তোমার ছন্দলয়।

তাই বলি সই! হিসেব ক'রে
ক'রবি অভিমান—
কাঁদতে গিয়ে আড়নয়নে
হানতে হবে নয়ন-বাণ।
জীবন-ভরা ক'রলে যতন,
তবেই সে হয় হৃদয়-রতন;
নৈলে নিত্য খুঁজবে নূতন
কিসে মনের মতন হয়॥

নিপুণিকা। বিয়ে তো হ'য়েছে এক বছর—এর ভিতর এত কথা কেমন ক'রে শিখ্‌লি?

তরঙ্গিণী। যে শেখে—তার একবছরও লাগে না। তিন মাস স্বামীর সঙ্গে ঘর কর, আশা করি তুমিও বুঝবে।

নিপুণিকা। ঐ তোমার বর আস্‌ছে! একা যে?

(অমরনাথের প্রবেশ)

তরঙ্গিণী। কই, তোমার বন্ধুর তো এখনো দেখা নেই—রাত যে অনেক হলো!

অমর। সে যখন আস্‌বে ব'লেছে—তখন আস্‌বেই। কিন্তু তোমার ব্যাপার তো ওই—

তরঙ্গিণী। হ্যাঁ—

অমর। এর মধ্যে ভগবান প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ আছে। বন্ধু আমার তাঁকে দেখেই মুগ্ধ। আহা, সেই বুড়োটিকে পণ্ডিতমশায় ব'লে আমিই কত ঠাট্টা করলাম! (নিপুণিকার প্রতি) তিনি আপনার ভগ্নী?—কি আশ্চর্য্য!

নিপুণিকা। সহোদর বোন।

তরঙ্গিণী। ওকে কি এতদিন উজ্জয়িনীতে রেখেছিল? গোড়া থেকেই বুড়োর মতলব খারাপ। বুঝতে পাচ্ছ না?

অমর। খুব বুঝতে পাচ্ছি।

নিপুণিকা। আমি শুন্‌লাম, সাত দিনের মধ্যে বিয়ে করবে।

অমর। আপনি কার কাছে শুন্‌লেন?

তরঙ্গিণী। যার কাছেই শুনুন না কেন! মানুষটা নিয়ে তো তোমার দরকার নয়—খবরটা এই।

অমর। ও—তিনি? তাই নাকি!

তরঙ্গিণী। হ্যাঁ—তিনি তাই। তিনি আবার তাঁর খুব বন্ধু। নাতি-ঠাকুরদা সম্পর্ক!

অমর। তাঁকেও তো নিমন্ত্রণ করেছি; তিনি আসবেন তো?

তরঙ্গিণী। আস্‌বেন; তবে তাঁকে জব্দ ক'রে রেখেছেন ইনি। এক বাড়ীতে থেকেও সেই থেকে কথা বন্ধ, চোখে চোখ প'ড়লে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া—সে দস্তুর মত শাসন! রাগ দেখিয়ে আমার সঙ্গে চ'লে এলেন—বেচারী নাকাল!

অমর। তোমার কাছ থেকেই বোধ করি শেখা। আহা, বেচারার অবস্থা যে কি হয়, তা বেচারা মাত্রই হাড়ে হাড়ে বোঝে!

নিপুণিকা। রাজায় রাজায় লড়াই—মাঝ থেকে উলুখড়কে নিয়ে টানাটানি কেন?

অমর। ওসব কথা যাক্। এখন বিলাস কি রকম লাজুক—জান তো? কখনো কোথাও নিমন্ত্রণ নেয় না। তোমার গান শুন্‌তে পাবে এই লোভে আস্‌ছে—বঞ্চিত করোনা যেন!

তরঙ্গিণী। এই আগে থাক্‌তেই বুঝি ফরমাস্ আরম্ভ হলো?

অমর। একি ফরমাসের কথা তরঙ্গ? সেরেফ্ বদ্‌নামটা জানিয়ে রাখ্‌লাম।

তরঙ্গিণী। আচ্ছা, সে পরে দেখা যাবে। মন মেজাজ যদি ঠিক থাকে—

অমর। সে ভাল কথা।

নিপুণিকা। এই যে, ইনি আস্‌ছেন।

তরঙ্গিণী। শুধু ইনি নন—সঙ্গে তিনিও আছেন।

(বিলাস ও মণিভদ্রের প্রবেশ)

বিলাস। (মণিভদ্রের প্রতি) আপনিও এই বাড়ীতে?

মণিভদ্র। (বিলাসের প্রতি) তাইতো দেখ্‌ছি; আপনিও এই বাড়ীতে?

বিলাস। (অমরকে দেখাইয়া) ইনি আমার বন্ধু।

মণিভদ্র। এঁর সঙ্গে যদিও আমার বিশেষ পরিচয় নেই,—তবে এঁর স্ত্রী শ্রীমতী তরঙ্গিণী দেবীর সঙ্গে—

অমর। আপনার খুব ঘনিষ্ঠতা—

মণিভদ্র। (একটু অপ্রস্তুত হইয়া) না—

তরঙ্গিণী। ছিঃ, অপরিচিত ভদ্রলোককে বুঝি এমনি ক'রে অপ্রস্তুত ক'রে! আপনি কিছু মনে করবেন না মশায়, ওঁর কথাবার্ত্তা ওই রকম। শ্রেষ্ঠীমশায়, বসুন।

অমর। আমি আগে সকলের সঙ্গে সকলের পরিচয় করিয়ে দিই। স্বীকার করা যাক্—আমরা সবাই সবাইকে চিনি। (মণিভদ্রের প্রতি) আমাকে আপনি চেনেন—আবার (বিলাসের প্রতি) উনি আমাকে চেনেন,—সুতরাং আপনি ওঁকে চেনেন।

মণিভদ্র। আপনাদের দুটিকে উজ্জয়িনীর বিলাসীসমাজে কে আর না জানে বলুন? আপনারা রাজপুত্রের প্রিয় সহচর!

অমর। তারপর, ইনি আমার স্ত্রী! (মণিভদ্র ও বিলাসের প্রতি) আপনিও জানেন—আপনিও জানেন। (নিপুণিকার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া) আপনি তো জানবেনই। (বিলাসের প্রতি) আর আপনিও যে অনুমান করতে পারবেন না, একথা মনে ক'রলে আপনার বুদ্ধির প্রতি অবিচার করা হয়!

বিলাস। তবে কি ইনি—

অমর। হ্যাঁ, তিনি।

বিলাস। হ্যাঁ, মুখচোখের মিল আছে।

অমর। তাহ'লে শ্রীমুখ-পঙ্কজ বেশ ভাল করেই দর্শন হ'য়েছে?

বিলাস। (মৃদু হাসিতে হাসিতে) হ্যাঁ—তা হ'য়েছে।

অমর। আশাপ্রদ?

বিলাস। আমাদের কথাবার্ত্তার ভাষা এখানে কি আর কেউ বুঝতে পাচ্ছেন?

অমর। কেউ না;—শুধু তুমি আর আমি। আশাপ্রদ কি না—তুমি বল না?

বিলাস। শুধু আশাপ্রদ নয়—সে চোখে যে কি দেখেছি, তা আমি তোমায় ব'লতে পারবো না। একবার কথা ক'য়ে আমি বুঝেছি—আমি তার, সে আমার! ভগবান আমাদের পরস্পরকে পরস্পরের জন্য সৃষ্টি করেছেন। আর কি বুদ্ধি; কথা কইবার কি ভাব—কি ভঙ্গিমা! ওখানেই দেরি হ'য়ে গেল। জেনে রাখ—প্রাণটা রেখে এসেছি।

অমর। তাহ'লে কার্য্যসিদ্ধি বল?

বিলাস। একদিক দিয়ে ভাবতে গেলে কার্য্য-সিদ্ধি বটে! তবে—

অমর। সীতা-উদ্ধার বাকী তো? তা তোমার ভাগ্যে যে রকম সীতা জুটেছেন, তা দেবী নিজেই রাবণকে দিয়ে হনুমানের কাজ করিয়ে নিতে পারবেন বিলাস! তা দেবীর যে রকম বুদ্ধি—তিনি ইচ্ছা করলেই পারেন। স্ত্রীলোকের এ রকম বুদ্ধি আজ পর্য্যন্ত অন্ততঃ আমি দেখিনি। ওঁর চতুরিকা নাম সার্থক বটে! (তরঙ্গিণীর প্রতি) তরঙ্গ! সব শুনলে তো? নিপুণিকা-দেবী! আপনিও শুনলেন। এখন নিশ্চিন্ত হলেন তো?

নিপুণিকা। শুনে আশ্চর্য্য হচ্ছি! মুখ দিয়ে সাত চড়ে কথা বেরোয় না—ওর পেটে পেটে এত বুদ্ধি!

বিলাস। তবু আমি তো ঘটনা কিছু বলিনি; যে কাণ্ড করলেন—আপনারা যদি শোনেন!

তরঙ্গিণী। আপনি বলুন না—আমাদের শোন্-বার জন্য সত্যিই বড় কৌতূহল হয়েছে।

বিলাস। না, আজ বলবো না—আজ বলা অন্যায় হবে। এখনো তিনি কুমারী। যদি কার্য্যোদ্ধার করতে পারি—যদি ভগবান দিন দেন, তখন তাঁর সামনেই আপনাদের শোনাবো।

মণিভদ্র। আপনি সুবিবেচক—আর বুঝলাম তাঁকে সত্যি ভালবাসেন!

অমর। দেখুন ভদ্রমহাশয়! আপনি নিপুণিকার ভাবী স্বামী; সেইজন্য আপনাকে আমরা এই ষড়যন্ত্রের কথা বলছি। আপনি আপনার ঠাকুরদা-মশায়কে একটু সাবধান ক'রে দিতে পারেন; কিন্তু তার বেশী কিছু ব'লবেন না। আমাদের এখানে আজ এক মহা ব্যাপার হবে!

গান

কিশোরী আজ হবেন রাজা
আমাদের এই বৃন্দাবনে,
কেলি-কদম্বের তলে—বসাব রাজসিংহাসনে

গোপনে আনিয়া শ্যামে
বসাব রা'য়ের বামে
বৃন্দা-মন্ত্রী আজ্ঞা দিল
বাঁধিতে বিদ্রোহীগণে;
সেনাপতির ইচ্ছা শুনি'
জয়ী হবেন বিনা রণে—
ধরাশায়ী হবে শত্রু
কটাক্ষ-শর-ক্ষেপণে।

তরঙ্গিণী (মণিভদ্রের প্রতি) আপনি বোধ-হয় বুঝতেই পাচ্ছেন, অর্থপতি আপনার সামনে আমাদের যে অপমান ক'রেছেন, আমরা তার শোধ নেব'। তাঁর সঙ্গে চতুরিকার বিয়ে হবে না। আমরা তাঁর মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে আমাদের অর্থাৎ নারীজাতির পরম ভক্ত এই চিদ্বিলাস শ্রেষ্ঠী মহাশয়ের হাতে তুলে দেব—দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন করবো। আপনি কোন্ পক্ষ নেবেন, তাই বলুন?

নিপুণিকা। কিম্বা নিরপেক্ষ থাক্‌তে চান কি না—তাও বলুন; আপনার যা অভিরুচি!

মণিভদ্র। ছিঃ নিপুণ, আমি দু'দণ্ড ওর সঙ্গে কথা ক'য়েছি ব'লে তোমার এত রাগ হলো যে, সে রাগ এখনো প'ল না? তুমি কি জান না, তোমার সামান্য মনস্তুষ্টির জন্য পৃথিবীতে আমার অসাধ্য বা অকার্য্য কিছু নেই?

অমর। ব্যস্—ব্যস! আর ব'ল্‌তে হবে না—আর ব'ল্‌তে হবে না। আমরা বুঝে নিয়েছি—উনি আমাদের দলে। তরঙ্গ, নাম লিখে নাও।

মণিভদ্র। না, আমার সব কথা এখনো বলা হয়নি। আমি বলি—।

অমর। সে বাড়ী গিয়ে ব'ল্‌বেন—নির্জ্জনে। দশজন ভদ্রলোকের সামনে এর বেশী আর ব'ল্‌তে নেই। আমি বল্‌ছি, কুমারী নিপুণিকা-দেবীর (সকলের হাস্য) সমস্ত রাগ জল হ'য়ে গেছে। ওই দেখুন, উনি কি রকম হাস্‌ছেন।

তরঙ্গিণী। তাহ'লে এইবার বাড়ীর ভিতর চলুন। আপনাদের আহার্য্য প্রস্তুত।

অমর। ছিঃ তরঙ্গ! কথা দিয়ে কথা না রাখ্‌লে কি ভদ্রতা হয়? তোমার গান—

তরঙ্গিণী। আচ্ছা; এখন আমার জবানী গাইছি; কিন্তু গানখানি যিনি গাইবেন, তিনি এখানে উপস্থিত নেই।

গান

তোমরা তাহারে সই! কেন বল পর?
আমি লো চাতকী সই—সে যে নব জলধর;
হরণ করিল মোর মন মনোহর!
স্মৃতি কি ভুলিতে পারে, লেখা আছে আঁখিধারে,
আমি যে দিয়েছি তারে আপন অন্তর!
চোখে চোখে যেই হলো দরশন-বিনিময়,
অমনি পড়িল মনে, আমি ছাড়া সে তো নয়!
যুগে যুগে দেখাশোনা, ধরণীতে আনাগোনা,
আবার মিলিনু দোঁহে দীরঘ বিরহ পর

দ্বিতীয় দৃশ্য

অর্থপতির গৃহ—কক্ষ

(সজ্জিত অবস্থায় চতুরিকা)

গান

মোরে দেখিছ যেমন,
আমি নহিতো তেমন;
কেমনে বুঝাব নাথ,
আমি যে কেমন!
এই ছদ্মরূপ সখা—
আমি নয়, আমি নয়,
আচরণ অন্তরে
আছে মোর পরিচয়;
ব্যথা যে যায় না তবু—
যদি কভু দিন পাই,
তখন বুঝাব নাথ!
এ হাসি তো হাসি নয়—
হৃদয়ের অশ্রুপাত!
কে জানিত অভাগীর—
কপালে লেখা এমন॥

পুরোহিত ও অর্থপতির প্রবেশ)

অর্থপতি। এস ঠাকুর! এস—ব'স। আমি সব ঠিক করছি

পুরোহিত। ব'সতে আমি পারবো না বাপু! আজ আমার কাজের কি শেষ আছে? সেই সন্ধ্যে থেকে আরম্ভ করে তিনকুড়ি পাত্তর পার ক'রে দিছি। এখনো একপ্রহর রাত আছে, এর মধ্যে অন্ততঃপক্ষে আরও গোটাকুড়ি সারতে হবে। এমন শুভদিন এ বছর নেই। তুমি মেয়ে বার কর কর্ত্তা, মেয়ে বার কর।

অর্থপতি। আমি ভাবছি ঠাকুরমশায়—

পুরোহিত। এখনো ভাবছ! আজকের রাতে ভাবাচিন্তের কাজ ত্যাগ ক'রে তবে আমাকে ডাকতে হয়। ভাবতে কতক্ষণ লাগবে? ভাবাটা একটু চটু ক'রে সেরে ফেল না বাপু! না হয়, কি ভাবতে হবে বল না? তোমার হ'য়ে আমিই না হয় একটু ভাবি। বলি, তোমার মেয়ে ঠিক আছে তো?

অর্থপতি। তা আছে।

পুরোহিত। তবে আর ভাবনাটা কি? আর যা যা দরকার, আমার এই পুঁটুলিতে আছে। মেয়ে ডেকে এনে তুমি ব'স।

অর্থপতি। ভাবনাটা হ'চ্ছে এই যে, কন্যে দান ক'রবে কে?

পুরোহিত। এসব কাজে কন্যেকর্ত্তা দরকার হয়না, তাও জান না বুঝি? আজ তিন বছর মহারাজ হুকুম দিয়েছেন, মেয়ে ভালবাসলে অমনি তখনই বিয়ে—বরকর্ত্তা কনেকর্ত্তা কিছু দরকার নেই। দু'গাছা ফুলের মালা, বর, ক'নে, পুরুত, আর একজন সাক্ষী।

"কন্যা হৈল কন্যাকর্ত্তা, বরকর্ত্তা বর।
বিবাহের মন্ত্র পড়িবে ফুলশর।"

ব্যাপার এই! দেখতে পাচ্ছ না, আজ এই পূর্ণিমামিলনে কত ছোঁড়াছুঁড়ির যে বিয়ে হলো—তার আর কি সংখ্যে আছে?

অর্থপতি। তাহ'লে কনেকর্ত্তার দরকার নেই?

পুরোহিত। ভালবাসার যদি বিয়ে হয়—শুধু একজন সাক্ষী; তা বাড়ীর একজন চাকরবাকরকে ডাক দাও না?

অর্থপতি। আমি সবে তিনদিন এখানে এসেছি, চাকরবাকর তো মশায় এখনো খুঁজে পাইনি! তুমি যদি কাউকে একবার—

পুরোহিত। তুমি বাপু এত হাঙ্গামায় ফেলতে পার মানুষকে! আমি এখন কোথায় কারে পাই বল দেখি? একে আমার তাড়াতাড়ি। আচ্ছা আচ্ছা—তুমি মেয়ে বার কর। সামনে চিত্রবিলাস শ্রেষ্ঠীর বাড়ী, আমি ওঁর বাড়ী থেকে কাউকে ডেকে আনি।

অর্থপতি। না-না-না—ঠাকুরমশায়! ও শ্রেষ্ঠীর বাড়ীর কাউকে ডেক না; ওদের সঙ্গে আমার ঠিক—

পুরোহিত। এরই মধ্যে মুখ-দেখাদেখি বন্ধ ক'রে ব'সে আছ? ওরা যে আমার যজমান। আর ছেলেটিও তো বেশ ভাল।

অর্থপতি। না, ছেলে ভাল—চমৎকার ছেলে! সে আমার সঙ্গে অন্য ব্যাপার। আমি নতুন মানুষ এখানে—কারও সাতে পাঁচে থাকিনা ঠাকুর!

পুরোহিত। তা আজ পূর্ণিমার রাত আছে—এখনো রাস্তায় লোক-চলাচল বন্ধ হয়নি; দুটো টাকা খরচ করলে লোকের অভাব কি? তা—হ্যাঁ বাবা, তোমার এ ক'নেটির প্রথম পক্ষের ছেলেপিলে কি বাবা? বিধবার বিয়েতে আগে মেয়েটাকে শোধন ক'রে নিতে হয়, তারপর বিয়ে।

অর্থপতি। বিধবা নয় ঠাকুর, বিধবা নয়। আনকোরা কুমারী!

পুরোহিত। ছোট কুমারী মেয়ের সঙ্গে তোমার বিয়ে কি ক'রে হবে বাবাজীবন? তুমি তো কর্ত্তা, আমার চেয়ে বেশী ছোট নও!

অর্থপতি। না—না, বল কি ঠাকুর! তোমার তো গঙ্গামুখো পা—ষাট পেরিয়ে গেছে যে!

পুরোহিত। তা আমার যাই হোক্, বাবাজী! তুমিও আমার কাছাকাছিই আছ।

অর্থপতি। আরে না ঠাকুর, না—আমার ধাত একটু ভারী, তাই ভারিক্কে দেখায়; নইলে আমার বয়েস বেয়াল্লিশ।

পুরোহিত। এখনো চোখে দেখতে পাই বাবা—একেবারে কাণা হইনি। অবিশ্যি, শ্বশুরবাড়ী গিয়ে আমিও পঁয়তাল্লিশ বলি!

অর্থপতি। আরে চুপ্ কর, চুপ্ কর ঠাকুর! আচ্ছা, আমি একটু বাড়ীর ভিতর থেকে আসি— উনি আমাকে বোধ করি একবার ডাক্ছেন।

পুরোহিত। হাঁ, ওই যে রিণিঝিণি কিঙ্কিকিণি কঙ্কণ বাজছে। তা একবার ওনার কথাটা শুনেই এস। তা আমার কাছে ওঁর এত লজ্জা কি? আমার সাম্নে বেরিয়ে কথা কইলেই তো হয়— আমার সাম্নে বেরুতে হবেই, মন্ত্র তো আমিই পড়াবো।

(একটু দূরে পর্দ্দার আড়ালে গিয়া অর্থপতি ও চতুরিকার কথা। বৃদ্ধ পুরোহিত উহাদের কথাবার্ত্তা শুনিবার চেষ্টা করিতেছে এবং মেয়েটিকে দেখিবার প্রয়াস পাইতেছে)

পুরোহিত। আহা, দুধে আল্তা রং! পাষণ্ড ছুঁড়িটাকে তো বেড়ে বাগিয়েছে! না; পরের বিয়ে দিয়েই জীবন গেল—নইলে; এর যদি এই বয়সে এরকম জোটে তো আমিই বা কি দোষ ক'রেছি!

অর্থপতি। কি—গণ্ডগোলটা কি?

চতুরিকা। সে এক গঙ্গা ব্যাপার!

অর্থপতি। তাহ'লে বিয়ে কি আজ বন্ধ রাখ্বো? না হয়, কাল রাতে—

চতুরিকা। না না, সে হয় না—ও 'শুভস্য শীঘ্রং'; বিশেষ, তুমি যখন নিজে ওঁকে ডাকিয়েছ।

অর্থপতি। ব্যাপারটা যে কি, তাইতে তুমি এখনো ব'ললে না।

চতুরিকা। সে তোমায় এককথায় বলি কি ক'রে? লোকটা আবার কাণ পেতে আছে।

পুরোহিত। কি বাবা, বিয়ের কনের সঙ্গে বিয়ের সময় এত কি ফুসুর-ফাসুর! নিশ্চয় ভিতরে কোন গণ্ডগোল আছে। ব্যাটা পাষণ্ড কি কোন গেরস্তের বউকে ফুস্লে ফাস্লে বার ক'রলে নাকি! না, এ সহজে ছাড়া নয়—কিছু আদায় ক'রতে হবে।

অর্থপতি। তাহ'লে ওকে কি ব'লবো?

চতুরিকা। ও এখানে থাক্লে চ'ল্বে না ওকে কিছুক্ষণের জন্য বাইরে যেতে বল। জ্বালাতন বটে! কোথায় এখনি তোমার সঙ্গে বিয়ে হ'য়ে যাবে—তা না, খাম্কা খাম্কা বিপদ্! পুরুত ঠাকুরকে ব'লে দাও, একদণ্ড পরে যেন ফিরে আসে; তা যদি সম্ভব না হয়, অগত্যা কাল। বিয়ের দিন পিছিয়ে দেওয়া আমার আদৌ পছন্দ নয় কিন্তু কি করি বল, উপায় তে নেই!

অর্থপতি। তাহ'লে তাই ব'লে দিই পুরুতকে। অনেকক্ষণ কথা কইছি—ব্যাটা আবার সন্দেহ না করে!

চতুরিকা। সন্দেহ আবার কি ক'রবে? যুবকযুবতী—বিশেষ যখন স্বামীস্ত্রী-সম্বন্ধ! একসঙ্গে কথা কইলে বেশীক্ষণ ধ'রেই কথা কয়; এ কথা ও বুদ্ধের বোঝা উচিত।

অর্থপতি। আচ্ছা চতু, একটা কথা জিজ্ঞাসা ক'রবো? ঠিক উত্তরটা দেবে ভাই?

চতুরিকা। তোমায় ঠিক উত্তর দেব' না তো কাকে দেব ভাই? তুমি ভাই, আমায় আজও চিন্তে পারলে না! ব'ল কি ব'ল্বে? (ভঙ্গি-সহকারে হাসি)।

অর্থপতি। তুমি যে আমায় যুবক ব'ল্লে, সত্যি কি তুমি তাই মনে কর? অনেকে তো আমায় ঠিক যুবক বলে না।

চতুরিকা। যারা তোমায় বুড়ো বলে, তাদের চোখে মুখে আগুন লাগুক্! তারা যেন একবার আমার চোখ নিয়ে তোমায় দেখে।

অর্থপতি। ওই পুরুতঠাকুর তখন আমায় ওর সমবয়সী বল্ছিল!

চতুরিকা। তা শুনেছি। খ্যাংরা মারি অমন একচোখো পুরুতের মুখে! এই রে—ও বুঝি আবার ব্রাহ্মণ! দোহাই ভূদেব ঠাকুর, নেহাৎ রাগের মাথায় ব'লে ফেলেছি—কথা ফিরিয়ে নিচ্ছি দেবতা! ব্রাহ্মণের শাপে যেন বিয়ে বন্ধ না হয়— আমি কাণমলা খাচ্ছি।

পুরোহিত। নাঃ—পাষণ্ডটা জ্বালালে দেখ্ছি। ওহে কর্ত্তা, শুনছো—প্রেমালাপটা না হয় বিয়ের পরই ক'রো!

অর্থপতি। যাচ্ছি গো ঠাকুর, যাচ্ছি! (ফিরিয়া আসিলেন)।

পুরোহিত। আজকের রাত ব'লে কথা বাবা —তা তুমি যদি একা পুষিয়ে দিতে পার, আর পাঁচ জায়গায় যাব না। কি হলো বাপু?

অর্থপতি। এই একটু ইয়ে হ'য়েছে।

পুরোহিত। হ'য়েছে তো 'ইয়ে'? আমিও ঠিক ওই কথাটাই মনে কচ্ছিলাম যে, নিশ্চয় 'ইয়ে' হ'য়েছে—নইলে এত ফুসুর-ফাসুর কেন? 'ইয়ে' হ'চ্ছে তো এই যে, এখনো উড়োপাখীর মন উড়ু-উড়ু কচ্ছে—এখনো শিকল অভ্যেস হয়নি—নতুন পিঞ্জরেয় যেতে মন সরছে না,—চাই-কি, আর একবার শিকল কাটতেও পারে?

অর্থপতি। না—না, ঠাকুর! তা নয়। তুমি আমায় কি মনে কর ঠাকুর?

পুরোহিত। যা মনে করি, সেটা আর মুখফুটে বল্লাম না। আমার টাকা?

অর্থপতি। তুমি আমার কথাটাই যে শুন্‌লে না।

পুরোহিত। কথা পরে শুন্‌বো—টাকাটা আগে বার কর বাবা!

অর্থপতি। বিয়ে আজই হবে—তবে একটু পরে। তুমি একবার ঘুরেই এস না। আর একদণ্ড পরে বিয়ে। সাক্ষী একটা তুমিই এনো—খরচ যা লাগে আমি দিয়ে দেব। বুঝেছ ঠাকুর মশাই!

পুরোহিত। বুঝেছি অনেকক্ষণ! টাকা বার কর।

অর্থপতি। আহা, টাকাটা এসেই নেবে।

পুরোহিত। এতক্ষণ পাঁচটা বিয়ে দিতাম—কম ক'রে তিরিশ টাকা হিসাবে দেড়শোখানি মুদ্রা আগে বার কর তো বাবা! তারপর অন্য কথা।

চতুরিকা। (স্বগত) বাঃ বাঃ বাঃ! পুরুত-ঠাকুর তো বড় রসিক লোক! এইবার ঠিক্ কাঠে কাঠে বেঁধেছে। একবার নারদ ঋষির নাম ক'র্‌বো নাকি? যাই হোক্, এমনি ক'রে রাতটা কাটিয়ে দিতে পারলেও মন্দ নয়; বেশ হ'য়েছে!

পুরোহিত। টাকাটা বার কর সোণারচাঁদ!

অর্থপতি। (রাগের মাথায়) আমায় কি চ্যাংড়া ছোঁড়া পেলে নাকি ঠাকুর? (ঢোক গিলিয়া) দেখ ঠাকুরমশাই, আমি পিতৃমাতৃহীন অপরিণামদর্শী যুবক—এই যুবতীকে নিতান্ত ভাল-বাসি ব'লে তাই এ বিয়ে। এর কেউ নেই—এর মরা বাপ-মা স্বর্গে কন্যাদায়গ্রস্ত হ'য়ে আছেন; আমি দয়া ক'রে একটী পয়সা না নিয়ে মশাই মরা শ্বশুরশাশুড়ীর দায় উদ্ধার করছি। তুমি যদি ভাই এখন চাপ দাও, তাহ'লে আমাকেও বউ নিয়ে শ্বশুরশাশুড়ীর কাছে যেতে হয়!

পুরোহিত। তাই যাও না—বিয়েটা সেই-খানেই হবে। বিনি পয়সায় পুরুত সে দেশে পাওয়া যেতে পারে। পরমানন্দে ঘরজামাই থাক্‌বে!

অর্থপতি। ঠাকুরমশাই, তোমার কথাগুলি বড়ই কর্কশ! আমার ভাবী-স্ত্রী সব শুন্‌তে পাচ্ছেন যে—!

পুরোহিত। কিছুতেই কিছু হচ্ছে না—ভবী ভুল্‌ছে না! পঞ্চাশ ছিল, এই একশ' হলো। এইভাবে যদি সমস্ত রাত বসিয়ে রাখ—সকালে রাজবাড়ীতে তোমার নামে ছ'শ' টাকার দাবী দিয়ে নালিশ করবো।

অর্থপতি। তাইতো, এতো এক বিষম আপদ্ এসে ঘাড়ে চাপ্‌লো! আমি তো বল্লাম, কাল বিয়ে—আজ সব যোগাড় নেই! তুমিই তো ঠাকুর ব'ল্‌লে, আজ—

পুরোহিত। আজকের মত দিনটি পাচ্ছ কোথা মুখ্যু?

অর্থপতি। আবার ধমক্ দেয় যে! নাঃ—বড়ই ফ্যাসাদে ফেল্‌লে দেখ্‌ছি! আচ্ছা, বসো—দেখ্‌ছি।

পুরোহিত। হুঁ। শীগ্‌গির দেখ।

(অর্থপতি পুনরায় চতুরিকার কাছে গেল)

চতুরিকা। কই—এখনো ওকে তাড়ালে না? এদিকে যে—

অর্থপতি। এদিকে আবার কি হলো?

চতুরিকা। সেইটাই তো ব'ল্‌তে পাচ্ছি না—যতক্ষণ ও লোকটা না যায়। সে এক মহা কেলে-ঙ্কারী ব্যাপার! তুমি শীগ্‌গির ওকে বিদেয় কর।

অর্থপতি। শুন্‌তে পাচ্ছ তো সব?—টাকা চায়।

চতুরিকা। তা টাকা দাও। এদিকে যাস সময়ের কথা—টাকা দাও। টাকা তো আর নষ্ট হচ্ছে না। বিয়ে আজ ক'রতেই হবে; না হয়, ভোর বেলা—অমন অনেক হয়।

(পুরোহিত একা একা বসিয়া কাশিয়া জানাইল তাহার দেরি হইতেছে)

অর্থপতি। ব্যাটা কি ধড়িবাজ! আবার গলা খাঁকার দিয়ে জানান হ'চ্ছে, আমার দেরি হ'য়ে গেল! আচ্ছা, আজ একটু বিদেশ-বিভুঁয়ে বিঘোরে পড়েছি। তোমায় এখানে একা রেখে ওঘরে টাকা আনতে যাওয়া ঠিক নয়। লোকটা ভাল লোক নয়। ওর চাউনি দেখেছ?

চতুরিকা। তবে কি করে টাকা দেবে? আমার কাছে তো টাকা নেই।

অর্থপতি। সে আমি জানি। তুমি এক কাজ কর—এই চাবিটি নিয়ে ওই সিঁড়ির ঘরের পাশে যে খুব্‌রী ঘরটা আছে, তারই ভিতর এক কোণে বড় পিতলের হাঁড়াটায় তোড়ায় করা পাঁচশ' টাকার দশটা তোড়া আছে। তারই একটা থেকে গোটাকুড়িক টাকা—তার কম বেটা রাজি হবে না—কুড়িটে টাকাই নিয়ে এসো।

পুরোহিত। কই গো, কি হলো?

অর্থপতি। হ'চ্ছে, হ'চ্ছে। এ সব টাকা-কড়ির ব্যাপার মশায়! কেউ তো তোমার চাকর নয় যে, হুট্ বলতে এনে দেবে। তুমি যাও চতু! (চতুরিকা বাড়ীর ভিতর গেল)।

পুরোহিত। আরো তিরিশ টাকা বেশী আনবে। একশ' টাকার কথাটা জানিয়ে দিলাম।

(অর্থপতি বেশ গজেন্দ্রগমনে পুনরায় পুরোহিতের কাছে আসিল)

পুরোহিত। কি হলো? গজেন্দ্রগমনে আসছ যে? দেখে তো মনে হয় না, পৃথিবীতে তোমার কোন কাজের তাড়া আছে।

অর্থপতি। প্রকৃত যে এরকম চামার হয়, তা এই উজ্জয়িনীতে এসেই শিখলাম!

পুরোহিত। নিজেকে যতটা শেয়ানা মনে ক'চ্ছ, ততটা শেয়ানা তুমি আজও হওনি বাপু! তোমার এখন অনেক শিক্ষাই বাকী আছে। আশা করি, এই উজ্জয়িনীতেই সেগুলি একটি একটি করে শিখতে হবে। (দূরে চতুরিকা আসিতেছিল—তাহার দিকে চাহিয়া) এস—এস, মা লক্ষ্মী এস! কি মা, টাকার তোড়া? হ্যাঁ, আমারই জন্য।

(অর্থপতি 'হাঁ হাঁ' করিবার সঙ্গে সঙ্গেই চতুরিকা আসিয়া টাকার তোড়া পুরোহিতের হাতে দিল)

পুরোহিত। বেঁচে থাক মা, বেঁচে থাক। ধনে পুত্রে লক্ষ্মীলাভ হবে। সতী সাবিত্রীর মত স্বামীর ঘরে পাকা চুলে সিঁদুর পর। জয় হোক্। তাহ'লে চল্লাম। বলি, আজ বিয়ে হবে—না হবে না? (যাইবার জন্য উঠিল)।

অর্থপতি। (পুরোহিতের হাত চাপিয়া ধরিয়া) যাও কোথায় ঠাকুর? বাঃ রে! ও তোড়ায় ঢের টাকা—তোমার অত পাওনা নয়। তোমার পাওনাই তো আগাগোড়া ভুয়ো! দাও তোড়াটা—আমি বার ক'রে দিচ্ছি।

পুরোহিত। মা লক্ষ্মী হাতে ক'রে দিলেন—ওতে কি আর না ব'লতে আছে? ওঁর অপমান হবে যে!

অর্থপতি। দুত্তোর অপমান! ওতে যে পাঁচশ' টাকা রয়েছে—তুমি জন্মে কখনো চোখে দেখনি ঠাকুর!

পুরোহিত। তা মিথ্যে বলনি বাবা। এক সঙ্গে পাঁচশ'! আর তো সেকাল নেই—লোকের ধর্ম্মে কর্ম্মে মতি ক'মে গেছে, এই বিয়েতেই যা দু'পয়সা। বাপ-মা'র শ্রাদ্ধ তো আর করতেই চায়না। বলে কি জান?—'ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ'? আরে, 'ভস্মীভূতস্য' তো বুঝেছি, কিন্তু তারপরে যে ভূতস্য—তার খবর কি? আচ্ছা, আমি চল্লাম—

অর্থপতি। চ'লে যাচ্ছ যে, চ'লে যাচ্ছ যে!

পুরোহিত। (যাইতে যাইতে) যদি মন্ত্র পড়াবার জন্য কখনো দরকার পড়ে, কালিদাস পণ্ডিতের ওখানে খবর ক'রো।—আমি কবি কালিদাস পণ্ডিতের মামাতো ভাইয়ের মাসতুতো সম্বন্ধী। আমার নাম, শ্রীমকরধ্বজ বাচস্পতি সিদ্ধান্তবারিধি।

অর্থপতি। দেখাচ্ছি, তোমার মাসতুতো সম্বন্ধী মকরধ্বজ! ব্যাটা জোচ্চোরের ধাড়ী! আমার টাকা খেয়ে হজম ক'র্‌বে তুমি? দেখি, বাজার শাসন এদেশে আছে কি নেই

চতুরিকা। আমায় একা ফেলে যেও না—আমায় একা ফেলে যেও না। এ ভয়ানক জোচ্চোরের দেশ! (অর্থপতির হাতদুটী জড়াইয়া ধরিল)।

অর্থপতি। তুমি কি ব'লে তোড়া শুদ্ধ ওর হাতে দিলে?

চতুরিকা। আমি কি দিলাম?—আমার হাত থেকে ছিনিয়ে নিলে যে! দেখ্‌লে না?—ও ডাকাত! টাকা যাক্—ও যে তোমায় ছেড়ে দিয়ে গেছে, এই যথেষ্ট। ওর কাপড়ের ভিতর থেকে ছোরা ঝক্ ঝক ক'রছিল। যাক্—মা কালী তোমায় রক্ষে ক'রেছেন। আমার গায়ের ভিতর এখনো কাঁপ্‌ছে। পুরুতের কা ড প'রে সব চুরিডাকাতি করে!

অর্থপতি। আমার যেন মনে হলো, তুমি হা'তে ক'রে দিলে।

চতুরিকা। তা হয় তো হতেও পারে। বোধ হয় আমায় ধূলোপড়া দিয়েছিল! হবে হবে,—দালানে এসে দাঁড়িয়েছি, আর আমার সর্ব্ব শরীর যেন ঘুরতে লাগ্‌লো—প্রাণে কি রকম আতঙ্ক হলো! হয়তো তোমায় মনে ক'রে ওর হাতেই দিয়েছি। হাতেই না হয় দিয়েছি, তাই ব'লে ও নিয়ে পালাবে?

অর্থপতি। যাক্—কাল সকালে দেখা যাবে।

চতুরিকা। তুমি আমার উপর রাগ ক'র না—তোমার পায়ে পড়ি। আমি দালানে এলে তুমি কেন আমার হাত থেকে নিয়ে এলে না? ও যে হাতে পেয়ে ছাড়বে না, তাই বা কি ক'রে বুঝবো? আমি ভেবেছিলেম, তোমার জানা লোক!

অর্থপতি। আমার নয়, মণিভদ্র জানে। যাক্, ও যাবে কোথায়? আমি শুধু একখানা কর্দ্দ চেয়েছিলাম। এখনো মণিভদ্রকেও বলিনি—ও তো আজকালের ছেলে!

চতুরিকা। আমি যদি একটা ভুল কি দোষ-ঘাট ক'রেই থাকি, তুমি আমার ভুল শুধ্‌রে দেবে। আমার আপনার ব'ল্‌তে আর কে আছে বল?

অর্থপতি। না-না, চতুরিকা! তোমার দোষ কি? তুমি একে ছেলেমানুষ, তায় এই রাতদুপুরে একা তোমায় রেখে গেছি! বিদেশ—কিছুই বুঝি না। যাক্—যাক্, কাল সকালে ও টাকা আদায় কর্‌বই! আমার টাকা খেয়ে হজম কর্‌বে, এত বড় মকরধ্বজ আজও হয়নি!

চতুরিকা। এখন ওসব কথা যাক্। এইবার মন দিয়ে শোন—তারপর যা হয় একটা প্রতীকার কর—আমিতো লজ্জায় মরে যাচ্ছি!

অর্থপতি। সে কি, সে কি! বল—বল তুমি! লজ্জা করো না—

চতুরিকা। না—লজ্জা কর্‌বো না; বল্‌ছি—শোন; অত্যন্ত গোপনীয় কথা,—কিন্তু তোমার কাছে গোপন করার আমার ইচ্ছাও নেই, উপায়ও নেই! কথা হচ্ছে কি, আমার দিদি নিপুণিকা এসেছে। সে এমন একটী কাজ করে বসেছে, যার জন্য আমি তাকে খুব কড়া কড়া কথা শুনিয়ে দিয়েছি! সে আপাততঃ আমার ঘরেই শুয়ে আছে।

অর্থপতি। বুঝ্‌লাম না কিছুই!

চতুরিকা। কি আর বুঝবে বল। যে লোকটাকে একটু আগে আমি তাড়ালেম না?—সেই লোকটাকে নিপুণ ভালবেসেছে!

অর্থপতি। কাকে, বিলাসকে?

চতুরিকা। হ্যাঁ হ্যাঁ—ওই বিলাসকে বছর খানেক ধ'রে গোপনে গোপনে ভালবাসা চল্‌ছে। আগে ও বলেছিল—নিপুণকে বিয়ে কর্‌বে। তারপর আমাকে দেখে অবধি সে পাগল হয়; ওর কথা একেবারেই ভুলে যায়। তারপর আজ যখন আমি বিলাসকে বুঝিয়ে দিলাম—আমি তাকে চাইনা, তখন থেকে বিলাসও সঙ্কল্প ক'রেছে, সে দেশ ছেড়ে চ'লে যাবে!

অর্থপতি। সে তো আমি জানি—আমার সামনেই তো ব'ল্লে, এদেশে থাকবে না।

চতুরিকা। এখন নিপুণ কেমন ক'রে সেই কথা শুনে এইমাত্র আমার কাছে এসে কেঁদেকেটে

একশা করছে। বলে, ও যদি দেশান্তরী হয়, আমি বিষ খেয়ে মরবো।

অর্থপতি। কি সর্ব্বনাশ, নিপুণিকা এই রকম মেয়ে! তা হবে না? যেমন শিক্ষা! ইচ্ছা হচ্ছে মণিভদ্রকে ডেকে এনে বলি—কেমন, স্ত্রীস্বাধীনতা দেবে?

চতুরিকা। তারপর আরও ব্যাপার শোন। আমার কাছে ব'ল্লে, তোর ঘরে আমি থাক্‌বো—বিলাসকে ডাকিয়ে নিজেকে চতুরিকা ব'লে পরিচয় দেব—তোর গলার স্বর অনুকরণ ক'রে কথা কইব।

অর্থপতি। কেন কেন?—তোমার মত করে কথা কইবে কেন?

চতুরিকা। এটা আর বুঝ্‌তে পাল্লে না?

অর্থপতি। না—।

চতুরিকা। বিলাসকে নিপুণিকা বলবে—"আমি চতুরিকা; তুমি দেশ ছেড়ে যেও না—আমি তোমায় ভালবাসি"। অর্থাৎ বিলাসের মনে বিশ্বাস জন্মাবে—আমি তাকে ভালবাসি। এমনি ক'রে আজ তার যাওয়া আট্‌কাবে;—তারপর আর কোন রকম কৌশল ক'রে তাকে বিয়ে ক'র্‌বে।

অর্থপতি। উঃ দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোকের অসাধ্য কাজ নেই। তা তুমি এতে রাজি হ'লে?

চতুরিকা। তুমি পাগল হ'য়েছ—আমি রাজি হব? আমি তাকে কত বুঝালাম—কঠোপনিষৎ, মোহমুদ্গর থেকে শ্লোক বল্লাম—সে কাঁদতে লাগ্‌ল। তখন তাকে ধমক্ দিয়ে বল্লাম "তুমি কাঁদ আর যাই কর, এ পাপ কাজে আমি সাহায্য ক'রতে পারবো না"। কিন্তু যতই কঠোর হই, মায়ের পেটের বোন্ তো?—বাড়ী থেকে তো আর তাড়িয়ে দিতে পারিনে? তাই তাকে ব'ল্লাম "আমার বিছানায় শোও,—তবে তোমার মত অসতী কুমারীর সংসর্গে আমি থাক্‌বো না; তার চেয়ে আমি আমার ভাবী বরের সঙ্গে গল্প ক'রে রাত কাটাব—একটা রাত না হয় ঘুমুবো না"। এই না ব'লে দোর দিয়ে এই দালানে পায়চারি করছি আর ভাবছি, তুমি কখন এস—কখন এস। তারপর তুমি এলে—

অর্থপতি। নিপুণিকা ঘরে আছে নাকি?

চতুরিকা। শুয়ে শুয়ে কাঁদছে; কি আর করি বল, মায়ের পেটের বোন তো?—দুঃখও হয়।

অর্থপতি। পুরুত ঠাকুরকে নিয়ে সেতো গেল আর এক বিভ্রাট! বেশ হ'য়েছে, মণিভদ্রের মুখের মত জুতো হ'য়েছে। আমার ইচ্ছা হ'চ্ছে একবার তাকে ডেকে এনে দেখাই। কিন্তু অমন কুচরিত্রা মেয়েকে আমি তো বাড়ীতে রাখতে পারি না; ওকে তাড়াও।

চতুরিকা। আমারও তাই ইচ্ছা—কিন্তু মায়ের পেটের বোন্! আচ্ছা র'সো—আমি দেখ্‌ছি চেষ্টা করে।

অর্থপতি। বেশ, বেশ—সেই ভাল।

চতুরিকা। তাহ'লে তুমি একটু লুকিয়ে থাক; যখন চলে যাবে, তুমি কথা কযো না—বড় লজ্জা পাবে।

অর্থপতি। আচ্ছা, এখন আমি কিছু বলবো না; কিন্তু যেই চলে যাবে, সেই আমি মণিকে ডেকে সব কথা বল্‌বো।

চতুরিকা। তা বলো; কিন্তু তোমার পায়ে পড়ি, আমার কাছে শুনেছ তা যেন বলোনা?

অর্থপতি। তুমি আমায় কি মনে কর চতুরিকা। তুমি আমার হৃদয়েশ্বরী—তুমি পবিত্রা কুমারী। তোমার নাম আমি উচ্চারণ করবো ওই কুচরিত্রার নামের সাথে—একসঙ্গে—?

চতুরিকা। তাহ'লে আমায় আর ডেকো না। আমি ওকে ঘর থেকে বার করে দিয়েই একেবারে বিছানায় শুয়ে পড়বো; ঘুমে আমার চোখ্ জড়িয়ে আসছে। শুতে যাব—এমন সময় এই বালাই—! আচ্ছা, আমি আসি। (ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল)

অর্থপতি। কাল সকালে যেন তোমার মুখ দেখে আমার ঘুম ভাঙ্গে প্রিয়ে! আঃ বেশ হয়েছে! আর এক লহমা দেরী আমার সইছে না। ছুটতে ছুটতে যাব—আর বলবো মণিকে "উদার যুবক! স্ত্রীস্বাধীনতার ফল যদি একবার প্রত্যক্ষ করতে চাও তো—অবিলম্বে এস।"

চতুরিকা। (ঘরের ভিতর যেন কার সঙ্গে কথা কহিতেছে) দেখ ভাই, তুমিতো জান—

আমিতো আর তোমার মত স্বাধীন নই। কর্ত্তা কিছুতেই রাজী হচ্ছেন না। তাঁকে তো আর চটাতে পারি না। তাছাড়া, যে কাজ তুমি করতে যাচ্ছ —একবার ভেবে দেখ দেখি, তা কতখানি অন্যায় তোমার পক্ষে? এখনো খুব বেশী রাত হয়নি, এখনো বাড়ী ফিরে যাও—সব দিক বজায় থাক্। (ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া) তুমি রাজী হয়েছ?— আমি বাঁচলেম্ দিদি! মা দুর্গা তোমায় সুমতি দিন্! আচ্ছা, কাল সকালে আবার দেখা হবে। আস্তে আস্তে চ'লে যাও—কেউ জানতেও পারবে না।

(বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া দালান দিয়া ধীরে ধীরে চতুরিকার প্রস্থান)

অর্থপতি। মা দুর্গার বাবারও সাধ্যি নেই ওরকম মেয়েমানুষের সুমতি দেন! আচ্ছা কোথায় যাচ্ছে, একবার দেখ্‌লে হয় না? বাড়ী ও নিশ্চয় যাবে না—সে আমি শপথ ক'রে বল্‌তে পারি! দেখ্‌তে হচ্ছে। দেখি, চতুরিকা ঘুমিয়েছে কিনা। (দ্বারের কাছে গিয়া) চতুরিকা—চতুরিকা—প্রিয়ে! না—ছেলেমানুষ ঘুমিয়ে প'ড়েছে দেখ্‌ছি! আচ্ছা পা টিপে টিপে একবার দেখে আসি।

[প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

রাজপথ

রাত্রি চতুর্থ প্রহর

(একদল নীচজাতীয় স্ত্রীলোক পথে গান গাহিতে গাহিতে চলিয়াছে)

ও রাধা—ও রাধা—ও রাধা!
তুই যমুনায় গা ধুতে গিয়ে
বুঝি মজিয়ে এলি কুল!
তুই কেঁদে কেঁদে চোখ রাঙালি
রাজার মেয়ে, আপন খেয়ে
সাজ্‌লি কাঙালি—
তবু ভাঙ্‌লো না তোর ভুল?
রাধা, ভাঙ্‌লো না তোর ভুল।
কদম তলায় দাঁড়িয়ে ছিল কালা,
বাজিয়ে বাঁশী সরল পরাণ করলো উতলা;
সাঁঝের বেলায় গা ধুয়ে তুই—
কেন ভিজালি রে চুল॥

(গানের পর মালিনী আগে আগে, পরে রামটহল প্রবেশ করিল)

মালিনী। (পিছন ফিরিয়া) কে রে?

রামটহল। আজ্ঞে ঠাকরুণ! আমি!

মালিনী। তুই এত রাত্রে কোথায় যাচ্ছিস্?

রামটহল। আজ্ঞে, তোমার সঙ্গে সঙ্গেই চলেছি ঠাকরুণ!

মালিনী। আমার সঙ্গে সঙ্গে কোথায় যাবি?

রামটহল। আজ্ঞে, তুমি যেখানে নিয়ে যাবে!

মালিনী। নিয়ে যাব—বটে? তুই এত রসিক, সে কথাতো আগে জানা ছিল না!

রামটহল। আজ্ঞে, ঠিক বলেছ ঠাকরুণ! আজ্ঞে, অন্য সময় আমি বেশ শুকনো খট্‌খটে থাকি। কিন্তু এই শুক্লপক্ষের একাদশী থেকে আরম্ভ করে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত আমার রসবৃদ্ধি হ'তে থাকে। আজ্ঞে, আজকের রাতটা কাটিয়ে দিতে পারলে কাল সকালে থেকে কুড়িপঁচিশ দিন আর কোন ভয় নেই।

মালিনী। তাই নাকি! তা হ্যাঁরে—প্রতি জ্যোৎস্না পক্ষেই কি তোর এই দশা হয় নাকি?

রামটহল। আজ্ঞে, তা হয়; তবে এবার একটু বেশী!

মালিনী। এবার বেশী হ'ল কেন?

রামটহল। আজ্ঞে, আমার মনিবের ছোঁয়াচ্ গায় লেগেছে!

মালিনী। তোর মনিব কোথায়—?

রামটহল। আজ্ঞে, তিনিও আমার মত ঘর ছেড়ে পথে বেরিয়ে পড়েছেন। আজ কি—আজ কি আর কেউ ঘরে থাকে মালিনী ঠাকরুণ?

মালিনী। ছুঁড়িগুলো এখনো রাস্তায় গান গেয়ে বেড়াচ্ছে!

রামটহল। বেড়াবে না?—আজকের রাতখানা কি ঠাকরুণ!

মালিনী। হ্যাঁরে, তোর গিনি মুনিব ঠাকরুণ হবেন—তাঁকে দেখেছিস্?

রামটহল। তুমি ঠাকরুণ জ্বালালে! আমার আবার মুনিব ঠাকরুণ হ'তে য'াচ্ছে কে?

মালিনী। কেন রে?—তোর মুনিব যাকে ভালবাসে—যাকে বিয়ে করবে?

রামটহল। ভালতো বাসে, তা বিয়ে কেমন করে হবে! আমি তানারে দেখিছি—দিব্যি মেয়েটা! খাসা দেখ্‌তে—যেন মা-ষষ্ঠী স্বয়ং!

মালিনী। ষষ্ঠী কিরে ভূত? মেয়েদের রূপ-গুণের তুলনা করে লোকে মা-লক্ষ্মী কি সরস্বতীর সঙ্গে। তুই বেটা ষষ্ঠী কোথায় পেলি?

রামটহল। মা-ষষ্ঠীর কৃপা থাকলেই মেয়ে-মানুষকে মানায় বেশী! লক্ষ্মী-সরস্বতীর তো ছেলেমেয়ে নেই—শুধু রূপ নিয়ে কি হবে? তা সে বিয়ে হবার যো নেই। বুড়ো পণ্ডিত যে তানাকে আগ্‌লে বসে আছে!

মালিনী। তবে তুই রইছিস্ কি করতে? বুড়োর হাত থেকে তাকে ছিনিয়ে নিয়ে আয় না?

রামটহল। তুমি তো হুকুম করে খালাস! বুড়ো যে একদণ্ড বাড়ী ছেড়ে কোথাও যায় না; যাবার সময় দরজায় তালা দিয়ে যায়। বাড়ীতে একটা চাকর-চাকরাণী-নেই; আর তা'ছাড়া—

মালিনী। 'তা ছাড়া' কি—?

রামটহল। এক সম্বন্ধ ভেঙ্গে আর এক সম্বন্ধ আমি পছন্দ করিনে—বুড়োর মুখের গ্রাস কেড়ে নেওয়া! আমারই ইস্ত্রীকে যদি কেউ ওই রকম ফুস্‌লে ফাস্‌লে নিয়ে যায়, আমার মনটা কি রকম হয়?

মালিনী। তোর আবার ইস্ত্রী আছে নাকি?

রামটহল। নেই তো কি—? তুমি কি মনে কর, আজকের রাতে তোমার সঙ্গে ঘুরছি বলে আমার ইস্ত্রী নেই!

মালিনী। আমিতো তাই ভেবেছিলাম! যা—বাড়ী যা।

রামটহল। ইস্ত্রী আছে শুনে তুমি রাগ করলে নাকি? আমি সচ্চরিত্তির লোক—আমার শরীরে কোন দোষগুণ নেই। আজকে আমার তোমায় বড় ভাল লেগেছে—আজ পূর্ণিমার রাত কিনা?

মালিনী। রাগ করিনি—রাগ করিনি; অ আমায় দেখে তোর ইস্ত্রীকে ভুলে যাস্‌নি তো?

রামটহল। আজ্ঞে না,—তাঁনারে ভোলবার যো কি?

মালিনী। তা তোর বউ দেখতে কেমন?

রামটহল। তবেই শোন—

গান

আমার বৌয়ের রূপের কথা
বল্‌বো কি বল তোমায়,
নইলে কি পূর্ণিমা রাতে
(আমার) এদিক ওদিক চক্ষু যায়।
বউ রূপে যেন কোকিল পাখী
গলাসরু গুগলি-চোখী,
উঁচকপালী চিরুণদাঁতী
টাকপড়া সারা মাথায়।
সে রূপ মাঝে মাঝে ঝলক মারে—
তখন আলো-ঘর আঁধার করে!
গাছের পেত্নী এসে আমার
বৌয়ের সঙ্গে সই পাতায়॥

মালিনী। যা, যা—শীগ্‌গির বাড়ী যা! ওই তোর মনিব আস্‌ছে—

রামটহল। এ পথ দিয়ে আসবে না—ঐ যে বাড়ীর ভিতর ঢুকছে! আচ্ছা মালিনি দিদি, তুমি যদি রাজী হও—ওবাড়ীর মেয়েটার সঙ্গে কর্ত্তার বিয়ে হয়। তোমার সঙ্গে আমার তো আর হবার যো নেই—ঘরে আমার অমন বৌ রয়েছে! তুমি যদি ওই পণ্ডিত বুড়োটাকে বিয়ে ক'রতে রাজী হও—তোমারও বয়েস হয়েছে, তেনারও বয়েস হয়েছে—তাহ'লে আর কাউকে নিরাশ করতে হয় না!

মালিনী। আমি যদি বুড়োকে বিয়ে করি, তাহ'লে বুড়ো ছুঁড়িকে ছাড়ে—?

রামটহল। তা আমি কি করে বলবো—চেষ্টা দেখ্‌তে পারি! তুমিও একটা সৎ ব্রাহ্মণের হাতে পড়। আচ্ছা মালিনী দিদি, তোমার বুঝি আজও বিয়ে হয়নি?

মালিনী। না ভাই, বিয়ের ফুরসৎই হল না। পরের বিয়েতে ফুল যোগাতে যোগাতে কখন যে যৌবন কেটে গেল, জান্‌তেই পারলেম না! এখন এই বয়সে যদি তোমার দয়ায় হাতের জলটা শুদ্ধ হ'—

রামটহল। ওই যে—ওই যে!

মালিনী। তাই তো রে—সেই মেয়েটা না?

রামটহল। হ্যাঁ—আর ওই পিছনে, সেই বুড়ো লুকিয়ে পা টিপে টিপে আস্‌ছে—

মালিনী। চল্—একটু আড়ালে যাই; ভিতরে মজা আছে—মজা আছে!

(নিপুণিকার বেশে চতুরিকার সন্ত্রস্তভাবে ধীরে ধীরে প্রবেশ; অনেক দূরে—পিছনে অর্থপতির তাহাকে অনুসরণ)

চতুরিকা। বুড়ো আমায় দিদি ভেবে পাছ নিয়েছে। যাক্, দুটো লোক দাঁড়িয়ে ছিল—সরে গেল। দুর্গা, দুর্গা, দুর্গা! বুড়োকে খুব ধাপ্পা দিয়েছি! কি ফাঁড়াই গেছে—একেবারে পুরুত এসে হাজির! মা দুর্গা রক্ষে করেছেন!

[ধীরে ধীরে বিলাসের বাড়ীর দিকে প্রস্থান

(অর্থপতির প্রবেশ)

অর্থপতি। আশ্চর্য্য বাবা—মেঘদূতের কবির জয়-জয়কার! শেষ রাতেও রাস্তায় মেয়েপুরুষ! তিনদিনের ভিতর বিয়েটা সেরে চতুরিকাকে নিয়ে গাঁয়ে যেতে পারলে বাঁচি। এতো মেয়ে-রাজার রাজ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে—এখানে আমাদের পোষায়! নিপুণিকা গেল কোথায়? ওই যে—বিলাসের বাড়ীই ঢুকছে। বারে ছলময়ি! বাবা, কয়লা ধুলে কি ময়লা যায়! এইবার মণিকে গিয়ে খবর দেওয়া যাক্। উঃ—কি মজাই হবে!

[প্রস্থান

(মালিনী ও রামটহলের প্রবেশ)

রামটহল। এ কি রকম হল! ছুঁড়ি আর বুড়ো যে আমাদের বাড়ীতেই ঢুক্‌লো!

মালিনী। শীগ্‌গির বাড়ী যা রামটহল!—এখনি তোর কর্ত্তার বিয়ে। আমি সন্ধ্যেবেলা দুজনকে মালা পরিয়েছি—মিল না হয়ে যায়! শীগ্‌গির যা না—এখনি তোর খোঁজ পড়বে! আমি আর সব ফুল, তোড়া, মালা নিয়ে আস্‌ছি—মস্ত বড় কাজ!

রামটহল। মালিনী দিদি, আমি তোমার কথা বুঝ্‌তেই পাচ্ছিনে—

মালিনী। না বুঝিস্—নেই নেই। দোর্ আল্‌গা করে এসেছিস্—বাড়ীতে মানুষ গেল। যদি চোর হয়—যা না হতভাগা!

রামটহল। তাইতো—তাইতো!

[প্রস্থান

(রামটহল চলিয়া গেলে মালিনী প্রথমটা প্রাণ খুলিয়া হাসিল,—তারপর গান ধরিল)

গান

হায়, হায়, হায়—মরি হায়!
ঐ যে পলায় চোর—ঐ যে পলায়,
প্রহরী পিছনে থেকে পথ আগ্‌লায়;
নাকে তেল দিয়ে বীর জাগিয়া ঘুমায়—
যার প্রাণ চুরি করে—তারেই সে চায়,
বলে—"বন্দী করিয়ে রাখ হৃদয়-কারায়"।

চতুর্থ দৃশ্য

চিদ্বিলাসের গৃহ-প্রাঙ্গণ

(অর্থপতি ও মণিভদ্রের প্রবেশ)

অর্থপতি। দোর খোল—দোর খোল!

মণিভদ্র। এ আমায় কোথায় নিয়ে এলে দাদা, অপরিচিত ভদ্রলোকের বাড়ী!

(রামটহলের প্রবেশ)

রামটহল। আজ্ঞে, এই যে পণ্ডিতমশায়!

অর্থপতি। এই যে—"আজ্ঞে" উপস্থিত আছ? তোমার মনিব কোথায়?

রামটহল। বাড়ীর ভিতর।

অর্থপতি। তাকে ডাক।

মণিভদ্র। তোমার ব্যাপারখানা কি—বুঝিয়ে বল দেখি? ক্ষেপে গেলে নাকি?

অর্থপতি। আমি ক্ষেপিনি—কথাটা শুনে তুমিই ক্ষেপ্‌বে।

মণিভদ্র। কথাটা যে কি, সেইটেই যে এখনো শুন্‌তে পেলেম না। শুধু তোমার খাতিরে এই রাত দুপুরে—

অর্থপতি। আচ্ছা, তোমার ভাবী পত্নী নিপুণিকা এখন কোথায়—তোমার বিশ্বাস ?

মণিভদ্র। রামচন্দ্র!—এই তোমার কথা ? তা এটা বাড়ীতে জিজ্ঞাসা কল্লেই পারতে দাদা!

অর্থপতি। বাড়ীতে জিজ্ঞাসা করলে অত মজা হ'ত না—আচ্ছা, বলই না ?

মণিভদ্র। আজতো তিনি চন্দনদাস শ্রেষ্ঠীর বাড়ীতে নাটক অভিনয় দেখ্‌তে গেছেন।

অর্থপতি। নাটক দেখতে নয়—নাটক দেখাতে ; আর সে নাটকের তুমিই দর্শক।

(নগররক্ষীর প্রবেশ)

নগররক্ষী। এইতো আপনি আছেন—এই বাড়ীতে ?

অর্থপতি। হ্যাঁ—এই বাড়ীতে।

নগররক্ষী। আটক ক'রে রেখেছে ?

অর্থপতি। আটক ঠিক নয়—তবে মেয়েটীর সঙ্গে অন্য এক ভদ্রলোকের বিয়ের সম্বন্ধ স্থির আছে।

নগররক্ষী। মেয়ের বাপ-মায়ের মতামত—?

অর্থপতি। মেয়ের বাপ-মা নেই।

নগররক্ষী। মেয়ের বয়স কত ?

অর্থপতি। তা ষোল বছরের উপর।

নগররক্ষী। তাহ'লে সে মেয়ে যাকে ইচ্ছে বিয়ে করতে পারে—ব্যবহারশাস্ত্রে নিষেধ নাই।

মণিভদ্র। কি সব গণ্ডগোল ক'রছ অর্থপতি ?

অর্থপতি। ওই যে বল্‌লাম—নাটকের অভিনয়!

(বিলাস ও রামটহলের প্রবেশ)

বিলাস। আপনারা এত রাত্রে কি জন্য আমার বাড়ীতে এসেছেন, আমি জানি না—বুঝতেও চাই না। আমার কথা শুনুন। চতুরিকা নামে একটী কুমারীকে আমি ভালবাসি। তিনিও আমাকে ভালবাসেন। তাঁর পিতামাতা নেই। আমাদের ইচ্ছা—আমরা দুজনে মালাবদল করে গান্ধর্ব্ব বিবাহ করবো।

অর্থপতি। উঃ, লোকটা কি প্রচণ্ড মূর্খ! ওর এখনো ধারণা চতুরিকা! ওঃ, কি মজাই হবে!

বিলাস। আপনাদের আপত্তি আছে ?

মণিভদ্র। বলনা হে!—তোমার কোন আপত্তি আছে ?

অর্থপতি। আহা-হা—চুপ করনা, মজা আছে—মজা আছে! না, আমার আপত্তি নেই।

নগররক্ষী। তবে আমায় খবর দিলে কেন ?

অর্থপতি। একটু ব্যাপার আছে—আপনি একটু বসুন্ না মশায়!

মণিভদ্র। তুমিতো মনে ক'চ্ছ—চতুরিকার নাম কচ্ছে কিন্তু নিপুণিকা ?

অর্থপতি। ধর, যদি নিপুণিকাই বিয়ে করতে চায় ?—তোমার আপত্তি আছে ?

মণিভদ্র। আমি কোন কুমারীর অমতে তাকে বিয়ে করতে চাইনে।

নগররক্ষী। কারও কোন আপত্তি নেই! আপনি কন্যা আনুন—মালাবদল করুন। আমি বিবাহের সাক্ষী থাকি—তাহ'লে আর ভবিষ্যতে কোন গণ্ডগোল হবে না।

(বিলাসের চতুরিকাকে লইয়া পুনঃ প্রবেশ)

বিলাস। চতুরিকা! এই নাও আমার মালা—এহৃদয় তোমার!

চতুরিকা। প্রিয়তম! এই নাও আমার মালা—এহৃদয় তোমার!

অর্থপতি। এ কি রকম হ'ল! এতো সত্যি চতুরিকা—এতো নিপুণিকা নয়!

চতুরিকা। আজ্ঞে না, আমি নিপুণিকা নই—আমি চতুরিকা। নিপুণিকাও এসেছেন, আমি তাঁকে খবর দিয়েছি। পণ্ডিতমশায়! আমায় দেখে যেন বড়ই আশ্চর্য্য হলেন ? অনেক দিন আপনার কাছে মোহমুদ্গর পড়েছি, অপরাধ নেবেন না! আশা করি, আর আপনার মোহ নেই ; (বিলাসের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া) এই মুদ্গরে সকল মোহ চূর্ণ হয়েছে!

অর্থপতি। হুঁ—তাইতো বলি!

চতুরিকা। আয় দিদি, তোকে না দেখতে পেয়ে পণ্ডিতমশায় নিপুণিকা নিপুণিকা ব'লে বড়ই ব্যস্ত হয়েছিলেন!

(নিপুণিকা, তরঙ্গিণী, অমরনাথ প্রভৃতির প্রবেশ)

নিপুণিকা। তাই নাকি? ওঁর সঙ্গে যে আমার বড় ভাব! এই যে নিপুণিকা—এই আমি। আমার ভগ্নী চতুরিকার বিয়ে দেখতে আর নিমন্ত্রণ খেতে এসেছি!

তরঙ্গিণী। এখন বোধ হয় বুঝতে পেরেছেন, স্ত্রীলোকের ভালবাসা পেতে হ'লে তাদের প্রতি কি রকম ব্যবহার কর্ত্তে হয়?

অমর। ছিঃ তরঙ্গ, উনি যে আমার পণ্ডিত-মশায়!

তরঙ্গিণী। তোমার একা কেন, উনি আমাদের সবারই পণ্ডিত মশায়!

অর্থপতি। এরা সবাই বদ্‌মায়েস্ লোক! ওই ছুঁড়িটা আমায় দিয়ে পত্র পাঠালে। ওঃ, আমার সঙ্গে চাতুরী খেল্‌লে—আমায় বোকা বানালে!

রামটহল। আজ্ঞে—

অর্থপতি। তুই থাম পাজী বেটা আজ্ঞে!

রামটহল। যে আজ্ঞে পণ্ডিত মশাই—

তরঙ্গিণী। শুনুন; স্ত্রীচরিত্রে জ্ঞান আছে বলে গুমর করতেন, আজ থেকে তা আর করবেন না! কেন না, আমাদের চরিত্র—আমাদের যিনি সৃষ্টি করেছেন, সেই 'দেবাঃ ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ'!

অর্থপতি। না, আর কিছু না—শুধু এই পর্য্যন্ত বোঝা গেল! অতঃপর স্ত্রীলোককে যে বিশ্বাস করে সে—

রামটহল। আজ্ঞে—

নিপুণিকা। সে যা হোক্—আপনাকে কিন্তু নেমন্তন্ন খেয়ে যেতে হবে। আপনি বলুন!

(মহিলাগণের প্রবেশ)

মহিলা। এই বাড়ীতে বিয়ে নাকি?

তরঙ্গিণী। হ্যাঁরে হ্যাঁ! তোরা আয়, গান কর—গান কর।

মহিলা। কি ধরণের গান হবে বল দেখি?

তরঙ্গিণী। পুরুষের ভিতর কারা রমণীহৃদয় জয় করে, আর কারা জয় কর্‌তে পারে না—

মহিলা। বুঝে নিয়েছি, সেই গান খানা।

গান

রমণীহৃদয় জয়—সে যে গো সহজ নয়!
ভাল যে বাসিতে পারে, সেইতো কিনিয়া লয়।
দুয়ার বন্ধ করি দাঁড়ায়ে থাকে যেই—
কিনিতে জিনিতে প্রাণ কভু কি পারে সেই?
তাহারে ঠেলি দূরে, আসে হৃদয়পুরে—
বীর বরবেশে—নিমিষে করে জয়।
প্রেম বিনে কখনো কি রমণী আপন হয়॥

রামটহল। (অর্থপতির প্রতি) আজ্ঞে পণ্ডিতমশাই, আপনি তো ফস্‌কে গেলেন। আজ্ঞে, যদি কিছু মনে না করেন—আমাদের পাড়ায় দিব্যি একটী কালোকোলো মেয়ে আছে!—আপনার সঙ্গে বেশ সুন্দর মানাবে। যদি আজ্ঞে করেন তো—এ সব মা-ঠাকুরণদের সঙ্গে আপনার দেখুন পোষাবে না!

মণিভদ্র। নিপুণিকা, আমার একটা আবেদন আছে তোমার কাছে!

নিপুণিকা। আবেদন আমি বুঝ্‌তে পেরেছি! ভাল—প্রকাশ করেই বল।

মণিভদ্র। তুমি অভয় দিচ্ছ দেবী—তোমার ভক্তকে?

নিপুণিকা। অভয় দিচ্ছি ভক্ত!

মণিভদ্র। তাহ'লে ভদ্র-মহোদয় ও মহোদয়া-গণ! দয়া করে আমার আবেদনটী শুনুন; চিত্তবিলাস-শর্ম্মা! আপনিও শুনুন। আমি কুমারী শ্রীমতী নিপুণিকা-দেবীর ভক্ত—আজ পাঁচ বছর দেবীর মনস্তুষ্টির জন্য তপস্যা কচ্ছি। আজ দেবী সদয় হয়েছেন; সুতরাং আপনাদের এখানে যদি আর দু'ছড়া অতিরিক্ত ফুলের মালা থাকে—

বিলাস। এই যে মালা!

[নিপুণিকা ও মণিভদ্রের পরস্পর মাল্যবদল]

(মালিনীর প্রবেশ)

মালিনী। এই নাও—মালা নেও, মালা নেও; ফুল নেও, তোড়া নেও। আর কতগুলি জোড় গাঁথলো—?

তরঙ্গিণী। তা মন্দ নয়—সবকটিই হয়েছে! কেবল—

মালিনী। কেমন দিদিমণি, তাহ'লে আমায় বক্‌শিস দাও এইবার?—আমার মালা পরে বিয়ের ফুল ফুটলো!

রামটহল। আজ্ঞে, এইবার তুমি আমার পণ্ডিতমশায়কে উদ্ধার কর মালিনী দিদি! আজ্ঞে পণ্ডিতজী, এই মেয়েটীর কথাই বলছিলাম! তোমারও বয়েস হয়েছে—এনারও বয়েস হয়েছে! দেখ পণ্ডিতজী,—ফুলও আছে, মালাও আছে; (জনান্তিকে) বুঝলে পণ্ডিতমশায়! মালিনী দিদির খুব ঢং-ঢাং আচ্ছা!—নাচ্‌তে গাইতে বল্‌তে কইতে একেবারে লাট্টুর মত বোঁ বোঁ করে ঘুরবে! ও সব ছোটখাট টুক্‌টুকে মা-ঠাকুরণদের আশা ছেড়ে দাও। তোমার আমার মনের কথা ঠিক বুঝবে না—ওরা অন্য থাকের মানুষ চায়। বেশ ক'রে বিবেচনা কর—আজ্ঞে!

(হন্তদন্ত হইয়া পুরোহিতের প্রবেশ

পুরোহিত। হ্যাঁ বাবা বিলাস, তোমার নাকি বিয়ে! এই মাত্তর—এই মাত্তর বাড়ী গিয়ে শুতে যাচ্ছি, কে একটী মেয়ে এসে বলে গেল! ছুটতে ছুটতে ছুটতে আসছি বাবা! তা হ্যাঁ বাবা! বিয়ে কি হয়ে গেছে নাকি?

অমর। না ঠাকুরমশাই! শুধু মালাবদলের কাজটা হয়েছে। আপনার মন্তর-তন্তর এখনো সব বাকী। বাড়ীর ভিতর মা-ঠাকরুণ সে সব ব্যবস্থা করছেন; আপনি গিয়ে একটু দেখে শুনে ব্যবস্থা করে নিন। আমাদের এখানে এখন পুরো পূর্ণিমামিলন চল্‌ছে!

পুরোহিত। তা চলুক—চলুক! তোমরা ছেলেমানুষ—ওটী চাই বই কি! যাক; এখন বৌমাটীকে একটীবার দেখ্‌তে হ'চ্ছে! (তরঙ্গিণীর প্রতি) তুমি তাহ'লে একবার দেখিয়ে দাও মা!

তরঙ্গিণী। এই যে—দেখতে পাচ্ছেন না?

পুরোহিত। কই দেখি—মুখখানা দেখি? (মুখ তুলিয়া ধরিতেই চতুরিকা হাসিয়া উঠিল) বেঁচে থাক মা—বেঁচে থাক! যাক্,—ও বুড়ো হারামজাদার হাত থেকে যে রক্ষা পেয়েছ,—এই যথেষ্ট! জন্ম-এয়োস্ত্রী হও, হাতের নোয়া অক্ষয় হোক! বেটা যেন রাঘব বোয়ালের মত তোমায় গিলে রেখেছিল! কি করে উদ্ধার পেলে? ঘুমুলে বুঝি ছুটে পালিয়ে এলে? বেশ করেছ মা, বেশ করেছ! যাক্—তোমারই দয়ায় ফাঁকতালে আমার কিছু রোজগার হ'ল।

অর্থপতি। (পুরোহিতের নিকটে আসিয়া তাহার গায় হাত দিল) যেটী রোজগার হয়েছে, সেটী উগ্‌রে দিতে হচ্ছে সাঙাৎ—

পুরোহিত। তুমি—তুমি—তুমি কে বাবা! তোমার তো এখানে আসার কথা ছিল না বাবা!

অর্থপতি। ছিল না—কিন্তু এসে পড়েছি। এখন তোড়াটা থান্‌কে-থান উগ্‌রে ফেলতো বাবা!

পুরোহিত। তোড়া?—কিসের তোড়া বাবা! ফুলের—?

অর্থপতি। হ্যাঁ লের বৈ কি?—আবার ন্যাকামো হচ্ছে!

পুরোহিত। আচ্ছা, তুমি কে বলতো বাপু! তোমায় কি কোথাও দেখেছি?

অর্থপতি। তাই নাকি! এই নগরপাল—কোতোয়ালির লোকজন এসেছে; এদের চেন তো ঠাকুর?

পুরোহিত। কে?—আমার এই পাহারাওয়ালা বাবারা! দেখতো বাপ্‌সকল, এ লোকটা এ রকম বেব্‌ভুল বকছে কেন?

অর্থপতি। মশাই, এই লোকটা আমার বিয়েতে পুরুতগিরি কর্‌বে বলে আমার কাছ থেকে পাঁচশ টাকার তোড়া নিয়ে পালিয়ে এসেছে!

অমর। সে কি পণ্ডিতমশাই! আপনার টাকা ঠাকুরমশাই নিয়ে হজম করেছেন! বলেন কি মশাই, এ ব্যাপার কখন্ ঘট্‌লো?

অর্থপতি। দেখতো বাবা—দেখতো! এই—খানিকক্ষণ আগে। আমার কত কষ্টের টাকা বাবা—তোমাদের মত সোণারচাঁদ ছেলে ঠেঙ্গিয়ে!

বুঝতেই তো পাচ্ছ বাবা—বেশী আর কি বল্‌বো! যা কিছু জমিয়েছিলাম, এই বেটা—!

পুরোহিত। খবরদার—গালাগাল দিও না বল্‌ছি, এরা সবাই আমার যজমান; আমি কালিদাস পণ্ডিতের মামাতো ভা'য়ের মাস্‌তুতো সম্বন্ধী! রাজা আমার হাতধরা—বেশী চালাকি কর না। হারা—

অর্থপতি। 'হারা' ব'লে থাম্‌লে কেন? পুরো বলনা—একবার!

অমর। আহা—আপনারা কেন শুধু শুধু কলহ কচ্ছেন! আমি সব ঠিক ক'রে দিচ্ছি।

অর্থপতি। টাকা আমার চাই বাবা! আমি বিয়ে করতে চাইনে। ও মণিভদ্র, বলি তোমার সঙ্গে তো অনেক দিনের আলাপ—তুমি যে আর চিনতেই পারনা দেখ্‌ছি।

মণিভদ্র। আমি আর কি করবো বল! ঠাকুরমশায় আমারও পুরুতঠাকুর; আমি কি ক'রে ওঁকে—!

অমর। থাক্ থাক্—ওঁকে আর কিছু বল্‌বেন না। আমিই দেখ্‌ছি। তাইতো—ঠাকুরমশাইয়ের কাছ থেকে টাকা বার করবে এমন লোক পৃথিবীতে আজও জন্মায়নি! আপনার বাহাদুরী আছে ঠাকুরমশাই! আপনি পণ্ডিতজীর কাছ থেকে টাকা আদায় করেছেন।

রামটহল। আজ্ঞে—টাকা আর আদায় হবে না পণ্ডিতজী, টাকার মায়া ছেড়ে দাও। তারচেয়ে আমার মালিনী দিদিকে বিয়ে কর—ঠাকুরমশাই মন্তর পড়িয়ে টাকা শোধ করবে।

অমর। এতো বেশ কথা। তুই বেটা তো ভেবে ভেবে বেশ মতলব মাথায় এনেছিস্!—তাই হোক্ তা হোলে। আজ পূর্ণিমামিলন রাত আর কোন গোলমাল করোনা। মালিনী! তুমি রাজী তো?

মালিনী। তা একটা ভদ্রলোক দায়ে পড়েছে—কি আর করি! বিশেষ আপনারা পাঁচজন যখন বল্‌ছেন! তা ওনার দায় উদ্ধার যদি হয়—।

রামটহল। বাঃ-বাঃ—এইতো আমার মালিনী দিদির কথা! তা হ'লে পণ্ডিতজী, আর মুখ ভার ক'রে থেকোনা! আজ আমোদের রাত তোমাদের এই গণ্ডগোলের জন্য মেয়েগুলো মনমরা হ'য়ে আছে, গান গাইতে পার্‌ছে না

অমর। রাজী হ'ন পণ্ডিতমশাই, রাজী হ'ন! আমাদের মালিনী বড় ভাল মানুষ! আপনাকে ঠিক চালিয়ে নিতে পারবে।

অর্থপতি। হুঁ—তা একজন স্ত্রীলোক নৈলে সংসার চালানো বড়ই অসুবিধা! তা-তা—(মৃদু হাসিয়া) তুমিই বুঝি মালিনী?

মালিনী। আজ্ঞে হ্যাঁ!

অর্থপতি। রামটহলের সঙ্গে অত তোমার কিসের খাতির?

মালিনী। আমি মালিনী—সব জায়গায় ফুল যোগাই—সবার সঙ্গেই আমার খাতির!

অর্থপতি। না—তাই বল্‌ছিলাম; বলি, তোমার চরিত্র ঠিক—

মালিনী। তোমার সন্দেহ হয় বাপু—দরকার নেই!

অর্থপতি। না, তাই বল্‌ছি। গৃহে তো এতদিন অভিভাবক কেউ ছিল না! পাঁচজনে পাঁচরকম—

মালিনী। তা দরকার কি তোমার! আমি তো খোসামোদ করছিনে?

পুরোহিত। তার জন্যে ভেবনা বাপু! আমি আগে ওকে ঠাকুরদের চরণামৃত, গোময়-গোমূত্র, সাত সাগরের জল—সব খাইয়ে শোধন ক'রে নিয়ে তবে তোমার সঙ্গে—!

অর্থপতি। সে না হয় হ'ল; কিন্তু ভবিষ্যতে—আম ভাবছি!

পুরোহিত। তুমি আবার ভাব্‌ছ? তুমি বাপু বড় বেশী ভাব! তখন ভেবেছিলে বলে একটা হাতছাড়া হ'য়েছে—এখন যদি আর খানিকক্ষণ ভাবো তো—এটাও ফস্‌কে-যাবে।

অর্থপতি। না—তা-নয়; তা-নয় তবে—! বুঝেছ মালিনী, এখন তুমি বেশ ভালভাবে থাকতে পারবে তো! ও ফুলটুল বেচা তোমার চল্‌বে না।

মালিনী। তা তুমি যদি খেতে পরতে দাও তো আর শুধু শুধু ফুল বেচ্‌তে যাব কেন?

অমর। রাত পুইয়ে এল—মেয়েরা বড় ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছে! পণ্ডিতমশাই, আপনি একটু শীগ্‌গির মন ঠিক করুন!

অর্থপতি। সারা জীবনের সম্বন্ধ বাপু। এ কি তাড়াতাড়ির কাজ? একটাকে শিখিয়ে পড়িয়ে তৈরী কর্লাম—তোমরা তো বাবা ছিনিয়ে নিলে। এটিকে একটু বাজিয়ে দেখ্‌বো না! হ্যাঁ—শোন মালিনী।

মালিনী। বল!

অর্থপতি। দেখ—এখন থেকে কিছুদিন আমি তোমার হাবভাব চালচলন লক্ষ্য করবো। তুমি যদি ঠিকঠাক ভাল মানুষটীর মতো থাক, পুরুষ-মানুষের সঙ্গে হাসি—তামাসা—নাচগান—এসব না কর, তাহ'লে আজ থাক্—আস্‌ছে পূর্ণিমা নাগাৎ আমি তোমায় অঙ্কলক্ষ্মী কর্‌বো!

রামটহল। অঙ্ক ইস্ত্রী!

মালিনী। বেশ কথা বাপু! তুমি তোমার নিজের চোখে দেখ-শোন, মনে মনে হিসেব ক'র; তারপর আমি মনের মত হ'তে পারি—ভাল! না পারি, আমার পথতো প'ড়েই আছে।

অমর। ব্যস্‌ ব্যস্‌, এ বেশ ভালকথা। ও হয়ে যাবে, হয়ে যাবে—দুপক্ষেরই মন নরম আছে; এইবার তাহ'লে আর মুখভার কর্‌বেন না। ওরে! —তোরা আয়, দলে যখন ভিড়েছেন—আর ভয় নেই।

অর্থপতি। কিন্তু আমার বাকী টাকা? পুরুত কি পাঁচশ টাকা পায় নাকি?

অমর। সে হয়ে যাবে। আমরা পাঁচজন আছি—ঠিক করে দেব। আপনি আমোদ করুন। নিন, আসুন ঠাকুরমশাই—আপনারা কোলাকুলি করুন। আজ আমোদের দিন!

অর্থপতি। কিন্তু বাবাজী—টাকাটা যেন—একটু—

পুরোহিত। এ লোকটার যখন কনে জোটে, আমি কি দোষ করেছি বাবা! আস্‌ছে পূর্ণিমায় ওই সঙ্গে আমারও একটা ব্যবস্থা যদি করে দিতে পার বাবা! অনেক দিন ঘর খালি—তোমাদের বাপ-মায়ের কল্যাণে—!

অমর। নিশ্চয়ই—নিশ্চয়ই! এখন আসুন সব, আমোদ করুন— আমোদ করুন! আস্‌ছে পূর্ণিমায় উজ্জয়িনীতে আমরা আইবুড়ো আর বিপত্নীক একটীও বাদ রাখবো না, সব জাঁকড়ে বিয়ে দেব।

পুরোহিত। (অমরনাথের কানে কানে) কিন্তু দেখ বাবা—বুড়ো বামন! এ বেটার মত নেহাত একটা মালিনীটালিনী জুটিয়ে দিও না যেন! গায়ের রংটী যেন বেশ ফুটফুটে আর ব্রাহ্মণের মেয়ে হয়; তা বয়েস যা হয় হোক—ও আমি ভাবিনে!

তরঙ্গিণী। গান কর, গান কর—রাত শেষ হয়ে এল যে! জোচ্ছনা পাতলা হয়ে গেছে।

সমবেত সঙ্গীত

পূর্ণিমা রাতি হ'ল ভোর!
গগনের শশী রজনী জাগিয়ে
মিলন দেখিল তোর;
এবার বঁধুরে বাঁধ্‌ দিয়ে প্রেম-ডোর।

যেন শিথিল না হয় বাহু প্রিয়তম মোর!
সুখের নাহিক আর ওর—
প্রাণ দিয়ে যারে চায়, সেই তো তাহারে পায়
খুসীতে হৃদয় ভরে—
শুকায় নয়ন লোর॥

যবনিকা পতন

মহামায়ার চর

করুণরসাশ্রিত গার্হস্থ্য নাটক

যোগেশচন্দ্র চৌধুরী প্রণীত

নাট্যনিকেতনে প্রথম অভিনয়
১৫ অগ্রহায়ণ শুক্রবার, ১৩৪৬ সাল

উৎসর্গপত্র

ঃ পরমারাধ্যা স্বর্গীয়া মাতৃদেবীর প্রীতি-কামনায় ঃ

মা, বহুদিন তুমি আমাদের ছাড়িয়া সাধনোচিত ধামে চলিয়া গিয়াছ। স্নেহশূন্য, জটিল, কণ্টকাকীর্ণ সংসার-পথে চলিতে চলিতে প্রতিদিনই তোমার স্নেহের অভাব অনুভব করিয়াছি! মহাপুরুষেরা বলিয়াছেন—"স্বর্গে মর্ত্ত্যে সম্বন্ধ আছে"। এই মহাজন-বাক্য বিশ্বাস করিয়া, জীবনের সঙ্গে জীবনাতীতের যে নিত্য যোগ আছে, সেই রহস্যময় কাহিনী অবলম্বন করিয়া এই নাটক রচনা করিলাম।

তোমায় দিবার যোগ্য এ লেখা নয়, তবে সন্তানের অকিঞ্চিৎকর সৃষ্টিও মায়ের প্রীতি ও আনন্দের উদ্রেক করে; সেই ভরসায় এই নাটকখানি তোমায় দিলাম। তুমি প্রসন্নমনে গ্রহণ করিয়া স্বর্গ হইতে তোমার সন্তানদের আশীর্ব্বাদ করিবে, এই আমাদের প্রার্থনা!

—যোগেশ

নিবেদন

নাটকখানির গল্পাংশ একখানি সুবিখ্যাত ইংরাজী নাটক হইতে গৃহীত। বইখানি আমায় পড়িতে দেন নাট্য ও চিত্রনাট্য-জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত প্রিয়বন্ধু শ্রীযুক্ত সতু সেন,—তাঁহার উৎসাহেই আমার উৎসাহ। গ্রন্থকার সম্প্রতি পরলোকগত হইয়াছেন। সর্ব্বপ্রথমেই নাট্যকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। বইখানি আমার এত ভাল লাগিয়াছিল যে, মাতৃভাষায় অনুরূপ নাটক রচনা করিয়া অভিনয় করিবার ইচ্ছা সেই দিনই হয়। উক্ত ইচ্ছার ফল বর্ত্তমান নাটক। ইহা অনুবাদ নয়, ঠিক adaptationও নয়। গল্পাংশের কিছু মিল আছে, আর সব আমার নিজস্ব। বাঙ্‌লা ভাব, মধ্যবিত্ত বাঙালী হিন্দুর সংসারচিত্র, প্রতিবেশীদের কথা, পদ্মার চর,—এ সমস্তই আমার নিজস্ব কল্পনা ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে সৃষ্টি। সহৃদয় বাঙ্গালী পাঠকদের ভাল লাগিলে কৃতার্থ হইব।

নাটকে যে অলৌকিক রহস্যকাহিনী আছে, সেই কাহিনীটুকুই আমার ইংরাজ নাট্যকারের নাটক হইতে লওয়া। যাহা লৌকিক এবং সাংসারিক, তাহা আমারই। জীবনের সঙ্গে জীবনাতীতের নিত্য সম্বন্ধ আমরা ভুলিয়া যাই; মনে করি অস্বাভাবিক, অসম্ভব, অবিশ্বাস্য—কিন্তু প্রায় প্রতিদিনই ক্ষণিকের জন্যও ভাবুক হৃদয়ে অলৌকিকের আবির্ভাব হয়। সেই ভাব এবং রসই নাটকের প্রাণ; বস্তু নাটক নয়। ঘটনা বাস্তব হউক, অবাস্তব হউক, ঘটনা নাটক নয়।

"মহামায়ার চর" আমাদের এই সংসার! এই নাটকেরই একখানি গানে আছে—

"এপারে পদ্মা ওপারে পদ্মা, কোথায় বাড়ীঘর—
মাঝখানেতে ধূ ধূ করে মহামায়ার চর!"

ইহার আদি আমাদের জানা নাই, অন্তও অজ্ঞাত—মাঝখানে কয়দিনের সুখদুঃখ! তাহাও নিরবিচ্ছিন্ন নয়—সুখের সঙ্গে দুঃখ জড়ানো! দুঃখও চিরন্তন নয়! এই সুখদুঃখ-মিশ্রিত আলোছায়ায় ঘেরা জীবন-চিত্র আঁকিবার চেষ্টা করিয়াছি। এ ভাব কোনো বিশেষ জাতির নয়—মানুষ মাত্রেরই। হিন্দু বাঙালীর কাছে এ ভাব নূতন নয়! এই ভাব লইয়াই সে জন্মগ্রহণ করে—এভাব বাঙালীর হাড়ে মাসে জড়ানো। দেহতত্ত্ব বাঙালীর নিজস্ব বাউল গান। একদিন বাঙালী এ রসের সন্ধান পাইয়াছিল—তাই সংসার তুচ্ছ করিয়া, যে রহস্যের সন্ধান কেহ জানে না, তাহাই জানিবার জন্য সে ক্ষেপা বাউল হইয়াছিল। আজকার বাঙালী তার প্রপিতামহের সেই 'পরশমণি'র কথা ভুলিয়া গিয়াছে!

নাট্যনিকেতনে এই নাটকখানির অভিনয়ের আয়োজন করিয়া শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র গুহ মহাশয় আমার কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। বহু সহৃদয় দর্শকের অভিনয় ভাল লাগিয়াছে—বহু চিন্তাশীল ও রসিক দর্শক ইহার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন, তাহাতেই আমি পরম তৃপ্ত এবং কৃতজ্ঞ আছি। যাহাতে যথার্থ রসাভিনয় হয়, তাহার চেষ্টা করিতেছি—বাসনা পূর্ণ হইবে কিনা জানিনা!

২২।৩এ, গ্যালিফ্ স্ট্রীট
কলিকাতা।
৫ই মাঘ, ১৩৪৬ সাল

যোগেশচন্দ্র চৌধুরী

নাটকীয় চরিত্র-পরিচয়

পুরুষ

মৃত্যুঞ্জয়	...	মধ্যবিত্ত গৃহস্থ, অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ-কর্ম্মচারী
উমাচরণ	...	প্রতিবাসী, মৃত্যুঞ্জয়ের নিত্যসঙ্গী, সহজরসিক, আনন্দময়
শচীন্দ্রনাথ	...	দরিদ্র শিক্ষিত-যুবক—মৃত্যুঞ্জয়ের আশ্রয়ে প্রতিপালিত, পরে তাঁহার জামাতা
অতুল	...	শচীন্দ্রনাথের নিরুদ্দিষ্ট পুত্র
মধুসূদন	...	মৃত্যুঞ্জয়ের ভিটেবাড়ীর প্রজা
রঘুনাথ	...	মৃত্যুঞ্জয়ের চাকর
দ্বিজবর	...	পদ্মানদীর মাঝি (শিক্ষিত)
মাঝি	...	"মহামায়ার চরের" মাঝি (সুগায়ক)
হেরম্ব	...	উমাচরণের দৌহিত্র (উকিল)
দুখীরাম	...	মিউনিসিপ্যালিটির চাপরাশী

স্ত্রী

সুবর্ণলতা	...	বাড়ীর গৃহিণী, মৃত্যুঞ্জয়ের স্ত্রী
জগদ্ধাত্রী	...	ঐ কন্যা
বিজনবালা	...	জগদ্ধাত্রীর সমবয়স্কা উমাচরণের মেয়ে

উদ্বোধন-রজনীর নটনটীগণ

মৃত্যুঞ্জয়	...	...	যোগেশচন্দ্র চৌধুরী
উমাচরণ	...	...	উৎপলেন্দু সেন
শচীন্দ্রনাথ	...	...	নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী
অতুল	...	...	ভূপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী
মধুসূদন	...	...	অমূল্যরতন হালদার
রঘুনাথ	...	...	নকুল দত্ত
দ্বিজবর	...	...	শিবকালী চট্টোপাধ্যায়
মাঝি এবং গায়ক	...	...	বিল্বমঙ্গল দাস (পরে) কৃষ্ণচন্দ্র দে (তিন রাত্রি)
হেরম্ব	...	...	যুগল দত্ত
দুখীরাম	...	...	কুঞ্জ সেন
সুবর্ণলতা	...	...	নীহারবালা
জগদ্ধাত্রী	...	...	শেফালিকা (পুতুল)
বিজনবালা	...	...	অপর্ণা

গানের সুর দিয়াছেন—অমর বসু

মহামায়ার চর

প্রথম অঙ্ক

(দৃশ্য—কলিকাতার নিকটবর্ত্তী সহরতলী জায়গা। বহুদিনের পরিত্যক্ত একখানি ঘর।. যে বাড়ীর ঘর, সে বাড়ীর মালিকদের কেহই জীবিত আছেন বলিয়া জানা নাই। বাড়ী এবং সম্পত্তি বর্ত্তমানে এক ট্রাষ্টীর হাতে। বাড়ীখানির হানাবাড়ী বলিয়া দুর্নাম থাকায় প্রায়ই ভাড়া হয় না; ট্রাষ্টী বাড়ীখানি বিক্রয়ের নোটিশ দিয়াছেন। বাহিরের দরজার তালা খুলিয়া দুইজন লোক প্রবেশ করিলেন। একজন ভদ্রযুবক—বয়স প্রায় বত্রিশ, নাম অতুল; আর একজন মালী-জাতীয়—নাম মধুসূদন।)

মধুসূদন। এই নিন বাবু, শীগগির শীগগির দেখে নিন,—সন্ধ্যে হ'য়ে এল।

অতুল। সন্ধ্যে আর কা'র হাতধরা বল?—দিন গেলে আপনিই সন্ধ্যে হয়!

মধুসূদন। আমার অনেক কাজ বাকী আছে।

অতুল। এও তো একটা কাজ!

মধুসূদন। আপনারা দয়া ক'রলেই কাজ, নইলে আর—

অতুল। নৈলে অকাজ—?

মধুসূদন। তা ছাড়া আর কি—? বাবুর পর বাবু আসছে, আর বাড়ীই দেখছে—বাড়ীই দেখছে! আপনি ভাড়া নেবা?—না খালি খালি বাড়ী দেখে চলে যাবা?

অতুল। ওঃ!—এ বাড়ী বুঝি কেউ ভাড়া নেয় না?

মধুসূদন। তা নেবে না কেন? ভাড়া নেয়—

অতুল। বেশী দিন থাকে না?—

মধুসূদন। আগে থাকতো,—শেষ যারা ছেলেন···

অতুল। তাঁদের কি হয়েছিল?

মধুসূদন। কি জানি বাবু, কি হয়েছিল! আমি অতশত জানিনে—আপনি চল!

অতুল। আমার বাড়ীটা বড় ভাল লাগছে—বিশেষ এই ঘরখানি।

মধুসূদন। বাড়ী তো ভাল—। এই ঘর-খানিই সব চেয়ে ভাল ঘর। বাড়ীর মালিক বুড়োকর্ত্তার আমলে—এই ঘরের কত বাহার ছেল! তিনি দিনরাত এই ঘরে থাকতো।

অতুল। তুমি কর্ত্তাকে চিনতে!

মধুসূদন! আমি তেনার ভিটেবাড়ীর পেরজা—আমি আর তেনারে চিনবো না—?

অতুল। তাঁর নাম কি ছিল—বলতো?

মধুসূদন। মৃত্যুঞ্জয় চাটুয্যে—আগে তাঁর মেয়ে মারা যান, তারপর গিন্নিমা; তখন জামাই-বাবু তেনার কাছে থাকতো—!

অতুল। মৃত্যুঞ্জয়বাবুর জামাইকে তুমি জানতে?

মধুসূদন। হুঁ—গাঙুলিমশায়! তাঁর নাম শচীনবাবু; কি কারবার ক'রে তিনি খুব বড়লোক হয়েছিলেন—ক'লকেতায় বাড়ী ক'রলেন! তবে বাবু—ভোগে এলনা!

অতুল। কেন? ভোগে এলনা কেন?

মধুসূদন। তিনিও মারা গেলেন!

অতুল। ওঃ—তিনিও মারা গেলেন!

মধুসূদন। হ্যাঁ—! মাঝে মাঝে এখানে আসতেন—কতই বা বয়েস! তিনিও এই গাঁয়েরই মানুষ—!

অতুল। শচীনবাবু কতদিন মারা গেছেন?

মধুসূদন। তা—দু'তিন বছর হবে; সেই থেকে বাড়ী প'ড়েই আছে—কখনো কখনো কেউ ভাড়া নেয়, আবার···

অতুল। মৃত্যুঞ্জয়বাবু তাহ'লে এইভাবে মৃত্যুকে জয় ক'রেছেন—! তাঁর বংশের আর কেউ নেই?

মধুসূদন। তাঁর তো ছেলে ছিল না—একটি মেয়ে। সেই মেয়েই তো এখানে···

অতুল। সেই মেয়ে কি?—বল—

মধুসূদন। না বাবু, আমি মুখ্যু মানুষ—কি ব'লতে কি ব'লে ফেলব! পাঁচজনে পাঁচ কথা বলে—সত্যি মিথ্যে কে কি বলবে, বলো?

অতুল। তাঁর কি হয়েছিল?

মধুসূদন। কি যে হইছিল বাবু—তা কেউ বলতি পারে না। এইটুকু জানি, তিনি অনেক দিন এখানে ছিলেন না; যখন ফিরে এল—তেনার মাথা একেবারে খারাপ হয়ে গেছে!

অতুল। ফিরে এলেন?

মধুসূদন। হ্যাঁ—। দিনরাত ঘুন্ ঘুন্ ক'রে গান ক'রতো আর ব'লতো—"সে কোথায় গেল, সে কোথায় গেল?" ··· আপনি বাইরে চল—অন্ধকার হয়ে গেল!

অতুল। তুমি এই টাকাটা বকশিস নাও—আমি আরো কিছুক্ষণ এখানে থাকবো!

মধুসূদন। একটু পরে যে ভয়ানক অন্ধকার হবে—!

অতুল। তা হোক—অন্ধকার আমার বেশ ভালো লাগে!

মধুসূদন। অন্ধকার ভালো লাগে—!

অতুল। এই যে, এখানে এক টুকরো পোড়া বাতি র'য়েছে—আমি আলো জ্বালছি। (আলো জ্বালিল)

অতুল। আচ্ছা, যাঁর কথা ব'লছিলে, তাঁর কি নাম ছিল আমায় ব'লতে পার? শচীনবাবুর স্ত্রীর—চাটুয্যেমহাশয়ের মেয়ের—?

মধুসূদন। তাঁর নাম ছিল জগদ্ধাত্রী। তা মায়ের আমার যেমন নাম, তেমনি রূপ—একেবারে ঠিক যেন মা জগদ্ধাত্রী! ছেলেবেলা থেকে আমার কোলে মানুষ—সুদনকাকা ব'লতে একেবারে অজ্ঞান!

অতুল। তোমার নাম সুদন?

মধুসূদন। মধুসূদন। আমি আবার মধু-কা'নের গান গাইতাম কিনা?—তাই ভণিতের নাম ক'রে লোকে আমায় সুদন সুদন" ব'লতো। দা'ঠাকুর আমায় খুব ভালবাসতো—!

(সুদন গুন্ গুন্ সুরে গাহিতে লাগিল; তাহাকে যেন প্রাচীনকালের স্মৃতিতে পাইয়াছিল)

গান

এস দেবকী, এস দেবকী—
তোমায় গোপাল দেব কি—?
যার গোপাল তার কোলে যাবে,
মাকে মা ব'লে ডাকিবে—
পায়ের ধূলা মাথায় লবে—
নইলে লোকে ব'লবে কি—!

অতুল। আচ্ছা সুদন—এখানে, এই জানলার পাশটায় একটা জামরুল গাছ ছিল না—? তার ডাল বেয়ে—এই ঘরে আসা যেত!

মধুসূদন। হ্যাঁ—ছিল তো! এখন আর নেই—কেটে ফেলেছে!

অতুল। এই দরজাটা দিয়ে ওধারে একটা ঘরে যাওয়া যায় না—?

মধুসূদন। আপনি কি এবাড়ীতে কখনো এসেছেন বাবু?

অতুল। হ্যাঁ—তবে সে আমার এজন্মে কি পূর্বজন্মে,—তা ঠিক বুঝতে পাচ্ছিনে—! একটা আবছা আবছা ভাব। ঠিক মনে নেই। সুদন, আমি একবার ওই দিক্‌কার ঘরটায় যাব!

মধুসূদন। ওদিকে আর ঘর নেই তো—?

অতুল। আছে—এই সিঁড়ি দিয়ে যাওয়া যায়!

মধুসূদন। না বাবু—সিঁড়িতো ছাদে গেছে—!

অতুল। আমি যাব—

মধুসূদন। আপনি যাবেন না—যাবেন না—

অতুল। কেন?

মধুসূদন। কি জানি বাবু, ও দরজা কেউ খুলতে পারে না!

অতুল। চাবি দেওয়া—?

মধুসূদন। না বাবু, কেউ ওধারে যায় না—বাড়ী খারাপ হ'য়ে আছে। আপনি চল—(মধুসূদন আগাইয়া দরজার কাছে গেল)

(অতুল দরজা খুলিতে গেল—খুলিতে পারিল না)

মধুসূদন। (সভয়ে) আমি তো আপনাকে বল্লাম বাবু—ভিতর থেকে বন্ধ থাকে!

অতুল। কে বন্ধ ক'রে রাখে—? নিশ্চয়ই কেউ ওখানে থাকে!

মধুসূদন। আমি অতশত জানিনে বাবু—আপনি এস!

(দরজার দিকে অগ্রসর হইল)

অতুল। সূদন—

মধুসূদন। বাবু—!

অতুল। তুমি ব'লছ, জগদ্ধাত্রী দেবী ফিরে এসেছিলেন—?

মধুসূদন। হ্যাঁ বাবু, আপনি আসুন—রাত হ'য়ে যাচ্ছে!

(আবার অগ্রসর হইল)

অতুল। (স্বগত) জগদ্ধাত্রী—শুনেছি, আমার মায়ের নাম ছিল জগদ্ধাত্রী! আজ যদি মা বেঁচে থাকতেন, দিদিমা, দাদামশাই থাকতেন,—এবাড়ীর চেহারা অন্য রকম হ'ত! হ'য়তো তাঁরা জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত আমি ফিরে আসবো ব'লে আমার প্রতীক্ষায় ছিলেন!

অতুল। (প্রকাশ্যে) সূদন—!

মধুসূদন। কেন বাবু!—কি হয়েছে?

অতুল। তোমার সেই জগদ্ধাত্রী দেবীকে আমি যেন দেখতে পাচ্ছি! তিনি যখন ছোট-মেয়ে ছিলেন—যখন তাঁর বিয়ে হ'ল, তারপর যখন তাঁর ছেলে হ'ল, তিনি দিনরাত ছেলের মুখের দিকে চেয়ে থাকতেন—

মধুসূদন। (সভয়ে) আপনি তেনারে দেখে-ছেন নাকি?

অতুল। আমি কল্পনায় দেখতে পাচ্ছি—!

মধুসূদন। যাঃ—আলোটা যে নিভে গেল বাবু!

অতুল। তা যাক্‌না; তুমি তোমার ঘর থেকে একটা হারিকেন নিয়ে এস। আমি বাড়ীটে একবার ভাল ক'রে দেখবো। তোমার বাবু রাগ ক'রবেন না; এ বাড়ী হয় আমি কিনবো, না হয় ভাড়া নেব,—যা হয় একটা কিছু ব্যবস্থা ক'রবো। তুমি যাও, হারিকেন নিয়ে এস!

মধুসূদন। (একটু ইতস্তত: করিতে লাগিল) তা যাচ্ছি বাবু;—কিন্তু আপনি এখানে একা থাকবা—?

অতুল। দোকা আর কোথায় পাচ্ছি বল?

মধুসূদন। তা মোর সাথে বাইরেই চলনা—তার পর এস!

অতুল। না—একেবারে ঘরগুলো দেখেই যাব। তুমি পারতো আসবার সময় আমার জন্যে এক কাপ চা এনো!

মধুসূদন। আমার ঘরে তো চায়ের ব্যবস্থা নেই বাবু!

অতুল। চা না পাও, এক গ্লাস খাবার জল এনো। আচ্ছা—আর একটা টাকা তোমায় দিচ্ছি, দেখ যদি কোথাও কিনতে পাওয়া যায়।

মধুসূদন। গাঙুলিমশায়—ওই চাটুয্যেবাবুর জামাই, যখনি আসতো আমার গান শুনে টাকা দিত। তিনিও আপনার মত আপনভোলা ছিল; শেষবার ক'লকাতায় গেল, তারপর শুনি—আর নেই।

অতুল। আমিও তোমার গান শুনবো—যাও আলোটা নিয়ে এস!

মধুসূদন। (যাইতে যাইতে) মুখ ফুটে কিছু বলাও তো মুস্কিল!—লোকটা বুঝেও বুঝল না! জয় রাম, জয় রাম, জয় রাম—

[গাহিতে গাহিতে সূদনের প্রস্থান]

গান

নাথহে, রাম কি বস্তু সাধারণ!
ভূভার হরিতে অবতীর্ণ অবনীতে
সে ভবতারণ!
যে রামপদ ব্রহ্মা পূজেন তুলসীতে—
তুমি হ'রলে তার সীতে, বংশ বিনাশিতে,
ওগো কাটলে সুখের তরু স্বীয় কর্ম্মাসিতে
কারো না শুনে বারণ!

(গান শুনিতে শুনিতে আগন্তুক স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন—তিনি তাঁর চোখের সম্মুখে কি এক অভুতপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিতে পাইলেন)

অতুল। (স্বগত) একি!—এরা কা'রা? কে গান গায়? ওই তো মৃত্যুঞ্জয় বাবু, দাদামশায়

—না, আমি যাঁকে জানতেম, তাঁর বয়স অনেক বেশী, অনেকটা সেইরকম! সঙ্গের লোকটা কে? এ তো সেই ভসচাযি্য দা'ঠাকুর—হ্যাঁ, সেই রকমই মুখখানা! গলা ঠিক সেই রকমই আছে—! এরা বেঁচে আছে—না আমার কল্পনা? আমি তো শুনেছিলাম, কেউ বেঁচে নেই? (দেখিতে দেখিতে ঘরের বহির্দৃশ্য একেবারে বদলাইয়া গেল, আগন্তুক যুবকটি সেখানে আর নাই; তার বদলে দেখা গেল, প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে একদিন সন্ধ্যায় যে জীবন-নাট্য এই ঘরে অভিনীত হইয়াছিল, তারই দৃশ্য—গৃহকর্ত্তা মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় এবং তাঁর নিত্যসঙ্গী উমাচরণ ভট্টাচার্য্য। ঘরখানি কর্ত্তার বাড়ীর ভিতরের বসিবার ঘর।)

(উমাচরণের কণ্ঠে পূর্ব্বেকার গান—তিনি গাহিতে গাহিতে ভিতরে আসিলেন)

গান

যে রামপদ ব্রহ্মা পূজেন তুলসীতে
তুমি হ'রলে তাঁর সীতে, বংশ বিনাশিতে,
কাটলে সুখের তরু স্বীয় কর্ম্মাসিতে
কারো না শুনে বারণ!

মৃত্যুঞ্জয়। গান থামাও উমোচরণ! বস!

উমাচরণ। তোমার জন্যে তো গান গাইনি দাদা, গেয়েছি আমার মা জগদ্ধাত্রীর জন্যে—। গান শুনলেই ছুটে আসে, আজ দেখছি নে যে—বড়?

মৃত্যুঞ্জয়। কি জানি, শচীনের সঙ্গে কোথায় বেড়াতে গেছে!

উমাচরণ। শচীনের সঙ্গে—?

মৃত্যুঞ্জয়। হঁ্যা!···আজকের বাজার দর কত গেল?

উমাচরণ। পাটের—?

মৃত্যুঞ্জয়। নইলে কি আর তোমায় সন্দেশের দর জিজ্ঞাসা ক'রছি—?

উমাচরণ। দশ টাকা দু'আনা—

মৃত্যুঞ্জয়। এইবার ছাড়বো নাকি ভায়া—?

উমাচরণ। তোমার কেনা ছিল ছ'টাকা ছ আনায়—?

মৃত্যুঞ্জয়। হ্যাঁ—

উমাচরণ। গ্যাঁট হয়ে ব'সে থাক—দাদা আরো পনের দিন পরে দাম হবে সাড়ে বার টাকা।

মৃত্যুঞ্জয়। শেষে 'লাভে মূলে বিনশ্যতি' না হয়! অঘ্রাণে মেয়েটার বিয়ে দিতে হবে। নগদ কিছু দরকার;—ওর থেকে যদি হ'য়ে যায়, তাহ'লে আর কাগজ ভাঙাইনে—।

উমাচরণ। কার সঙ্গে বিয়ে দেবে? পাত্র কোথায়—? একটু দেখে শুনে দিতে হবে তো—।

মৃত্যুঞ্জয়। ভাবছি, ঘরজামাই রাখবো—।

উমাচরণ। অমন কাজ ক'রোনা দাদা, অমন কাজ ক'রোনা! সব উড়িয়ে পুড়িয়ে দেবে—। তোমার অত কষ্টের রোজগার, কিছু রাখবে না—বেটা কিছু রাখবে না।

মৃত্যুঞ্জয়। তুই বেহারী মাষ্টারের জামায়ের কথা ভাবছিস্?—সে বেটা যে মদ ধ'রলো—! হাড়বয়াটে—

উমাচরণ। তোমার জামাইটীরই বা ধ'রতে আপত্তি কি দাদা—?

(উচ্চৈঃস্বরে) রঘু—

রঘু। (নেপথ্য হইতে) বাবু!

উমাচরণ। তামাক টামাক দিবি বাবা?—না বাড়ী চলে যাব?

(হুঁকা ও কলিকা লইয়া রঘুর প্রবেশ)

রঘু। তামাকই সাজছিলাম বাবু—এই নিন্!

উমাচরণ। যা—বৌঠাকরুণের কাছে এই ঠোঙাটা দিয়ে আয়, তিনি যা কিনতে দিয়েছিলেন।

(রঘু চলিয়া গেল)

উমাচরণ। আচ্ছা দাদা, তুমি পুলিশে কাজ ক'রতে—তাই আজো যেন তোমায় দেখলে কি রকম গা 'ছম ছম' করে!

মৃত্যুঞ্জয়। কিসের ভণিতে হ'চ্ছে—বল তো?

উমাচরণ। দাদা, আর তো চলেনা—তোমার বৌমা তো দু'বেলা উঠতে ব'সতে খোঁটা দেয়—একটা কিছু কাজকর্ম্মের যোগাড় ক'রে দেও।

মৃত্যুঞ্জয়। এইতো দালালি ক'রছিস্—পাট, চিনি, জমি, বাড়ী—আর কি চাস্?

উমাচরণ। তুমিও যেমন দাদা—আমি ক'রবো দালালি! ক্ষেপেছ—? আজকাল গাড়ীঘোড়া নইলে দালালি হয়—? হ্যাঁ, একটা কথা—ক'লকাতায় কিছু জমি কিনবে দাদা?

মৃত্যুঞ্জয়। আমার উপরেই দালালি চালাবে—? আর লোক পেলে না?

উমাচরণ। সত্যি দাদা, তোমার কেনা উচিত। বাড়ী কর না কর, জমি কিছু কিনে রাখ—এই কাঠা দশেক। জমির বাজার যা চ'লেছে দাদা, খুব ভাল জায়গা,—দশবছর পরে—ডবল দাম হবে।

মৃত্যুঞ্জয়। কোন্ জায়গাটা—বল্ তো?

উমাচরণ। হাতিবাগানের মোড় থেকে একটু পাড়ার ভিতর; ছ'শ টাকা ক'রে কাঠা—তার পাশের জমি আটশ' টাকা!

মৃত্যুঞ্জয়। তুই ক্ষেপেছিস্ উমাচরণ?—কাঠার দরে ক'লকাতায় জমি কিনবো আমি? কেন বলতো? কি কাজে লাগবে সে জমি—? ছ'শ' টাকায় দশ দশ বিঘে ধানের জমি হবে—তার খবর রাখিস্? ভাগ্ রায় দিলেও বছর শালিয়ানা চার-পাঁচ বিশ ধান পাব জানিস্ তা—?

উমাচরণ। না—না, তুমি বুঝতে পাচ্ছনা দাদা—ক'লকাতা সহর বাড়ছে,—খুব বাড়ছে!

মৃত্যুঞ্জয়। বাড়ছে—? কি ক'রে বাড়ছে—আমায় বুঝিয়ে দিতে পারিস্—?

উমাচরণ। না—তা পারিনে দাদা! তবে বাড়ছে—ধাঁ ধাঁ ক'রে বাড়ছে—এবেলা ওবেলা বাড়ছে। না হয়, একদিন ক'লকাতায় গিয়ে দেখেই এস না? তুমি যা দেখেছিলে—সে ক'লকাতা আর নেই—!

মৃত্যুঞ্জয়। ক'ল্‌কাতা বাড়ে—বাড়ুক, আমার ভাবনা নেই! তুই কি ব'লছিলি বল্—দালালি ক'রে তোর সংসার চ'লছেনা?

উমাচরণ। তাই কখনো চলে দাদা?—ক'লকাতায় দালালি ক'রতে হ'লে ক'লকাতায় থাকতে হয়; তার গাড়ী চাই, বাড়ী চাই—নানান হাঙ্গামা!

মৃত্যুঞ্জয়। তুই কি চাকরী ক'রবি? কি কাজ জানিস্?

উমাচরণ। কেন?—গান গাইতে জানি, এ্যাক্ট ক'রতে জানি, নাচতে জানি, হার্মোনিয়ম বাজাতে পারি, খোল, ডুগি-তবলা—না জানি কি দাদা?

মৃত্যুঞ্জয়। আবার যাত্রার দলে যাবি—? একেবারে বাউণ্ডুলে হ'য়ে পড়বি যে হতভাগা—সংসার ক'রতে পারবি নে তো!

উমাচরণ। সেইজন্যেই তো বউ বকে, কাঁদে—গাল দেয়! এখন ছেলেপিলে হ'য়েছে, সংসার ক্রমেই ভারি হ'য়ে উঠছে—আর তো চুপ ক'রে ব'সে থাকা চলে না দাদা!

মৃত্যুঞ্জয়। তুই কি ক'রতে চাস্—আমায় বল তো?

উমাচরণ। একটা যাত্রার দল খুলতে চাই দাদা!

মৃত্যুঞ্জয়। বলিস্ কি রে!

উমাচরণ। ভারি লাভের কারবার—! দেখছ না, রায়মশাই লাল হ'য়ে গেল!

মৃত্যুঞ্জয়। রায়মশায় কে—?

উমাচরণ। মতিরায়—মতিরায়—

মৃত্যুঞ্জয়। তুই মতিরায়ের মত বক্তৃতা ক'র্‌তে পারিস? দূর!

উমাচরণ। কেন পারবো না?—আমি তো রায়মশায়েরই সাক্‌রেদ,—ওঁরই কাছে আমার শেখা। আমি ঠিক দল চালাতে পারবো দাদা! তোমার তো কত দিকে কত টাকা খাটছে, কিছু টাকা বার কর দাদা—আমি একবার বরাত ঠুকে লেগে যাই! যা ক'রবার, সব আমিই ক'রবো—তুমি শুধু গদিয়ান হ'য়ে আসরে এসে অধিকারী মশায় সেজে ব'স্‌বে।

মৃত্যুঞ্জয়। আরে—মতিরায় যে বড্ড ভাল বক্তৃতা করে; তুই সে রকম পারবি নে—পাগল নাকি!—দুর!

উমাচরণ। আচ্ছা—তুমি কথা দেও, আমি যদি মতিরায়ের মত বক্তৃতা ক'রতে পারি, তুমি টাকা দেবে তো দাদা—?

মৃত্যুঞ্জয়। তুই বক্তৃতা কর তো আগে শুনি—তারপর বিবেচনা ক'রবো।

উমাচরণ। বৌঠাকরুণ—বৌঠাকরুণ!

বৌঠাকরুণ। (নেপথ্যে) যাচ্ছি চরণ-ঠাকুরপো!

(বাড়ীর গৃহিণী—শ্রীমতী সুবর্ণলতা দেবী—বয়স বিয়াল্লিশ—মোটাসোটা গোলগাল চেহারা—গায়ের রং ফরসা—চা ও জলখাবার লইয়া প্রবেশ করিলেন।)

মৃত্যুঞ্জয়। গলাটা শানিয়ে নিচ্ছিস বুঝি!

উমাচরণ। বৌঠান, আমার মা জগদ্ধাত্রী আজ বাড়ীতে নেই ব'লে—তোমরা কি আমায় চা খেতে দেবেনা নাকি?

সুবর্ণলতা। শুধু শুধু কলঙ্ক দিওনা ঠাকুর-পো!

মৃত্যুঞ্জয়। শুধু চা নয়—আবার চন্দ্রপুলি!

উমাচরণ। দেরী দেখে একটু রাগ হ'য়েছিল; এখন দেখছি, সবুরে মেওয়া ফ'লেছে।

মৃত্যুঞ্জয়। চট্ ক'রে সদ্ব্যবহার ক'রে ফেল!

উমাচরণ। বৌঠাকরুণ বস—আমি পাঠ ব'লবো—শোন!

সুবর্ণলতা। তা জগদ্ধাত্রী আসুক না,—সে ওসব শুনতে বড় ভালবাসে!

উমাচরণ। তার কাছে আর একদিন ব'লবো। তুমি বিচার ক'রবে বৌঠাকরুণ, আমার কেমন বলা হয়। তোমরা দু'জনে কথা কও, আমি এ পালাটা শেষ ক'রে ফেলি! (মনোযোগ দিয়া খাইতে লাগিল)

সুবর্ণলতা। (স্বামীর প্রতি) হ্যাঁগা?—কি হ'ল তোমার চুড়ি ভেঙে গড়িয়ে দেবার? আজকাল আর চারগাছা ক'রে চুড়ি কেউ পরে?

মৃত্যুঞ্জয়। না—কেউ পরে না! সকালে গঙ্গার ধারে বেড়াতে গিয়ে দেখি, রাস্তায় যত লোক চ'লছে, সবার হাতে দশগাছা ক'রে সোনার চুড়ি! ছেলে, বুড়ো, যোয়ান—সবাই দশগাছা,—কারো হাতে চারগাছা নেই!

সুবর্ণলতা। না, ওসব ঠাট্টা চ'লবে না! চাকরীতে পেনসন্ পাবার পর আর দিয়েছ কখনো কোনো গহনা গড়িয়ে—?

মৃত্যুঞ্জয়। মেয়ের গয়না গড়াতে দেব,—আবার মেয়ের মায়ের জন্যেও গড়াতে হবে?

সুবর্ণলতা। তা আমি কি গয়না প'রে চিতেয় শোব নাকি? মেয়ের জন্যেই তো রেখে যাব!

মৃত্যুঞ্জয়। তুমি যে শীগগির চিতেয় শোবে, এ শুভসংবাদটা আমায় না দিলেও পারতে!

উমাচরণ। বাস,—আর নয়! তোমাদের ঝগড়া মুলতুবি রাখ। বৌঠাকরুণ শোন!

সুবর্ণলতা। বল ঠাকুর-পো! (স্বামীর প্রতি) আর আমি তোমায় কোনো দিন গহনার কথা ব'লবো না; গঙ্গাজল ক'দিন ধ'রে ব'লছে—তোর হাতে চারগাছা মানায় না ভাই, তাই ব'লেছিলাম—!

মৃত্যুঞ্জয়। আহা তা—রাগ ক'রছ কেন? একটু পরিহাস ক'রলাম, তাও বুঝতে পারলে না! তোমার গহনা গড়াতে দেবনা তো ক'রবো কি—আমায় ব'লতে পার? কাজ নেই কর্ম্ম নেই, মাঝে মাঝে যদি স্ত্রীর গহনা গড়িয়েও না দিই—তো জীবনে ক'ল্লাম কি?

উমাচরণ। বৌঠাকরুণ, শুভকর্ম্মের আগে মুখ ভার ক'রে থেকোনা—একটু হাস!

মৃত্যুঞ্জয়। হ্যাঁ—একটু হাস! তবে তুই আর ভণিতে করিসনে উমোচরণ, যদি কিছু জানিস তো বল্—আরম্ভ কর্!

উমাচরণ। এই যে দাদা—আরম্ভ করি। গদ্যে এ্যাক্ট ক'রবো—না, পদ্যে এ্যাক্ট ক'রবো—?

মৃত্যুঞ্জয়। যাতে হোক বল্ না—ও গদ্যপদ্য আমি বুঝিনে, মতিয়ারের মত হওয়া চাই!

উমাচরণ। আচ্ছা শোন! গদ্যেই বলি—রায়মশা'র পদ্য সুবিধে হয় না!

উমাচরণ। দাদা—!

মৃত্যুঞ্জয়। কিরে—?

উমাচরণ। একটু উঠে এস—!

মৃত্যুঞ্জয়। কেন?

উমাচরণ। এস না—?

মৃত্যুঞ্জয়। জ্বালালে! (উঠিলেন)

উমাচরণ। আমার সামনে একটু হাতযোড় ক'রে দাঁড়াও—তুমি যেন আমার মন্ত্রী! রাজার পার্ট ক'রছি কিনা?—মন্ত্রী সামনে না থাকলে ঠিক ফীলিং আসবে না! তোমার পায়ে পড়ি দাদা,

একটু হাতযোড় কর না?—এরপর আমি তোমার পায়ের ধুলো নেব'খন!

(মতিরায়ের ধরণে বক্তৃতা)

উমাচরণ। "কৃষ্ণ কৃষ্ণ ব'লে সুখযামিনী প্রভাতা হ'ল, আবার দুখময়া দিবা এল! এবার আবার বিষয়-হলাহলে মত্ত হ'য়ে না জানি কি কুকর্ম্মই ক'রতে হবে? কারো সর্ব্বস্ব-ধনহরণ, কারো সর্ব্বের সর্ব্ব জীবনসর্ব্বস্বকে তার স্নেহময় ক্রোড় হ'তে অপহরণ ক'রে, ভীষণ যন্ত্রণাময় লৌহ-কারাগারে নিক্ষেপ ক'রতে হবে। উঃ—কি ভীষণ শাসন! কি ভয়াবহ স্বামিত্ব। তত্ত্বময় শ্রীহরির উপর আমার আবার স্বামিত্ব! মন্ত্রিন্, না জানি পূর্ব্বজন্মে কি মহা পাপই ক'রেছিলাম—"

মৃত্যুঞ্জয়। বল্?—থামলি কেন?

উমাচরণ। আর মনে নেই দাদা। এবার পদ্যে ব'লবো—?

মৃত্যুঞ্জয়। যাক, আর ব'লতে হবে না—বুঝে নিয়েছি! এই বুঝি তোর মতিরায়?—মতিরায় ঐ রকম বলে? দূর—দূর!

উমাচরণ। একেবারে—"দূর দূর"!

মৃত্যুঞ্জয়। তা ছাড়া আর কি—? তুই মতি-রায়ের পায়ের নখের যুগ্যি ন'স্! মতিরায়ের কি ভাব—!

উমাচরণ। বটে—? আমার ভাব নেই?

সুবর্ণলতা। কেন?—আমার তো বেশ লাগলো। খাসা মিষ্টি গলা—বেশ ব'লেছ ঠাকুর-পো।

উমাচরণ। বলতো বৌঠাকরুণ—বলতো।

মৃত্যুঞ্জয়। থাম্ থাম্—! তুই মতিরায়ের দলে ছিলি? তোকে সাজাতো—?

উমাচরণ। সাজাতো না?

মৃত্যুঞ্জয়। "ভীষ্মের শরশয্যায়" কি সাজতিস্—

উমাচরণ। অর্জ্জুন সেজেছি কতবার—!

মৃত্যুঞ্জয়। তুই পারবিনে—পারবিনে তুই! দল ক'রতে যাসনে ছোঁড়া। এই রকম এ্যাক্ট ক'রলে তোমায় মেরে তাড়াবে।

উমাচরণ। মেরে তাড়াবে? কেন?—মেরে তাড়াবে কেন? তুমি যাত্রার কচু বোঝ! আমি সাজি, গান গাই, বেহালা বাজাই, হার্মোনিয়ম বাজাই, বাঁয়া-তবলা বাজাই—

মৃত্যুঞ্জয়। 'তামাক সাজি'—বল্?—

উমাচরণ। হ্যাঁ—তামাক সাজবার জন্যে পঁচিশ টাকা মাইনে দিয়ে লোক রেখেছিল?—তার নাম রায়মশাই!

মৃত্যুঞ্জয়। তুই পঁচিশ টাকা মাইনে পেতিস্—!

উমাচরণ। না—তা পাব কেন? অমনি আমার মুখ দেখে শ্বশুর মেয়ে দিয়েছিল—! আমি যে ঘরে বিয়ে ক'রেছি, করুক দেখি কোন্ শালা যাত্রাওয়ালার সাধ্যি সেই ঘরের মেয়ে বিয়ে—?

সুবর্ণলতা। মানুষকে রাগানো তোমার কেমন স্বভাব!

মৃত্যুঞ্জয়। ও হতভাগা মতিরায়ের নাম ক'রলে কেন?

উমাচরণ। না—রায়মশায়ের নাম ক'রবো না তো কি যাদব বাঁড়ুয্যের নাম ক'রবো নাকি? অমন তিনটে দল আমি ট্যাঁকে গুঁজে চালাতে পারি। তেলাপোকা আবার পাখী, যাদব বাঁড়ুয্যের দল আবার যাত্রার দল—মফঃস্বলে একান্ন টাকায় গায়! নিয়ে এস দিকি একান্ন টাকায় রায়মশায়ের দল?—দারোগাই হও, আর ম্যাজেষ্টারই হও—সে বান্দাই নয়!

মৃত্যুঞ্জয়। আরে—মর্! কে তোর রায়-মশায়ের দল একান্ন টাকায় বায়না ক'রছে? এই বুদ্ধি নিয়ে তুই দল বসাবি—?

উমাচরণ। আচ্ছা, দেখে নিও—আমি দল বসাতে পারি কি না। বৌঠাকরুণ, তোমায় ব'লে যাচ্ছি—যাত্রার দলের অধিকারী একদিন হব, তবে আমার নাম উমোচরণ! তোমার বাড়ীতে একদিন অমনি একপালা গেয়ে যাব।

মৃত্যুঞ্জয়। অমনি গাইবি কেন?—আমি টাকা দেব।

উমাচরণ। কত টাকা দেবে?—একান্ন? তাতে উমোচরণের দল হয় না—যাদব বাঁড়ুয্যে—!

মৃত্যুঞ্জয়। তুই যদি যাদব বাঁড়ুয্যের মত দলও ক'রতে পারিস্, এক রাত্রির জন্য তোকে ৭৫৲ টাকা দেব—আর একটা ডোয়ারকিনের হার্মোনিয়ম কিনে দেব।

উমাচরণ। যাদব বাঁড়ুয্যের মত দল উমোচরণ ভস্চাযিয় করেনা। চ'ল্লাম বৌঠাকরুণ—

(উমাচরণ উঠিয়া গেল; রোজই এমনি করিয়া তাহাকে রাগানো মৃত্যুঞ্জয়ের অভ্যাস—এবং উমাচরণেরও রাগ করিয়া চলিয়া যাওয়া অভ্যাস)

উমাচরণ। (যাইতে যাইতে) উনি বড় দারোগা ছিলেন, তবেই আর কি? দুনিয়ার সব জিনিষ উনি যা বুঝেছেন, তার উপর কথা নেই—!

[উমাচরণের প্রস্থান।

মৃত্যুঞ্জয়। এইবার যাও, তোমার কর্ত্তব্য কর—ওটাকে ফিরিয়ে নিয়ে এস!

সুবর্ণলতা। কেন বল দেখি?—ওকে রোজ রোজ রাগাও?

মৃত্যুঞ্জয়। কি জানি—কি রকম অভ্যেস হয়ে গেছে। ওকে একবার ক'রে না রাগালে আমার শরীরটা গরম হয়না। উমাচরণ আমার "নারভিগার"!

সুবর্ণলতা। (যাইতে যাইতে) ঠাকুর-পো, ও চরণ-ঠাকুরপো—শোন শোন!

[সুবর্ণলতার প্রস্থান, পরে তুইজনে নেপথ্য হইতে আসিতে আসিতে]

উমাচরণ। না বৌঠাকরুণ, এবাড়ীতে আমি আর আসবো না। তবে, তোমায় বড়দিদির মত দেখি, মা জগদ্ধাত্রীকে ভালবাসি—বেশী দিন না দেখে থাকতে পারবোনা—মাঝে মাঝে আসতে হবে!

মৃত্যুঞ্জয়। তুই এলে আমি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে থাকবো!

উমাচরণ। কি ব'লছিলে বৌঠাকরুণ—বল!

সুবর্ণলতা। ব'লছিলাম কি, তোমার মা জগদ্ধাত্রীর বিয়ের একটা পরামর্শ আছে তোমার সঙ্গে!

উমাচরণ। ওকে একটা রাজপুত্তুর দেখে বিয়ে দিতে হবে—যার তার সঙ্গে বিয়ে দেওয়া চ'লবেনা—

সুবর্ণলতা। না—তাতো চলবেই না!

উমাচরণ। গলা ভাল থাকা দরকার—'গাইয়ে জামাই' চাই, বেসুরো বেতালা চ'লবেনা। চেহারা ভাল হ'লে কি হবে?—পেটে গুণ থাকা দরকার!

মৃত্যুঞ্জয়। ও যাত্রার দল থেকে একটা ভাল দেখে রাজপুত্তুর এনে দেবে—তুমি ভাবছ কেন?

উমাচরণ। তোমার সঙ্গে কে কথা কইছে? আমি আর দাঁড়াব না বৌঠাকরুণ—চ'ল্লাম!

সুবর্ণলতা। বাঃ—তু'খানা চন্দরপুলি দিই, ছেলেমেয়েদের জন্য নিয়ে যাও। এস—বাড়ির ভিতর এস!

[প্রস্থান

মৃত্যুঞ্জয়। এই—শুনে যা!

উমাচরণ। কি?

মৃত্যুঞ্জয়। (একখানা দশ টাকার নোট দিয়া) এই নোটখানা রেখে দে। খবরদার, তোমার বৌঠাকরুণকে আর যেন গয়নার ক্যাটলগ এনে দিও না!

উমাচরণ। ঘুস—? আমি এখুনি গিয়ে বৌঠাকরুণকে ব'লে দিচ্ছি।

মৃত্যুঞ্জয়। তুইই ঠকবি—ওদিকে ওই চন্দর-পুলির উপর আর উঠবে না! বৌমাকে একজোড়া কাপড় কিনে দিবি, বুঝলি হতভাগা! আর বিজনকে একখানা 'শান্তিপুরে'।

উমাচরণ। ব'ল্লাম, একটা যাত্রার দল খুলে দাও,—দশ টাকায় আমার কি হবে?

মৃত্যুঞ্জয়। আমায় কাপ্তেন ঠাউরেছ হতভাগা! যা, পালা—দূর হ!

উমাচরণ। তোমায় দিয়ে যাত্রার দল খোলাব, তবে আমার নাম উমোচরণ!

(সুবর্ণলতার পুনঃপ্রবেশ)

সুবর্ণলতা। এই নাও ঠাকুর-পো! (খাবারের পুঁটুলি দিলেন) তোমার দাদার সঙ্গে ভাব হ'য়ে গেছে?

উমাচরণ। ওই তো আমার দোষ বৌঠাকরুণ—শরীরে রাগের ভাগটা বড় কম!

[উমাচরণের প্রস্থান

মৃত্যুঞ্জয়। হতভাগাটার জন্যে—সত্যি আমার বড় ভাবনা হয়! একেবারে বাউণ্ডুলে—! মেয়ে বড় হ'য়েছে—একটুও ভাবে না।

সুবর্ণলতা। তা একটা চাকরী বাকরী ক'রে দাওনা ওকে?—একটু স্থিতু হ'ক; তোমার তো কত লোকের সঙ্গে জানাশোনা আছে!

মৃত্যুঞ্জয়। চাকরী পেলে ওকি চাকরী রাখতে পারবে? হতভাগা কিনা! ওই যাত্রার দলই ওকে মারবে দেখছি!

সুবর্ণলতা। তা যাত্রার দলই একটা ক'রে দেওনা ওকে। কত টাকা লাগে—?

মৃত্যুঞ্জয়। তোমায় লোভ দেখিয়েছে বুঝি?—বড়লোক ক'রে দেবে?

সুবর্ণলতা। ও সব কথা যাক্; তোমার মেয়ের কাণ্ড দেখেছ? রাত হ'য়ে গেল—এখনো বাড়ী ফেরার নাম নেই! শচীনকে এত ক'রে ব'ল্লাম—সন্ধ্যের আগে বাড়ী পৌঁছে দিবি!

মৃত্যুঞ্জয়। মেয়েটা রোজই যেন একটু ক'রে বড় হ'চ্ছে—না?

সুবর্ণলতা। ওই দেখতেই যা ডাগর-ডোগরটী হ'য়েছে। লজ্জা-সরমের ধার ধারে না—কেমন যেন পুরুষ পুরুষ ভাব! তুমিই পাঁচজনের সামনে বার ক'রে, ইংরিজি ইস্কুলে পড়িয়ে ওকে মাটি ক'রে ফেললে। এরপর শাশুড়ীর খোঁটা খেতে খেতে অস্থির হতে হবে!

মৃত্যুঞ্জয়। তুমি তো জান—আমার ইচ্ছে নয়, শাশুড়ী আছে এমন ঘরে ওর বিয়ে দিই!

সুবর্ণলতা। পাঁচজনের সঙ্গে বনিয়ে তো চ'লতে হবে?—যে এক-গুঁয়ে মেয়ে তোমার! আমার তো ভয় হয়!

মৃত্যুঞ্জয়। শচীনের সঙ্গে যদি বিয়ে হয়—তাহ'লে আর শ্বশুর-শাশুড়ীর বালাই থাকেনা। আমরা যতদিন থাকবো, আমাদের কাছে রইলো; তারপর শচীন টাকাকড়ি ভাল রোজগার ক'রতে পারে, বহুৎ আচ্ছা! না পারে, যাহোক এক-রকম চলে যাবে; যা রেখে যাব—বুঝে চল্লে কষ্ট পাবে না!

সুবর্ণলতা। শচীনের সঙ্গে বিয়েতে আর কোন আপত্তি নেই, আজ সাত বছর শচীন আমাদের এখানে আছে, মেয়ে ওকে 'দাদা দাদা' ব'লে ডাকে—ওরা ঠিক যেন ভাইবোন। বর-বৌ সম্পর্ক হ'লে কি রকম হবে—কে জানে!

মৃত্যুঞ্জয়। বেশ হবে—বেশ হবে! ওতে আটকাবে না!

সুবর্ণলতা। হ্যাঁ—মানাবে ভাল! তবে কিনা ঘরজামা'য়ে বরকে মেয়েরা তেমন পছন্দ করে না। মেয়ে যদি স্বামীকে ভক্তি ক'রতে না শেখে—তাহ'লে তার মেয়েজন্মই বৃথা! ওসব দরকার, বুঝলে?

মৃত্যুঞ্জয়। কি দরকার?

সুবর্ণলতা। স্বামীর ঘর, শ্বশুর, শাশুড়ী, ভাসুর, দেওর, ননদ—। শ্বশুর-বাড়ীতে সব্বার সঙ্গে মিলে মিশে ঠিক বউটী হ'তে পারে—তবেই না?

মৃত্যুঞ্জয়। বুঝছি সব, কিন্তু তুমি তো জান—পাঁচজনের সংসারে ও কি বনিয়ে চ'লতে পারবে?

সুবর্ণলতা। সে যেমন ঘরবরে বিয়ে হবে, তার উপর নির্ভর ক'চ্ছে। শচীনকে আমরা জানি,—হুঁ, তুমি যা মনে ক'রেছ, কথাটা আর কাউকে বলা মুস্কিল!

মৃত্যুঞ্জয়। শুধু মুস্কিল নয়—শুনলে আমাদেরই পাগল ব'লে উড়িয়ে না দেয়! আমারই এখন এক এক বার মনে হয়, ঘটনাটা সত্যি নয়!

সুবর্ণলতা। সত্যি নয় কি গো?—জলজ্যান্ত ঘটনা, পুরো কুড়িটে দিন—আমি বিছানায় শুয়ে!

মৃত্যুঞ্জয়। আচ্ছা, কতদিন আগেকার কথা—বলতো?

সুবর্ণলতা। পুরো ন' বছর!

মৃত্যুঞ্জয়। আমি বড় বড় পণ্ডিত ডাক্তারের মত নিয়েছি—

সুবর্ণলতা। তারা তো উড়িয়ে দেবেই! ওরা ওসব কিছু বিশ্বাস করে কিনা! কিন্তু, আমি তোমায় বলছি—ও সব আছে!

মৃত্যুঞ্জয়। তবেই তো! যার সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধ হবে, তাকে আগে থেকে ওকথা ব'ল্লে—সে কি বিয়ে ক'রতে রাজি হবে? পাঁচটা ফ্যাঁকড়া তুলবে; ছেলের বাপ শুনলে তো পণের টাকা দশগুণ বাড়িয়ে দেবে! এ ক্ষেত্রে জানাশোনা ছেলে হ'লে—কিম্বা যদি ঘটনাটা একেবারে চেপে যাওয়া যায়—এখানে আর কেউ জানে না—

সুবর্ণলতা। পরে যদি অন্য কারো কাছে শোনে—তার চেয়ে নিজেরা বলা ভাল!

মৃত্যুঞ্জয়। কলিকাতার আট-দশজন লোক জানে—ক্যাল্‌ভার্ট সাহেব, বার্ড সাহেব, আর, এল, দত্ত, পুলিশ-কমিশনার, 'বঙ্গবাসী'র যোগীন বাবু—আরো দু'চারজন ছিল, এখন তারা মারা গেছে।

সুবর্ণলতা। এরা কেউ বিশ্বাস করেনি—?

মৃত্যুঞ্জয়। কেবল এক যোগীন বাবু ব'লেছিলেন—হ'তে পারে! তন্ত্রে আছে—

সুবর্ণলতা। (একটু চিন্তার পর) হুঁ—তোমার মতলবই ঠিক! জানাশোনা ঘরেই মেয়ের বিয়ে দিতে হবে। তা শচীনের সঙ্গেই বা দোষ কি? বিয়ের দিন তিনেক আগে ওকে গঙ্গাজলের বাড়ীতে পাঠিয়ে দেব। সেখান থেকে বর সেজে বরযাত্রী সঙ্গে নিয়ে বিয়ে ক'রতে আসবে—; গঙ্গাজলের সঙ্গে বেয়ান সম্পর্ক পাতাবো, মন্দ হবেনা! শচীনকে সব কথা বলা যাবে—?

মৃত্যুঞ্জয়। আমি আবার তাও ভাবছি—বল্লে, শচীন বিগড়ে না যায়। তাই মনে ক'রছিলুম···; আচ্ছা, তোমার কি মনে হয়?—শচীন জগদ্ধাত্রীকে ভালবাসে, কিম্বা জগদ্ধাত্রী শচীনকে—

সুবর্ণলতা। তা আবার কখনো হয় নাকি—! ও সব নভেল-নাটকেই দেখতে পাওয়া যায়!

মৃত্যুঞ্জয়। নভেল নাটক ওরাও তো পড়ে—! ছোঁয়াচ লাগতে কতক্ষণ!

সুবর্ণলতা। (বাহিরে শব্দ শুনিয়া) ওই বুঝি ওরা আসছে—!

(জগদ্ধাত্রী ও তাহার সখী বিজনবালার প্রবেশ)

সুবর্ণলতা। হ্যাঁরে—তোদের কি আক্কেল বল্ দেখি?—বেড়াতে গেলি তো, ফিরবার নামটী নেই! কত রাত হ'য়ে গেছে দেখ্‌তো—! কোথায় গিয়েছিলি—? (বিজনের প্রতি) তোর বাপ এই চলে গেল!

বিজনবালা। বলছি জ্যাঠাইমা, আগে তোমার মেয়েকে শান্ত কর বাপু! (একটী আসনে জগদ্ধাত্রীকে বসাইয়া) আর ছেলেমানুষি করে না—ব'স্, চোখের জল মোছ!

সুবর্ণলতা। কেন?—মেয়ের আবার কি হ'ল?

মৃত্যুঞ্জয়। কি হ'য়েছে মা সিংহবাহিনী!

সুবর্ণলতা। তোরা কোথায় গিয়েছিলি?—শচীন কোথায়?

বিজনবালা। শচীনদা আসছে। আমরা বেড়িয়ে ফিরছি—ইষ্টিশানের কাছে ঘোষদের মদন-মোহনের মন্দিরে কীর্ত্তন হ'চ্ছিল, জগদ্ধাত্রী ব'ললে, —চল্, গান শুনিগে; আমরা গেলাম।—

সুবর্ণলতা। তোমাদের কেউ কিছু ব'লেছে সেখানে?

বিজনবালা। না—না, কে কি ব'লবে? তারা বরং কত যত্ন ক'রে বসালে।

সুবর্ণলতা। তবে ও কাঁদছে কেন? হ'য়েছে কি?

বিজনবালা। খানিকক্ষণ গান শুনতে শুনতে হঠাৎ কাঁদতে লাগল! তারপর গান থেমে গেল, ওর কান্না আর থামেনা!

মৃত্যুঞ্জয়। বটে! খুব সাংঘাতিক গান তো! হ্যাঁ মা সিংহবাহিনী, কি গান শুনে এলি—বল্‌তো?

বিজনবালা। সেই থেকে আর কথাও ব'লছেনা! আমরা কত কথা ব'ল্লাম, ঠাট্টা ক'রলাম, হাসাবার চেষ্টা ক'রলাম—কোন কথার উত্তর দেয় নি!

(মৃত্যুঞ্জয় ও সুবর্ণলতা পরস্পর চাহিলেন)

মৃত্যুঞ্জয়। ও কিছুনা—ও কিছুনা। তুমি এক কাজ কর, ঝিকে আর শচীনকে সঙ্গে দিয়ে বিজনকে বাড়ী পাঠিয়ে দাও

সুবর্ণলতা। আয় মা বিজন, রাত অনেক হ'য়ে গেছে—তোর মা আবার না জানি ভাবছে।

বিজনবালা। আমি তাহ'লে যাইরে জগদ্ধাত্রী! তুই কথা কইবিনি?—এখনো চুপ করেই থাকবি!

(জগদ্ধাত্রী শুধু একবার মুখ তুলিয়া চাহিল, কথা কহিল না; তার চোখের দৃষ্টি এখনো অর্থহীন)

সুবর্ণলতা। আয় মা বিজন—আয়। শচীন—কোথায় গেলিরে?

শচীন। (নেপথ্য হইতে) এই যে মা—আমি আমার পড়ার ঘরে।

সুবর্ণলতা। বিজনকে বাড়ীতে দিয়ে আসতে হবে—হারিকেনটা নিয়ে একটু বাইরে আয় বাবা!

[বিজন ও সুবর্ণের প্রস্থান

(মৃত্যুঞ্জয় কিছুক্ষণ স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন; তারপর মেয়ের কাছে গিয়া মেয়ের পিঠে হাত বুলাইতে লাগিলেন; জগদ্ধাত্রী মুখ তুলিয়া অনেক ক্ষণ বাপের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।)

জগদ্ধাত্রী। বাবা!

মৃত্যুঞ্জয়। হ্যাঁরে—আমি!

জগদ্ধাত্রী। তুমি? হ্যাঁ—তুমিই তো বটে! তুমি এখানে কেন?

মৃত্যুঞ্জয়। আমি এখানে থাকবো না তো—কোথায় থাকবো?

জগদ্ধাত্রী না—না,—তোমার এখানে আসার কথা নয়!

মৃত্যুঞ্জয়। কেন? এইতো আমাদের বাড়ী?

জগদ্ধাত্রী না, না—সেখানে কত গান, কত গান!

মৃত্যুঞ্জয়। কোথায় কত গান?—মদনমোহনের মন্দিরে?

জগদ্ধাত্রী না—সে মন্দির নয়, ঘরবাড়ী নয়; আমি আমি আমি যেন···(কি মনে করিতে চেষ্টা করিল, মনে করিতে পারিল না)

(সুবর্ণলতা আসিলেন)

সুবর্ণলতা কথা ক'চ্ছে?

মৃত্যুঞ্জয়। (মুখের দিকে চাহিয়া হ্যাঁ—কথা ক'চ্ছে।

সুবর্ণলতা। কি হ'য়েছিল?,

মৃত্যুঞ্জয়। (চাহিলেন)

সুবর্ণলতা। ডাক্তার ডাকবে?

মৃত্যুঞ্জয়। না!

জগদ্ধাত্রী। মা!

সুবর্ণলতা। কেন মা?—তোমার কি হ'য়েছে?

(জগদ্ধাত্রী উঠিল, ঘরের চারি ধারে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল; তার পর মায়ের কাছে গেল)

জগদ্ধাত্রী। মা, আমি বাড়ী এসেছি?

সুবর্ণলতা। হ্যাঁ—বাড়ীতেই তো এসেছ মা!

জগদ্ধাত্রী। কেমন ক'রে বাড়ী এলাম? ওরা আমায় ফেলে রেখে এসেছিল?

সুবর্ণলতা। কারা?—শচীন আর বিজন?

জগদ্ধাত্রী। হ্যাঁ—আমি হারিয়ে গিয়েছিলাম?

সুবর্ণলতা। বালাই—ষাট! হারিয়ে যাবে কেন? এইতো তুমি বাড়ীতেই এসেছ!

জগদ্ধাত্রী। শচীন?—শচীন কোথায়? হারিয়ে গেছে?

সুবর্ণলতা। (স্বামীর মুখের দিকে চাহিলেন) হারিয়ে যাবে কেন?

জগদ্ধাত্রী। এখানে নেই তো?

সুবর্ণলতা। বিজনদের বাড়ী গিয়েছে—এখনি আসবে।

জগদ্ধাত্রী। ওকে বিজনদের বাড়ীতে যেতে দিওনা—কোথাও যেতে দিওনা। ও লুকোচুরি খেলা করে, লুকিয়ে থাকে—দেখা দেয় না! এখানে থাকবে না—এখান থেকে চলে যাবে!

মৃত্যুঞ্জয়। কোথায় চ'লে যাবে?

জগদ্ধাত্রী। কি জানি, কোথায়? আমি জানিনে—অনেক দূর!

মৃত্যুঞ্জয়। তোমার সঙ্গে কি শচীনের ঝগড়া হ'য়েছে?

জগদ্ধাত্রী। না—ঝগড়া হয় নি। সে বলে—জীবনে উন্নতি ক'রবে। বড় হবে! যারা বড় হয়, তারা নাকি এক জায়গায় থাকে না; অনেক দূরে যায়—টাকা রোজগার করে; সবাইকে ছেড়ে একা চ'লে যায়! সত্যি বাবা?—তার কথা সত্যি?

মৃত্যুঞ্জয়। হ্যাঁ—সত্যি বই কি!

সুবর্ণলতা। তুই কি শচীনকে যেতে বারণ করেছিস?

জগদ্ধাত্রী। হ্যাঁ—বারণ ক'রেছিলাম; আমার কথা শুনবে না—উন্নতি ক'রবে!

মৃত্যুঞ্জয়। বেশ তো, পুরুষ মানুষ—সে যদি টাকা উপার্জ্জন ক'রতে বিদেশ যায়, তোমার আপত্তি কি?

জগদ্ধাত্রী। যদি হারিয়ে যায়? তোমরা যেতে দিওনা—বারণ ক'রো!

সুবর্ণলতা। শচীন এখানে থাকলে ভাল হয়?

(জগদ্ধাত্রী কথার উত্তর দিল না)

সুবর্ণলতা। ওই শচীন এসেছে—ডাকবো এখানে?

জগদ্ধাত্রী। না—ডেকোনা; তোমাদের কাছে যখন যাবার কথা ব'লবে, তোমরা বারণ ক'রো; যেতে দিওনা। আমার কথা শুনবে না! মা, তুমি এস—আমি এখানে থাকবো না।

[মাকে টানিয়া লইয়া গেল

মৃত্যুঞ্জয়। 'পর্ব্বতো বহ্নিমান্—ধূমাৎ'! শচীন—

শচীন। (নেপথ্যে) আজ্ঞে—যাই!

(শচীন আসিল)

মৃত্যুঞ্জয়। ব্যাপার কি শচীন?

শচীন। এখন কথা কইছে তো?

মৃত্যুঞ্জয়। তা কইছে; কিন্তু ব্যাপারখানা কি?

শচীন। ও বড্ড বেশী emotional! শ্রীরাধিকার বিরহ গান হ'চ্ছিল—শুনে কেঁদেই অস্থির!

মৃত্যুঞ্জয়। গান শুনে না হয় কাঁদলো, গান থামার পর কথা কইলো না কেন?

শচীন। জোর ক'রে emotion চেপে ছিল কিনা—তারই ফলে অনেকক্ষণ চুপ ক'রে ছিল। কিছুনা—কিছুনা! বিজন ব্যাপারটাকে খুব রংফলিয়ে বল্লে বুঝি?

মৃত্যুঞ্জয়। তুমি ব'লছ—emotion?

শচীন। হ্যাঁ—emotion বই কি!

মৃত্যুঞ্জয়। এর আগে emotionএর বালাই ওর ছিলো ব'লে তো মনে হচ্ছেনা!

শচীন। না—; আজ সকাল থেকে পরিবর্ত্তন দেখছি।

মৃত্যুঞ্জয়। পরিবর্ত্তনটা কিসে হ'ল? তুমি ওকে কিছু ব'লেছিলে—?

শচীন। হ্যাঁ—তবে সেটা ওকে বলার চেয়ে আপনাদেরই আগে জানানো উচিত ছিল!

মৃত্যুঞ্জয়। কথাটা কি?

শচীন। আমি একটা কাজের জন্য দরখাস্ত ক'রেছিলুম—উত্তর এসেছে। একটু চেষ্টা ক'রলে, কাজটা পাওয়া যায়।

মৃত্যুঞ্জয়। কি কাজ—?

শচীন। আমাদের আর কি কাজ হবে—? কলেজের প্রফেসর।

মৃত্যুঞ্জয়। ক'লকাতায়?

শচীন। না, ক'লকাতায় নয়—ভাগলপুরে! কেমেষ্ট্রির প্রফেসর!

মৃত্যুঞ্জয়। তুমি কেমেষ্ট্রিতে এম-এ দিয়েছিলে?

শচীন। হ্যাঁ—এবার ফিজিক্সেও দিয়েছি; নইলে আর আমায় দিতে চাইবে কেন?

মৃত্যুঞ্জয়। দক্ষিণে কত?

শচীন। তা মন্দ নয়—১২৫৲ টাকা!

মৃত্যুঞ্জয়। আমার ইচ্ছে ছিল—তুমি কোন business কর। manufacturing bnsiness—

শচীন। আমার তো ক্যাপিটাল নেই। টাকার দরকার যে—

মৃত্যুঞ্জয়। ধর—তার ব্যবস্থা যদি করা যায়। "ডিঃ গুপ্ত"র মত একটা ওষুধ—কি "কেশরঞ্জন" বা "জবাকুসুমে"র মত একটা গন্ধতেল বার ক'রতে পার—? ওরা তো লাল হ'য়ে গেল!

শচীন। এ কথা আমার আগে মনে হয়নি—ভেবে দেখবো।

মৃত্যুঞ্জয়। হ্যাঁ—ভেবে দেখো! (শচীন চলিয়া যাইতেছিল)

মৃত্যুঞ্জয়। শোন—

শচীন। কি?

মৃত্যুঞ্জয়। জগদ্ধাত্রীর এই emotionটা হঠাৎ এল কেন? তোমার কি মনে হয়? ওর বয়সের অনুপাতে ওতো বরং একটু ছেলেমানুষের মতই ছিল!

শচীন। এতদিন ছিল ব'লে কি বরাবরই ছেলেমনুষ থাকবে? after all—she is a woman.

মৃত্যুঞ্জয়। আচ্ছা—তুমি তো ওকে অনেক দিন থেকে দেখছো?—কাউকে ভালোবাসে টাসে ব'লে মনে হয়?

শচীন। (মৃত্যুঞ্জয়ের দিকে চাহিয়া মৃদুস্বরে) দেখুন, কাল পর্য্যন্ত she was nothing more than a child!

মৃত্যুঞ্জয়। হ্যাঁ?—লজ্জাসরমের ধার ধারে না, তোমার সঙ্গেই ঝগড়া ক'রতো! I was rather disappointed in her.

শচীন। আজ সকাল থেকেই পরিবর্ত্তনটা লক্ষ্য ক'রছি—She is no longer a girl!

মৃত্যুঞ্জয়। No longer a gil! হঠাৎ কাউকে ভাল বেসেছে না কি? love at first sight?—এই যেমন নভেল নাটকে থাকে আর কি?

শচীন। না—ঠিক তা নয়; আজ যেন ও সবাইকে নতুন ক'রে দেখছে। ও যেন এতদিন ঘুমিয়েছিল—আজ সহসা জেগে উঠেছে।

মৃত্যুঞ্জয়। 'সহসা জেগে উঠেছে'—তোমার কথাগুলো যেন একটু কাব্যঘেঁষা! সোজা গদ্যয় একটা প্রশ্ন ক'রবো তোমায়?

শচীন। (মৃদু হাসিয়া) করুন না?

মৃত্যুঞ্জয়। জগদ্ধাত্রীর সঙ্গে যদি তোমার বিয়ের প্রস্তাব করি, তুমি তাতে রাজি হবে?

শচীন। আপনাদের কাছে আমি এমনিই যথেষ্ট ঋণী। আরো ঋণের ভার বাড়াব!

মৃত্যুঞ্জয়। তা—বাড়ালেই বা! দোষ কি? তুমি শোধ ক'রতে না পার, তোমার ছেলেমেয়েরা শুধবে।

শচীন। কাল পর্য্যন্ত এ কথা আমি ভাবিনি, —ভাববার প্রয়োজনও হয়নি।

মৃত্যুঞ্জয়। আচ্ছা, ওর আজকের সন্ধ্যেবেলায় এই গান শুনে কান্না আর চুপ ক'রে থাকাটা তুমি কি মনে কর?

শচীন। love ব'লতে পারেন—It was a psycholgical moment of her life.

মৃত্যুঞ্জয়। সাইকোলজিক্যাল, and not সাইকিক্—you are sure?

শচীন। "সাইকিক্ রিসার্চ" সম্বন্ধে আমার কোন প্রত্যক্ষ জ্ঞান নেই—আমি বিশ্বাস করিনে, অন্‌সায়েন্টিফিক্!

মৃত্যুঞ্জয়। জগতে যা কিছু ঘটনা ঘটে, তার সায়েন্টিফিক্ হেতু আছে—এই তোমার ধারণা?

শচীন। বর্ত্তমান যুগের পণ্ডিতরা তাই তো বলেন—।

(সুবর্ণলতার প্রবেশ)

মৃত্যুঞ্জয়। কি ক'রছে জগদ্ধাত্রী?

সুবর্ণলতা। শুয়ে আছে!

মৃত্যুঞ্জয়। খেতে দিয়েছ?

সুবর্ণলতা। কিছুতেই খেলে না। ব'ল্লে, আমার সঙ্গে খাবে—মেয়েদের আগে খেতে নেই। সবার খাওয়া হ'ক, তারপর খাবে।

মৃত্যুঞ্জয়। দেখছো?—তোমার মেয়ে আর ছোটমেয়েটী নেই!

সুবর্ণলতা। হ্যাঁ—দেখে আশ্চর্য্য হ'চ্ছি। হ্যাঁ —ঘরণী গৃহিণী মেয়েদের মত পাকা কথা।

মৃত্যুঞ্জয়। এইবার তাহ'লে ওর বিয়ে দিতে হয়, আর কুমারী রাখা ভাল দেখায় না!

শচীন। আমি তাহ'লে আসি—?

সুবর্ণলতা। তোমাদের খাবার দিই—?

মৃত্যুঞ্জয়। কিছু কথা ছিল—শচীনের সঙ্গে; তা বেশ—খেতে বসে ব'ল্লেই হবে—।

শচীন। আমি আজ আর খাব না; বিজনদের বাড়ী থেকে খেয়ে এলাম—বিজনের মা ছাড়লেন না।

মৃত্যুঞ্জয়। তাহ'লে কথাটা শেষ ক'রে তারপর যাব…! তাড়াতাড়ি কি—?

সুবর্ণলতা। কথাটা কি?

মৃত্যুঞ্জয়। তোমায় গোপন করার কথা নয়—বরং তোমার শোনাই দরকার—। ব'স। আমি ব'লছিলাম কি, আমাদেরও জগদ্ধাত্রীর বিয়ে দিতে হবে—যার সঙ্গে হোক, বিয়ে দিতে হবে; আর শচীনের, আজ হোক দু'দিন বাদে হোক, বিয়ে ক'রতেই হবে—;

সুবর্ণলতা। তা তো বটেই!

মৃত্যুঞ্জয়। আমরা যদি জগদ্ধাত্রীকে অন্য জায়গায় বিয়ে না দিয়ে শচীনের সঙ্গে বিয়ে দিই,—কিছু অসুবিধে নেই!

সুবর্ণলতা। না—অসুবিধে আর কি?

মৃত্যুঞ্জয়। বরং কিছু সুবিধেই আছে! মানে —(জনান্তিকে) তোমায় তখন যে কথা ব'লছিলাম, আমি চেয়েছিলাম—জগদ্ধাত্রীকে আগে কেউ ভালবাসুক, তারপর তার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেব।

সুবর্ণলতা। (জনান্তিকে) শচীন জগদ্ধাত্রীকে ভালবাসে?

মৃত্যুঞ্জয়। (জনান্তিকে) সেই রকম মনে হচ্ছে। 'চ্যাপ.টারটা' অনেক দিন শেষ হয়েছে, পুরোণ পড়া—লক্ষণগুলো সব মনে নেই। পরীক্ষা ক'রে দেখা যাক—সত্যি মিথ্যে জেরায় ধরা পড়বে।

সুবর্ণলতা। (জনান্তিকে) সে কথাটা শচীনকে ব'লেছ?

মৃত্যুঞ্জয়। (জনান্তিকে) না—সেইটেই তো 'পরীক্ষা'; এইবার ব'লবো—। (শচীনের প্রতি) হ্যাঁ—দেখ শচীন, আমাদের দুইজনেরই ইচ্ছে তোমার সঙ্গে জগদ্ধাত্রীর বিয়ে দিই!

শচীন। আমি স্বীকার ক'চ্ছি, আপনাদের মেয়েকে আমি ভালবাসি। তবে আমি দরিদ্র! আমার বাপ মা, আত্মীয়স্বজন—কেউ নেই! আমাকে আপনারা—

মৃত্যুঞ্জয়। আমাদেরও আত্মীয়স্বজন বিশেষ কেউ নেই; উপরন্তু আমিও কিছু রথ চাইল্ডও নই, কি লাটুবাবু ছাতুবাবুও নাই—। এই ক'টা টাকা পেন্সন পাই—নগদ টাকা নেই বল্লেই হয়; বাড়ী-খানা আছে আর ধানক'টা পাওয়া যায়—

শচীন। আমার তুলনায় আপনি—

মৃত্যুঞ্জয়। আচ্ছা বাবা, আমি বড়লোক হ'লে তুমি যদি খুসী হও—স্বীকার ক'চ্ছি, আমি বড় লোক—! হ'লো তো—? এখন শোন, একটা কথা আছে। সেটি আজই তোমায় শুনিয়ে রাখতে চাই!

শচীন। কি—?

মৃত্যুঞ্জয়। দেখ,—আমি চেয়েছিলাম, আমার মেয়েকে কোনো ছেলে আগে ভালবাসুক, তারপর বিয়ে হবে। আগে ভালবাসবে তারপর বিয়ে—আমাদের হিন্দু গেরস্তোর পক্ষে এটা ভয়ানক risky ব্যাপার! খানিকটে natureএর উপর নির্ভর ক'রতে হয়। natureএর তো জাতিভেদ, কৌলীন্যবিচার নেই।

সুবর্ণলতা। তুমি আসল কথাটি বল।

মৃত্যুঞ্জয়। একটু বুঝিয়ে না ব'ল্লে ধ'রতে পারবে না; বুদ্ধিমান ছোকরা, লেখাপড়া জানে,—এতো আর উমোচরণ নয় যে ধ'মকে সারবো! শোন,—আমি হেন conservative, আমি যে এই রকম একটা ব্যাপার ঘটুক চেয়েছিলাম, তার কারণ ছিল—।

শচীন। আমি বুঝতে পেরেছি।

মৃত্যুঞ্জয়। কি বুঝেছ—বলতো?

শচীন। আপনাদের মেয়েটী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র শ্রেণীর মেয়ে। ও ঠিক আর পাঁচজন মেয়ের মত নয়—একটা বিশিষ্টতা আছে।

মৃত্যুঞ্জয়। ধরেছ ঠিক; তবে আরো কথা আছে—। সেটা যার সঙ্গে ওর নিশ্চয় বিয়ে হবে, তাকে ছাড়া আর কাউকে বলা চলে না।

শচীন। ওর বিরুদ্ধে কোন কথাই আমি বিশ্বাস ক'রবো না।

সুবর্ণলতা। না না—সে ব্যাপারে ওর কোনো হাত নেই। ও জানেও না।

মৃত্যুঞ্জয়। আর ওকে সে কথা আমরা শোনাতেও চাইনে। (স্ত্রীর প্রতি) তুমি একটু দেখে এস—হঠাৎ জগদ্ধাত্রী যেন এখানে এসে—

সুবর্ণলতা। আচ্ছা—

[প্রস্থান

মৃত্যুঞ্জয়। এটা শুধু একটা ঘটনা—আট ন'বছর আগে ঘটেছিল। আমি আজ পর্য্যন্ত তার কোন মানে খুঁজে পাইনে—

শচীন। অলৌকিক ব্যাপার—?

মৃত্যুঞ্জয়। ব'লতে পার; এখনো আমার মাঝে মাঝে মনে হয়, হয়তো ঘটনা আদৌ ঘটেনি—আমার আর আমার স্ত্রীর মানসিক বিকার!

(সুবর্ণলতার পুনঃপ্রবেশ)

সুবর্ণলতা। চুপটী ক'রে শুয়ে আছে, আমি আর ডাকলুম না।

শচীন। আপনি বলুন—।

মৃত্যুঞ্জয়। বছর আট নয় আগেকার কথা। আমি তখন মালদ' জেলায় খুব interiorএ একটা গ্রামে ছিলাম, থানার incharge—মানে Sub-inspector—জায়গাটার একটা অসাধারণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ছিল—। ভদ্রলোকের বসতি খুব কম; জেলে, মালো—এই সব অনেক ছিল। পদ্মার একটা

খাল বেরিয়েছে—তারই ধারে গ্রাম। খালের ওপারে একটা চর; চরের ওদিকটায় খুব খানিকটে জলা জায়গা—বিলের মত; চরটার নাম ছিল—"মহামায়ার চর"। ওদিকে যে বিলটা ছিল, সেখানটায় খুব বড় মাছ পাওয়া যেত। বোধ হয় লক্ষ্য ক'রে থাকবে—আমার খুব ছিপে মাছ ধরার সখ আছে।

শচীন। তা লক্ষ্য ক'রেছি—তারপর?

মৃত্যুঞ্জয়। সখ আজো আছে—সেকালে বেশী ছিল। আমি মাঝে মাঝে নৌকো ক'রে সেই বিলে মাছ ধরতে যেতাম। মাঝে মাঝে খুকী আমার সঙ্গে যেত। খুকী মানে জগদ্ধাত্রী। (স্ত্রীর প্রতি) ওর বয়স তখন কত হবে?

স্বর্ণলতা। ন' বছর আগেকার কথা—ঠিক ন'বছর।

মৃত্যুঞ্জয়। একদিন জগদ্ধাত্রী বায়না ধরলে—আমার সঙ্গে যাবে। সেকালে আমি আবার একটু ভাবুক, কাব্যপ্রিয় ছিলাম—

শচীন। কাব্যপ্রিয় ছিলেন—?

মৃত্যুঞ্জয়। হ্যাঁ—হেম বাঁড়ুয্যের অনেক কবিতা আজও মুখস্থ আছে। মাছও ধ'রতাম, আবার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যও দেখতাম; তাই আমার অভ্যেস ছিল, একা বেরুনো—বুঝলে? সে দিন খুকী সঙ্গে ছিল, আর কেউ নয়। বিলে যাওয়ার আগে আমরা একবার "মহামায়ার চরে" নৌকো থামিয়ে চরে উঠলুম, এমনি একটু বেড়াবার জন্যে—। অনেকটা ফাঁকা জায়গা—লোকজন কেউ নেই,—জায়গাটা বেলে জমি, তরমুজ কি আলুর ফসল খুব ভাল হ'তে পারতো; কিন্তু কেউ সেখানে কোন ফসল করেনা—ওখানকার স্থানীয় লোকের মনে একটা সংস্কার আছে—বলে "পীঠস্থান"—ডাকিনী, হাকিনী, যোগিনী, ভৈরবী নাকি রাত্তিরে গান গায়—জেলেরা শুনেছে!

শচীন। "মহামায়ার চর" সম্বন্ধে এসব কিংবদন্তী আপনি তখন শুনেছিলেন?

মৃত্যুঞ্জয়। কিছু শুনেছিলাম,—সব নয়; আমি হেসে উড়িয়ে দিতাম, বিশ্বাস ক'রতাম না। পরে অনেক কথা শুনি। খুকী সেখানে গিয়ে যেন মেতে উঠলো! এত আনন্দ ওর কখনো দেখিনি—ফুল তোলে, গান গায়, দৌড়িয়ে বেড়ায়; বেশী বড় চর নয়—বন জঙ্গল নেই, বেশ ফাঁকা জায়গা। খুকী বল্লে—"বাবা, আমি এখানে বসি, তুমি নৌকোয় গিয়ে মাছ ধরগে"। আমি বারবার বল্লুম—"তুই একা থাকতে পারবি তো?" ও ব'লে বসলো—"নিশ্চয় পারবো, এ আমার চেনা জায়গা। এখানকার গাছপালার সঙ্গে আমার ভাব যে"।

শচীন। বলেন কি?—এই কথা ব'ল্লে জগদ্ধাত্রী!

মৃত্যুঞ্জয়। ব'ল্লে বই কি!—আমারও দুর্গ্রহ! আমিও ভাবলুম, নৌকোয় না যায়, সে ভাল; যে দুরন্ত মেয়ে—জলেটলে প'ড়ে যাবে! তা থাক্, চরেই ব'সে থাক্। এই না মনে ক'রে জগদ্ধাত্রীকে সেখানে রেখে আমি নৌকোয় ফিরে এলুম। বেশী দূর না গিয়ে নিকটে নৌকো বেঁধে 'চার' ক'রলুম। মাঝে মাঝে মুখ তুলে দেখি, খুকী কি ক'রছে। ও একটা চাঁপা ফুলগাছের গুঁড়ি হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিল—

শচীন। তারপর?

মৃত্যুঞ্জয়। তারপর যা ঘ'টল, সেইটেই হ'চ্ছে আসল কথা। বড় জোর মিনিট পাঁচেক আমি একটু ছিপের দিকে নজর দিয়েছি, মুখ তুলিনি,—তারপর চাঁপা গাছতলার দিকে চেয়ে দেখি, কেউ নেই সেখানে—।

শচীন। বলেন কি? কোথায় গেল!

মৃত্যুঞ্জয়। আমি তো খুকী খুকী ব'লে ডাকতে লাগলুম। কে উত্তর দেবে?—কেউ কোথাও নেই।

শচীন। তারপর?

মৃত্যুঞ্জয়। নৌকো বেয়ে চরে গেলাম; আরো দুইএকখানা নৌকো যাচ্ছিল—তাদের ডাকলুম, আমার খাতিরে তারা এল। সবাই মিলে খুঁজলুম—কোথাও তার চিহ্ন পর্য্যন্ত নেই!

শচীন। বলেন কি, চিহ্ন পর্য্যন্ত নেই! তারপর? পাওয়া গেল কি ক'রে—কতদিন পরে?

মৃত্যুঞ্জয়। বলছি। আমি ফিরে এলাম। উনি সব শুনলেন; প্রথমে কান্না, তারপর মূর্চ্ছা—মেয়েদের যা হ'য়ে থাকে। আমি তো স্তম্ভিত! আমার শোক হ'ল না—আমার হ'ল বিস্ময়!

শচীন। পাওয়া গেল কি ক'রে?

মৃত্যুঞ্জয়। কুড়ি দিন পরে। উনি তখন অনেকটা শান্ত হ'য়েছেন। আমি স্তম্ভিত হওয়া ছেড়ে দিয়েছি, তবে রোজ বিকেলে আমি নিজে একবার করে "মহামায়ার চরে" যেতাম। কুড়ি দিন পরে যখন যাই, নৌকো থেকেই দেখতে পেলাম—জগদ্ধাত্রী যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল, ঠিক সেই-খানে—সেই চাঁপাগাছ ঠেসান দিয়ে ঠিক দাঁড়িয়ে আছে।

শচীন। য়্যাঁ! কুড়ি দিন পরে, ঠিক সেই-ভাবে—সেইখানে!

মৃত্যুঞ্জয়। হ্যাঁ—আমি দেখিছি। সেদিন মাঝি ছিল হারাণ চৌকিদার। সে লোকটাও ব'ললো—"ওই তো খুকী"! নৌকো চরে লাগিয়ে ডাঙায় উঠলাম। খুকী শুধু ব'ল্লে—"চল বাবা, বাড়ী যাই"।

শচীন। আর কিছু ব'ল্লে না?

মৃত্যুঞ্জয়। না—;

শচীন। এতদিন কোথায় ছিল, কি বৃত্তান্ত,—এই কুড়িটে দিনের কথা?

মৃত্যুঞ্জয়। কিছু না! নৌকোয় আরো পাঁচটা কথা কইতে লাগল, যেন কিছুই হয় নি। বাড়ী ফিরে এসে ওর মায়ের সঙ্গেও ঠিক আগেকার মত কথা কইল, হাসল, গান গাইল। ব্যাপারটা কি হয়েছিল জান?

শচীন। কি?

মৃত্যুঞ্জয়। এই কুড়িটা দিনের অস্তিত্ব ওর কাছে একেবারেই ছিল না।

শচীন। আপনারা ওকে সব কথা ব'লেছিলেন?

সুবর্ণলতা। আমি ব'লতে যাচ্ছিলাম, উনি আমায় বারণ ক'রলেন। না ব'লে বোধ হয় ভালই করেছি, বল্লে কি হ'ত—কে জানে

মৃত্যুঞ্জয়। এই ঘটনা! You can explain it in your own way. আচ্ছা, এরকম ঘটনা হ'তে পারে তোমার বিশ্বাস হয়?

শচীন। আমি তো কখনো দেখিও নি, শুনিও নি! আপনাকে তো অবিশ্বাস ক'রতে পাচ্ছিনি! আচ্ছা, আপনি তো সেখানে অনেক দিন ছিলেন,—"মহামায়ার চরে" আর কোনো অলৌকিক ঘটনা আপনি দেখেছিলেন?

মৃত্যুঞ্জয়। না—দেখিনি। তবে পুরোনো কাগজপত্তরে পাওয়া যায়, বহুকাল থেকে জায়গাটার দুর্নাম আছে। ১৮৭৮ সালের একটা রেকর্ড দেখলুম, একদল যাত্রী নৌকো ক'রে যাচ্ছিল—"মহামায়ার চরে" তারা রান্না ক'রে খায় যারা ডাঙায় নেমেছিল, তাদের ভিতর থেকে একটী ছেলে আর নৌকোয় ওঠেনি।

শচীন। কুড়ি দিন পরেও নয়?

মৃত্যুঞ্জয়। আজো নয়!

শচীন। জগদ্ধাত্রী তার ছেলেবেলার অনেক গল্প আমায় ব'লেছে, কিন্তু "মহামায়ার চরে"র কথা তো কোন দিন বলেনি!

সুবর্ণলতা। সেখানকার কোন কথাই ওর মনে নেই। আমারও ওকে মনে করিয়ে দিতে চাইনে।

মৃত্যুঞ্জয়। শুধু, যে ওকে বিয়ে ক'রবে, তাকে ঘটনাটা জানিয়ে রাখা উচিত মনে ক'রে তোমায় আজ আমরা বল্লুম।

সুবর্ণলতা। তুমি এখনো বিবেচনা ক'রে দেখ বাবা—ওকে তুমি বিয়ে ক'রবে কিনা।

মৃত্যুঞ্জয়। আমার কাছে জীবন একটা বাঁধাধরা নিয়মে চলে। তার ব্যতিক্রম মানুষ ঠিক সইতে পারে না। সেইজন্যেই ঘটনাটা তোমায় জানিয়ে রাখলুম। অনেক দিন হ'য়ে গেল—এখন আমার ক্রমেই মনে হ'চ্ছে—perhaps it never happened. আমি অনেক পণ্ডিত লোকের সঙ্গে আলোচনা ক'রেছি, তাঁরা বলেন—মনের খেয়াল!

সুবর্ণলতা। মনের খেয়াল ব'ল্লেই অমনি হ'ল কিনা? কুড়িটে দিন, কুড়িটে রাত—মনের খেয়াল বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে?···তুমি খেয়ে নেও!

মৃত্যুঞ্জয়। চল যাই; শচীন খাবে না?

শচীন। না—আমি তো খেয়ে এসেছি।

মৃত্যুঞ্জয়। ঘটনা শুনলে—এখন তুমি বিবেচনা ক'রে দেখ। কাল সকালে তুমি আমাদের জানিয়ো, ওকে বিয়ে ক'রতে তোমার কোন আপত্তি আছে কিনা!

শচীন। আমি আজই জানিয়ে দিচ্ছি! আপত্তির কথা আমায় কি ব'লছেন? শুধু এই

কারণেই She will be dearer to me for ever all through my life!

মৃত্যুঞ্জয়। Well youngman, I wish you a long happy life of love! (স্ত্রীর প্রতি) চল—।

সুবর্ণলতা। (জনান্তিকে) ইংরিজি ক'রে কি ব'ল্লে?

মৃত্যুঞ্জয়। বাংলায় ওর মোদ্দা কথাটা দাঁড়ায় —"গেধো ভাত খাবি?— না, হাত ধোব কোথায়?" শচীনকে তুমি জান না?—আজ সাত বছর ওকে মানুষ কচ্ছ? (শচীনের প্রতি) ওকে যেন তুমি এ কথা ব'লো না।

শচীন। না—।

মৃত্যুঞ্জয়। তুমি একটু ব'সো—। বিয়ের সম্বন্ধে তারো দু'চার কথা তোমার সঙ্গে আলোচনা ক'রতে চাই।

সুবর্ণলতা। হ্যাঁ—আমরা এই মাসেই বিয়ে দেব—।

[উভয়ের প্রস্থান

শচীন। আশ্চর্য্য ঘটনা—অলৌকিক! অলৌকিক! অসাধারণ নয়, অস্বাভাবিক নয়,— অলৌকিক! আমি কখনো অলৌকিক বিশ্বাস করিনি। বিজ্ঞান অলৌকিক স্বীকার ক'রতে চায় না—সামাজিক মানুষ অলৌকিক বিশ্বাস করে না, হেসে উড়িয়ে দেয়; কিন্তু অলৌকিক আছে, অলৌকিক সুন্দর! মানুষ নিজেই অলৌকিক! ভ্রূণ থেকে আরম্ভ ক'রে তার দেহের মৃত্যু পর্য্যন্ত, তার সমস্ত Physiological development লৌকিক— শুধু কার্য্যকারণের শৃঙ্খলে সীমাবদ্ধ; কিন্তু তার মন তো লৌকিক নয়,—অসীম, বিরাট, আশ্চর্য্য মানব-মন—! আজ আমার অলৌকিক বিশ্বাস ক'রতে ইচ্ছা হ'চ্ছে; জগদ্ধাত্রী অলৌকিক! সে শুধু একটী মেয়ে নয়,—তাকে যতটুকু চিনি, তার চেয়ে বেশী চিনি নে—তাই তাকে ভালবাসি! আকাশের নক্ষত্র, চাঁদ, সূর্য্য, বাহ্য প্রকৃতি, বিরাট সৌর জগৎ—এরাও কি অলৌকিক নয়?—এদের কতটুকু পরিচয় বিজ্ঞান জানে? দিনের আলোয় যা সত্য, রাত্রির অন্ধকারে তা অলৌকিক!

(পা টিপিয়া টিপিয়া জগদ্ধাত্রী আসিল)

জগদ্ধাত্রী। শচীন!

শচীন। জগদ্ধাত্রী!

জগদ্ধাত্রী। হ্যাঁ?—আমি লুকিয়ে এসেছি; মা বাবা জানতে পারেননি!

শচীন। তুমি এখন কেমন আছ?

জগদ্ধাত্রী। খুব ভাল আছি; তুমি কেমন আছ শচীন—শচীন?

শচীন। তুমি আমায় শচীন ব'লে ডাকছ কেন?

জগদ্ধাত্রী। কি ব'লে ডাকব? তোমার নাম তো শচীন—শচীন—!

শচীন। তুমি কি আমায় শচীন ব'লে ডাকতে?

জগদ্ধাত্রী। না! যা ব'লে ডাকতুম—আর তা ব'লতে পারবো না, আমার মুখে আসবে না!

শচীন। কেন?

জগদ্ধাত্রী। জান না?

শচীন। (মৃদু হাসির সহিত) না জানি না!

জগদ্ধাত্রী। সত্যি জান না?—কিছু বুঝতে পারনি?

শচীন। তোমার মুখে শুনতে চাই!

জগদ্ধাত্রী। দুষ্টমি ক'চ্ছ?

শচীন। না, তুমি বল না!

জগদ্ধাত্রী। কাউকে ব'লো না যেন—শচীন, সে কথা ব'লতে নেই। গোপন কথা!

শচীন। আমার কাছেও গোপন ক'রবে?

জগদ্ধাত্রী। না—শুধু তোমাকেই ব'লবো; আমি ভালবাসি, তোমায় ভালবাসি শচীন! তোমায় ভালবাসি, তোমার নাম ভালবাসি; আমি তোমার—আর কারো নয়। আমায় ছেড়ে তুমি কোথাও যেওনা। হয় তো হারিয়ে যাবে—আমি তোমায় খুঁজে পাব না!

শচীন। আমিও তোমায় ভালবাসি! তোমায় ছেড়ে কোথাও যাবন।

জগদ্ধাত্রী। কোথাও যাবে না?

শচীন। না—!

জগদ্ধাত্রী। বিজনদের বাড়ী যাবে না?

শচীন। বিজনদের বাড়ী কেন যাব না?

জগদ্ধাত্রী। না—যেওনা। তুমি যদি যাও, বিজন তোমায় ভালবাসবে—তুমি তাকে ভালবাসবে।

শচীন। বাড়ী গেলেই কি ভালবাসতে হয়?

জগদ্ধাত্রী। তুমি যদি ভালো না বাস, সে ভালবাসবে। তার মনে কষ্ট হবে। তুমি তার সামনে যেওনা।

শচীন। আচ্ছা—যাবনা। তোমার কাছেই থাকব।

জগদ্ধাত্রী। চিরদিন তুমি আমার কাছে থাকবে?

শচীন। হ্যাঁ—চিরদিন তোমার কাছে থাকব?

জগদ্ধাত্রী। বাবা-মা চিরদিন তোমায় আমার কাছে থাকতে দেবেন তো?

শচীন। তাঁরা আমার সঙ্গে তোমার বিয়ে দেবেন।

জগদ্ধাত্রী। তাঁরা বলেছেন—বিয়ে দেবেন?

শচীন। এই মাত্র বল্লেন।

জগদ্ধাত্রী। আমার মনের কথা তাঁরা কেমন ক'রে জানতে পাল্লেন?

শচীন। হয়তো অনুমান করেছেন—কিম্বা না জেনেই ব'লেছেন।

জগদ্ধাত্রী। তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হবে?

শচীন। হ্যাঁ—বিয়ে হবে।

জগদ্ধাত্রী। বিয়ে হ'লে আর তো তোমার নাম ধ'রে ডাকতে পারব না।

শচীন। যতদিন বিয়ে না হয় ততদিন রোজ পাঁচ সাতশ' বার নাম ধ'রে ডেকো—তাহ'লেই পুষিয়ে যাবে।

জগদ্ধাত্রী। না—আমার লজ্জা ক'চ্ছে—নাম ব'লতে লজ্জা ক'চ্ছে। তুমি আমার বর?

শচীন। হ্যাঁ—বর হব।

জগদ্ধাত্রী। আচ্ছা, বিয়ে হ'লে বর-বৌ কেউ কোনদিন কাউকে চোখের আড় করে না?

শচীন। না—; যারা ভালবাসে, তারা কাছে কাছে থাকে,—চোখের আড় করে না।

জগদ্ধাত্রী। আমরা যখন সেখানে যাব, দু'জনে একসঙ্গে যাব। (সহসা [illegible] দেখিল) একটি চমৎকার জায়গা আছে—সুন্দর জায়গা। আমরা সেখানে যাব, তুমি আমায় নিয়ে যাবে?

শচীন। কোথায় সে জায়গাটী আগে বল?

জগদ্ধাত্রী। আমার মনে গাঁথা আছে। আশ্চর্য্য! এতদিন ভুলেছিলাম, একবারও মনে হয় নি। চারিধারে জল আর আকাশ, মাঝখানে ছোট্ট একটী দ্বীপ, নৌকা ক'রে যেতে হয়—জেলেরা গান গায়, চমৎকার গান।

শচীন। গান মনে আছে তোমার?

জগদ্ধাত্রী। না। গান মনে নেই—সুর মনে আছে;

(সুরে) আমি ভাঁটির টানে ভাসিয়ে দিলাম না,
দেখি কোথায় নিয়ে যাবে
আমার নবীন তরণী!

তুমি আমায় সেখানে নিয়ে যাবে?

শচীন। হ্যাঁ—নিয়ে যাবো!

জগদ্ধাত্রী। অনেক নৌকা—নানা রঙের পাল! একটী কনকচাঁপা ফুলের গাছ। ধু ধু ক'রছে জল—আর জল; কত পাখী, কত পদ্মফুল।

শচীন। জায়গাটার নাম আমায় বল? নইলে কেমন করে নিয়ে যাব!

জগদ্ধাত্রী। নামটা মনে আসছে না। মনে হবে—মনে হবে! একটু পরেই মনে হবে! এখনি বাবা মা আসবেন, আমি পালিয়ে যাই। ওঁরা জিজ্ঞাসা ক'ল্লে আমার কথা কিছু ব'লো না। ব'লোনা—যেন।

শচীন। কেন? ব'ল্লে দোষ কি?

জগদ্ধাত্রী। ছিঃ—ওঁরা কি ভাববেন।

(সুবর্ণলতা সহসা প্রবেশ করিলেন)

সুবর্ণলতা। হ্যাঁরে খুকী—তুই এখানে?

জগদ্ধাত্রী। (হঠাৎ ঘোমটা দিয়া) না—আমি এখানে নয়, তোমার কাছে; (কানে কানে) আমি মায়ের কাছে।

সুবর্ণলতা। অবাক কাণ্ড! তুই ঘোমটা দিলি কেন? তোর আবার কাকে লজ্জা।

জগদ্ধাত্রী। (অনাস্তিকে মৃদুস্বরে) যিনি তোমার জামাই হবেন, তাঁকে। শুভদৃষ্টি হয়ে গেছে যে! বাবাকে ব'লোনা যেন! এস—!

সুবর্ণলতা। শচীন,—বাবা, রাত অনেক হ'য়ে গেছে—তুমি শোওগে।

[জগদ্ধাত্রী সুবর্ণলতাকে টানিয়া লইয়া গেল]

দ্বিতীয় অঙ্ক

দৃশ্য—মহামায়ার চর

[উক্ত ঘটনার পর আরো তিন বছর চলিয়া গেছে। ইহার ভিতর নিম্নলিখিত ঘটনাগুলি ঘটিয়াছে। (১) শচীন-জগদ্ধাত্রীর বিবাহ হইয়াছে; (২) তাহাদের একটি ছেলে হইয়াছে; ছেলেটী দিদিমা দাদামহাশয়ের গলার হার, মায়ের নয়নমণি! (৩) শচীন্দ্র কলিকাতায় একটী কলেজে কাজ করিতেছে—এবং সঙ্গে সঙ্গে একটী ঔষধের কারখানা খুলিয়াছে, তাহাতে অল্পস্বল্প লাভও হইতেছে। (৪) এবার পূজার ছুটীতে স্বামী-স্ত্রীতে বেড়াইতে বাহির হইয়াছে। (৫) অনেক জায়গা ঘুরিবার পরে জগদ্ধাত্রীর অনুরোধে "মহামায়ার চর" দেখিতে আসিয়াছে। শচীন্দ্র তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যেন কোন দুর্নিবার আকর্ষণে এখানে আসিয়াছে। চরের ধারে বিলে একখানি নৌকা বাঁধা আছে; তাহাতে একজন মাঝি বসিয়া আছে; জলে কুমুদ কহ্লার আর তীরে কাশফুল ফুটিয়াছে; ঊর্দ্ধে শরতের শুভ্র আকাশ! একখানি নৌকা হইতে ভাটিয়ালি সুরে গান ভাসিয়া আসিতেছে।]

(গানের মধ্যে এক সময় জগদ্ধাত্রী ও শচীন আসিল)

গান

ওরে ও মায়াবিনী
আজ কেন তোর আঁখিভরা জল
কেন চোখদুটী ছল ছল?
উজান বেয়ে চ'লতে হবে—
তরণী চঞ্চল!
এতো নয় সে ভরা ভাদর
মেঘেতে নেই জল—
সোনার বরণ রবির কিরণ,
আকাশে ঝলমল!
মিছে মায়ায় কাঁদিসনে আর,
সময় হ'ল বিদায় নেবার;
ওপারে ওই ত'ন্বী গাছে—
ধ'রবে নূতন ফল!
অচিন গাঙে ভাসবে তরী
করিসনে আর ছল!
হাসি মুখে আসি ব'লে
মোছরে চোখের জল॥

[নৌকা চলিয়া গেল

জগদ্ধাত্রী। কতদিন পরে আবার এ গান শুনলুম! এর সুর আমার প্রাণের ভিতর ছিল। মনে ক'রবার চেষ্টা ক'রতুম, মনে প'ড়তো না—!

শচীন। না—না, এ গান আমার ভাল লাগছে না—বড় উদাস সুর। তুমি জেদ ধ'রলে ব'লে এখানে আসতে হ'ল—! আমার আসবার তেমন ই'চ্ছে ছিল না!

জগদ্ধাত্রী। কেন?—বিয়ের আগে থেকে তুমি আমায় ব'লে আসছ—এখানে আসবো, "মহামায়ার চর" দেখবো, বিলে নৌকা ক'রে বেড়াব, নালফুল তুলবো—।

শচীন। বিজন আর বিজনের বরকে সঙ্গে আনলে বেশ হোত—!

জগদ্ধাত্রী। বিজনের বরের সঙ্গে তোমার আলাপ হ'য়েছে?

শচীন। সেবার এসেছিল—আলাপ হ'ল; বেশ ভদ্রলোক, ভাল গাইয়ে—!

জগদ্ধাত্রী। কি নাম বল দেখি?

শচীন। নন্দগোপাল বাবু—।

জগদ্ধাত্রী। (হাস্য)

শচীন। ও কি?—শুধু শুধু হাসছো কেন?

জগদ্ধাত্রী। 'নন্দগোপাল' নাম শুনলে আমার বড় হাসি পায়! মনে হয়, বেশ নাদুস নুদুস একটি ছেলে "ননী দে—ননী দে" ব'লে হামা দিচ্ছে। (পুনরায় হাসি) ওর বরের নাম নিয়ে বিজনকে আমি খুব ঠাট্টা করি।

শচীন। নন্দবাবু কিন্তু খুব ভাল গান করেন,—যাত্রার দলে ছিলেন কিনা!

জগদ্ধাত্রী। (সহসা যেন নিজের মধ্যে ডুবিয়া গেল) তিন বছর আমাদের বিয়ে হয়েছে?

শচীন। হ্যাঁ—কেন?

জগদ্ধাত্রী। তিন বছর আর ন'বছর—বারো বছর পরে এখানে এলাম। খোকাকে ছেড়ে বাবা-মা যে কেমন ক'রে আছেন!

শচীন। সেই জন্যেই আমার এখানে আসবার ইচ্ছে ছিল না।

জগদ্ধাত্রী। আমি ছাড়তাম কিনা? এবার আমি বাড়ী থেকে প্রতিজ্ঞা করে বেরিয়েছিলাম—"মহামায়ার চর" দেখবোই দেখবো।

শচীন। দেখা তো হ'ল—এখন চল, আর বেশীক্ষণ থাকবো না। খোকা একা ঝিয়ের কাছে রয়েছে। যদি বায়না ধরে?—ঝি কি ভুলিয়ে রাখতে পারবে—?

জগদ্ধাত্রী। তা বটে! না—বেশীক্ষণ থাকা চলবে না। খোকাকে এখানে আনলে বেশ হ'ত—বাবা যেমন আমায় সঙ্গে নিয়ে আসতেন। খোকাকে আনলে আমি তাকে কনকচাঁপার কাছে বসিয়ে দিতাম!

শচীন। কোথায় তোমার কনকচাঁপা?—তুমি তো খুঁজেই পেলেনা! তোমার মনে নেই।

জগদ্ধাত্রী। মনে আছে, মনে আছে; তবে তখন বর্ষাকাল—কূলে কূলে জল! এখন যে অনেক জল স'রে গেছে—। চরের বালি বেরিয়ে পড়েছে—। বর্ষাকাল আর শরৎকাল কি এক, যে দেখেই চিনতে পারব?

শচীন। শীগগিব শীগগির খুঁজে বার কর—তোমার কনকচাঁপার গাছ। বাসায় ফিরে বাড়ীতে টেলিগ্রাম ক'রতে হবে—।

জগদ্ধাত্রী। না—আমরা যে এখানে এসেছি, মা-বাবাকে তা জানতে দেওয়া হবে না। মা-বাবা কেউই—এ জায়গাটা পছন্দ করেন না।

(মনোযোগ দিয়া যেন কি শুনিতে লাগিল)

শচীন। ওকি—কি শুনছ?

জগদ্ধাত্রী। না—আমার হঠাৎ যেন মনে হ'ল, খোকা কেঁদে উঠল! ওকে সঙ্গে আনলেই হ'ত। দেখি—আর একটু খুঁজে দেখি, চাঁপার সঙ্গে দেখা ক'রে তাকে দু'টো কথা ব'লেই চ'লে যাব।

শচীন। চাঁপার সঙ্গে কথা ব'লবে?

জগদ্ধাত্রী। ব'লবো না?—তবে আর খুঁজছি কেন? আমার সঙ্গে ভাব কিনা! আরে—এইতো, গাছতলায় দাঁড়িয়ে আছি, দেখতেই পাইনি!

শচীন। সত্যিই তো, কনকচাঁপা গাছই বটে! এতক্ষণ নজরে পড়েনি। নেও, তোমার চাঁপাকে কি ব'লবার আছে—বল।

জগদ্ধাত্রী। চাঁপাফুল, তোমার কাণে কাণে একটা কথা ব'লবো। দেখ দেখ—মজা দেখ!

শচীন। কি?

জগদ্ধাত্রী। আমার আঁচল ধ'রে টানছে—আমায় ধ'রে রাখতে চায়। তোমায় বিয়ে ক'রেছি ব'লে তোমার উপর রাগ!

শচীন। আমার উপর রাগ! বাস্তবিক, অনেক ছেলেমানুষ দেখিছি, তোমার মত ঠিক এরকম ছেলেমানুষ আর একটাও দেখিনি!

জগদ্ধাত্রী। আমি ছেলেমানুষ! তুমি যে বিশ্বাস করনা। সত্যি?—ওদের প্রাণ আছে, অনুভূতি আছে, ওরা কথা কয়, গান গায়। তুমি যদি বুঝতে না পার, সে দোষ কি কনকচাঁপার? কেন?—তুমিই তো সেদিন ব'লছিলে?

শচীন। কি ব'লছিলাম?

জগদ্ধাত্রী। প্রোফেসর জগদীশ বসু ব'লেছেন—গাছের প্রাণ আছে, সুখ-দুঃখবোধ আছে।

শচীন। না—আমারই ভুল হয়ে গেছে! তা—তুমি তোমার কনকচাঁপাকে একখানা গান শুনিয়ে দাও। ওই শোন, চাঁপা তোমায় গাইতে ব'লছে—।

জগদ্ধাত্রী। গান শুনবে? সত্যি—মাইরি ব'লছি, আমায় ব'ল্লে,—গান গাও! আচ্ছা, গাইছি—।

গান

চোখে আমার ভাল লাগেরে—
(আমার) কনক চাঁপার সোনার বরণ ফুল—।
কাণে আমার ভেসে আসেরে—
মধুর সুরে তান ধরেছে পাপিয়া বুলবুল!

তুমি কাছে এস, মনের কথা কইবো কাণে কাণে,
নদীর জলে ঢেউ লেগেছে
কি গভীর কলতানে!
ছলাৎ, ছলাৎ, ছল্, ছল্, ছল্—
গান গেয়ে যায় ওই কালো জল!
জোয়ার জলে ডুবিয়ে দিল
তীরের তরুমূল॥

শচীন। জিজ্ঞাসা ক'রে দেখ—তোমার কনক-বরণী চাঁপা কি বলেন? গান কেমন লাগল?

জগদ্ধাত্রী। (যেন কি শুনিয়া হাসিল)

শচীন। হাসছ কেন?

জগদ্ধাত্রী। ব'লছে, তোমার বরের গান শুনবো। বিয়ের সময় আমায় তো নেমতন্ন করনি—বাসর জাগিনি! সত্যি, এইবার তুমি গাও; গাও?—শুনতে চাইছে!

শচীন। কি গাইব? কালোয়াতি? সুরট্-মল্লার গাইব, না পঞ্চম-সোয়ারি গাইব?

জগদ্ধাত্রী। না—'বাসর ঘরে' যে গানখানা গেয়েছিলে, সেই গানখানা গাও।

শচীন। 'বাসর ঘরে' আমি গেয়েছিলাম নাকি?

জগদ্ধাত্রী। গাওনি?

শচীন। তুমি তাহ'লে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে শুনেছিলে! যাক—তোমার চাঁপা-সইকে আর কি কি ব'লবে, বলে নাও। আমার বড় খিদে পেয়েছে!

জগদ্ধাত্রী। নৌকোয় তো খাবার আছে, মাঝিকে আনতে বলনা।

শচীন। যে তোমার দেশের মাঝি, ওকে ডাকতে আমার ভরসা হয় না!

জগদ্ধাত্রী। ও বুঝি আমার দেশের মাঝি?

শচীন। যার দেশেরই হোক, ওর মেজাজটি ঠিক মাঝির মত নয়!

জগদ্ধাত্রী। তুমি ডাকই না! আমি একটু চাঁপার সঙ্গে কথা কই। দেখ চাঁপা, তুমি প্রায় তেমনটিই আছ; আমি কিন্তু আর সেই ছোট মেয়েটী নেই। আমি কত বড় হ'য়েছি! আমার কর্ত্তাটিকে দেখলে তো? আমার আর একটি জিনিস আছে—আমার খোকন। তোমার ফুলের মতন সোনার রঙ! তাকে ভুল ক'রে ওপারে রেখে এসেছি। তার নাম অতুল। সঙ্গে আনলে দেখতে পেতে; কাল যদি এখানে থাকি, নিয়ে আসবো। তোমার ফুল নিয়ে যাব—আমার বরকে দেব, খোকার দুই হাতে দেব,—আর আমার খোঁপায় প'রব। এতদিন কেন আসিনি জিজ্ঞাসা ক'রছ? মা, বাবা আসতে দেননি। তোমার এ চর, এ বিল তাঁরা ভালবাসেন না। এখন আমরা বড় হ'য়েছি কিনা—আমরা নিজেরাই এসেছি। বাবা আগের চেয়ে অনেক বুড়ো হ'য়েছেন। হঠাৎ দেখলে তুমি চিনতে পারবে না—অর্দ্ধেকের বেশী চুল পেকে গেছে! যাকে তো তুমি চেনই না, যাও তোমায় চেনেন না।

শচীন। আরো সব জরুরী কথা আছে—তোমার চাঁপাকে বল না?

জগদ্ধাত্রী। কি জরুরী কথা?

শচীন। এই যেমন ছেলের ভাতের সময় নেমন্তন্ন করতে পারিনি, পৈতের সময় নিতে আসবো—যেতে হবে কিন্তু! বল,—এখনো আমরা নিজেদের বাড়ী ক'রতে পারিনি, বাপের বাড়ীতেই আছি। বল—তোমার স্বামী রোজ সকাল বেলা ব্যারাকপুর ষ্টেশন থেকে "ডেলি প্যাসেঞ্জার", "বঙ্গবাসী কলেজে" কেমিষ্ট্রির প্রফেসর। আজো মাইনে বাড়িনি। তোমার নামে একটা তেল বার করে পেটেণ্ট ক'রবার ইচ্ছে আছে—"কনকচাঁপা" জগদ্বিখ্যাত কেশতৈল, ছোট শিশি ॥৵০—বড় বোতল ১৷৵১০ দাম।

জগদ্ধাত্রী। সত্যি "কনকচাঁপা কেশতৈল", বড় ভাল নাম হবে। তেলের রঙটী ঠিক এই রকম হওয়া চাই কিন্তু।—আচ্ছা আমি জিজ্ঞাসা ক'রে দেখি, ওর আপত্তি আছে কিনা!

শচীন। উঃ—পাগল কি আর গাছে ফলে? (উচ্চৈঃস্বরে) এই মাঝি—মাঝি!

মাঝি। (নেপথ্যে) কি বাবু!

শচীন। তোমকো ডাকতা, ক্যা নাম হ্যায়? হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমকো ডাকতা হ্যায়—হামকো নৌকোকো মাঝি। ইধার আও!

(মাঝি দ্বিজবর নৌকা হইতে নামিয়া আসিল)

শচীন। হামরা কথা বুঝতে পারতা হ্যায়?

দ্বিজবর। আমি বাঙালী। হিন্দিতে কথা কইছেন কেন।

শচীন। তুমি বাঙালী? He disappoints me. I took a chance of talking bit of Hindusthani.

দ্বিজবর। You need not sir—আমরা দু'জনেই বাঙালী।

শচীন। My God! তুমি ইংরিজিও জান নাকি?

দ্বিজবর। একটু একটু জানি স্যর!

শচীন। যাকগে—তুমি এক কাজ কর, নৌকা থেকে আমাদের খাবারের পাত্রটা আনতে পার?

দ্বিজবর। আনতে পারি; কিন্তু আমার আনা উচিত হবে কি?

শচীন। কেন—উচিত হবে না কেন?

দ্বিজবর। মাঠাকরুণ আমার ছোঁওয়া খাবার খাবেন?

শচীন। তাই ত! হ্যাঁগা? কি বল—ওর ছোঁওয়া খাবার খাবে?

জগদ্ধাত্রী। তোমরা কি জাত বাবা?

দ্বিজবর। আমরা ক্ষত্রিয়।

শচীন। 'ক্ষত্রিয়'!—তার মানে তোমরা যুদ্ধ কর?

দ্বিজবর। আমার পূর্ব্বপুরুষেরা যুদ্ধ ক'রতেন বটে; আমাদের যুদ্ধ করার দরকার হয় না।

শচীন। যুদ্ধ করা দরকার হয় না? কি করা দরকার হয়? তোমাদের জাত-ব্যবসা কি?

দ্বিজবর। এখন আমরা জাল বুনি, মাছ ধরি, আর নৌকো চালাই।

শচীন। জেলে?

দ্বিজবর। আমরা রাজবংশী।

শচীন। তাই বলুনা বেটা—রাজবংশী জেলে; তা না ক্ষত্রিয়! অতো ঘটা ক'রবার কি দরকার ছিল বাবা!

দ্বিজবর। আপনি আমায় বেটা ব'ল্লেন! আমি আপনার কোন অসম্মান করিনি, আপনি জাত তুলে গালাগালি দিলেন। আপনার ব্যবহার ঠিক ভদ্র-ব্যবহার নয়—যদিচ, আপনাকে দেখতে ভদ্র-লোকের মত!

জগদ্ধাত্রী। আমি তো তোমায় বাবা ব'লে ডাকছি—দ্বিজবর!

দ্বিজবর। আপনি যথার্থ ভদ্রমহিলা!

জগদ্ধাত্রী। তুমি খাবার নিয়ে এস, আমি তোমার ছোঁওয়া খাবার খাবো।

দ্বিজবর। এখানে আপনি খেতে পারেন আমার ছোঁওয়া; এ জায়গাটার নাম "মহামায়ার চর"—মা-কালীর স্থান, পবিত্র তীর্থ! এখানে জাতের বিচার নেই। আচ্ছা—আমি নিয়ে আসছি মা!

[প্রস্থান

শচীন। বেটা আমায় একেবারে অভদ্র বানিয়ে দিলে যে! তুমি একটু সুপারিশ কর।

জগদ্ধাত্রী। তা তুমি ওর সঙ্গে একটু ভাল ক'রে কথা কইলে পারতে?

শচীন। পারতাম তো! পারিনি! গেরো আর কি! বেটা যে "দ্বিতীয় ভাগে"র ভাষায় কথা কইছে—মা-কালীর স্থান, পবিত্র তীর্থ! বিদ্যে-বাগীশ মশায় মাঝির ছদ্মবেশে এসেছেন, কেমন ক'রে বুঝবো বল? যাই হোক, তোমার উপর খুব খুশী দেখছি। বোধ হয়, মনে মনে 'লভে' প'ড়েছে!

জগদ্ধাত্রী। 'লভে' প'লে বুঝি লোকে মা ব'লে ডাকে? খুব বুদ্ধি তো!

শচীন। ঠিক জানা নেই। ওই মাঝি আসছেন, আমি গম্ভীর হ'লাম।

জগদ্ধাত্রী। আর কখন ওর কাছে ছ্যাবলামো ক'রো না যেন।

(দ্বিজবর খাবার লইয়া পুনরায় প্রবেশ করিল)

দ্বিজবর। এই নিন, আপনাদের খাবার।

জগদ্ধাত্রী। এই নাও, তোমার খিদে লেগেছে ব'লছিলে—খাবার খাও!

শচীন। বাঃ রে—তুমি খাবে না?

জগদ্ধাত্রী। তুমি খাওনা। আমার জন্যে ভাবতে হবে না।

শচীন। তুমি খাবেনা—আর আমি খাব? সে হয় না—।

জগদ্ধাত্রী। আমি কোনদিন তোমার সামনে খাই ?

শচীন। "আতুরে নিয়মো নাস্তি"।

জগদ্ধাত্রী। (জনান্তিকে) তোমরা নৌকোয় গিয়ে ব'সলে, আমি সেই ফাঁকে খেয়ে নেব'খন। দ্বিজবর, তুমি কিছু খাও বাবা!

দ্বিজবর। না মা, থাক্।

জগদ্ধাত্রী। কেন—থাকবে কেন? এই নাও!

দ্বিজবর। খুব ঘনিষ্ঠতা না থাকলে ভদ্রমহিলার সামনে খাওয়া উচিত নয়। আপনার স্বামীর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়নি—আপনারা আমার নৌকো ভাড়া নিয়েছেন, আমায় নিমন্ত্রণ করেন নি তো!

জগদ্ধাত্রী। আচ্ছা—ওঁর সঙ্গে আমি তোমার পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। উনি আমার স্বামী; (স্বামীর প্রতি) তুমি ওকে খেতে বল।

শচীন। কিছু খাওনা—ওহে?

দ্বিজবর। ওভাবে অনুরোধ ক'রলে কেউ খায়না স্যর!

জগদ্ধাত্রী। আমি অনুরোধ ক'চ্ছি, তুমি আমার খাতিরে খাও।

দ্বিজবর। আচ্ছা—দিন!

শচীন। He seems to be my rival in love, I see!

দ্বিজবর। Certainly not, this is ungentlemanly I tell you sir! I am a boat-man by profession, but a gentleman at heart.

শচীন। Please excuse me, really I am sorry!

দ্বিজবর। Never mind sir! তবে প্রতি মানুষেরই তার মাতৃভাষায় কথা কওয়া উচিত।

শচীন। ঠিক কথা! দেখুন, দ্বিজবরবাবু!

দ্বিজবর। কথাটা আপনার মুখে ঠাট্টার মত শোনাচ্ছে। আপনি আমায় 'বাবু' ব'লবেন না। আমি আপনার সমকক্ষও নই, আপনার নীচেও নই।

শচীন। আপনি আর কি করেন?

দ্বিজবর। 'আপনি' ব'লবারও দরকার নেই। আমি এবার এম-এ পরীক্ষা দেব; "ফিজ" এর টাকা যোগাড় ক'রবার জন্যে ছুটীর সময় জাতব্যবসা করি।

শচীন। My God! You are a wonderful boy. কিসে এম-এ দেবে?

দ্বিজবর। ফিলসফিতে—।

জগদ্ধাত্রী। তোমার বাবা কি করেন? তিনিও লেখাপড়া জানেন?

দ্বিজবর। আমাদের জাত-ব্যবসা মাছধরা আর চাষবাস করা। বাবা আগে লেখাপড়া জানতেন না; আমার কলেজে পড়ার সময় থেকে পড়া আরম্ভ ক'রলেন,—গত বছর এণ্ট্রান্স পাশ ক'রেছেন। আমিই বাবাকে পড়াই।

শচীন। তোমার বাবা ছেলের কাছে পড়েন! খুব সুবোধ বাবা তো! তা তোমার বাবার বয়স এখন কত?

দ্বিজবর। পঞ্চাশ—।

শচীন। তুমি এম-এ পাশ ক'রে কি ক'রবে? —চাকরী?

দ্বিজবর। না—আমার রাজবংশী ক্ষত্রিয়, আমাদের চাকরী ক'রতে নেই। আমি জাতব্যবসাই ক'রবো। তবে রাত্রে স্কুল ক'রবো, আমার জাত-ভাইদের পড়াবো।

শচীন। You are a great man—I see!

দ্বিজবর। না। আমাদের জাতের ছেলেরা লেখাপড়া শেখেনা; তাই আমাদের ভিতর কুসংস্কার খুব বেশী, জীবন-যাপনপ্রণালী অত্যন্ত দরিদ্র আর অস্বাস্থ্যকর। আমি আমাদের অবস্থার পরিবর্ত্তন ক'রতে চাই।

শচীন। তুমি আমার চেয়ে বেশী ভদ্রলোক। কিন্তু যারা কায়িক পরিশ্রম ক'রে জীবিকা অর্জ্জন করে, তাদের জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাইয়ে কাজটি ভাল ক'রবে কি?

দ্বিজবর। "যদ্‌বিধের্মনসি স্থিতম্"—দেখাই যাকনা, কি ফল হয়!

জগদ্ধাত্রী। তোমার বিয়ে হ'য়েছে?

দ্বিজবর। না—আমি বিয়ে ক'রবো না।

জগদ্ধাত্রী। বিয়ে ক'রবে না কেন?

দ্বিজবর। আমাদের জাতে ভাল সুন্দরী সুশিক্ষিতা মেয়ে নেই। একটা পুরো "জেনারেশন"

স্ত্রীশিক্ষা দিতে হবে; তবে ভাল মেয়ে পাওয়া যাবে—

শচীন। তারপর বিয়ে ক'রবে?

দ্বিজবর। তখন আর বিয়ে ক'রবার বয়স আমার থাকবে না। আমি বৃদ্ধ হ'য়ে প'ড়বো।

জগদ্ধাত্রী। যদি ভাল সুন্দরী শিক্ষিতা মেয়ে পাও?—বিয়ে ক'রবে?

দ্বিজবর। আমাদের জাতে তেমন মেয়ে পাওয়া যাবে মনে করা আর আকাশ-কুসুমের কল্পনা করা, একই কথা।

শচীন। কোন ভদ্রঘরের মেয়েকে বিয়ে কর না কেন?

দ্বিজবর। আমি অসবর্ণ বিবাহের পক্ষপাতী নই!

শচনী। ওঃ—তুমি নিশ্চয়ই এক সময় ভালবেসেছিলে;—কি বল?

দ্বিজবর। আপনার অনুমান সত্য।

শচীন। খুব সুন্দরী?

দ্বিজবর। এই চাঁপাফুলের মতই তার গায়ের রঙ।

শচীন। সে তোমায় ভালবাসতো না?

দ্বিজবর। আমি জানতে চাইনি; লোকে যেমন আকাশের বিদ্যুৎকে ভালবাসে, আমি তেমনি ভালবাসি—।

শচীন। You are a terribly romantic fellow। আকাশের বিদ্যুৎকে কেউ ভালবাসে নাকি? কে জানে বাবা—।

দ্বিজবর। আমি নৌকায় গিয়ে বসি বাবু—

জগদ্ধাত্রী। না—না; তুমি বস, এখানে বস। তোমার কথা আমাদের বেশ ভাল লাগছে।

দ্বিজবর। আমি এখানে ব'সবো না—।

শচীন। ব'সবে না কেন?

দ্বিজবর। এ "মহামায়ার চর"—এখানে কেউ আসেনা। এলেও এখানে ব'সতে নেই।

শচীন। তুমি এম-এ প'ড়ছ, এ সব কুসংস্কার তোমার আছে?

দ্বিজবর। এটা কুসংস্কার নয়,—এর ইতিহাস আছে, কিংবদন্তী আছে। এ চর সব সময় এক জায়গায় থাকে না—।

শচীন। বটে? জাহাজের মত চলাফেরা ক'রে বেড়ায় বুঝি!

দ্বিজবর। হ্যাঁ—।

জগদ্ধাত্রী। কোথায় যায়?

দ্বিজবর। আমি জানি না—।

শচীন। লোকে বলে—এখানে ডাকিনী, হাকিনী, যোগিনী, ভৈরবী রাত্রে গান গায়।

দ্বিজবর। আমিও শুনেছি, গান গায়—।

শচীন। তুমি গান শুনেছ?

দ্বিজবর। না, আমি নিজে শুনিনি—।

জগদ্ধাত্রী। যে শুনেছে, এমন লোকিকে দেখেছ?

দ্বিজবর। না—কিংবদন্তী আছে।

শচীন। কিংবদন্তী কি সত্য?

দ্বিজবর। কিংবদন্তী 'কিংবদন্তী'—দৈনন্দিন সত্যমিথ্যার তালিকায় কিংবদন্তীর স্থান নেই!

শচীন। তুমি বিশ্বাস কর?

দ্বিজবর। অবিশ্বাস করিনে—।

শচীন। বিশ্বাস কর কিনা? I ask yon as an educated young man, do you believe the stories?

দ্বিজবর। আমি যখন কলেজে পড়তে যাই, তখন বিশ্বাস করিনে; যখন এখানে মাছ ধরি, নৌকো বাই,—তখন বিশ্বাস করি।

জগদ্ধাত্রী। তুমি বড় চমৎকার মানুষ! তোমার কথা আমার ভাল লাগছে।

শচীন। তুমি যখন কলেজে পড়, তখন তুমি এক মানুষ—আর তুমি যখন নৌকা চালাও, তখন তুমি অন্য মানুষ? তোমার মধ্যে দু'টো মানুষ আছে নাকি?

দ্বিজবর। সব মানুষই সারা জীবন এক মানুষ থাকেনা, বদলায়। আমার মধ্যে বহু মানুষ আছে।...আমি তন্ত্র পড়ছি,—আশা ক'রছি, একদিন "মহামায়ার চরের" রহস্য জানতে পারবো।

শচীন। সর্ব্বনাশ! তুমি তন্ত্র পড়েছ! কতগুলো তন্ত্র প'ড়েছ?

দ্বিজবর। অনেক তন্ত্র পড়েছি, প্রায় সব—।

শচীন। কি সর্ব্বনাশ! (স্ত্রীর প্রতি) চাল দিচ্ছে নাকি?

দ্বিজবর। না। তবে শুধু প'ড়ে কিছু হয় না—"শাস্ত্রাণ্যধীত্যাপি ভবন্তি মূর্খাঃ, যস্ত ক্রিয়াবান্ পুরুষঃ স বিদ্বান্" !

জগদ্ধাত্রী। তুমি এই চর সম্বন্ধে দুই একটা গল্প আমায় বল, আমার শুনতে ইচ্ছে হচ্ছে !

দ্বিজবর। শুনবেন না, প্রলোভন দমন করুন।

জগদ্ধাত্রী। না—তুমি বল !

দ্বিজবর। আপনার যেরূপ অভিরুচি—।

শচীন। না—তুমি ব'লোনা; চল, আমরা ওপারে যাই !

জগদ্ধাত্রী। (স্বামীর প্রতি) না-না—তুমি বলো, তোমার পায়ে পড়ি। বল দ্বিজবর !

শচীন। বেশতো। ও তো আমাদের সঙ্গেই যাচ্ছে, নৌকায় উঠে গল্প শুনবে। ওঠ ওঠ, চল—।

জগদ্ধাত্রী। না—আমি এইখানে বসেই শুন্‌বো।

দ্বিজবর। আমিও এইখানে দাঁড়িয়ে ব'লবো। এখান থেকে চলে গেলে এর গাম্ভীর্য্য থাকে না, আমার বিশ্বাস কমে যায়, সংশয় আসে।

শচীন। আচ্ছা, বল বাবা বল !

দ্বিজবর। এই "মহামায়ার চর"—বড় ভয়ানক জায়গা ! এর আকর্ষণ প্রচণ্ড, অদৃষ্টের আকর্ষণের মত, বাধা দেওয়া যায়না।

শচীন। অত সাধু ভাষা চালিয়োনা বাবা—আমার ভয় ক'চ্ছে। একটু সোজা কথায় বল—।

দ্বিজবর। আপনি ঠাট্টা ক'রছেন—কিন্তু কথাটা আদৌ সোজা নয়, এখানে সত্যই ডাকিনী, তাল-বেতাল গান গায়, মহামায়া নৃত্য করেন !

শচীন। কেউ দেখেছে ? কেউ শুনেছে ?

দ্বিজবর। এ মহাসাধকের সিদ্ধপীঠ ! সাধক সে গান শোনেন, আর কেউ শুনতে পায় না বাবু—।

শচীন। সাধকের কথা ছেড়ে দাও, সোজা-সাপ্টা মানুষের কথা বল। আর একটু সরল ভাষায় বল, "সীতার বনবাস" চালিয়ো না !

দ্বিজবর। জগতে এত জটিল পদার্থ আছে বাবু, তাদের সব সরল হবার নয়—তারা জটিলই থাকে। তাই তাদের পরিচয় নিতে হ'লে জটিল ভাষারও প্রয়োজন হয়।

শচীন। আচ্ছা, বল—।

দ্বিজবর। সন্ধ্যেবেলা এখানে অনেক পাখী আসে; জনশ্রুতি, তারা ওই গান শুনবার লোভেই আসে।

শচীন। কোন মানুষ সে গান কখনো শুনেছে ?

দ্বিজবর। যারা শোনে, তারা এইখানেই থাকে—এখান থেকে ফিরে যায় না।

শচীন। এ-রকম ঘটনার কোন ইতিহাস আছে ? কিংবদন্তী নয়—ইতিহাস ?

দ্বিজবর। দু'টি ঘটনা ঘটেছিল। একটী ঘটনা ঘটে—আমি তখন জন্মায়নি, ইংরিজি আটাত্তর সালে। একটি পরিবার নৌকো ক'রে যাচ্ছিল। তারা চরে নামে; তাদের ভিতর একটি ছেলে আর নৌকোয় ওঠেনি—তাকে পাওয়া যায়নি।

শচীন। ওঃ—!

জগদ্ধাত্রী। তুমি এ ঘটনা জানো নাকি ?

দ্বিজবর। না—আমি কেমন ক'রে জানব ? আমি তখনো জন্মাইনি।

শচীন। এমনো তো হ'তে পারে, ছেলেটী জলে প'ড়ে যায় !

দ্বিজবর। হ'তে পারে, কিন্তু কেউ তাকে জলে প'ড়ে যেতে দেখেনি। আমি যখন কলেজে যাই, তখন মনে হয় ছেলেটী জলেই ডুবে গেছে; আবার যখন এখানে নৌকো বাই, তখন মনে হয়,—সে এই চরেই আছে !

শচীন॥ চরে কেমন ক'রে থাকবে ?

দ্বিজবর। তা আমি জানিনে। শুনেছি, ভৈরবী যোগিনীরা তাদের লুকিয়ে রেখে দেয়—উড়িয়ে নিয়ে যায়; আবার এখানে নিয়ে এসে তাদের সঙ্গে খেলা করে।

শচীন। অদৃষ্ট যেমন মানবশিশুকে নিয়ে জন্ম-মৃত্যুর দোলায় দুলিয়ে ঘুম পাড়ায়, জাগায়, খেলা করে—তেমনি !

দ্বিজবর। চমৎকার উপমা ! আর একটী ঘটনা ঘটেছিল—তখন আমার বয়স এগার-বার,—আমার বেশ মনে আছে। আপনাদের মত একজন বাঙালীবাবু চাকরী উপলক্ষ্যে এখানে কিছুা ছিলেন—।

শচীন। যাক গে—আর ওসব কথায় দরকার নেই। চল, নৌকোয় উঠি—।

জগদ্ধাত্রী। না-না—দ্বিজবর, তুমি বল.

শচীন। না, আর ব'লতে হবে না। দুইই সমান পাগল!

জগদ্ধাত্রী। না, ব'লতে হবে। আজ তুমি কেবল আমায় বাধা দিচ্ছ কেন বল তো? তুমি তো এ রকম অবাধ্য ছিলে না—! আর পছন্দ হ'চ্ছে না নাকি?

দ্বিজবর। আমার সামনে বাবুকে একথা বলা আপনার উচিত হ'ল না মা! আপনার মত মহিলার উপযুক্ত নয়।

জগদ্ধাত্রী। (লজ্জিত হইয়া মুখ নীচু করিলেন)

শচীন। (স্ত্রীর প্রতি) কেমন জব্দ! এতক্ষণে আমার মনে একটু শান্তি হ'ল। বেঁচে থাক দ্বিজবর!

দ্বিজবর। আপনারা স্বামীস্ত্রী দু'জন দু'জনকে বড্ড বেশী ভালবাসেন.

শচীন। হ্যাঁ—তা একটু বাসি। তুমি ঠিক ধরেছ তো ছোকরা? আর ধরবে নাই বা কেন?—তুমি নিজে একজন হতাশ প্রেমিক কিনা!

দ্বিজবর। কিন্তু, এত ভালবাসা ভাল নয়—।

জগদ্ধাত্রী। (প্রাণে ব্যথা পাইয়া) ভাল নয়! কেন—ভাল নয় কেন?

দ্বিজবর। দেবতারা মানুষকে নিয়ে খেলা করেন; মানুষ খুব সুখে আছে দেখলে দেবতাদের চোখে ভালো লাগে না। মানুষের প্রাণ নিয়ে দেবতাদের খেলা, শাস্ত্রে বলে লীলা!

জগদ্ধাত্রী। তুমি সেই বাঙালী বাবুটির কথা বল—যিনি চাকরী উপলক্ষ্যে এখানে ছিলেন।

শচীন। আমার কথা শোন দ্বিজু, আর গল্প ব'লো না—অনেক ব'লেছ। (স্ত্রীর প্রতি) ওঠ, ওঠ—।

জগদ্ধাত্রী। তুমি বুঝতে পাচ্ছ না—আমি কেন জিজ্ঞাসা কচ্ছি?

শচীন। আমি বুঝতে পারি আর নাই পারি, তাতে কিছু যায় আসে না। আমি তোমায় নিষেধ ক' দিচ্ছি দ্বিজু!

দ্বিজবর। আমি যখন আরম্ভ ক'রেছি—আমায় ব'লতেই হবে। "মহামায়ার চরে" যা আরম্ভ করা যায়—তা শেষ ক'রতেই হয়।

শচীন। চুলোয় যাক তোমার "মহামায়ার চর"!

দ্বিজবর। (অত্যন্ত শঙ্কিত হইয়া) ছিঃ ছিঃ বাবু—অমন কথা মুখে আনবেন না! হে মা শ্মশানকালী, বাবুর অজ্ঞতা মার্জ্জনা কর মা! অপরাধ নিয়োনা মা, অপরাধ নিয়োনা! (কপালে হাত ঠেকাইয়া প্রণাম করিল, প্রার্থনা করিল।)

দ্বিজবর। শোন মা, সেই বাঙালী বাবুটির একটি মেয়ে ছিল—!

জগদ্ধাত্রী। মেয়ে ছিল?

দ্বিজবর। হ্যাঁ, একটী মেয়ে ছিল—! মেয়েটীর বয়স তখন আট-ন'বছর; আমি তাঁকে অনেক দিন দেখেছি—সে চেহারা ছবির মত। আমার মনে গাঁথা আছে।

শচীন। তারপর—? তুমি তাকে ভালবাসতে?

দ্বিজবর। আপনার অনুমান মিথ্যা নয়। সেই বাবুটী মেয়েটীকে সঙ্গে নিয়ে প্রায়ই এখানে মাছ ধ'রতে আসতেন।

জগদ্ধাত্রী। শুনছ?—আমিও তো আমার বাবার সঙ্গে এখানে আসতুম!

শচীন। আর কোন বাঙালী বাবুতো চাকরী করেনি,—আর মেয়েও তাদের কারো ছিল না! এখানে যা কিছু ঘটনা ঘটেছে, তোমাকে আর তোমার বাবাকে নিয়ে—rubbish!

দ্বিজবর। না—আরো অনেক বাঙালী এসেছেন; তাতে কিছু যায় আসে না। একদিন তিনি মেয়েটীকে এইখানে এই চাঁপাগাছের কাছে দাঁড় করিয়ে মাছ ধ'রতে নৌকোয় যান; এমন সময়—

জগদ্ধাত্রী। এমন সময়—কি হ'ল?

দ্বিজবর। কি হ'ল, তা জানিনে; কিন্তু একটু পরে বাবুটী মুখ তুলে দেখলেন, মেয়েটী সেখানে আর নেই!

শচীন। বল?—তুমিই সেই মেয়েটি?

জগদ্ধাত্রী। (হাসিয়া) না—আমি আর কি ক'রে হব? আমি তো আছি। তারপর কি হ'ল? মেয়েটীকে আর পাওয়া গেল না?

দ্বিজবর। শুনেছি, কুড়ি দিন পরে পাওয়া গিয়েছিল।

জগদ্ধাত্রী। পাওয়া গিয়েছিল!

দ্বিজবর। হ্যাঁ, কুড়ি দিন পরে—।

জগদ্ধাত্রী। (ব্যাকুল আত্মপ্রশ্ন) কুড়িদিন পরে, কুড়িদিন পরে, কুড়িদিন পরে? এ কুড়ি-দিনের কোন স্মৃতি তাঁর ছিল?

দ্বিজবর। আমি শুনেছি, ছিল না; কিন্তু, ছিল কি ছিল না—তিনি ছাড়া আর কে জানবে?

জগদ্ধাত্রী। আচ্ছা, সেই মেয়েটী ভৈরবীর গান শুনেছিল ব'লে তোমার মনে হয়?

দ্বিজবর। আমার মনে হয়, শুনেছিলেন। আমি তো আপনাকে ব'লছি, সবাই শুনতে পায় না। জনশ্রুতি, যারা গান শুনতে চায়—তারাই শুধু গান শোনে!

শচীন। কি রকম?

দ্বিজবর। এমনও হ'তে পারে, এখনই এখানে গান হ'চ্ছে—আমরা কেউ শুনতে পাচ্ছিনে। হয়তো আমি শুনলাম, আর এখানে রইলাম; আপনারা শুনতে পেলেন না—চলে গেলেন!

শচীন। তুমি যেন কোনদিন শুনতে চেওনা দ্বিজবর, তোমার "নাইট স্কুলটী" মাটি হবে!

দ্বিজবর। আপনার এইভাবে বিদ্রূপ করাটা আমার ভাল লাগছে না বাবু! যাক্, আমার গল্প শেষ হয়েছে—এখন আমি নৌকোয় যাই। দরকার হ'লে আমায় ডাকবেন। দেখুন, মানুষের বুদ্ধি খুব বড় বটে, কিন্তু বুদ্ধিই সর্ব্বস্ব নয়!

শচীন। আমার কথায় রাগ ক'রোনা দ্বিজু, আমরা সহুরে বাবু কিনা—কিছুই বিশ্বাস করি নে!

দ্বিজবর। সহসা বিশ্বাস ক'রবেন না, সহসা অবিশ্বাসও ক'রবেন না—। মা শ্মশানকালী আপনাদের রক্ষা করুন। এখানে বেশীক্ষণ না থাকাই ভাল, থাকবেন না।

[দ্বিজবরের প্রস্থান

শচীন। না—আমরা আর বেশীক্ষণ থাকবো না, চল। তুমি তখন কিছু খাওনি, খেয়ে নাও—একটা রসগোল্লা খাও, হাঁ কর!

জগদ্ধাত্রী। আমি খাব না—যাও!

(মৃদু সলজ্জ হাসি)

শচীন। লক্ষ্মীটি খাও—আমি খাইয়ে দিই; এস, এখানে কেউ নেই—লজ্জা ক'রবে কাকে?

জগদ্ধাত্রী। কনকচাঁপা আছে, সে হাসছে—দেখতে পাচ্ছনা?

শচীন। ওদিকে দ্বিজবর, আর এদিকে কনকচাঁপা,—এই রকম আর দু'একটি সঙ্গী পেলেই আমাদের মত মানুষের হয়েছে আর কি!

জগদ্ধাত্রী। আমার একটি কথা মনে প'ড়ছে—।

শচীন। কি মনে প'ড়ছে—খোকার কথা?

জগদ্ধাত্রী। খোকা তো সব সময়ই মনে আছে, সে অন্য কথা! সে দিন যখন বাবার সঙ্গে আসি, আমি ছোট্ট মেয়েটী। সে দিন চলে গেছে। আজ আমি বড় হয়েছি—আমার স্বামী আছে, খোকা আছে! খুব শীগগির, এদিনও চলে যাবে। তুমি বুড়ো হবে, খোকা বড় হবে—। দিনের আরম্ভ হয়, দিনের শেষ হয়—সংসার বড় অস্থির! একদিন আমি থাকবোনা, একদিন তোমায় আমায় শেষ দেখা হবে, শেষ কথাবার্ত্তা হবে—তারপর আর দেখা হবে না, আর কথা হবে না!

শচীন। না-না, তুমি অমন কথা ব'লো না। তোমার মুখে ওসব পাকা কথা শুনতে ভাল লাগে না। কথা বন্ধ কর—সন্দেশ খাও, রসগোল্লা খাও; বল'তো একটা ইলিশ মাছ কিনে দ্বিজুকে দিয়ে ভাজিয়ে নিই—।

জগদ্ধাত্রী। না আমি খাব না—আমার খেতে ইচ্ছে ক'চ্ছে না।

শচীন। তা হ'লে এস—সাহেব-মেমের মত হাত-ধরাধরি ক'রে বেড়াই,—get up darling, get up!

জগদ্ধাত্রী। এটা মা-কালীর স্থান নয়? অত ভুলে যাও কেন? এখানে ছেলেমানুষি ক'রতে নেই।

শচীন। আচ্ছা কানমলা খাচ্ছি; তা হ'লে কি ক'রবো বল?

জগদ্ধাত্রী। তোমায় কিছু ক'রতে হবে না—তুমি একটু সরে এস। আমি তোমায় প্রণাম ক'রবো—।

শচীন। প্রণাম ক'রবে কেন?

জগদ্ধাত্রী। মা-কালীর কাছে প্রার্থনা করবো।

(প্রণাম করিল)

জগদ্ধাত্রী। আমাদের অপরাধ মার্জ্জনা ক'রো মা! স্বামীর পায়ে এই রকম মাথা রেখে আমি যেন হাসতে হাসতে চলে যাই!

শচীন। খবরদার মা, ওর প্রার্থনা পূরণ ক'রানো। তুমি হাসতে হাসতে চলে যাবে, আর আমি বুড়ো বয়সে বিপত্নীক হয়ে একা একা থাকবো, সে হবে না। তোমার প্রার্থনা খাটবে না, পতির সম্মতি ছাড়া পত্নীর প্রার্থনা পূরণ হয়না। আমি অন্য দিকে চেয়ে আছি—তোমার প্রতি বিমুখ হ'য়েছি।

(সঙ্গীত আরম্ভ হইয়াছে, জগদ্ধাত্রী শুনিয়াছেন, শচীন শোনেন নাই)

জগদ্ধাত্রী। ওগো শোন-শোন, শুনছ?—কি মিষ্টি গান! আমায় ডাকছে—; ওগো তুমি কোথায়,—আমায় ডাকছে! খোকা, খোকা কোথায়? আমি যে তোমায় দেখতে পাচ্ছিনে! খোকা খোকা—

(জগদ্ধাত্রীকে আর দেখা গেল না)

শচীন। হয়েছে প্রার্থনা? সূর্য্যদেব পাটে বসেছেন—আর নয়, চল!

(জগদ্ধাত্রী যেখানে ছিল, সেই দিকে ফিরিয়া)

শচীন। কোথায় গেলে—জগদ্ধাত্রী, জগদ্ধাত্রী! একি,—কি হল! জগদ্ধাত্রী, লুকিয়ে থেকোনা—আমি আর বিদ্রূপ করবোনা, তুমি আমার কাছে এস। দ্বিজু,—দ্বিজু, দ্বিজবর—

দ্বিজবর। (নৌকা হইতে) কি হ'ল বাবু? যাই!

(দ্বিজবর আসিল)

দ্বিজবর। মা-ঠাকরুণ, মা-ঠাকরুণ কোথায়?

শচীন। কি জানি—দেখতে পাচ্ছিনে, তুমি খুঁজে দেখ।

দ্বিজবর। কোথায় খুঁজবেন বাবু, এই তো বালির চর ধূ ধূ ক'রছে—কেউ কোথাও নেই—।

শচীন। জগদ্ধাত্রী, জগদ্ধাত্রী—

দ্বিজবর। ডেকে কি হবে বাবু! তিনি তো এ ডাক আর শুনতে পাবেন না।

শচীন। কেন, কেন?—কেন ডাক শুনতে পাবে না দ্বিজু?

দ্বিজবর। তিনি সেই গান শুনেছেন,—"মহামায়ার চরের" গান; যে গান শুনতে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখীরা ছুটে আসে, আর ফিরে যায়না—এইখানেই থাকে।

শচীন। কেন, এখানে থাকবে কেন?

দ্বিজবর। আমি জানিনে বাবু!

শচীন। (পাগলের মত) না, না—তুমি বুঝতে পাচ্ছনা দ্বিজবর—! এই তো ছিল, কোথায় যাবে? লুকিয়ে আছে—আমায় ভয় দেখাচ্ছে! জগদ্ধাত্রী, জগদ্ধাত্রী! আমি আর তোমার সঙ্গে রহস্য ক'রবো না—জগদ্ধাত্রী ফিরে এস, ফিরে এস!

তৃতীয় অঙ্ক

বিষ্কম্ভক

(একজন গায়ক গান গাহিতে গাহিতে প্রবেশ করিল)

গান

জীবন যেন বদ্ধজলার জল,
—নিস্তরঙ্গ অচঞ্চল!
সেই সকাল, সেই সাঁজের আলো,
সবাই এদের বলে ভালো,
মোদের চোখে নিকষ কালো,
নাই পাথেয়, নাই সম্বল!
চলে গেল তারা
এলনা আর ফিরে,
কত দিন মাস—
আসে ঘুরে ফিরে,
ব'সে আছি একা
যাব ব'লে পারে,—
নাই পাথেয়, নাই সম্বল॥

[প্রস্থান।

[দৃশ্য—সেই ঘর।—পূর্ব্বোক্ত ঘটনার পর তেরো বৎসর চলিয়া গিয়াছে—। এই তেরো বৎসরের শোকতাপের চাপে মৃত্যুঞ্জয় খানিকটা বুড়ো হইয়া পড়িয়াছেন; তাঁর আনন্দময় চরিত্র সংসারের জ্বালায় একটু তিক্ত হইয়াছে—মৃত্যুঞ্জয় ঘরময় ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, স্বর্ণলতা প্রবেশ করিলেন।]

মৃত্যুঞ্জয়। আচ্ছা, কি করি বল তো?

স্বর্ণলতা। কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না?

মৃত্যুঞ্জয়। না, এক মাসের উপর হ'য়ে গেল। অতুলের ফটো ছাপিয়ে কাগজে বিজ্ঞাপন দিলুম, হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা ক'রলুম, পুলিশে খবর দিলুম—এ ক্ষেত্রে লোকে যা যা ক'রে থাকে, সবই তো ক'রেছি—কোন দিক থেকে একটা উত্তর এল না!

স্বর্ণলতা। শচীন কি খোঁজ ক'রলে?

মৃত্যুঞ্জয়। শচীন যদি একটু ভাল ক'রে গা লাগাতো, তা হলে কি ভাবি! সেই জগদ্ধাত্রী চলে যাওয়ার পর থেকে, কি যে ওর হ'য়েছে, নিজের কাজ নিয়েই ব্যস্ত! বলে, আমার সময় কই?

স্বর্ণলতা। ছেলেটা রাগ ক'রে চলে গেল—একটু খোঁজ ক'রবে না? ওরই তো ছেলে—!

মৃত্যুঞ্জয়। রাগ ক'রলেও তো বোঝা যেত! রাগ কই ক'রলে? শচীন তো উল্টো চাপ দিচ্ছে! বলে, আপনারাই আদর দিয়ে দিয়ে ওকে নষ্ট ক'রেছেন—এখন ফলভোগ করুন। শোন কথা একবার—!

স্বর্ণলতা। আদর দিয়েছি, তাতে হ'য়েছে কি! মেয়ের ছেলে, আমার জগদ্ধাত্রীর ছেলে—ম'রবার পর এক গণ্ডুষ জল দেবে। ওর মা তো ঐ রকম ক'রে চলে গেল—মা-মরা ছেলে! আমরা আদর দিলে বুঝি দোষ হ'ল!

মৃত্যুঞ্জয়। পরের ছেলে মানুষ করার ফল—।

স্বর্ণলতা। কিছুতেই পোষ মানলে না! ছেলে যেন কি—! তুমি কত যত্ন ক'রতে, আমি খাইয়ে দাইয়ে কোলের কাছটিতে নিয়ে শুতাম, এ ছেলের মুখে আর কথা নেই,—কেবল বলে, আমার মায়ের গল্প বল—নইলে আমি আমার বাবার কাছে ক'লকাতায় চলে যাব। শুনেছ ছেলের কথা—?

মৃত্যুঞ্জয়। শুনেছি—শুনেছি! তুমি থাম! আচ্ছা, গেল যে, তা কোথা দিয়ে যাবে? হয় রেলের গাড়ীতে যাবে—আর না হয়, নৌকো করে গঙ্গা পার হবে! দুটোতো পথ—তা যেমন হয়েছে ইষ্টিশন-মাষ্টার, তেমনি হয়েছে গঙ্গার ঘাটের মাঝি-গুলো—সব সমান! ছোট ছেলেকে টিকিট বিক্রি করাই তো 'ক্রিমিনাল',—তিনগণ্ডা পয়সার জন্যে ওই কচি ছেলেকে ক'লকাতার টিকিট বেচলি? একবার ভেবে দেখলিনে—ছেলেটা ক'লকাতায় গিয়ে কোথায় উঠবে—?

স্বর্ণলতা। চরণ-ঠারপোকে বড় ভাল-বাসতো! যা পরামর্শ তার, ভশ্চাযি্য দাদার সঙ্গে; সে হয়তো কিছু সন্ধান ব'লতে পারে। তা আজ এক মাসের উপর চরণ-ঠাকুরপোরও তো দেখা নেই—!

মৃত্যুঞ্জয়। এখন দেখা দেবেন কেন? পাছে আমাদের একটু উপকার হয়! কলিকাল কিনা? দেখ, হয়তো ওই উমোচরণই তাকে ভুজুং ভাজাং দিয়ে যাত্রার দলের সখী সাজাবার জন্যে নিয়ে গেছে—।

স্বর্ণলতা। হ্যাঁ, তোমার যেমন কথা—!

মৃত্যুঞ্জয়। হ্যাঁ হ্যাঁ—তাইই। ও ছেলের প্রাণে রস ঢুকেছে—ও সিঁথে কাটে, পান খায়, পায়শু পায়ে দেয়,—ওকি কম হারামজাদা ছেলে—!

স্বর্ণলতা। তা চল, দুটো মুখে দেবে তো?

মৃত্যুঞ্জয়। তুমি আর জ্বালিও না। মেয়ে-মানুষ কিনা,—শুধু রান্না আর খাওয়া!

স্বর্ণলতা। হ্যাগা, তা আমার উপর রাগ ক'রছো কেন? আমার দোষ কি?

মৃত্যুঞ্জয়। তোমার দোষ নয়, আমার দোষ নয়, শচীনের দোষ নয় তো, কার দোষ—আমায় বল? দুই বুড়ো-বুড়ীতে মিলে একটা কচি ছেলেকে পোষ মানাতে পারলেম না। লজ্জা করে না? শুধু খাওয়ালেই মানুষ বশ হয় না—মানুষ বশ করবার অন্য মন্তর আছে।

স্বর্ণলতা। হ্যাঁগা তা আমি কি কিছু কসুর করেছি? আমার জগদ্ধাত্রীর ছেলে, আমার

পাঁজরার হাড়, তাকে অযত্ন ক'রবো আমি? আর পোষ মানে নি, তাই বা বলি কেমন ক'রে? পনেরটা বছর তো আমার কাছেই ছিল; কি যে মাথায় ঢুকলো—।

মৃত্যুঞ্জয়। ওরে র'ঘো, র'ঘো!

সুবর্ণলতা। সে তো বাজারে গেছে।

মৃত্যুঞ্জয়। তবে আর কি, আমার মাথা কিনেছে। সবাই সমান! আমায় না জানিয়ে সাত তাড়াতাড়ি তাকে বাজারে পাঠানোর দরকার কি ছিল?

সুবর্ণলতা। কি দরকার, আমায় বল!

মৃত্যুঞ্জয়। আমার আগে মনে হয়নি, ঐ উমোচরণই তাকে ঘরছাড়া ক'রেছে, ও আর দেখতে হবে না—ও সব চালাকি আমার কাছে চলবে না। আমি ঠাণ্ডা ক'রে দিচ্ছি! একটা ডায়েরী লিখে থানায় পাঠিয়ে দিই—।

সুবর্ণলতা। চরণ-ঠাকুরপোর নামে?

মৃত্যুঞ্জয়। নিশ্চয়ই! ও মিটমিটে শয়তান—।

সুবর্ণলতা। কি যে কথা বল, মাথামুণ্ডু নেই! চরণ-ঠাকুরপো অতুলকে ভুলিয়ে নিয়ে গেছে?—তোমার মাথার ঠিক নেই!

মৃত্যুঞ্জয়। না—আমার মাথার ঠিক থাকবে কেন? আমি পঁচিশ বছর পুলিশে কাজ ক'রে এলুম—আমি কিছু বুঝিনে, আর তুমি রান্নাঘরে ব'সে সব বুঝে ফেলেছ! ছেলে বাপকে বিষ দেয়, জান? মা ছেলের গলা টিপে মেরে ফেলে, বিশ্বাস কর? সংসার বড় ভয়ানক জায়গা। এখানে কে যে কি করে, আর কে যে কি না করে, তা কারো বুঝবার সাধ্য নেই! উমোচরণ, উমোচরণ একেবারে সত্যপীর কিনা!

(উমাচরণের প্রবেশ)

উমাচরণ। কি দাদা—আমার নাম ক'চ্ছ, আর আমি এসে হাজির; অনেক দিন বাঁচব—কি বল? রঘু, একছিলিম তামাক নিয়ে আয়রে বাবা। অনেকদিন দাদার 'ফৌজদারী বালাখানা' খাইনি। যাত্রার দলের 'খরসান'—বাবা, সেকি তামাক! এই ফিরছি দাদা। গোয়াড়ি, কেষ্টনগর, নদে, শান্তিপুর,—গঙ্গার ধারে অন্ততঃ দশখানা গাঁয়ে বায়নার পর বায়না; গান শেষ হতে না হতে বায়নার টাকা এসে হাজির! ছাড়ি কি ক'রে বল—? দুটো পয়সার জন্মেই তো, কি বল দাদা! বৌঠান, ওরকম চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছ কেন?—ব'স। এবার মাথুরের পালা যা জমিয়েছি, দাদা, একদিন তোমায় শোনাব। একটী ছেলে রাধিকে সেজে যা গাইছে— (সুরে)

"ওই না মাধবী তলে
মাধব দাঁড়ায়ে ছিল—"

একাই আসর মাৎ ক'রে দিলে, আমি শুধু মাঝখানটায় একটা তান তুলতাম! একমাসে পনেরখানা মেডেল পেয়েছে। বুঝেছ দাদা?

মৃত্যুঞ্জয়। হ্যাঁ বুঝেছি বৈকি! "গেরস্তোর ঘর পোড়ে, আর ফিঙে ধোঁওয়া খায়!" তুমি ভারি সেয়ানা। আমিও মৃত্যুঞ্জয় চাটুয্যে, পঁচিশ বছর পুলিশে কাজ ক'রে তোমার মতন অনেক বাস্তুঘুঘু চরিয়েছি—!

(রঘু তামাক লইয়া আসিল, উমাচরণ তামাক খাইতে লাগিল)

মৃত্যুঞ্জয়। সব সড় আছে! ওই র'ঘো বেটাই কি কম পাজী? (সুবর্ণলতার প্রতি) আমি যখন ডাকলেম—ঘাপটি মেরে ছিল, উত্তর দেয়নি; আর দা'ঠাকুর এসে যেই তামাক চেয়েছে, অমনি রঘুনাথ তামাক নিয়ে হাজির! ওকে দিয়ে পাঠাব না, আমি নিজেই যাব; দরখাস্তখানা লিখে নিই—?

(কাগজ কলম বাহির করিয়া খসখস করিয়া দরখাস্ত লিখিতে লাগিলেন)

মৃত্যুঞ্জয়। (রঘুর প্রতি) এখানে হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকিসনে র'ঘো! বেরো আমার সামনে থেকে—চাবকে লাল ক'রে দেব হারামজাদা! বাইরের দোরে চাবি লাগিয়ে রাখিসনি কেন পাজী? (রঘুর প্রস্থান) আমি কারো খাতির রাখবোনা—। অনেকদিন নিজমূর্তি ধরিনি কিনা, তাই সব ভাবছে—মৃত্যুঞ্জয় চাটুয্যে তো, মৃত্যুঞ্জয় চাটুয্যে—!

(আবার লিখিতে লাগিলেন)

উমাচরণ। (সুবর্ণলতার প্রতি) ব্যাপারখানা কি বৌঠাকরুণ ?

সুবর্ণলতা। তুমি শোননি ?

উমাচরণ। না—আমিতো এখনো বাড়ীই যাইনি ; মোটঘাট বাড়ীতে পাঠিয়ে দিয়ে—তোমাদের এখানে আগে এলুম। কি হয়েছে, বল'ত ?

সুবর্ণলতা। কি আর তোমায় ব'লবো ঠাকুরপো—যেমন আমার পোড়াকপাল। আমার অতুল আজ এক মাসের উপর ঘরছাড়া !

উমাচরণ। অতুল ঘরছাড়া ! কোথায় গেছে ?

সুবর্ণলতা। কোথায় গেছে তা কেমন ক'রে জানবো ! সে কি আমাদের ব'লে গেছে—না ব'লে পালিয়েছে ! এক মাসের উপর কোন খোঁজও নেই, খবরও নেই।

উমাচরণ। তাইতো, অত্‌লো ছোঁড়াটা একা একা ; পালিয়ে গেল ! ওর বাবার কাছে যায়নি তো ?

সুবর্ণলতা। না। শচীন এর মধ্যে একদিন এসেছিল ; কি মনে ক'রলে তা কে জানে ! বলে, খোঁজ খবর ক'রে দেখা যাক, কি আর হবে ? উনি তো খালি খালি রেগেই যাচ্ছেন—একবার একে সন্দেহ, একবার তাকে সন্দেহ—!

উমাচরণ। অন্য লোককে সন্দেহ ক'রবার কি আছে ?

মৃত্যুঞ্জয়। পুলিশের কনেষ্টবল এসে যখন রুলের গুঁতো দেবে, সত্যি কথা তখন বেরুবে। অমনি কি আর কেউ সত্যি কথা বলে !

উমাচরণ। তোমার কি সন্দেহ হয়—কেউ তাকে ভুলিয়ে নিয়ে গেছে ?

মৃত্যুঞ্জয়। (উমাচরণের দিকে ক্রুরদৃষ্টিতে চাহিলেন) দেখ উমোচরণ, ন্যাকামি ক'রোন'—।

উমাচরণ। আমার জগদ্ধাত্রী-মা, তার ছেলে অতুল ! সেই অতুলকে পাওয়া যাচ্ছেনা, আর আমি ন্যাকামো ক'রছি—এই তোমার ধারণা ? তুমি গুমোর কর, তুমি পুলিশে কাজ ক'রেছ—মানুষ চেন ? তুমি মানুষ চেন ঘোড়ার ডিম ! বরাতে কিছু পয়সা রোজগার ছিল, তাই কোম্পানী মাস মাস মাইনে দিয়েছে—আজও জলপানি দিচ্ছে। তুমি আমার চেয়েও মুখ্যু। তুমি কিনা বল, অত্‌লোর কথা নিয়ে আমি ন্যাকামি কচ্ছি !

সুবর্ণলতা। ঠাকুর-পো চুপ কর—চুপ কর !

উমাচরণ। চুপ আমি কচ্ছি ! কিন্তু এসব ভাল নয় ! অন্যলোকে এ কথা ব'ল্লে এখুনি এখান থেকে চলে যেতাম, জন্মের মত মুখ-দেখাদেখি বন্ধ হ'ত। কিন্তু অতুল পালিয়েছে, এখন তো আর মান-অভিমানের সময় নয়। খুঁজে বার ক'রতে হবে, যেমন ক'রে হোক। বড় বারমুখো ছেলে।

সুবর্ণলতা। বারমুখো।

উমাচরণ। হ্যাঁ হ্যাঁ—বারমুখো বইকি ! ওছেলের নাড়ীনক্ষত্র আমার জানা আছে। ওকে মানুষ ক'ল্লে কে ? লেখাপড়া শিখিয়েছে কে, গান শিখিয়েছে কে ?—চব্বিশ ঘণ্টার ক'ঘণ্টা তোমাদের কাছে থাকতো ? আমি থাকলে আমার কাছেই থাকে ; কেবল বিজন এখানে এলে আমার কাছেও আসেনা। তোমরা ওকে বুঝতেই পারনা। ছেলেবেলায় মা হারিয়েছে, মাওড়া ছেলে—এক বিজন ছাড়া কার সাধ্যি ওকে ঘরবাসী করে।

সুবর্ণলতা। বিজন তো এখানে এসেছে—।

উমাচরণ। কবে এল ?

সুবর্ণলতা। সাত আটদিন এসেছে।

উমাচরণ। শুনেছে অতুলের কথা ?

সুবর্ণলতা। কাঁদতে লাগল।

উমাচরণ। ওর বাপ যে বিজনের কোলে ওকে তুলে দিয়েছিল। যখন জগদ্ধাত্রীকে পাওয়া গেল না; তখন বিজন অতুলকে কোলে তুলে না নিলে—ও বাঁচতো ? বিজন ওর নিজের ছেলে পটলাকে ফেলে রেখে অতুলকে মাই খাইয়েছে। সব ভুলে গেলে দাদা ? আমায় ব'লে দিলে,—ন্যাকামি কচ্ছি, পুলিশে দেবে ! হাঃ-তোর ভালহোক—।

(যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল)

সুবর্ণলতা। ঠাকুরপো, ওঁর কথায় রাগ ক'রোনা—ওঁর কি মাথার ঠিক আছে ?

মৃত্যুঞ্জয়। ওরে—উমোচরণ, শোন্ শোন্—

উমাচরণ। বল—।

মৃত্যুঞ্জয়। অতুল চলে গেছে—উনি যা ব'লছিলেন, আমার মাথার ঠিক নেই, আমার উপর রাগ করিসনি—।

উমাচরণ। তোমার উপর যে রাগ করে, সে ডবল গাধা!

মৃত্যুঞ্জয়। জগদ্ধাত্রী ঐভাবে গেল; তার ছেলেটাকে মানুষ ক'রলাম—ছেলেটা পর্য্যন্ত ঘরে রইলোনা,—এতেও মানুষের মাথা ঠিক থাকে? কি ক'রবো বল দেখি—?

উমাচরণ। সন্ধান ক'রতে হবে বৈকি! ঐটুকু ছেলে, যাবে আর কোথায়? এই যে—শচীন বাবাজী;—এস!

(শচীন প্রবেশ করিলেন, মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ)

স্বর্ণলতা। হ্যাঁ বাবা, সন্ধান কিছু পেলে?

শচীন। হুঁ—পেয়েছি!

মৃত্যুঞ্জয়। সন্ধান পেয়ে ছেড়ে দিয়ে এলে? সঙ্গে ক'রে আনলে না কেন? তুমিও ছেলেমানুষ! বোর্ডিংএ রেখে এলে বুঝি? ও ছেলে বোর্ডিংএ থাকে?—ও ঠিক আবার পালাবে! আমার কাছে আনলে—এবারে আমি ওর হাতে হাতকড়ি, পায়ে বেড়ি দিয়ে ঘরে আটকে রাখবো। ও যেমন কুকুর, তেমনি মুগুর! (স্বর্ণলতার প্রতি) তোমায়ও দিব্যি দেওয়া রইলো, আর যদি কখনো ওকে আদর দেও!

উমাচরণ। তুমি থাম দিকি দাদা! আগে আসুক, তারপর শাসন ক'রো!

স্বর্ণলতা। কোথায় পাওয়া গেল?

শচীন। ব'লছি, একটু স্থির হ'য়ে শুনুন—উতলা হবেন না। উতলা হয়ে কোন লাভ নেই!

স্বর্ণলতা। তাহ'লে তাকে পাওনি!

শচীন। শুধু একটা সন্ধান পেয়েছি, তাকে পাইনি!

মৃত্যুঞ্জয়। তাকে পাওনি?

শচীন। হারানো কাকে বলে আমি জানি। দিনের পর দিন আমার কেবলি সেই বিজবরের কথাটা মনে পড়ে। জেলের ছেলে, কিন্তু জীবনের অভিজ্ঞতা তার আছে। সে ব'লেছিল—বেশী ভালবাসা ভাল নয়, দেবতারা মানুষের সুখ দেখতে পারেন না!

স্বর্ণলতা। কি সন্ধান পেয়েছ, আমাদের একটু ভাল ক'রে বল।

শচীন। সে এদেশেই নেই—!

স্বর্ণলতা। এদেশে নেই কিগো?

উমাচরণ। কোন্ দেশে গেছে বাবাজি!

শচীন। আমার একবার মনে হ'ল—ক'লকাতার ভিতর কোথাও যখন খোঁজখবর পাওয়া গেলনা, হয়তো জাহাজে ক'রে বিলেত কি আর কোথাও গেছে।

মৃত্যুঞ্জয়। ঐটুকু ছেলে বিলেত যাবে কি!

শচীন। ওর চেয়ে অনেক ছোট ছেলেও বিলেত যায়। যাবার আগের দিন আপনার সঙ্গে ঝগড়া ক'রেছিল?

মৃত্যুঞ্জয়। আমি তাকে কি আর ব'লেছিলুম? 'এগজামিন' শেষ হয়ে গেছে ব'লে কি দিনরাত খেলা ক'রতে হবে? আমি 'দাদামশায়' হ'য়ে একথাটা তাকে ব'লতে পারবোনা?

স্বর্ণলতা। সে কথার কি উত্তর ক'রল জান?—"আমার মা নেই; বাবা দিনরাত কাজ নিয়ে প'ড়ে আছে—আমায় দেখবার সময় পায় না; তাই তোমাদের এখানে প'ড়ে আছি! তোমরা দয়া ক'রে খেতে প'রতে দিচ্ছ, তোমরা কথা শোনাবে বৈকি?" একি ছেলের মুখের কথা—বাবা!

শচীন। আমিও আপনাদের মুখ থেকেই শুনেছি, আর সেই কথাই ব'লছিলাম—!

মৃত্যুঞ্জয়। এত অভিমান ওর কিসের?

উমাচরণ। অভিমান নয় দাদা, ও স্বভাব! ওসব ছেলে ঐ রকম! ওদের সংসারের চেয়ে সংসারের বাইরের টানই বেশী। ছেলে ভাল, তবে ঐ রকম; ওকে বলে—"না-ঘরকা ছেলে"! কোথায় গেছে—ব'লত বাবাজি? সেইটেই সব চেয়ে বড় কথা।

শচীন। "খেলুমা" ব'লে একখানা জাহাজ—২৯শে মার্চ্চ খিদিরপুর ডক ছেড়ে সাউথ আমেরিকায় যায়, সেই জাহাজে চলে গেছে। "পাসপোর্ট" দরকার হয়নি, "ক্রু"দের সঙ্গে কি একটা চাকরী নিয়ে চলে গেছে!

মৃত্যুঞ্জয়। এখন এই যুদ্ধের সময় জাহাজে ক'রে গেল,—সে জাহাজ যদি "টর্পেডো" করে—?

শচীন। যা মনে ক'রতে হয়, করুন; তবে যুদ্ধ বা সমুদ্রে বিপদ-আপদ আছে ব'লে তো আর মানুষের কাজকর্ম বন্ধ নেই। একা আমার ছেলেই সমুদ্রে যায়নি, আরো অনেকের ছেলে গেছে—।

মৃত্যুঞ্জয়। তুমি কি মনে কর, আমার কথায় রাগ ক'রে ঘর ছেড়েছে?

শচীন। আমি তা মনে করিনে। ওটা যৎ-সামান্য একটা উত্তেজক কারণ। মন ওর সর্ব্বদাই উড়ু উড়ু ক'রতো। যখন আরো ছেলেমানুষ ছিল, আমার কাছে পড়াশুনা ব'লতে এলে—কেবল জিওগ্রাফি নিয়ে বসতো। এদেশ কোথায়, ওদেশ কোথায়, ভারতসমুদ্র দিয়ে কোথায় যাওয়া যায়, প্রশান্ত মহাসাগরের জলে ঢেউ খেলে কিনা—এই সব ওর গল্প।

উমাচরণ। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওই সব ছেলেরাই সাত সমুদ্দুর তের নদী পার হ'য়ে রাজকন্যে বিয়ে ক'রে বাড়ী আসে।

(দরজার পাশে বিজনবালাকে দেখা গেল)

বিজনবালা। জ্যেঠাইমা!

সুবর্ণলতা। কে—বিজন?

বিজনবালা। আমি আজ চ'লে যাচ্ছি—রাত্তের ট্রেণে; অতুলের কোনো খবর পাওয়া যায়নি?

সুবর্ণলতা। পাওয়া গেছে; তবে সে খবর পাওয়ার চেয়ে, না পাওয়া অনেক ভাল ছিল। সে নাকি জাহাজে ক'রে কোথায় চলে গেছে। এমন কথা কেউ কখনো শুনেছে মা? পনের বছরের ছেলে লুকিয়ে জাহাজে ক'রে বিলেতে গেল! খাইয়ে দাইয়ে বড় ক'রবো, আর এমনি ক'রে একদিন বুকে বাজ মেরে চলে যাবে! ওর মা গেল—ওকে নিয়ে বুক বেঁধে ছিলাম; এখন আর কার জন্যে সংসার—ব'লতো মা!

মৃত্যুঞ্জয়। মায়ের ছেলে তো?—কত ভাল হবে! মা রইলেন পদ্মার চরে, আর ছেলে রইলেন ভারতমহাসাগরে! ব্যস্, বুড়োবুড়ী ঘরে ব'সে মুখ চাওয়াচাওয়ি কর আর কি?

সুবর্ণলতা। এমন পোড়া অদৃষ্ট আর কারো দেখেছ মা?

বিজনবালা। চুপ কর জ্যেঠাইমা; তুমি হা-হুতাশ ক'রলে জ্যেঠামশাইকে কে দেখবে? ক'দিন তো দেখছি, উনি পাগলের মত হয়েছেন।

উমাচরণ। হ্যাঁরে বিজন—নন্দ এসেছে?

বিজনবালা। হ্যাঁ, বাবা।

উমাচরণ। তোরা কি আজই চলে যাবি?

বিজনবালা। তোমার জামাই তো তাই ব'লছেন; তাঁরতো ছুটি নেই—এক সপ্তাহ ছুটি নিয়ে এসেছিলেন। আমিই জোর ক'রে এনেছিলাম। অতুল বাড়ী থেকে চলে গেছে, আমার মন জানতে পেরেছে, ছুটে এসেছি!

উমাচরণ। তাইতো, ছেলেটা জাহাজে ক'রে চলে গেল, আর আমরা কিছু ক'রবনা—চুপচাপ ব'সে থাকবো?

শচীন। বিজন, আমার বিশ্বাস,—তুমি এখানে থাকলে অতুল যেতনা।

বিজনবালা। হয়তো যেতনা; তোমার সঙ্গে আমি কথা ব'লতে পাচ্ছিনে শচীনদা।

শচীন। তোমার পটলা সুশীলা সব ভাল আছে?

বিজনবালা। সুশীলা ভাল আছে, পটলার আজ ক'দিন জ্বর।···বাবা!

উমাচরণ। তুমি বাড়ী যাও; আমি একটু পরে যাচ্ছি। নন্দকে ব'লগে, আজ যাওয়া হবে না; আমি এলুম, আজই সব চ'লে যাবি? হ্যাঁরে, তোর মায়ের শরীর কেমন—?

বিজনবালা। মায়ের শরীর ভাল নয়; চল, বাড়ী গিয়ে ব'লছি সব কথা।

মৃত্যুঞ্জয়। দিনরাত ঘুড়ি ওড়াবে—'ফুটবল' খেলবে, কতকগুলো বদমায়েস ছেলের সঙ্গে রাত আটটা পর্য্যন্ত আড্ডা দেবে,—আমি যদি একটু পড়তে ব'লে থাকি, তাতেই কি এত দোষ হ'ল? আমায় কলঙ্কের ভাগী ক'রে গেল!

শচীন। আপনি ও কথা মনে ক'রছেন কেন?

মৃত্যুঞ্জয়। মনে ক'রবোনা? দশজনে আমার মুখেই তো চুণকালি দেবে! তুমি প্রথমে এসেই কি ব'ল্লে?—যাবার আগে রাত্রে আপনার সঙ্গে ঝগড়া ক'রেছিল?

শচীন। আমি কিছু মনে ক'রে ও কথা বলিনি।

মৃত্যুঞ্জয়। তুমি না হয় ভাল ছেলে, কিছু মনে করলে না। পাড়ার পাঁচজন আমায় কি ব'লবে? আর, চুলোয় যাক 'পাড়ার পাঁচজন'—আমি নিজেকে কি ব'লে প্রবোধ দেব? বুড়োমিনষে, আজ বাদে কাল গোরে যাব, একটা কচি ছেলেকে পোষ মানাতে পাল্লেম না! এখন কাকে নিয়ে সংসার ক'রবো? আমি তার ভালর জন্যে ব'কলাম, এ কথাটা বুঝতেই পাল্লে না? রাগ ক'রে দুদিন তোমার কাছে গেল, কি বিজনের শ্বশুরবাড়ী গেল, তাও বোঝা যায়,—একেবারে জাহাজে সাউথ আমেরিকা!

শচীন। আপনি চুপ করুন! আজকালকার ছেলে সব ওই রকম Oversensitive, adventurer! আমার কথা কি একবারও মনে ক'রেছিল? তার দিদিমার কথা মনে ক'রেছে? এই বিজন তো তাকে ছেলেবেলা থেকে মায়ের মত ক'রে মানুষ ক'রেছে, বিজনের কথা একবার ভেবেছে? ওই উমোচরণ-খুড়ো যা ব'লেছেন, ও সব ছেলে বারমুখো—ওরা ঘরের নয়! দেশের চেয়ে বিদেশ ভালবাসে! আপনি ওর কথা আর ভাববেন না—ওর কথায় দরকার নেই; আপনি অন্য কথা ব'লুন!

মৃত্যুঞ্জয়। তুমি তো উপদেশ দিলে,—ওর কথা ভাববেন না! আমি না ভেবে থাকি কি ক'রে বল'তো? তুমি এখনো ছেলেমানুষ, লেখাপড়া জানো, একটা পণ্ডিত লোক, পাঁচটা কাজকর্ম্মে জড়িয়ে আছ, মনের জোর আছে! আমরা দু'জন এই পনের বছর ধরে তার কথা ছাড়া আর কোন কথাই যে ভাবিনি,—এখন অন্য কথা ভাবি কি ক'রে!

সুবর্ণলতা। বাবা, তোমার অতুলকে পেয়ে আমি আমার জগদ্ধাত্রীর শোক চাপা দিয়েছি।

শচীন। বুঝতে পাচ্ছি সব; কিন্তু উপায় কি বলুন? সহ্য করা ছাড়া আর কি উপায় আছে! তেরো বছর আগে যেদিন আমি একা খোকাকে নিয়ে ফিরে এলুম, আপনাদের মেয়ে বাড়ীতে এল না, সে দিনটার কথা মনে ক'রে দেখুন দেখি? সেদিনও মনে হয়েছিল—কেমন ক'রে থাকবো, কেমন ক'রে বাঁচবো! সেদিন চলে গেছে—আমিও বেঁচে আছি, আপনারাও বেঁচে আছেন আজকের দিনও কাটবে! আপনাদের মেয়ের যাওয়ার তুলনায় এর যাওয়া তো অনেক ভাল। অতুলের সম্বন্ধে আমরা আশা ক'রতে পারি, আমার অতুলও একদিন মানুষের মত মানুষ হয়ে দেশে ফিরবে! আমি তো এই আশা নিয়ে বেঁচে থাকবো। আপনারা তাকে আশীর্ব্বাদ করুন, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করুন—আপনাদের আশীর্ব্বাদে তার ভালই হবে!

মৃত্যুঞ্জয়। সে ফিরে আসবে? তুমি আমাদের প্রবোধ দিচ্ছ—না, এই তোমার বিশ্বাস?

শচীন। এই আমার আশা। তবে এই আশাই একদিন বিশ্বাসে পরিণত হবে।

মৃত্যুঞ্জয়। জগদ্ধাত্রী আবার আসতে পারে? তুমি আশা কর?

শচীন। না। তবে আমার বিশ্বাস, পরলোকে তার সঙ্গে নিশ্চয় দেখা হবে।

মৃত্যুঞ্জয়। তুমি পরলোক বিশ্বাস কর?

শচীন। আপনিও করেন। হিন্দুমাত্রেই পরলোকে বিশ্বাসী। আপনি না করুন, আপনার ভাইবন্ধু আজো তর্পণ করে—পিতৃশ্রাদ্ধ করে! আচ্ছা—যতদিন অতুল আপনাদের কাছে ফিরে না আসে, ততদিন আমি ছেলেবেলাকার মত আবার এখানেই থাকবো। আপনারা আমায় নিয়ে বুক বাঁধুন—আমায় নিয়ে সংসার করুন। আপনি একেবারে ভেঙে প'ড়েছেন! উঠুন, এখনো খাওয়া-দাওয়া করেন নি বোধ হয়। মা, চলুন—বাড়ীর ভিতর চলুন; আর দেরী ক'রবেন না, খাবার দিতে বলুন—উঠুন!

মৃত্যুঞ্জয়। (উঠিয়া) উমোচরণ, এখন বাড়ী যাবি তো?

উমাচরণ। হ্যাঁ। শচীন বাবাজি রয়েছে, ভাবনা কি দাদা! ও একটা বিলিব্যবস্থা ক'রবেই। আমি আবার ওবেলা আসবো; বৌঠাকরুণ যাও, বাড়ীর ভিতরে যাও!

(মৃত্যুঞ্জয়, সুবর্ণলতা ও শচীনের প্রস্থান)

বিজনবালা। তুমি বাড়ী চল বাবা—আর দেরী ক'রোনা!

উমাচরণ। তুই যা মা! আমি শচীন বাবাজির সঙ্গে দু'টো কথা ব'লেই যাচ্ছি।

বিজনবালা। বেলা বারোটা বেজে গেছে!

উমাচরণ। আমাদের কি আর বারোটা একটা আছে মা, আমরা যে যাত্রাওয়ালা! তুই যা, আমি যাচ্ছি!

[বিজনের প্রস্থান

(উমাচরণ পকেট হইতে একটী বিড়ি বাহির করিয়া ধরাইল; তারপর গুন্ গুন্ করিয়া গান ধরিল)

উমাচরণ। আঃ হরি, হরি—

"এ মায়াপ্রপঞ্চময় ভবের রঙ্গমঞ্চমাঝে,
রঙ্গের নট নটবর হরি, যারে যা সাজান
সে তাই সাজে।"

(শচীনের প্রবেশ)

শচীন। খুড়ো, এখনো যাওনি?

উমাচরণ। না—তোমায় দু'টো কথা ব'লবো বাবাজি!

শচীন। কি কথা?

উমাচরণ। তোমার খুব মনের জোর বাবা! এ রকম মনের জোর আমি, তোমার মত ছেলে-ছোকরাদের ভিতর দেখিনি।

শচীন। তোমাদের ওখানে গিয়ে নন্দর সঙ্গে দেখা ক'রবো'খন। আমার সঙ্গে দেখা না ক'রে নন্দ-বিজন যেন চ'লে না যায়—!

(শচীন একটী সুটকেশ খুলিয়া একটা বাণ্ডিল বাহির করিলেন)

উমাচরণ। ও সব কি বাবা?

শচীন। চারটে সিল্কের শার্ট, অতুলের জন্যে অর্ডার দেওয়া ছিল—তোমার পটলাকে দিও!

উমাচরণ। তোমার খুব মনের জোর বাবা! আশীর্ব্বাদ করি, বেঁচে থাক—উন্নতি কর! তোমার কথাই ফ'লবে বাবা—তোমার অতুল খুব উন্নতি ক'রে দেশে ফিরবে!

শচীন। তাই আশীর্ব্বাদ কর খুড়ো! আমিও মানুষ—মনে আমারও কষ্ট হয়! মাঝে মাঝে মনে হয়, কার জন্যে পরিশ্রম কচ্ছি? আবার মনকে বোঝাই, হাউ হাউ ক'রলেও লোকে পাগল বলবে—চুপ্ চাপ্ কাজকর্ম্ম করি,! আচ্ছা খুড়ো, ওবেলা তোমাদের ওখানে যাবোখন!

[শচীনের প্রস্থান

উমাচরণ একা দাঁড়াইয়া। তার প্রাণে পূর্ব্বোক্ত বৈরাগ্যের গানের সুর গুঞ্জরিত হইতেছিল—সে গাহিল—

"যার যখন হ'তেছে সাঙ্গ রঙ্গভূমির অভিনয়,
কাকস্য পরিবেদনা, আর তখন সে কারো নয়,
কোথা রয় প্রেয়সীর প্রণয়, পুত্রকন্যার কাতর বিনয়,
মানে না কারো অনুনয়—
চ'লে যায় সাজ-সজ্জা ত্যজে।"

চতুর্থ অঙ্ক

বিষ্কম্ভক

(পদ্মার ধারে একজন গায়ক গান গাহিতে গাহিতে চলিয়াছে)

গান

এপারে পদ্মা—ওপারে পদ্মা
কোথায় বাড়ী ঘর
মাঝখানে ওই ধূ ধূ করে
মহামায়ার চর!
রাতের বেলায় তাল বেতালে
নাচে ভয়ঙ্কর!!

ডাকিনী হাঁকিনী হাঁকে,
শিয়াল শকুন ঝাঁকে ঝাঁকে,
শুনতে আসে শ্মশানকালীর
মাভৈঃ, মাভৈঃ স্বর—
হেথায় এলে, সবাই ভোলে
কোথায় বাড়ী ঘর,
কে আমার আপন ছিল, কেবা—ছিল পর॥

[গাহিতে গাহিতে চলিয়া গেল

(দৃশ্য—প্রথম অঙ্কের সেই ঘর—প্রায় সেই রকমই সাজানো। দুই একটি "ফার্ণিচার" বদলাইয়া হাল ফ্যাসানের ফার্ণিচার আসিয়াছে। পূর্ব্বোক্ত ঘটনার পর আরো তেরো বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে, গৃহস্বামী মৃত্যুঞ্জয়বাবুর মাথার চুল আর একটীও কাঁচা নাই। অন্য পরিবর্ত্তন বুঝিবার উপায় নাই। দুইজন লোক তাঁহার কাছে বসিয়া আছে; তাহাদের সঙ্গে কাজের কথা হইতেছে। বেলা চারিটা—লোকদুটীর মধ্যে একজন স্থানীয় মিউনিসিপ্যাল অফিসের চাপরাশী।—নাম দুখীরাম। আর একজন বিজনবালার পুত্র পটলা, এখন বি-এল পাশ করিয়া উকিল হইয়াছে, তাহার ভাল নাম—হেরম্ব। মৃত্যুঞ্জয়বাবু এখন স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটির "চেয়ারম্যান"। সংসার যেমন চলিয়া থাকে তেমনই চলিতেছে।)

মৃত্যুঞ্জয়। (কাগজ দিয়া) যা—নিয়ে যা।

দুখীরাম। এই চিঠি ক'খানা—।

মৃত্যুঞ্জয়। এ আবার কিসের চিঠি ?—'মিটিং' ?

দুখীরাম। হঁ্যা বাবু—কাউন্সেলারদের নামে।

মৃত্যুঞ্জয়। জ্বালালে! এগুলো তো "ভাইস"-বাবু সই ক'রতে পারতেন!

হেরম্ব। তাই কি হয় স্যর্. আপনি চেয়ারম্যান!

মৃত্যুঞ্জয়। 'চেয়ারম্যানের' খুব মান, কি বল হেরম্ব ?

হেরম্ব। নইলে এতগুলো লোক—শুধু শুধু আপনার কাছে আসে ?

মৃত্যুঞ্জয়। দুখীরাম, তুই কি বলিস ?—এখানকার লোকেরা আমায় খুব মানে, কেমন ?

দুখীরাম। মানে না আবার! আপনাকে মানবেনা তো কাকে মানবে ? আপনি চেয়ারম্যান, রায়সাহেব, স্কুলের প্রেসিডেণ্ট। আপনি সব্বার উপর!

মৃত্যুঞ্জয়। আজকাল অবিনাশ নাকি খুব বুক ফুলিয়ে বেড়ায় ?—উল্টোডিঙিতে বড় আড়ৎ করেছে! স্কুলে কত চাঁদা দিয়েছে—হেরম্ব ?

হেরম্ব। আরে—রাম রাম, মোটে সাড়ে তিনশো টাকা! আপনি কত দেবেন স্যর্—বলুন, লিখে নিই!

মৃত্যুঞ্জয়। শচীন বাড়ী আসুক, আজ ; তুমি কাল সকালে এস।

হেরম্ব। আপনি এবার রায়বাহাদুর হ'ন স্যর্, নইলে আর ভালো দেখায় না। কি বলিস দুখীরাম ?

দুখীরাম। কেন বাবু, রায়সাহেব মন্দটা কিসে ?

হেরম্ব। আরে দুর দুর—কিসে আর কিসে! "রায়সাহেব" উপাধি আজকাল ষ্টেশন-মাষ্টারদের দেয়! অন্যদেশ হ'লে শুধু ওই "কনকচাঁপা" তেলের জন্য আপনাকে "স্যর্" উপাধি দিত!

মৃত্যুঞ্জয়। ওটার জন্য আমার বাহাদুরি কিছু নেই, আবিষ্কার ক'রেছে শচীন! "ফরমুলা" ওর। বাজার একচেটে ক'রে ফেলেছে, কি বলিস দুখীরাম ?

দুখীরাম। তা আর ক'রবে না বাবু? কি তেল—যেমন রঙ্, তেমনি গন্ধ।

মৃত্যুঞ্জয়। শচীনের মত ছেলে আর হয় না, কি বলিস দুখীরাম ?

দুখীরাম। আজ্ঞে—হঁ্যা বাবু! আপনি সই ক'রে দিন—আমার আবার বাবুদের বাড়ী বাড়ী গিয়ে চিঠি দিয়ে আসতে হবে।

মৃত্যুঞ্জয়। তুই যে দেখছি ঘোড়ায় জিন দিয়ে এলি!—দাঁড়া। হেরম্ব, তুমি আজকাল মাষ্টারি করনা বুঝি ?

হেরম্ব। না, এখন তো ওকালতি ক'রছি।

মৃত্যুঞ্জয়। ওকালতি যদি ক'রতেই হয়, হাইকোর্টে করাই ভাল—কি বলিস দুখীরাম ?

দুখীরাম। আজ্ঞে হঁ্যা বাবু; লোকে কথায় বলে—হাইকোর্টের উকীল!

মৃত্যুঞ্জয়। খুব মান—কি বলিস ?

দুখীরাম। খুব মান!

মৃত্যুঞ্জয়। তুমি এক কাজ ক'রতে পার হেরম্ব ? —দু'দিনে লাল হয়ে যাবে।

হেরম্ব। কি কাজ বলুন তো ?

মৃত্যুঞ্জয়। কাউকে ব'লনা। চুপি চুপি গিয়ে কালীঘাটে একখানা চপ-কাটলেটের দোকান খোল!

হেরম্ব। কালীঘাটে চপ-কাটলেটের দোকান!

মৃত্যুঞ্জয়। আমি তোমায় মতলব বাত্‌লে দিচ্ছি, শোন। খুব ভাল সাইন বোর্ড আর্টিষ্টকে দিয়ে লিখিয়ে নেবে—বেশ বড় বড় অক্ষরে সাইন বোর্ড—"মা-কালীর সম্মুখে সদ্যচ্ছিন্ন ছাগমাংসে প্রস্তুত সুপবিত্র চপ ও কাটলেট! স্বহস্তে পাচক-কর্ত্তা—শ্রীহেরম্ব মুখোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল, উকিল, হাইকোর্ট"।

হেরম্ব। বলেন কি?

মৃত্যুঞ্জয়। দু'দিনে লাল হ'য়ে যাবে হে! ক'লকাতায় বাড়ী ক'রবে, মোটর চ'ড়বে—। শচীনের "কনকচাঁপা" খুব চ'লছে—নইলে আমি শচীনকেই ব'লতুম। গিরিশ চক্কোত্তি লাল হ'য়ে গেল! তার দোকান সিমলেয়, আর এ কালীঘাট—জায়গা কি! মতলব আমার মাথায় খুব খেলে কি বলিস দুখীরাম!

দুখীরাম। হ্যাঁ বাবু, আপনার মাথায় সব—নতুন নতুন ফন্দী!

মৃত্যুঞ্জয়। আরে—ফন্দীবাজ না হ'লে আজকের দিনে টাকা রোজগার হয়? তুমি আর দেরী ক'রোনা হেরম্ব! কালপরশুর ভেতর পাঁজি দেখে একটা ভাল দিন ঠিক্ ক'রে আরম্ভ কর।

হেরম্ব। আজকের মিটিংএর কথাটা মনে আছে তো?

মৃত্যুঞ্জয়। মিটিং তো পরশু?

হেরম্ব। সে তো আপনার মিউনিসিপ্যাল মিটিং—আজ "ষ্টুডেন্স লাইব্রেরী"তে ছেলেদের "সাহিত্যসভার" প্রাইজ ডিষ্ট্রিবিউশনে আপনি যে সভাপতি।

মৃত্যুঞ্জয়। আমাকে ছাড়া কি তোমাদের কোন কাজ হবে না বাবা?—কখন মিটিং?

হেরম্ব। রাত আটটায়!

মৃত্যুঞ্জয়। কি সম্বন্ধে ব'লতে হবে?

হেরম্ব। বাংলা সাহিত্যের নবযুগ!

মৃত্যুঞ্জয়। বাংলা সাহিত্যের নবযুগ?—ব্যাপার খানা কি? এর আগে কতগুলো যুগ হয়ে গেছে?

হেরম্ব। সে আপনি যা ব'লবেন, তাই; আপনার মুখ থেকেই লোকে শুনতে চায়।

মৃত্যুঞ্জয়। ঠিক ঠিক—হেরম্ব খুব বুদ্ধিমান! বেশ ব'লেছ—খাসা বুদ্ধি! কি বলিস দুখীরাম?

দুখীরাম। হ্যাঁ বাবু। সাড়ে পাঁচটা বেজে গেল!

মৃত্যুঞ্জয়। একটু ব'স হেরম্ব—দুখীরামটাকে বিদেয় করি। (কতকগুলি চিঠি সই করিয়া) এই নে!

দুখীরাম। (লইল) বাবু—!

মৃত্যুঞ্জয়। বলনা?—আর লজ্জা কেন?

দুখীরাম। ছোট ছেলেটার বড় অসুখ, একটা "ডি-গুপ্ত" কিনতে হবে—দু'টো টাকা!

মৃত্যুঞ্জয়। টাকা আমার ভারি সস্তা কিনা? টাকা আমি আর কাউকে দেবনা—একটী পয়সাও না!

দুখীরাম। মাইনের বিল তো আপনিই পাশ ক'রবেন, সেই সময় বেটে নেবেন।

মৃত্যুঞ্জয়। ঠিক "ডি-গুপ্ত" কিনবি তো?

দুখীরাম। "ডি-গুপ্ত" কিনবো বই কি?

মৃত্যুঞ্জয়। খুব অসুখ—ডিঃ-গুপ্ত—এক ওষুধে তিন পুরুষ লাল—কি বলিস দুখীরাম?

দুখীরাম। আজ্ঞে—হ্যাঁ!

মৃত্যুঞ্জয়। দেখিস, যেন নিবারণ ডাক্তারকে ডাকিস নে—একটু জল পড়া দেবে আর গালে চড় মেরে দুটো টাকা নেবে!

দুখীরাম। আমার বাড়ীতে বাবু জলপড়ায় কিছু হয় না—ঝাঁঝালো ওষুধ চাই! দিন—

মৃত্যুঞ্জয়। এই নে! (টাকা দিলেন) মাস কাবারে মনে করিয়ে দিবি—বুঝলি?

দুখীরাম। হ্যাঁ—তা দেব বই কি! তাহ'লে এখন আসি বাবু!

[প্রস্থান

মৃত্যুঞ্জয়। গেল দুটো টাকা—। ও আর শোধ দিয়েছে! কি বল হেরম্ব?

হেরম্ব। যাদের শোধ দেবার ইচ্ছে থাকে, তারা বড় একটা ধার করেনা।

মৃত্যুঞ্জয়। ছেলেরা আমায় প্রেসিডেণ্ট ক'রেছে—কি প'রে যাই ব'লতো হেরম্ব? সুট প'রবো?

হেরম্ব। আপনি যা প'রবেন, তাই মানাবে!

মৃত্যুঞ্জয়। সেইজন্যেই তো তোমায় জিজ্ঞাসা কচ্ছি, কোন্ পোষাকে আমায় বেশী মানাবে?

হেরম্ব। আজকাল "ন্যাশনাল সেণ্টিমেণ্ট" খুব চ'লছে, স্কুলের ছেলেদের "সাহিত্যসভা",

বিশেষ, পুজোর ছুটির আগে—আপনি ধুতিচাদরই নিন!

মৃত্যুঞ্জয়। আচ্ছা—গলাটায় একটা 'মাফলার' জড়িয়ে নেব?

হেরম্ব। ধুতিচাদরের সঙ্গে 'মাফলার' মানাবে কেন?

মৃত্যুঞ্জয়। নতুন হবে—ষ্টাইল হবে! বড় হ'তে হ'লে একটা নিজস্ব ষ্টাইল থাকা দরকার —বুঝলে? শুধু ধুতিচাদর তো সবাই পরে!

হেরম্ব। আমি তা'হলে এখন উঠি—ছেলেরা ঠিক আটটায় গাড়ী নিয়ে আসবে।

মৃত্যুঞ্জয়। শোন শোন, সভাপতি তো ক'চ্ছ—কিছু 'লোকুতো' করা দরকার তো?

হেরম্ব। তা দিতে হবে বই কি! আপনার যা মানসম্ভ্রম, তাতে—

মৃত্যুঞ্জয়। কত দিলে খারাপ দেখায় না; খুব বেশী দেওয়াটা কিছু নয়—কি বল?

হেরম্ব। তা, বেশী দেওয়ায় দোষ কি?

মৃত্যুঞ্জয়। বেশী দেওয়ায় দোষ নেই?—খুব দোষ? লোকে মনে ক'রবে—টাকার গুমোর, টাকা দেখাচ্ছে, আর যেন কারো টাকা নেই!

হেরম্ব। তাই বলে কি খুব কম দেবেন? সেইটেই কি ভাল? আপনার যা ষ্টাইল, সেই ষ্টাইলে যা মানায়—!

মৃত্যুঞ্জয়। আচ্ছা—শচীন আসুক; আজ তো আসবার কথা আছে।…হ্যাঁরে—তোর দাদামশায়ের খবর টবর পেলি? বেঁচে আছে তো—?

হেরম্ব। মা তো ব'লছিল—"কুশপুত্তুর" ক'রবে!

মৃত্যুঞ্জয়। না না, "কুশপুত্তুর" করিসনে—সে চট ক'রে ম'রবে না! তোর মাকে একবার আমার কাছে পাঠিয়ে দিবি!

হেরম্ব। মা বোধ হয় বাড়ীর ভিতর দিদিমার কাছে এসেছে—।

মৃত্যুঞ্জয়। তোর বাবা "লাইফ ইন্সিওর" করেনি—না?

হেরম্ব। না। মফঃস্বলের জমিদারের বাড়ীর কাজ—সেখানে কি আর কেউ "লাইফ ইন্সিওর" করে?

মৃত্যুঞ্জয়। তোমায় একটু লেখাপড়া শিখিয়ে গেছে, এই যা। যাক্, তবু মাতামহর ভিটেটা ছিল, তাই মাথা গুঁজে আছ!

হেরম্ব। তাতো বটেই! পৈতৃক বাড়ী তো এমন জায়গায়, সেখানে থেকে এক পয়সাও উপার্জ্জন হয় না।

মৃত্যুঞ্জয়। তোর ছোটমাসীর খবর কি?

হেরম্ব। তাদের অবস্থা খুব ভাল! মেসোমশা'র চারটে ধানের কল, চালানি কারবার, তেজারতি মহাজনি, বাজারে গোলদার দোকান—বেশ ভাল অবস্থা!

মৃত্যুঞ্জয়। বেশ গেরস্ত লোক!…তোর মায়ের হাতে নগদ টাকাকড়ি কিছু নেই?

হেরম্ব। যা ছিল, সুশীলার বিয়ের সময় বেরিয়ে গেল।

মৃত্যুঞ্জয়। তোর মায়ের বড় ইচ্ছে ছিল, অতুলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেয়। খবরের কাগজে টাগজে ওর কোনো খবর পাস্?

হেরম্ব। অতুলের—? না—সে তো ব্রেজিলে আছে।

মৃত্যুঞ্জয়। তোর দাদামশাই তার মাথাটা খেয়ে গেছে। এদানি রাতদিন এখানেই থাকতো, আর কাণে 'ছিটে মন্তর' ঝাড়তো—!

(দরিদ্রবেশে উমাচরণের প্রবেশ। সে গান ধরিয়াই আসিল। তার মুখে দাড়ি, মাথার চুল সাদা)

গান

গা তোল, গা তোল!
বাঁধ মা কুন্তল,
ঐ এল পাষাণি! তোর ঈশানী।
ল'য়ে যুগল শিশু কোলে,
(জননী গো!) মা কই, মা কই বোলে,
ডাকছে রে তোর শশধরবদনী!
ওমা তোমার তারা,
চন্দ্রচূড়-দারা,
চন্দ্রদর্পহরা—চন্দ্রাননী!
এমন রূপ দেখি নাই কারো,
(রাণি গো) মনের অন্ধকার—
হরণ করে মা তোর হরমনোমোহিনী॥

(বাড়ীর ভিতর হইতে স্বর্ণলতা ও বিধবার বেশে বিজনবালা প্রবেশ করিলেন।)

মৃত্যুঞ্জয়। বৈরাগী ঠাকুর, আজকালকার বৈরাগীরা এ-সব পুরানো আগমনী গায় নাকি?

স্বর্ণলতা। বৈরাগী না তোমার মাথা! গলা শুনেও বুঝতে পারলে না?

মৃত্যুঞ্জয়। কে—ব'লতো?

স্বর্ণলতা। চরণ-ঠাকুরপো!

মৃত্যুঞ্জয়। এঁ্যা—উমোচরণ, তোর এ দশা হয়েছে? ওয়ারেণ্ট বার ক'রেছে বুঝি?

উমাচরণ। না—ওয়ারেণ্ট নয়, ওয়ারেণ্ট নয় —সখ!

মৃত্যুঞ্জয়। সখ? তা এতদিন কোথায় ছিলি?

উমাচরণ। বোম্বাই গিয়েছিলাম।

মৃত্যুঞ্জয়। বোম্বাই? সেখানে কি ক'রতিস?

উমাচরণ। আজকাল 'ফিলিম্' হয়েছে, শুনেছ?

মৃত্যুঞ্জয়। বায়োস্কোপ?

উমাচরণ। হ্যাঁ—দেখেছ?

মৃত্যুঞ্জয়। না। সেখানে তুই কি ক'রতিস?

উমাচরণ। 'এ্যাক্টিং' ক'রতাম!

মৃত্যুঞ্জয়। তুই—?

উমাচরণ। নিশ্চয়ই!—বিদ্যেটা জানা আছে, চুপ ক'রে কি আর ব'সে থাকতে পারি? সে ভারি মজার 'এ্যাক্টিং' দাদা।

মৃত্যুঞ্জয়। কি রকম, কি রকম?

উমাচরণ। পার্ট মুখস্থ ক'রতে হয় না; শুধু হাতমুখ-নাড়া। উঃ—অনেক টাকা দিত।

মৃত্যুঞ্জয়। টাকা কি ক'রলি?

উমাচরণ। তুমি তো জানো দাদা, আমার কুষ্টির ফল—রোজগার হবে, ভোগে আসবে না! বাড়ী আসছিলাম, দু'হাজার টাকা জমিয়েছিলাম—ব্যাগভর্ত্তি নোট, টাকা! ওঃ—যদি 'সেকেন ক্লাসে' আসতাম, দিষ্টিকিপ্পন মানুষ তো?—'থার্ড ক্লাসের' টিকিট কিনেছি, ব্যাগ মাথায় দিয়ে শুয়ে; সকালে আসানসোলে ঘুম থেকে উঠে দেখি—ব্যস!

মৃত্যুঞ্জয়। দু'হাজার টাকা গেল!

উমাচরণ। গেল বই কি! শুধু তাই?—সঙ্গে সঙ্গে টিকিটখানাও খুঁজে পেলাম না!

মৃত্যুঞ্জয়। পুলিশে খবর দিলিনে কেন?

উমাচরণ। আমার আর পুলিশ ডাকতে হল না, "টিকিট কালেক্টার"ই "উইদাউট টিকিটে" ট্রাভ্‌ল করার জন্যে পুলিশের হাতে দিলে। হাজতে নিয়ে যাচ্ছিল, হাতে পায়ে ধ'রে নিষ্কৃতি পেয়েছি!

মৃত্যুঞ্জয়। তারপর?

উমাচরণ। তারপর আর কি? আসানসোল ইষ্টিসেন 'কম্পাউণ্ড' পেরিয়ে যখন বাইরে এলাম, তখন দেখি পকেটে সাড়ে তের আনা পয়সা! মাড়োয়ারির দোকান থেকে দশ পয়সার গরম জিলিপি কিনে খেলাম।

মৃত্যুঞ্জয়। বলিস কি?—দু'হাজার টাকা গেল! তুই বাড়িয়ে ব'লছিস! তুই দু'হাজার টাকা জমিয়েছিলি, উঃ মিছে কথা বল্‌ছিস্!

উমাচরণ। ঐখানেই অন্যায় হ'য়েছিল দাদা! সেইজন্যেই তো একেবারে দশ পয়সার গরম জিলিপি খেলাম। আর মনকে ব'ল্লাম—"আত্মা রাম, আর পড়া বুলি প'ড়োনা—অন্য বুলি ধর"। আজ ছ'মাস বৈরাগী হ'য়েছি।···তুমি তো ঠিক আছ দাদা!

মৃত্যুঞ্জয়। হুঁ—still going strong!

উমাচরণ। জানি-ওয়াকার? আমি জানি দাদা—জানি; বোম্বেতে খেতাম—খাশা জিনিব! বোম্বে গিয়ে একেবারে ভোল ব'দলে ফেলেছিলাম দাদা! সাইবি পোষাক প'রতাম—ছবিগুলো যে ব্যাগে ছিল, প্রমাণ দিতে পারছিনে!

(বিজন আসিয়া প্রণাম করিল)

উমাচরণ। এ মেয়েটি কে দাদা?

স্বর্ণলতা। চিনতে পারছ না, ঠাকুর-পো?

বিজনবালা। বাবা—আমি!

উমাচরণ। বিজন—?

(হেরম্ব প্রণাম করিল)

উমাচরণ। এটা কে—অতুল?

মৃত্যুঞ্জয়। না—না, অতুল তো সেই তুই থাকতে কোথায় গেছে—আর ফেরেনি।

বিজনবালা। এ তোমার পটলা।

উমাচরণ। পটলা? তাই তো, তুই যে একেবারে "জেণ্টলম্যান্" হ'য়ে প'ড়েছিস? চেনবার উপায় নেই।

হেরম্ব। তোমাকেই বা কোন্ চিনবার উপায় আছে—?

উমাচরণ। তাইতো, তা তোরা এখানে কেন? তোরা তো দিনাজপুর ছিলি। কবে এলি? তোর বাপ কোথায়?

হেরম্ব। বুঝতে পাচ্ছ না?—মায়ের পরণে থানকাপড়।

(বিজন চোখে কাপড় দিল)

উমাচরণ। তাইতো, থান কাপড়ই তো বটে! এঁ্যা—নন্দটা ফাঁকি দিলে? আমায় ফাঁকি দিলে। উঃ—কি অন্যায় দেখতো দাদা।...হঁ্যারে বিজন, তোর মা বেঁচে আছে?

সুবর্ণলতা। তাই কখনো থাকে? তুমি কি অবস্থায় ফেলে গিয়েছিলে?

উমাচরণ। উঃ, খুব কষ্ট পেয়ে ম'রেছে—না?

বিজনবালা। না—কষ্ট পাননি; সময় মত আমি এসে প'ড়েছিলাম।

উমাচরণ। (অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, তারপর বিষাদ ঝাড়িয়া ফেলিল) যাক্ যাক—কি আর হবে! হঁ্যারে—তোর ছোট বোনটা আছে তো?

বিজনবালা। তা'রা বেশ আছে—ভালই আছে।

উমাচরণ। মাছভাত খাচ্ছে তো?

বিজনবালা। তা খাচ্ছে—।

উমাচরণ। (আবার কিছুক্ষণ চুপ করিয়া কি চিন্তা করিল) তা বার বচ্ছর পরে দেশে ফিরলুম, দুইএকটা যাবে বৈ কি—কি বল দাদা?

মৃত্যুঞ্জয়। তাতো বটেই! (স্ত্রীর প্রতি) শুনছো?—ভাল দেখে শার্ট একটা, আর সেই 'ফ্যান্সি মাফলার'টা পাঠিয়ে দিও তো!

সুবর্ণলতা। কোথাও বেরুবে নাকি?

মৃত্যুঞ্জয়। হঁ্যা—ইস্কুলের ছেলেরা আমায় সভাপতি ক'রেছে যে; এখনি গাড়ী নিয়ে আসবে। কটা বাজলো হেরম্ব?

হেরম্ব। সাড়ে ছ'টা—আটটায় আসবে।

মৃত্যুঞ্জয়। বিষয়টা হ'চ্ছে "বর্ত্তমান বাংলা-সাহিত্য"—কেমন?

হেরম্ব। হঁ্যা—!

বিজনবালা। চল বাবা, বাড়ী চল!

উমাচরণ। দাদা-বৌঠাকরুণের সঙ্গে একটু গল্পগুজব করি?—কত দিন পরে দেখা!

সুবর্ণলতা। একটু চা খাবে নাকি ঠাকুর-পো?

উমাচরণ। না—এসেই ব্রতভঙ্গ ক'রবো? চা কাল সকালে খাব—আজ একটু তামাক খাই। রঘু আছে?—রঘু!

(তামাক লইয়া বৃদ্ধ রঘুর প্রবেশ)

রঘু। আছি বই কি বাবু—এই তামাক খান। বুড়োরা ঠিক বেঁচে থাকে—যারা যাবার, তারাই যায়! যমরাজ তো বেছে মানুষ নেয়না—।

মৃত্যুঞ্জয়। তুমি থাম-থাম—তোমার আর যমরাজের সমালোচনা ক'রতে হবে না।

[রঘুর প্রস্থান

সুবর্ণলতা। আয় বিজন, বাড়ীর ভিতরে গিয়ে বসি; বাপকে সঙ্গে নিয়ে যাবি—

বিজনবালা। বাবা, তামাক খেয়েই যেতে হবে কিন্তু—বেশী দেরী ক'রোনা! হেরম্ব—

হেরম্ব। আমি একটু স্কুলের দিকে যাই—ছেলেগুলো আমার মুখ চেয়ে বসে আছে—।

উমাচরণ। ছোকরা লেখাপড়া শিখেছে বুঝি!

বিজনবালা। তা শিখেছে বাবা। তোমার জামাই ঐটী ক'রে গেছেন—ছেলে মানুষ ক'রে' ছেন। তোমার পটলা এখন উকিল—।

উমাচরণ। বলিস কিরে—পটলা উকিল? আর পটলার দাদামশায়—"যে পান্নালাল, সেই পান্নালাল।"

হেরম্ব। ওই উকিলই হ'য়েছি দাদামশায়—পসার হয়নি, কেউ—ডাকেনা।

উমাচরণ। ডাকবে—ডাকবে দাদা, ডাকবে। আসল কথা—বিদ্যে! বিদ্যে থাকলে একদিন ঠিক ডাকবে! (মুগ্ধ দৃষ্টিতে হেরম্বকে দেখিয়া) আরে—তুই তো দিব্বিটি হ'য়েছিস পটলা! আমি যখন

তোকে দেখি, গলাসরু পেটমোটা—যেন হ্রস্বইকারের মত চেহারা! এখন তো বেশ হ'য়েছিস—ঠিক যেন "বিলমোরিয়া"!

হেরম্ব। বিলমোরিয়াকে তুমি চেন নাকি?

উমাচরণ। চিনবো না? এক সঙ্গে এ্যাক্ট ক'রেছি—কি যে বলে!

হেরম্ব। এক সঙ্গে এ্যাক্টিং ক'রেছ? "তুফান মেলে" কি সেজেছিলে?

উমাচরণ। বিলমোরিয়ার ঠাকুরদা—!

হেরম্ব। "তুফান মেলে" আবার বিলমোরিয়ার ঠাকুরদা কোথায়?

উমাচরণ। আগে ছিল—"এডিটিঙে" কেটে দেছে!

মৃত্যুঞ্জয়। 'এ্যাক্টিং' আবার কাটবে কিরে হতভাগা?

উমাচরণ। কাটে—ও তুমি বুঝবে না দাদা! "মতিরায়ের যাত্রা" নয়, এর নাম "ফিল্ম এ্যাক্টিং" —এ কাটে, জোড়ে; কেবল কেটে জোড়া দেয়!

হেরম্ব। শুনলে মা, তোমার বাবা এমন এ্যাক্টিং ক'রেছেন যে, এডিটার সব কেটে বাদ দেছে!

উমাচরণ। তাই তো, পটলাটা তো খুব উতরে গেছে! আমি ভেবেছিলাম, তোমার অতুল লায়েক হবে—আর পটলাটা প'টকে যাবে, 'থার্ডক্লাস' পেরুবে না!

মৃত্যুঞ্জয়। (স্ত্রীর প্রতি) তুমি আর দাঁড়িয়ে থেকোনা। ভাল-ইস্তিরি শার্ট, সিল্কের মাফলার, শালের টুপী, আর একখানা ঢাকাই উড়ুনি—

হেরম্ব। বেশ মানাবে! আমি চল্লাম—। দাদামশায়, আর যেন বেরিয়ে প'ড়োনা। মা, তোমার বাবাকে বাড়ী নিয়ে যেও। ঠিক আটটায় ছেলেদের আসবার সময়। "বর্ত্তমান বাংলাসাহিত্য" —President election, just at 8-30 P. M. and then meeting at 9 P. M. sharp, আমি ইস্কুলে ফুলের মালাটালাগুলো এল কিনা দেখি।

[হেরম্বের প্রস্থান

সুবর্ণলতা। আয়রে বিজন! ঠাকুরপোকে কি খেতে দিবি রাত্তিরে? সন্নিসি মোহন্ত মানুষ, একটু গাওয়া ঘি নিয়ে যা!

বিজনবালা। যাই—জ্যেঠাইমা! বাবা, দেরী ক'রোনা—

(সুবর্ণলতা ও বিজনবালার বাড়ীর ভিতরে গমন)

উমাচরণ। দাদা, সংসার বড় মজার জায়গা—সেই আমি, সেই তুমি, সেই বৌঠাকরুণ, সেই বিজন—অথচ কিছুই কিছু নয়! বিজের ছেলে পটলা কিনা ইংরিজিতে কথা কয়—9 P. M. sharp!

মৃত্যুঞ্জয়। হ্যাঁ—; (উমাচরণকে থামিতে ইঙ্গিত করিয়া মনোযোগ দিয়া লিখিতে লাগিলেন)

উমাচরণ। ও আবার কি?

মৃত্যুঞ্জয়। কিছু-না, কিছু-না! তোর নাতি এসে ধ'রলো, নইলে আমার আর কি?

উমাচরণ। বুঝলে দাদা, প্রায় সব ঠিক ক'রে এনেছিলাম, শেষরক্ষে করাই মুস্কিল! আবার লাগতে হবে। কাল যাই একবার টালিগঞ্জের দিকে—।

মৃত্যুঞ্জয়। টালিগঞ্জ কেনরে? "রেস" খেলবি নাকি?

উমাচরণ। হ্যাঁ, ও একরকম "রেসখেলা"ই বটে! শুনছি, আজকাল "বাংলা টকি" হ'চ্ছে, হাজার হোক, গলাটা তো এখনো আছে; বিদ্যেটা জানি।

মৃত্যুঞ্জয়। তুই একটু চুপ কর বাপু, আমি একটু "বর্ত্তমান বাংলা-সাহিত্য" সম্বন্ধে চিন্তা ক'রে নিই।

উমাচরণ। ও চিন্তাটিন্তা ক'রলে হবে না দাদা —টাকা চাই!

মৃত্যুঞ্জয়। তুই টাকা কি ক'রবি? সন্নিসি মোহন্ত মানুষ—!

উমাচরণ। সন্নিসি আর থাকতে দিল কই? বউটা গেছে গেছে, কি আর ক'রবো? ওতো ম'রেই ছিল—জামাইবেটার আক্কেল দেখ দেখি—ফাঁকি দিয়ে পালাল? আমার বিজন থান কাপড় প'রে, স্বামীর ভিটেয় জায়গা হ'ল না; বুঝি তো সব?—ছেলেমেয়ে নিয়ে আমার কুঁড়েয় এসে উঠেছে; পটলাটা লেখাপড়া শিখেছে বটে—রোজগার তো তেমন হ'চ্ছে না। আর সন্নিসি হওয়া চলে?—তুমিই বল দাদা! কাল থেকেই আবার জোয়াল কাঁধে ক'রতে হবে—।

মৃত্যুঞ্জয়। তা করিস্—করিস্, এখন একটু থাম্!

উমাচরণ। তুমি আবার এসব ঢঙ্ ধর'লে কেন? তোমায় 'সভাপতি' ক'রেছে?

মৃত্যুঞ্জয়। পটলাকে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখিস্—আমার আজকাল খুব মান, বুঝলি?

উমাচরণ। খুব মান?

মৃত্যুঞ্জয়। হুঁ—; "স্কুল কমিটি"র প্রেসিডেন্ট, মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান; আবার ব'লছে—"অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট" হও!

উমাচরণ। তা হ'লে তুমিই তো একটা চাকরী ক'রে দিতে পার!

মৃত্যুঞ্জয়। আচ্ছা—ওসব কথা পরে হবে। আমি এখন "বর্ত্তমান বাংলা-সাহিত্য" নিয়ে বড়ই মুস্কিলে প'ড়েছি; মস্ত বড় নামডাক—মানটা বজায় রাখতে হবে তো!

উমাচরণ। শচীন বাবাজি—

মৃত্যুঞ্জয়। আছে আছে—ভালই আছে!

(চঞ্চল হইয়া বেড়াইতে লাগিলেন)

উমাচরণ। মায়ের আর কোন সন্ধান পাওনি?

মৃত্যুঞ্জয়। সে সব ঠিক আছে, তুই চুপ কর! আমি চিন্তা ক'রছি—

উমাচরণ। কি ঠিক আছে? সন্ধান পেয়েছ?

মৃত্যুঞ্জয়। কার কথা ব'লছিস?

উমাচরণ। আমার মা জগদ্ধাত্রী!

মৃত্যুঞ্জয়। পাগল হ'য়েছিস নাকি? পঁচিশ বছরের উপর মারা গেছে যে, তার সন্ধান কে দেবে!

উমাচরণ। না—তাই ব'লছিলাম!

মৃত্যুঞ্জয়। আমার—এখন মাঝে মাঝে মনে হয়, জগদ্ধাত্রী কোন কালেই ছিল না!

উমাচরণ। ছিল না কিগো? ছিল বই কি—দস্তুর মত ছিল!

মৃত্যুঞ্জয়। না, এক সময় যখন আমার প্রাণে স্নেহমমতা ছিল, সেই সময় মনে ক'রতাম—আমার মেয়ে আছে; আসলে মেয়ে কোন দিনই ছিল না!

উমাচরণ। এখন কি তোমার মায়ামমতা নেই দাদা—?

মৃত্যুঞ্জয়। মায়ামমতা?—না। আটাত্তর বছর বয়স হ'ল—এখনো মায়ামমতা? পাগল নাকি! মায়ামমতা থাকলে এতদিন কবে পটল তুলতাম! এখন নির্ভাবনায় কেবল শরীরের তোয়াজ ক'চ্ছি। খাসা আছি!

উমাচরণ। শরীরের তোয়াজ ক'চ্ছ?

মৃত্যুঞ্জয়। হুঁ; ভোর পাঁচটায় উঠি—বেড়াতে বেরুই, রোজ চার মাইল ক'রে হাঁটি। গাওয়া ঘি খাই, খাঁটী দুধ, দিনমানে ভাত, রাত্রে লুচি। দু' আউন্স ক'রে জনিওয়াকার, হাফ্ বইল্ড্ মুরগীর ডিম! ঠিক রাত দশটায় ঘুমুই, ভোর পাঁচটায় উঠি। শরীরে কোনো রোগ নেই—। খাবি নাকি একটু জনিওয়াকার?

উমাচরণ। আজ থাক্—বড্ড প্রাণটা কেমন ক'চ্ছে দাদা! তোমার বয়স আটাত্তর, আমার বয়স সত্তর, আর পঞ্চাশ হ'তে না হ'তে জামাই-বেটা ফাঁকি দিয়ে চ'লে গেছে?—ছিঃ ছিঃ ছিঃ! তুমি একবার বিজনের মুখখানার দিকে চেয়ে দেখেছিলে—? ওই কি ওর গায়ের রং!

মৃত্যুঞ্জয়। আমি এখন আর কারো মুখের দিকে চেয়ে দেখিনে! মুখ দেখবার দরকার হয়, একখানা বড় আয়না রেখে দিয়েছি—নিজের মুখ দেখি। তুই কাল সকালে বরং আসিস, আজ বাড়ী যা; আমায় এখনি বেরুতে হবে।

উমাচরণ। আচ্ছা, আজ তাহ'লে উঠি!

(উঠিয়া সঙ্কোচের সঙ্গে)

উমাচরণ। দাদা—

মৃত্যুঞ্জয়। কি রে—কি?

উমাচরণ। একটা কথা ছিল—

মৃত্যুঞ্জয়। (লিখিতে লিখিতে) কাল হবে, কাল হবে।

উমাচরণ। আজই হওয়া দরকার দাদা! বারো বচ্ছর পরে ভিটেয় যাচ্ছি—পুজো এসে প'ড়েছে, মেয়ে আছে, নাতি-নাতনী আছে, একেবারে খালি হাতে যাব!

মৃত্যুঞ্জয়। তাই যা—খালি হাতেই যা!

উমাচরণ। শোন শোন, খালি হাতে যাওয়াটা ভাল দেখায় না। তুমি এক কাজ কর দাদা, গোটা পঁচিশেক টাকা আমায়—

মৃত্যুঞ্জয়। নবাব—! বাড়ী বাড়ী ভিক্ষে ক'রে বেড়াচ্ছিলে যে, এখন পঁচিশ টাকা নইলে ওঁর ভিটেয় পা উঠবে না! যা-যা চলে যা, টাকাকড়ি আমার নেই!

উমাচরণ। অমন কথা মুখে এনো না দাদা! মানুষের মুখ বড় ভয়ানক, ক্ষ্যাণে অক্ষ্যাণে কথা বেরোয়! কথা ফিরিয়ে নেও!

মৃত্যুঞ্জয়।—জ্বালালে! দিলে মনটায় ধোঁকা লাগিয়ে! কথা আবার ফিরিয়ে নেব কি ক'রে?

উমাচরণ। বল,—যা ব'লেছি, সব মিথ্য কথা; টাকা আমার যথেষ্ট আছে। তারপর ক্যাশ বাক্স খুলে পঁচিশটে টাকা বার করে দাও।

মৃত্যুঞ্জয়। যখনি এসেছ, তখনই বুঝেছি—কিছু না খসিয়ে নড়বে না!

(বাক্স খুলিয়া টাকা বাহির করিলেন)

মৃত্যুঞ্জয়। এ্যঃ—মুস্কিলে ফেললে দেখছি!

উমাচরণ। কেন, কি মুস্কিল হল আবার?

মৃত্যুঞ্জয়। একশ' টাকার নোট রয়েছে যে!—তাইতো! এক কাজ ক'রবি, কাল সকালে বাকী পঁচাত্তর টাকা ফিরিয়ে দিবি, বুঝলি?

উমাচরণ। হ্যাঁ—দেব বৈকি! (টাকা লইয়া) কাল তো হবেনা দাদ', কাল বেস্পতিবার।

মৃত্যুঞ্জয়। আচ্ছা—পরশু দিস্!

উমাচরণ। পরশু ষষ্ঠী, তারপর তো পূজো। তুমি একেবারে লক্ষ্মীপূজোর পর পাবে।

মৃত্যুঞ্জয়।—তবেই তুমি ফিরিয়ে দিয়েছ! ততদিন তোমার হাতে টাকা থাকবে? মূর্ত্তিমান শনি যে তুমি! দেখ, আর যা কিন্‌বি কিন্‌বি—শ'খানেক মুরগীর ডিম কিনিস—বুঝলি?

উমাচরণ। মুগগীর ডিম কি হবে দাদা?

মৃত্যুঞ্জয়। হেরম্ব, মানে তোর পটলাটাকে দুবেলা দুটো ক'রে হাফ্ বইল্ড ডিম খাওয়াবি, বুঝলি! ছোকরার ইন্টেলেক্ট আছে, সব আছে, শুধু একটু নিউট্রি্সন্‌এর অভাবে—বুদ্ধি খুলছেনা! ও বাঁচলে, তোকে দুটো খেতে দেবে, বুঝলি?—এখন বিদেয় হও, আমি একটু সাহিত্য-চিন্তা করি, যা—

(স্নুবর্ণলতা ও বিজনের পুনঃ প্রবেশ)

বিজন। তোমার হ'ল বাবা?

উমাচরণ। হ্যাঁ হ'য়েছে!

স্নুবর্ণলতা। কাল সকালে এস ঠাকুরপো—শচীনের আসবার কথা আছে।

উমাচরণ। শচীন বড় ভাল ছেলে—নন্দটাও খুব ভাল ছিল বৌঠাকরুণ!

স্নুবর্ণলতা। সে কথা তুমি ব'লে বোঝাবে? সোয়ামী গেল, মা গেল, ক'টা কাচ্ছা বাচ্ছা নিয়ে ছুঁড়ীর যা ভোগান্তি। আ-হা হা!

বিজন। তবু জ্যেঠাইমা ছিলেন তাই, নইলে আর মান-সম্ভ্রম থাকতো না। আমি রোজ ভাবি, আজ বাবা আস্‌বে, আজ বাবা আস্‌বে! কোথায় বাবা! বাবার কি আর মায়া-মমতা আছে!

স্নুবর্ণলতা। আর যেন পালিয়োনা ভাই!

মৃত্যুঞ্জয়। কই, আমার জামা মাফলার?

স্নুবর্ণলতা। ঐ যে রঘু আনছে—যাক্, বেঁচে থাকলে মানুষ তবু একদিন ফেরে।

উমাচরণ। তা যা ব'লেছেন বৌঠাকরুণ, আমার তো বৃথা জন্ম, বৃথা সংসার করা। তোমাদের কি হ'ল ব'ল দেখি? কত আশা ছিল—জগদ্ধাত্রীর বিয়ে দেবে, রাজপুত্তুরের মত জামাই হবে। নাতি, নাত্‌নী চারদিকে ঘুরবে—হ'লও সব! কিন্তু কেন যে হ'ল—আর কেন যে গেল—

মৃত্যুঞ্জয়। তোমার আর মায়া কাড়াতে হবে না হতভাগা। যা বাড়ী যা। বারো বচ্ছর পরে—বাবু ট্যাক্স দেবার ভয়ে সন্নিসী হয়ে দেশে ফিরলেন। বৌটোকে মেরে ফেলে এখন মেয়ের জন্যে শোক উথলে উঠল। ওঁর আবার দু'হাজার টাকাসমেত ব্যাগ চুরি যায়, কত বড় রোজগারি পুরুষ! বেরো—

বিজন। এস বাবা, বাড়ী এস—

স্নুবর্ণলতা। আহা কেন ওকে শুধু শুধু গালাগাল দিচ্ছ? তোমার কি যে স্বভাব—

উমাচরণ। দাদা, গালাগাল দিচ্ছ দেও—তবে আমারও মায়া-মমতা ছিল, করতে পারিনি কিছু—আমার দোষ, কি অদৃষ্টের দোষ, আজো বুঝতে পার্ল্লেম না—দাদা!

সুবর্ণলতা। ঠাকুরপো রাগ করোনা ভাই— আমাদের সবারই সমান অদৃষ্ট!

উমাচরণ। না—না রাগ করবো কেন— দাদার কথায় কি আর রাগ করি—চল্ মা বিজন বাড়ী যাই। বৌঠাকরুণ, আমি ভুলতে পাচ্ছিনে নন্দ আর আসবে না, বিজনের সিঁথীতে আর সিঁদুর দেখবো না! তোমরা মেয়েমানুষ—চেঁচিয়ে কাঁদতে পার; আমাদের তো সে উপায় নেই, তাই হেসে উড়িয়ে দিই!

বিজনবালা। (জনান্তিকে) জ্যেঠামশায় রাগ ক'রছেন—তুমি এস বাবা!

উমাচরণ। (ভাবের আতিশয্যে গান ধরিল)

গিরি, আমার ছিল মনে এই বাসনা—
আমি জামাতা সহিতে
আনিব দুহিতে
গিরিপুরে ক'রবো শিবস্থাপনা।
আমি বিল্ব-বৃক্ষমূলে করিব বোধন,
হবে গণেশের কল্যাণে গৌরীর আগমন,
আমি ঘরে আনব চণ্ডী, শুনবো কত চণ্ডী,
কত দণ্ডী জটাধারীর হবে আনাগোনা!
আমার সাধ মিটিল না,
(মনের সাধ রইল মনে) আশা পূরিল না,
আমার অন্নপূর্ণা হলেন
শ্মশান-শবাসনা॥

[বাপ ও মেয়ে চলিয়া গেল

(বৃদ্ধবৃদ্ধা অনেকক্ষণ স্থির হইয়া বসিয়া রহিলেন)

মৃত্যুঞ্জয়। গায় ভাল—বরাবরই ভাল গায়!

সুবর্ণলতা। হ্যাঁ;—যখন প্রথমে এসে "গা তোল গা তোল" গান ধরলো, আমার প্রাণের ভিতর যেন মোচড় দিয়ে উঠল!

মৃত্যুঞ্জয়। কাঁদালে তবে ছাড়লে! আচ্ছা, মানুষের বুক কেন ভেঙে যায় না, আমায় বলতে পার?

সুবর্ণলতা। বুক তো ভেঙেই গেছে!

মৃত্যুঞ্জয়। না-না—ঠিক আছে, ঠিক আছে। বুক ভেঙে গেলে কি আর মানুষ মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান হয়—না আটাত্তর বচ্ছর বয়সে নিয়ম ক'রে হইস্কি মুরগীর ডিম খায়? আমি তো দেখছি—নিজের দেহ ছাড়া আর কারো কথাই ভাবিনে। এই দেহই সত্য। আর কিছু সত্য নয়। অনেক সময় মনে হয়, তুমিও নেই। একদিন ছিলে, আজ নেই—

সুবর্ণলতা। এখনো তোমার পায়ে মাথা রেখে যদি যেতে পারতাম। ঐ একটু কামনা এখনো মনের ভিতর আছে। ভগবান কি তাও পূর্ণ ক'রবেন না!

মৃত্যুঞ্জয়। আচ্ছা—সত্যিই কি জগদ্ধাত্রী ব'লে আমাদের মেয়ে কেউ ছিল!

(রঘু সার্ট ইত্যাদি লইয়া আসিল)

সুবর্ণলতা। কই, সার্ট গায়ে দাও?—মাফ্‌লার পর? এখুনি ছেলেরা গাড়ী নিয়ে আসবে—।

মৃত্যুঞ্জয়। আমি এখনো বাবুগিরি ক'রে বেড়াই, আমায় দেখে লোকে বোধ হয়—হাসে! সামনে কিছু বলে না।

[রঘুর প্রস্থান

সুবর্ণলতা। না না—কেন, হাসবে কেন? বাঁচতে হ'লে সবই যে চাই। আমিও তো হাসি, কথা বলি। আজও দুপুরবেলা পাড়ার মেয়েরা এসে বল্লে—"দিদিমা, তাস খেলতে হবে"। তাদের সঙ্গে তাস খেললাম। দিনরাত মুখ পুড়িয়ে ব'সে থেকে লাভই বা কি? ইস্কুলের ছেলেদের সঙ্গে মেলামেশা করা ভাল! জামা গায় দাও—।

মৃত্যুঞ্জয়। তাহ'লে হাসেনা?—কি বল?

সুবর্ণলতা। না—না, হাসবে কেন? বাবুগিরি তো আজকাল সবাই ক'রে।

মৃত্যুঞ্জয়। (সজ্জা করিতে করিতে) হ্যাঁ, পাঁচ টাকায় বাবুসজ্জা! চল, পুজোর পর কোথাও বেড়িয়ে আসা যাক। আর ভালো লাগছে না, কিছু ভালো লাগছে না! শচীন আসুক, পরামর্শ ক'রে দেখি। উমোচরণটাকে সঙ্গে নিতে হবে। আচ্ছা, শচীনের এত দেরী হ'চ্ছে কেন? কটা বাজলো—

সুবর্ণলতা। না দেরী হবে কেন—এইতো সবে ৭-১৫; ঘড়ি নেবেত?

মৃত্যুঞ্জয়। হ্যাঁ—ঘড়ি নেব বই কি; তবে হাতঘড়ি নয়—আমার ঘড়ি, ঘড়ির-চেন বার কর।

সুবর্ণলতা। ওই শচীন এল!

মৃত্যুঞ্জয়। এল?

সুবর্ণলতা। হ্যাঁ—একটা গাড়ী থামল!

মৃত্যুঞ্জয়। ছেলেরা হয়তো গাড়ী নিয়ে এল—মুস্কিলে ফেলবে দেখছি!

(শচীন আসিলেন)

শচীন। ওহে রঘুনাথ—জিনিষপত্তরগুলো সব ওই ঘরে বোঝাই কর। একটা ট্রাঙ্ক আর বারোটা বাণ্ডিল—

মৃত্যুঞ্জয়। অর্দ্ধেক ক'লকাতা কিনে ফেলেছ বুঝি?

শচীন। পুজোর বাজার—কিনতে কিনতে বেড়ে গেল।

সুবর্ণলতা। ভাল কথা, তোমার নামে একটা টেলিগ্রাম আছে শচীন।

(ভিতরে গেলেন)

শচীন। আপনি এরকম সেজেগুজে বসে আছেন—বরযাত্রী যাবেন নাকি?

মৃত্যুঞ্জয়। না, এই ছেলেরা—

(টেলিগ্রাম লইয়া সুবর্ণলতার প্রবেশ)

সুবর্ণলতা। এই নাও বাবা! কাল সন্ধ্যে-বেলায় এসেছে।

শচীন। খুলে দেখলেন না কেন?

মৃত্যুঞ্জয়। আমায় মানা ক'রলে—খুলতে দিল না।

সুবর্ণলতা। টেলিগ্রামের খবরকে আমার বড় ভয় বাবা! সেবার বিজনের মায়ের নামে তার এল, জলজ্যান্ত জামাইটা জলে ডুবে ম'ল।

শচীন। (তার খুলিয়া) দ্বিজবর পাড়ুই! আশ্চর্য্য—না!—একি! একি হ'তে পারে? অসম্ভব—!

সুবর্ণলতা। কি-কি, ব্যাপার কি বাবা! কোথা থেকে এসেছে—?

শচীন। এও কি সম্ভব?

মৃত্যুঞ্জয়। কি হ'ল?

শচীন। আপনাদের মেয়ের খবর পাওয়া গেছে—সে বেঁচে আছে!

মৃত্যুঞ্জয়। আমাদের মেয়ে?

সুবর্ণলতা। বেঁচে আছে—আমার মা—জগদ্ধাত্রী বেঁচে আছে?

শচীন। হ্যাঁ—

মৃত্যুঞ্জয়। না—না, পাগল নাকি? পঁচিশ বচ্ছর পরে—বলে কিনা জগদ্ধাত্রী বেঁচে আছে—! হয় না—হয় না—

শচীন। যে তার ক'রেছে, তাকে আমি যতদূর জানি, মিছে কথা ব'লবার মানুষ সে নয়!

সুবর্ণলতা। টেলিগ্রাম ক'রেছে কে?

শচীন। দ্বিজবর পাড়ুই; সেই যে—যার কথা কতবার আপনাদের ব'লেছি। লেখাপড়া-জানা নৌকোর মাঝি। অত্যন্ত ধর্ম্মভীরু লোক, মিথ্যে কথা লিখবে না।

মৃত্যুঞ্জয়। কথাগুলো পড়—

শচীন। (পড়িলেন) "Your wife alive, found today sleeping on the Chur. She is all right. I bring her to you. must be very careful."

মৃত্যুঞ্জয়। দেখি, (পড়িয়া) একি সম্ভব? হয়তো আর কেউ। দ্বিজবর পাড়ুইয়ের সঙ্গে তোমাদের এমন কি পরিচয় হ'য়েছিল—! সে হয়তো ঠিক চিন্‌তে পারিনি।

শচীন। নিশ্চয়—চিন্‌তে না পারলে সে কি টেলিগ্রাম ক'রতো? সঙ্গে নিয়ে আসতো?

মৃত্যুঞ্জয়। কিন্তু, পঁচিশ বচ্ছর পরে চেনা সোজা কথা কি? সন্দেহ হয়! হয়তো কোন পাকা জোচ্চোর কাউকে জগদ্ধাত্রী সাজিয়ে এনে হাজির ক'রবে!

সুবর্ণলতা। তুমি ওসব কথা মুখে এনোনা; অবিশ্যি, ঠিক তেমনটি নেই,—তাই ব'লে আমরা চিন্‌তে পারবো না?

শচীন। যতই বদলাক, আমি তাকে দেখেই চিনতে পারবো। মুখ চোখ আর এমন কি বদল হবে? আজ বেলা ন'টা দশটায় তা'রা ক'লকাতায় পৌঁছেছে। এতক্ষণ তো এখানে আসার কথা; হ্যাঁ, হ্যাঁ—এসেছে, এসেছে—

মৃত্যুঞ্জয়। কি ব'লছো?

সুবর্ণলতা। কোথায় এসেছে!

শচীন। আমি যে গাড়ীতে এসেছি, সেই গাড়ীতেই এসেছে; আমি তাকে দেখেছি, লক্ষ্য করিনি—এখন মনে হচ্ছে। হ্যাঁ—হ্যাঁ—হ্যাঁ, দ্বিজবর পাড়ুইকেও দেখেছি! তা'রা হেঁটে আসছে; ষ্টেশনে একখানা গাড়ী ছিল—গাড়ীখানা আমিই ভাড়া ক'রলুম। তা'রা হেঁটে আসছে—এখনি পৌঁছবে। আমার তখনি একবার মনে হ'য়েছিল—বুঝি চেনা! আমি যাই, আমি যাই—এগিয়ে নিয়ে আসি। সে আশা ক'রেছিল—আমি তাকে নিয়ে আসবো, ষ্টেশনে থাকবো, হয়তো রাগ করেছে! আপনারা তো জানেন—তার কথায় কথায় রাগ, কথায় কথায় অভিমান! আমি শান্ত ক'রে নিয়ে আসছি—

(শচীন দ্রুত চলিয়া গেলেন)

সুবর্ণলতা। এখনি এসে প'ড়বে! কি আশ্চর্য্য, পঁচিশ বচ্ছর পরে—

মৃত্যুঞ্জয়। হ্যাঁ—পঁচিশ বচ্ছর পরে! একটু ঠাণ্ডা পড়েছে কি? আমার যেন একটু শীত ক'চ্ছে! জ্বর হবে কি—?

(দরজার কাছে দ্বিজবর পাড়ুই আসিলেন)

মৃত্যুঞ্জয়। আসুন—আসুন, আপনিই বুঝি—

দ্বিজবর। হ্যাঁ—আমারই নাম শ্রীদ্বিজবর পাড়ুই!

মৃত্যুঞ্জয়। বসুন—।

সুবর্ণলতা। জগদ্ধাত্রী কই?

দ্বিজবর। শচীনবাবু তাঁকে সঙ্গে নিয়ে আসছেন। আমি সব কথা ব'লেছি। আপনারা উত্তেজিত হবেন না। আপনারা তাঁর কাছে এমন ভাবটা দেখাবেন—যেন কিছু হয়নি! পঁচিশ বছর আগে তিনি আর তাঁর স্বামী যেমন বেড়াতে গিয়েছিলেন, তার দিন-পনের পরে—আজ যেন ফিরে এলেন, এই রকম একটা ধরণা তাঁর মনে আছে। তাঁর চেহারার কোন পরিবর্ত্তন হয়নি, ঠিক তেমনিই আছে; মাঝে এই যে দীর্ঘ পঁচিশ বছর চলে গেছে, এর কোন প্রভাব তাঁর মনের কি দেহের উপর নেই!

সুবর্ণলতা। সেবারেও তো ঠিক এমনি হ'য়েছিল—!

মৃত্যুঞ্জয়। হ্যাঁ; কবে পাওয়া গেল? আপনি পেলেন?

দ্বিজবর। পাওয়া গেছে কাল সকালে—। জেলেরা মাছ ধ'রছিল, তা'রাই প্রথম দেখতে পায়—। উনি তখন ঘুমুচ্ছিলেন। আমি নদীর ধারেই থাকি; তা'রা এসে আমায় খবর দেয়। হঠাৎ চারিদিকে কেমন ক'রে রটনা হয়ে গেল—"মহামায়ার চরে" এক অপরূপ সুন্দরী ঘুমুচ্ছে—নিশ্চয়ই মা কালীর কোনো ভৈরবী হবে! আমি তখনই গেলাম—।

মৃত্যুঞ্জয়। আপনি গিয়ে কি দেখলেন—?

দ্বিজবর। উনি তখনো ঘুমুচ্ছেন—। মুখে প্রশান্ত ভাব, মধুর হাসি—। আমি অপেক্ষা ক'রতে লাগলেম—আমি দেখেই চিন্‌তে পেরেছিলাম।

মৃত্যুঞ্জয়। ঘুম ভেঙে কি ক'রলে?

দ্বিজবর। কাউকে না দেখে আশ্চর্য্য হ'য়ে গেলেন। আমায় জিজ্ঞাসা ক'রলেন, "আমার স্বামী কোথায়—আমাদের নৌকো কোথায়?" আমার পঁচিশ বছর আগেকার কথা মনে প'ল। চরের ইতিহাস আমি জানতাম। আমিই তার সাক্ষী। ওঁর ধারণা, শচীনবাবু আমার সঙ্গে পরামর্শ ক'রে ওঁকে ভয় দেখাবার জন্যে একা ফেলে এখানে চলে এসেছেন—। শচীন বাবুর উপর ওঁর প্রচণ্ড অভিমান হয়েছে!

মৃত্যুঞ্জয়। আপনাকে চিন্‌তে পেরেছিল—?

দ্বিজবর। না; তা কি ক'রে চিনবেন—? তখন আমার বয়স চব্বিশ পঁচিশ, আমার চেহারার অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছে! আমি ওঁকে চিনেছি—উনি আমায় চেনেননি!

সুবর্ণলতা। ছেলের কথা জিজ্ঞাসা করেছিল—?

দ্বিজবর। শচীনবাবুকে না দেখে—ছেলেকে না দেখে, উনি প্রাণে খুব ব্যথা পেয়েছেন—গভীর ব্যথা—সঙ্গে সঙ্গে ভয়ও! শচীনবাবুর কথা আমি কিছু কিছু জানতাম; ওঁকে শান্ত ক'রবার জন্যে অনেক কথা ব'লেছি—কিন্তু ওঁর ছেলেকে তো আমি দেখিনি—।

সুবর্ণলতা। বোধহয় মনে ক'চ্ছে, তার খোকা আজও সেই খোকাটীই আছে—।

দ্বিজবর। তা তো ক'রবেনই—কিন্তু খোকা কোথায়? সে বেঁচে আছে তো? তাকেও একটু শিখিয়ে পড়িয়ে নিতে হবে—সে কোথায়?

সুবর্ণলতা। কেমন ক'রে জানবো সে কোথায়? বেঁচে আছে কি নেই, তাই বা কে জানে! বছর বারো হ'ল, বিলেত না কোথায় গেছে—আর ফেরেনি!

দ্বিজবর। এই যে, ওঁরা আসছেন—

(জগদ্ধাত্রী—পশ্চাৎ শচীন)

জগদ্ধাত্রী। মা—তোমার জামাইয়ের—আচরণ—(আগাইয়া গিয়া পিছু হটিল, খানিকক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইল; তারপর ধীরে ধীরে প্রণাম করিল)

সুবর্ণলতা। এস মা, এস—ব'স!

জগদ্ধাত্রী। (বাপের কাছে আসিয়া) বাবা—!

(ধীরে ধীরে প্রণাম করিল)

শচীন। তুমি অমন ক'চ্ছ কেন? এস, আমার সঙ্গে কথা কও—।

জগদ্ধাত্রী। তুমি—তুমি—(ঠিক যেন চিনিতেছেনা)

শচীন। আমি—আমায় চিনতে পাচ্ছ না?

জগদ্ধাত্রী। সে কোথায়? কোথায়—গেল? তাকে দেখতে পাচ্ছিনে কেন!

শচীন। কার কথা ব'লছ?

জগদ্ধাত্রী। বুঝতে পাচ্ছনা? আমার কাছ থেকে কেড়ে এনে—

মৃত্যুঞ্জয়। তোমাদের অসুবিধে কিছু হয়নি তো? রেলে—ভিড় ছিল? কোন্ কোন্ জায়গায় গিয়েছিলে? ব'স, ব'স!

(সবাই নির্ব্বাক—কে কি কথা কহিবে বুঝিতে পারে না; জগদ্ধাত্রী যেন কি খুঁজিতেছে—তাহার এই অনুসন্ধান ক্রমে ক্রন্দনের সুরে গুঞ্জরিয়া উঠিল—)

জগদ্ধাত্রী। কোথায় লুকিয়ে রেখেছ তাকে?—কোথায় লুকিয়ে রেখেছ?

মৃত্যুঞ্জয়। (স্ত্রীর প্রতি) ও কাকে খুঁজছে?—অতুলকে

সুবর্ণলতা। হ্যাঁ—; এস মা, আমার সঙ্গে এস!

জগদ্ধাত্রী। না—আমি যাবনা? তোমরা পরামর্শ ক'রেছ—আমার কাছে লুকিয়ে রাখতে চাও! কি একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে, তোমরা ব'লছ না—ব'লছ না—! কেন ব'লছ না?

সুবর্ণলতা। আমি ব'লবো—তুমি আমার সঙ্গে এস!

(সকলে আবার শঙ্কিত হইল)

জগদ্ধাত্রী। ওই দেখ, সবাই তোমায় বারণ ক'চ্ছে। বল মা বল, বল—সে কোথায়; তোমাদের পায়ে পড়ি, তোমরা আর আমায় দ'গ্ধে মেরোনা! আমি সইতে পাচ্ছিনে—সইতে পাচ্ছিনে! শোবার ঘরে ঘুমুচ্ছে? আমি দেখছি—আমি দেখছি—।

(দরজা খুলিয়া সিঁড়ি দিয়া নিজের শয়ন-ঘরে গেল)

সুবর্ণলতা। শচীন—এস, আমরা কাছে কাছে থাকি।

[উভয়ের প্রস্থান

(দ্বিজবর ও মৃত্যুঞ্জয় বসিয়া রহিলেন; অনেকক্ষণ দু'জনেই চুপচাপ; পরে মৃত্যুঞ্জয় জোর করিয়া নিজেকে জাগাইয়া তুলিলেন)

মৃত্যুঞ্জয়। আচ্ছা দ্বিজবরবাবু, এবার পদ্মায় ইলিশ মাছটা খুব জম্মেছে, কেমন?

দ্বিজবর। আমি আজকাল আর মাছের কারবার করিনে! তবে বাজারে ইলিশের আমদানি ঠিকই আছে—

মৃত্যুঞ্জয়। মাছের কারবার করেন না বুঝি; ওঃ! কি করেন তাহ'লে—?

দ্বিজবর। আমি হেডমাষ্টার; তা'ছাড়া, আমার নিজের "নাইট স্কুল" আছে।

মৃত্যুঞ্জয়। ভাল কাজ করেননি মশায়! ইলিশ মাছ বেচলে এতদিন লাল হ'য়ে যেতেন। আমার ইচ্ছা ছিল—

দ্বিজবর। দেখুন, এ ব্যাপারটায় কোন ব্যাঙ্কে পাওয়া যায় না—

মৃত্যুঞ্জয়। কোন্ ব্যাপারটা—?

দ্বিজবর। আপনার মেয়ে সেভাবে ফিরে এলেন—।

মৃত্যুঞ্জয়। ওকথা থাক দ্বিজবরবাবু! সাঁইত্রিশ বচ্ছর আগে একবার এই ধরণের ব্যাপার হয়, তখন আমার ভাববার শক্তি ছিল—I was then intlectually stronger than what you see me now, the wreck of my former self, তবু ভেবে পাইনি! বুদ্ধির অতীত! আজকের এ ব্যাপার তো কেউ বিশ্বাস ক'রবে না—।

দ্বিজবর। তা বোধ হয় ক'রবে না—; তবে আমি তন্ত্রে পেয়েছি—হতে পারে। কালকে হরণ করেই তো মহাকালী হয়েছেন ?

মৃত্যুঞ্জয়। জজে মানবে না—পঁচিশ বছর পুলিশের কাজ ক'রেছি মশায়, জানি সব! থাক, ও কথা থাক। আপনি তো হেডমাষ্টার, "বর্ত্তমান বাংলাসাহিত্য" সম্বন্ধে আপনার কিছু জানা আছে—?

দ্বিজবর। হ্যাঁ,—আমি সাহিত্য ভালবাসি!

মৃত্যুঞ্জয়। ঠিক হ'য়েছে—আপনিই উপযুক্ত লোক, চলুন—

দ্বিজবর। কোথায় ?

মৃত্যুঞ্জয়। এই আমাদের পাড়ার স্কুলে "প্রাইজ ডিষ্ট্রিবিউসনে" আপনাকে "বর্ত্তমান বাংলাসাহিত্য" সম্বন্ধে একটু বক্তৃতা দিতে হবে।

দ্বিজবর। কিন্তু, আপনার মেয়েকে এইভাবে ফেলে—

মৃত্যুঞ্জয়। আমার মেয়ে! আপনি কি সত্যিই মনে করেন দ্বিজবরবাবু, আমার মেয়ে বেঁচে আছে ?—পঁচিশ বছর পরে ফিরে এসেছে ?

দ্বিজবর। আপনি তো নিজের চোখে দেখলেন, বেঁচে আছেন!

মৃত্যুঞ্জয়। হ্যাঁ, বেঁচে আছেন বটে,—বেঁচে না থাকলে ভাল হত! দেখুন, আমি ওকে দেখতে পাচ্ছিনা। আচ্ছা—দ্বিজবরবাবু, আপনার বোধহয় ছেলেমেয়ে নেই ?

দ্বিজবর। আজ্ঞে—না!

মৃত্যুঞ্জয়। থাকলে, আমার মত আপনিও ব'লতেন—ফিরে না এলে ভাল হ'তো! ওর অবস্থাটা একবার ভাবুন তো! ও বড় হয়নি, অথচ সংসার বদলে গেছে, আমরা সবাই বুড়ো হয়ে গেছি। আমাকে ও ঠিক চিনতে পারিনি, ওর মাকে চিনতে পারিনি, স্বামীকে অন্য মানুষ ব'লে মনে হচ্ছে—ও কেমন ক'রে এ সংসারে থাকবে ? যে ছেলের জন্য পাগল হ'য়ে ছুটলো, সে ছেলে যদি সত্যি ওর সামনে এসে দাঁড়ায়, ও কি চিনতে পারবে আপনি মনে করেন ?

দ্বিজবর। আমি আপনাকে ঘটনার কথাটা ব'লছিলাম।

মৃত্যুঞ্জয়। আমি ঘটনার কথা ভাবছিনে। আমার মেয়ে ব'লে নয়—মানুষ, মানুষ হিসাবে—আমি ভাবতে পারিনে, আমি ওকে দেখতে পারলেম না! এখন ও যদি বেঁচে থাকে, সে বাঁচা—সে তো মৃত্যুর চেয়েও ভয়ানক! উঃ—ভগবান কি এতই নিষ্ঠুর! আমার তা মনে হয় না; তাঁর দয়া আছে, তাই তিনি সংসারে মৃত্যু দিয়েছেন। থাক ওকথা। চলুন—ছেলেরা গাড়ী নিয়ে এল; আসুন, আসুন—

[দ্বিজবরের হাত ধরিয়া মৃত্যুঞ্জয়ের প্রস্থান

(ধীরে ধীরে আটাশ বৎসরের ইতিকথার চিত্রপুঞ্জ ও সুরের ঝঙ্কার আবার অতীতে মিলাইয়া গেল। দেখা গেল, যে যুবক বাড়ী দেখিতে আসিয়াছিলেন, তিনি সেখানে সেইভাবে বসিয়া আছেন; এক অশরীরী সঙ্গীতবাণী গৃহের কক্ষ হইতে কক্ষে মর্ম্ম-বেদনায় ধ্বনিত হইতেছে!)

বিষ্কম্ভক

গান

কত বরষ মাস গেল চলিয়া—
পথপানে চেয়ে রই—কে আসিবে বলিয়া!
এ বুকে পাষাণ চাপা,
কি ব্যথা—কহিব কায় ?
মরমের কথা মোর
মুখে নাহি বলা যায়!
কে তুমি—কোথায় গেছ
এ হৃদয় দলিয়া!

(মম) আঁখি পিপাসিত, তৃষিত মনপ্রাণ—
কেন সে আসিল না, কিসের অভিমান?
বার বার কত আর
আশা যাবে ছলিয়া॥

(ধীরে ধীরে কক্ষের রুদ্ধ আকাশে সঙ্গীত মিলাইয়া গেল)

(বাগানের মালী মধুসূদন অতুলের জন্য চা আনিয়াছে)

মধুসূদন। বাবু—বাবু! বাবু কি ঘুমুচ্ছেন? বাবু!

অতুল। কে—কে?

মধুসূদন। আমি—সূদন; আপনার চা এনেছি—

অতুল। চা এনেচ? তুমি কোথা থেকে আসছ?

মধুসূদন। আপনি যে আমায় চা আনতে ব'ল্লেন? ট্যাকা দিলেন—

অতুল। ওঃ হ্যাঁ—হ্যাঁ, তুমি চা এনেছ?—বেশ ক'রেছ; দাও—চা খাই। (চা খাইলেন) আচ্ছা, তুমি কতক্ষণ এখান থেকে চ'লে গেছ, বল তো—?

মধুসূদন। বাজারে গিয়ে চা কিনে, চা তৈরী ক'রে এনেছি—একঘণ্টা হয়নি বাবু!

অতুল। পঁচিশ বছর—একটা ঘণ্টার ভিতর!

মধুসূদন। আপনি কিছু দেখেছেন বাবু?

অতুল। হুঁ—;

মধুসূদন। আপনার ভয় করেনি?

অতুল। না—;

মধুসূদন। একটা কথা জিজ্ঞাসা ক'রবো বাবু?

অতুল। কর—

মধুসূদন। আপনি কি আমাদের গাঙ্গুলি-মশায়ের কেউ হন? মুখখানায় গাঙ্গুলি মশার মুখের আদল একটু আসে—

অতুল। আমি তাঁর ছেলে—!

মধুসূদন। ওঃ—তাই বলুন! আপনাকে ছেলেবেলায় দেখিছি, আপনার নামটা কি যেন—

অতুল। আমার নাম অতুল।

মধুসূদন। হ্যাঁ, অতুলই বটে! তা'হলে এ তো আপনারই বাড়ী।

অতুল। হ্যাঁ—আমার বাড়ী। আমার শৈশবের স্বর্গ, জীবনের স্বপ্ন।

মধুসূদন। তা আপনি আমার বাড়ীতে আসেন, আমি আপনাকে হেরম্ব উকিলের বাড়ী নিয়ে যাই।

অতুল। না, এখন যাবনা—আরো কিছুক্ষণ থাকবো। এ বাড়ী কেউ ভাড়া নেয় না কেন?

মধুসূদন। বাড়ীটার দুর্নাম হয়ে গেছে; লোকে বলে, এই বাড়ীতে একটি মেয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়—গান গায়।

অতুল। একটি মেয়ে—?

মধুসূদন। আমি এসে দেখলাম, আপনি চোখ বুজিয়ে বসে আছেন; আমি মনে ক'রেছিলাম, আপনি তানাকে দেখতে পেয়েছেন—

অতুল। তুমি যাঁর কথা ব'লছ, তিনি তো আমার মা?

মধুসূদন। হ্যাঁ—;

অতুল। তুমি দেখেছ?

মধুসূদন। দেখেছি—

অতুল। তিনি কি দিনরাত তাঁর শোবার ঘরেই থাকেন?

মধুসূদন। না, বাড়ীর সব জায়গা ঘুরে বেড়ান—

অতুল। কত দিন মারা গেছেন—?

মধুসূদন। বছর পাঁচসাত আগে—

অতুল। কোনো অসুখে মারা যান?

মধুসূদন। অসুখের কথা শুনিনি। কেবল ব'লতেন, "সে কোথায় গেল—তার কথা তোমরা আমায় ব'লছ না কেন।" তারপর একদিন রাত্রে দম আটকে মারা যান। সদ্গতি হয়নি তো? তাই এখনো মায়ার বাঁধনে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এখনো চোখ দেখলে মনে হয়, যেন কাকে খুঁজছেন। হয়তো আপনাকে।

অতুল। দেখতে কেমন? মানুষের মত?

মধুসূদন। ঠিক যেমনটী ছিলেন—অবিকল সেই রকম। খুব ধীর, শান্ত—বাতাসের মত হাল্কা; সঙ্গী নেই, সাথী নেই,—একেবারে একা।

অতুল। তুমি মিছে কথা ব'লছ না?

মধুসূদন। না—না, মিছে কথা কেন ব'লবো বাবু! আমি নিজের চক্ষে যা দেখেছি, তাই আপনাকে ব'ল্লাম। কখনো দাঁড়িয়ে থাকেন, কখনো খুব আস্তে আস্তে হেঁটে বেড়ান,—আবার কখনো ঝড়ের মত জোরে চলে যান; দেখতে দেখতে ঝড়ের সঙ্গে মিশে এক হ'য়ে যান—তখন আর চেখে দেখা যায়.না!

অতুল। সুদন, তুমি বাড়ী যাও; আমি এখানে থাক্‌বো। কাল সকালে দেখা হবে।

মধুসূদন। আপনার ভয় লাগবে না?

অতুল। না—; তুমি যাও, এখানে থেকোনা।

[মধুসূদন একটু ইতস্ততঃ করিয়া চলিয়া গেল]

(দূর হইতে মধুসূদনের গান ভাসিয়া আসিতে লাগিল—"এস দেবকী, তোমায় গোপাল দেব কি?" অতুল অন্য দিকে ফিরিয়া গানের স্বর শুনিতেছিলেন; সামনে ফিরিয়া দেখেন, তাঁর চোখের উপর তাঁর মায়ের প্রেতাত্মা দেহ ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন)

জগদ্ধাত্রী। (খুব ধীরে) এই দিকে এস, তোমায় একটা কথা জিজ্ঞাসা ক'রবো।

অতুল। (নিকটে গেল)

জগদ্ধাত্রী। তুমি এই বাড়ী কিনবে?

অতুল। যদি কিনি?

জগদ্ধাত্রী। আমায় তাড়িয়ে দিও না যেন—আমি এখানে থাকবো। আমি এই বাড়ী ভালবাসি—খুব ভাল বাড়ী, চমৎকার বাড়ী!

অতুল। হ্যাঁ, চমৎকার বাড়ী। এ বাড়ীতে অনেক লোক ছিল?

জগদ্ধাত্রী। হ্যাঁ—ছিল, আগে ছিল—আমার বাবা, আমার মা, আমার স্বামী, আমার—আমার,—এখন আর কেউ নেই! কারো সঙ্গে আমার দেখা হয় না, আমি একাই থাকি—।

অতুল। একা একা কি কর?

জগদ্ধাত্রী। ঘুরে বেড়াই—খেলা করি—

অতুল। তোমার কোন কষ্ট হয়?

জগদ্ধাত্রী। আগে হ'ত—এখন ঠিক বুঝতে পারিনে! তুমি এ বাড়ী চিনতে?

অতুল। ছেলেবেলায় আমি এ বাড়ীতে ছিলাম—।

জগদ্ধাত্রী। অনেক দিন আগে—কে জানে কত দিন, আমি সময় বুঝতে পারিনে—এ বাড়ীতে একটী ছোট ছেলে হাসতো, কাঁদতো! তোমার কি মনে হয়?—ছোট ছেলের হাসিও ভাল, কান্নাও ভাল, সব ভাল,—তাই নয় কি?

অতুল। হ্যাঁ—ভাল বইকি! আমি ছোটছেলের সঙ্গে বেশী মিশিনি।

জগদ্ধাত্রী। তা বটে—তুমি তো বেশ বড়!

অতুল। হ্যাঁ, ক্রমেই বড় হ'চ্ছি—একদিন ছোট ছিলাম!

জগদ্ধাত্রী। ছোট ছিলে?

অতুল। হ্যাঁ—

জগদ্ধাত্রী। আমায় ব'লতে পার, এত শীগ্‌গির লোকে বড় হয় কি ক'রে? আমি বুঝতে পারিনে—আমি তো বড় হইনি!

অতুল। না, তুমি বড় হওনি—।

জগদ্ধাত্রী। আমার বাবা, মা বেশ ছিলেন—তারপর একেবারে বুড়ো থুথ্‌থুড়ে হ'য়ে গেলেন! আমার স্বামী একদিন আমায় এক জায়গায় রেখে এলেন—তখন তিনি তোমার মত; বাড়ী ফিরে এসে দেখি, মাথার চুল পাকা—আমার সঙ্গে কথা ব'লতে পারে না! অনেক বয়স, একেবারে যেন আলাদা মানুষ! চেনা যায় না! তুমি, তুমি—তোমার মুখখানি আমার ভাল লাগছে।

(চিনিবার চেষ্টা করিল)

অতুল। তুমি আমায় চিনতে পাচ্ছনা?

জগদ্ধাত্রী। না—তোমায় ভাল লাগছে—চিনতে পাচ্ছিনা!

অতুল। আমার নাম অতুল!

জগদ্ধাত্রী। না না—অতুল কেন হবে? তুমি অতুল নও—অতুল নও! তার আর এক নাম খোকা—সে হাসে, সে কাঁদে! সে বড় নয় ছোট—ছোট! তুমি এ বাড়ীতে ছিলে—তুমি তাকে দেখনি?

অতুল। তুমি আমায় একবার অতুল ব'লে ডাকনা—ডাকবে? আমার শুনতে ইচ্ছে হয়!

জগদ্ধাত্রী। (রাগ করিয়া) না—তোমায় কেন অতুল ব'লবো? তুমি অতুল নও!

অতুল। আমার উপর রাগ ক'রলে? রাগ ক'রোনা,—

জগদ্ধাত্রী। আমায় দেখে তোমার দুঃখু হ'চ্ছে?

অতুল। আমার কান্না পাচ্ছে!

জগদ্ধাত্রী। (সন্দেহ) তুমি কি অতুলকে লুকিয়ে রেখেছ?

অতুল। তাইই বটে! তোমার কথাই ঠিক, আমিই তাকে লুকিয়ে রেখেছি!

জগদ্ধাত্রী। কেন লুকিয়ে রেখেছ? ফিরিয়ে দাও!

অতুল। ইচ্ছে হয়, ফিরিয়ে দিই—কিন্তু উপায় নেই! তুমি যাকে খুঁজছ, ঠিক তাকে আর কখনো খুঁজে পাবে না—!

জগদ্ধাত্রী। পাবনা?—সেকি!

অতুল। যাকে খুঁজছ, সে তোমার কে—তাও তুমি জাননা?

জগদ্ধাত্রী। আগে জানতাম—এখন মনে নেই। আমি বড় ক্লান্ত! কতদিন—কতদিন আমি একা আছি। যারা ছিল, তারা নেই। নতুন লোক কেউ আসে না। আমি বড় একা—বড় একা!

অতুল। তুমি এখানে থাক কেন?

জগদ্ধাত্রী। জানিনে—। আমায় ডাকতে এসেছিল—তারা সুন্দর, ভাল; আমি যেতে পারিনি!

অতুল। কোথায়—সেই "মহামায়ার চরে"? যার চারিদিকে পদ্মানদী আর বিল!

জগদ্ধাত্রী। না, আরও ভাল জায়গা—আমি যেতে পারছিনা! এখন আর একা থাকতে ভাল লাগেনা—যেতে ইচ্ছে হয়! তুমি নিয়ে যেতে পার? পথ দেখিয়ে দিতে পার?

অতুল। ইচ্ছে হয়—তুমি যাতে ভাল থাক, তাই করি! কিন্তু কি ক'রবো, আমি মানুষ—আর তুমি একদিন মানুষ ছিলে! সে স্মৃতি আজও ভুলতে পারনি, তাই যাবার পথ খুঁজে পাচ্ছনা! আমি কেমন ক'রে তোমায় পথ দেখিয়ে দেব।

জগদ্ধাত্রী। আমি বেঁচে নেই?

অতুল। না—। ম'রবার পরেও কেন তুমি পৃথিবীর মায়া কাটাতে পারনি, কিসের লোভে?—আমায় ব'লতে পার মা!

জগদ্ধাত্রী। তুমি আমায় মা ব'ল্লে কেন? আমি কি তোমার মা?

অতুল। আমিও মা, ছেলেবেলায় কতদিন তোমায় খুঁজেছি! আমি বুঝতে পারতেম না—সবার মা থাকে, আমার মা নেই কেন? আমার কখন মনে হয়নি, তুমি নেই। বাবা স্পষ্ট ক'রে কোন দিন তোমার কথা আমায় বলেননি। তুমি যেমন আমায় খুঁজেছ--আমিও তেমনি তোমায় খুঁজেছি মা!

জগদ্ধাত্রী। অতুল, অতুল? তুমি আমার সেই অতুল? তুমি যখন ভূমিষ্ঠ হ'লে, আমার মনে প'ড়ছে—ঘর-আলোকরা রূপ! আজ আমার মনে আবার সেই আনন্দ হ'চ্ছে—এতদিনে আমার সব কষ্ট সার্থক হল!

অতুল। তুমি আমার মা—আমি তোমার অতুল!

জগদ্ধাত্রী। তুমি অতুল—সেই অতুল?—সেই ছোট, ছোট্ট অতুল? অতুল, অতুল—আমার ব'লতে ভাল লাগছে। অতুল, অতুল—মিষ্টি নাম!

অতুল। মা—মাগো!

জগদ্ধাত্রী। এইবার তোমায় চিনতে পেরেছি, তুমি অতুল! যারা আমায় ভালবাসতো, তারা আমায় ভুলে গেল; তাই তোমার জন্যেই আমি এখানে ছিলাম—

অতুল। তুমি এভাবে আরো এখানে থাকতে চাও, মা!

জগদ্ধাত্রী। না—আমি বুঝতে পেরেছি। সুখ চ'লে গেলেও সুখের আশা আমার যায়নি, তাই আমার এ শাস্তি ভোগ ক'রতে হ'চ্ছে। সে দোষ কি আমার! উঃ—বড় যন্ত্রণা পেয়েছি! তুমি আমার হ'য়ে ভগবানকে ডাক—এই যন্ত্রণার হাত হ'তে আমায় বাঁচাবার জন্যে ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর! আমি সব ভুলে গেছি—আমায় ভুলিয়ে দিলে। তুমি ডাকতে জান? ভগবান আছেন—শুনেছি, ডাকলে তিনি শোনেন, দয়া করেন,—তুমি ডাকতে জান?

অতুল। না—আমি জানিনে, কখনো শিখিনি! তবু, আমি তোমার জন্যে ভগবানকে ডাকবো। মা—মাগো, তোমায় কোন দিন প্রণাম করিনি—প্রণাম ক'রছি, আশীর্বাদ কর!

জগদ্ধাত্রী। আশীর্ব্বাদ? আমি কেমন ক'রে আশীর্ব্বাদ ক'রবো? আমি জানিনে! তুমি আমার ছেলে নও, আমি তোমার মেয়ে! আমি বড় হইনি, আমি কিছুই জানিনে! তুমি ডাক—ডাক, ভগবানকে ডাক। তোমার কথায় দেবতার দয়া হবে!

অতুল। জানিনে, কোন্ কামনা তোমায় সংসারে বেঁধে রেখেছে! মৃত্যু তোমার কাছে মুক্তির দূত হ'য়ে আসেনি—তোমার জন্যে ভগবানের কাছে কি চাইব, কোন্ ভাষায় প্রার্থনা ক'রবো। আমি ধর্ম্ম জানিনে, অনুষ্ঠান জানিনে, কিছু বুঝিনে! ওগো নিশীথ রাত্রির অসংখ্য তারা, তোমরা আমায় সেই মন্ত্র শিখিয়ে দাও, যার সুর আছে—কথা নেই। আমি অজ্ঞ—আমি জানিনে, আমি জানিনে!

(সঙ্গীত আরম্ভ হইল, দিব্য সঙ্গীত ও পুষ্পবর্ষণ)

গান

শুভ লগনে বীণা বাজে গগনে,
ঝঙ্কৃত সুর জ্যোতি মধু পবনে।
তুমি এস, এস, এসগো!
ব্যথা বেদনা কর দূর—
এস কুসুম-রথে
ফুল-বিছানো পথে
পুষ্পিত নন্দন-বন-ভবনে॥

অতুল। মা, ভগবান আমার ডাক শুনেছেন—তোমার কামনার দেহ মিলিয়ে গেল! তুমি শান্তি পাও, তুমি শান্তি পাও! জীবনে যন্ত্রণা পেয়েছ—মরণে যন্ত্রণা পেয়েছ, তুমি জন্মমৃত্যুর পারে যাও!

(আলো দেখা গেল—বাহির হইতে সুদনের সঙ্গে বিজনবালা ও হেরম্ব আসিলেন)

সুদন। এই দেখ মা, দাদাবাবু এখানে চুপটি ক'রে দাঁড়িয়ে আছেন।

বিজনবালা। অতুল.

অতুল। কে?

বিজনবালা। আমায় চিনতে পাচ্ছ না?

অতুল। মাসিমা!

বিজনবালা। বাড়ী এস বাবা, বাড়ী এস!

হেরম্ব। আমায় দেখ দেখি! মনে পড়ে?

অতুল। পটল?

হেরম্ব। হ্যাঁ—তোমার বাল্যবন্ধু। তুমি বাইরে এস, আর এখানে দাঁড়িয়ে থেকোনা।

অতুল। চল মাসিমা, আমি আমার মাকে দেখিছি, জ্ঞান হওয়ার পর এই প্রথম দেখলুম। ভেবেছিলুম—আমি মাতৃহারা! মা আমায় এত ভাল বাসতেন! এইখানে—এই মাটিতে এসে তিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন। আর তিনি অতৃপ্ত নন, মা আমার শান্তি পেয়েছেন!

বিজনবালা। চল বাবা, বাড়ী চল।

—যবনিকা—


বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির